* * সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA

India's Largest Selling Daily

৪৯ বর্ষ, ৩০০ সংখ্যা

রবিবার, ২৫ পৌষ ১৩৭৭ (২০ পৌষ ১৮৯২ শক) Sunday, January 10, 1971.

ESTD. 1878 REGD. NO. C 1080

মূল্য—২০ পয়সা (20 Paise)

বাসন
পীতল কাঁসা ও তামা
সর্বপ্রকার বাসনের জন্য
শশীভূষণ প্রভাসচন্দ্র দে

সততার সহিত ১০০ বৎসর পরিচালিত
অক্ষয় কুমার লাহা
১, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩
ফোন: ২৩-২৭৬৫

পুরনো কারডেই আপাতত দুধ পাওয়া যাবে

স্টাফ রিপোর্টার

টাকা জমা দেওয়ার নতুন ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত জানুয়ারি মাসের জন্য যাঁরা কারড রিনিউ করবেন তাঁদের ১১ জানুয়ারি থেকে পুরোনো কারডেই আপাতত কোনরূপ দাম না নিয়েই সরকারী ডিপোতে দুধ সরবরাহ করা হবে। তবে নতুন কারড করার সময় ওই দাম নেওয়া হবে।

এ সম্পর্কে শনিবার রাজ্যের মিলক কমিশনার শ্রী এ কে মিত্র এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন যে, আজ, রবিবার থেকে পুরোনো কারডে দুধ পেতে যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য সরকারী দুধের ডিপোর সহকারীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শেখ আবদুল্লার কাশ্মীরে প্রবেশ নিষিদ্ধ

গণভোট ফ্রনটের চারশত নেতা ও কর্মী গ্রেফতার

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি—শেখ আবদুল্লার জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে ঢোকা নিষিদ্ধ করে আজ ভোরে তাঁর ওপর বহিষ্কার আদেশ জারি করা হয়েছে। তিনি এখন আর ওই রাজ্যে ঢুকতে পারবেন না। তিনি বর্তমানে দিল্লিতে। একথা অবশ্য পরিষ্কার করে জানানো হয়েছে, তাঁকে গ্রেফতার করা হয়নি।

শ্রীনগরের খবর: সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকায় সারা রাত্রি জোর তল্লাসী চালিয়ে পুলিশ গণভোট ফ্রনটের আনুমানিক ৪০০ কর্মকর্তা ও কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। এঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে আটক আইনে। কোন রকম বিশৃঙ্খলা ঘটলে তা দমন করতে উপত্যকার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ফ্রনটের 'অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপে' লিপ্ত হবার আশঙ্কা করেই এই ধরপাকড়। রাজ্যের চীফ সেক্রেটারির বিবৃতি থেকে ওই কথা জানা যায়।

শেখ আবদুল্লা ছাড়াও গণভোট ফ্রনটের আরও দুজন নেতার জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই দুজন নেতা হলেন ফ্রনটের সভাপতি মিরজা আফজল বেগ এবং ফ্রনটের সাধারণ সম্পাদক ও শেখজীর জামাই শ্রী জি এম শাহ। এঁদের সকলকার বিরুদ্ধে বহিষ্কার আদেশ জারি করা হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে জননিরাপত্তারক্ষা আইন অনুযায়ী।

শেখ আবদুল্লা ও তাঁর জামাই-এর বিরুদ্ধে বহিষ্কার আদেশ জারি করা হয়েছে শেখজীর দিল্লির বাড়িতে। মিরজা আফজল বেগের ওপর ওই আদেশ জারি হয়েছে গতকাল সন্ধ্যায়। ওই সময় শ্রী বেগ মোটরে জম্মু থেকে শ্রীনগর যাচ্ছিলেন। তিনি পরশু মোটরে দিল্লি থেকে জম্মু রওনা হন।

ইউ এন আই-এর খবর: রাজ্য সরকার এঁদের তিনজনের জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে ঢোকা নিষিদ্ধ করেছেন তিন মাসের জন্য।

ওই আদেশে তিনজন নেতাকে কেন বহিষ্কার করা হচ্ছে, তার কারণ জানানো হয়নি। তবে জানা গিয়েছে, রাজ্যে বিচ্ছিন্নকামীদের ক্রমবর্ধমান কার্যকলাপ বন্ধ করতে রাজ্য সরকার ওই ব্যবস্থা নিয়েছেন।

শ্রী বেগ নাকি আবার দিল্লি ফিরে যাচ্ছেন। ওই তিনজন নেতাকে গ্রেফতার করা হয়নি। তাঁদের শুধু জম্মু ও কাশ্মীরে ঢুকতে বারণ করা হয়েছে।

এরা এক সপ্তাহেরও বেশি রাজধানীতে থেকে তাঁদের বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে শলাপরামর্শ করেন। তাঁরা ওই সময়ের মধ্যে দু-দুবার পাকিস্তানের হাই কমিশনার শ্রী সাজ্জাদ হায়দারের সঙ্গে দেখা করেন।

শেখ আবদুল্লা ও শ্রী শাহকে বহিষ্কার আদেশের কথা জানান পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেনট। তিনি একদল পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে কাশ্মীর থেকে আসেন।

শেখজী ও শ্রীশাহের আজ সকাল ৯-৪০ মিনিটে বিমানে শ্রীনগর রওনা

চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

কেন্দ্রের সতর্ক দৃষ্টি

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি—রাজ্য সরকার কর্তৃক শেখ আবদুল্লা ও তাঁর সহকর্মীদের বহিষ্কার এবং গণভোট ফ্রনটের বিশিষ্ট কর্মীদের গ্রেফতারের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন।

কর্তৃপক্ষ মহল থেকে বলা হয়েছে, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় সবরকম সাহায্য দেবেন।

গণভোট ফ্রনটের বিচ্ছিন্নতাকামী কাজের ষড়যন্ত্র

জম্মু, ৯ জানুয়ারি—রাজ্যের অর্থমন্ত্রী শ্রী জি এল ডোগরা আজ বলেন, গণভোট ফ্রনট আগামী অন্তর্বর্তী নির্বাচনের সুযোগে অন্তর্ঘাতমূলক ও পাকিস্তানের অনুকূলে বিচ্ছিন্নতাকামী কার্যকলাপের ষড়যন্ত্র করেছিল।

তিনি বলেন, সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হয়েছে, কারণ আর দেরি করলে রাজ্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হত।

পি সি সরকারের মরদেহ কলকাতায় এল / আজ অন্ত্যেষ্টি

স্টাফ রিপোর্টার

যাদু সম্রাট পি সি সরকারের মরদেহ শনিবার রাত্রে টোকিও থেকে বিমানে কলকাতা আনা হয়েছে। গত বুধবার ৬ জানুয়ারি জাপানের অশাহিকাওয়া শহরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। আজ, রবিবার সকালে কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। সকাল ৯টায় তাঁর রাসবিহারী এভেনিউয়ের বাড়ি থেকে শোকযাত্রা বেরোবে।

যাদু সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীপ্রফুল্ল সরকার জাপান থেকে পিতার মরদেহ সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। মেজ ছেলে শ্রীপ্রদীপ সরকার পিতার মৃত্যুর খবর পেয়ে জাপানে যান। তিনি সেখানেই থেকে গিয়েছেন। পিতার ম্যাজিক প্রদর্শনের নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান তিনি চালিয়ে যাবেন।

এদিন রাত্রি ঠিক আটায় এয়ার ইনডিয়ার একটি বিমান যাদু সম্রাটের মরদেহ টোকিও থেকে বহন করে নিয়ে এসে কলকাতার দমদম বন্দরে নামিয়ে দিল। দমদমে এই মরদেহ গ্রহণ করেন পি সি সরকারের মেজ জামাতা শ্রীপার্থসারথি চৌধুরী।

দমদমে যাদু সম্রাটের বড় ছেলে 'মানিক' (ভাল নাম প্রফুল্ল) বিমান থেকে নেমে আমাদের প্রতিনিধির কাছে

চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ

বিধানসভা ভেঙে নির্বাচন সুপারিশ

ভুবনেশ্বর, ৯ জানুয়ারি—ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী আর এন সিংদেও আজ পদত্যাগ করেছেন। রাত্রি ঠিক সাড়ে সাতটার সময় তিনি রাজ্যপাল ডাঃ এস এস আনসারির সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে পদত্যাগপত্র পেশ করেন। এর প্রায় একঘণ্টা পরের খবর: পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে। রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী ... ... ভেঙে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিংদেও-র পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তিন বছর দশ মাস বয়স্ক স্বতন্ত্র-জনকংগ্রেস দলের কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটলো।

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দিয়ে রাজ্যে লোকসভার সঙ্গে বিধানসভারও মধ্যবর্তী নির্বাচনের সুপারিশ করেছেন।

রাজভবন থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার সংবাদ দিয়ে বলা হয়েছে—এই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী ৯ জানুয়ারি রাত সাড়ে আটটা থেকে ... ... বাতিল বলে ঘোষণা করা হল।

সমস্ত ব্যাপারটাই খুব তাড়াতাড়ি ঘটে যায়। সন্ধ্যা থেকেই নাটকীয়ভাবে ঘটনা আবর্তিত হতে থাকে। মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে রাজ্যপালকে দিল্লি না যাওয়ার অনুরোধ জানান এবং তারপর তিনি পদত্যাগপত্র হাতে করে রাত সাড়ে সাতটার সময় রাজভবনে রাজ্যপালের কাছে যান। রাজ্যপাল জরুরী তলব পেয়ে ওই সময় দিল্লি রওয়ানা হচ্ছিলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর দিল্লি যাওয়া বাতিল করে দেন।

রাজভবন থেকে বেরিয়ে এসেই তিনি মন্ত্রিসভার এক জরুরী বৈঠক ডাকেন। সেখানে তাঁর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ও সুপারিশসমূহ অনুমোদিত হয়। পরে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন। ওই সময় নতুন সরকার গঠিত না হওয়া পর্যন্ত একটি তদারকী সরকারের প্রধান হিসাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা মুখ্যমন্ত্রী অস্বীকার করেন।

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী গতকাল রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে আগামী ১৫ জানুয়ারি রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন ডাকার সুপারিশ করেছিলেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জানান যে, আজ সকালে কলাহান্ডি থেকে ফিরে এসে তিনি দেখতে পান, অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই লোকসভার সঙ্গে একই সময়ে রাজ্য বিধানসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনের পক্ষপাতী। তারপর সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। সেই সঙ্গে বিধানসভা ভেঙে দিয়ে একই সঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনের সুপারিশ করেন।

প্রতিক্রিয়া

শ্রীসিং দেও-র পদত্যাগ সংক্রান্ত বিস্তারিত সংবাদের জন্য কেন্দ্র অপেক্ষা

পঞ্চম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমে দ্রষ্টব্য

যাদুসম্রাট পি সি সরকারের কফিনে ঢাকা মরদেহ শনিবার রাত্রে দমদমে বিমান থেকে লরিতে নামানো হচ্ছে। —নিজস্ব চিত্র

আদি কংগ্রেস পঃ বঙ্গেও গণতান্ত্রিক দলের সঙ্গে জোট বাঁধতে পারে
—নিজলিঙ্গাপ্পা

স্টাফ রিপোর্টার

আদি কংগ্রেস সভাপতি শ্রী এস নিজলিঙ্গাপ্পা শনিবার সকালে কলকাতায় বলেন যে, আসন্ন নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গেও তাঁরা জনসংঘ এবং অন্যান্য 'গণতান্ত্রিক পারটির সঙ্গে নির্বাচনী জোট বাঁধতে পারেন। লোকসভায় নির্বাচনের জন্য তাঁরা যে 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রনট' গঠন করেছেন এ রাজ্যেও সেই একই 'প্যাটারন' অনুসৃত হওয়ার সম্ভাবনা।

ওই সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীমোরারজী দেশাইও নানা প্রশ্নের জবাব দেন। তাঁরা জানান, শুক্রবার রাজ্য জনসংঘের কর্তৃপক্ষস্থানীয় কয়েকজন নির্বাচনী সমঝোতার ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছেন।

বাংলা কংগ্রেস, নব কংগ্রেস এবং আদি কংগ্রেস এই 'তিন কংগ্রেস'এর মধ্যে নির্বাচনী বোঝাপড়ার কোনও সম্ভাবনা আছে কি? এর জবাবে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা বলেন, নব কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার কোন প্রশ্নই নেই।

চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

শিক্ষা-বৈঠকে স্কুল কলেজে পুলিশ রাখার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ

স্টাফ রিপোর্টার

শনিবার সকালে রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপাচার্য ও অধ্যক্ষবৃন্দ স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে পুলিশ মোতায়েনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ গোপাল সেন খুন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্ন সম্পর্কে বিবেচনার জন্য রাজ্যপালের উদ্যোগে এই বৈঠক ডাকা হয়। রাজ্য সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এবং কর্ম-

চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বাংলা ও নব কংগ্রেসে আবার আলোচনা হতে পারে

স্টাফ রিপোর্টার

বাংলা কংগ্রেস ও নব কংগ্রেসের মধ্যে আর কোনও কথা হয়নি। রাজ্য নব কংগ্রেসের নেতারা দিল্লি গিয়েছেন। সেখানে তাঁরা বাংলা কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছে, তার বিবরণী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও দলের অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতাকে জানাবেন। কেন্দ্রীয় নেতারা কি বলেন, তা শুনে রাজ্য নেতারা রবিবার কলকাতা ফিরছেন। পরদিন সোমবার তাঁরা বিভিন্ন জেলা নব কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে সেই ব্যাপারে আলোচনা করে এখানে দলের পরবর্তী স্ট্র্যাটেজি সম্পর্কে মোটামুটি সিদ্ধান্ত নেবেন। প্রদেশ কর্ম সমিতির সভার জন্য দূর দূর জেলা থেকে যাঁরা এসেছেন, রাজ্য নেতারা দিল্লি থেকে না ফেরা পর্যন্ত তাঁদের এখানে থাকতে বলা হয়েছে।

নব কংগ্রেস মহলের কারও কারও ধারণা, দিল্লিতে রাজ্য নেতাদের কথাবার্তার পর এখানে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে নতুন করে আলোচনার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। বাংলা কংগ্রেস মহলও দুই দলের মধ্যে আবার কথাবার্তা একেবারে অসম্ভব এমন মনে করেন না। শনিবার বাংলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি এ সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, কেউ কিছু বলতে চাইলে কথা বলবো না কেন? দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুশীলকুমার ধাড়া বলেন—তবে তার আগে সুনির্দিষ্টভাবে জানাতে হবে কি কথা বলতে চান তাঁরা। অর্থাৎ কেবল কথার কথা হলে চলবে না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, গত বৃহস্পতিবার জোট বাঁধার প্রশ্নে বাংলা কংগ্রেস ও নব কংগ্রেসের আলোচনা ঠিক কেন ভেঙে গেল, সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দুই দলের কেউই এখনও পর্যন্ত কিছু বলেননি। আলোচনা ভেঙে যাওয়ার পর সেই রাত্রে দুই দলের পক্ষ থেকে আলাদাভাবে যে দুটি বিবৃতি সাংবাদিকদের হাতে দেওয়া হয়েছিল, তার প্রতিটি শব্দ প্রতিটি লাইন ছিল এক।

মুজিবরকে হত্যার চেষ্টা

ঢাকা, ৯ জানুয়ারি—পাক আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমনকে হত্যার অভিযোগে আজ এখানে পুলিশ এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে।

শেখ মুজিবর জানান, বৃহস্পতিবার রাত্রে এক ব্যক্তি ছুরি-হাতে তাঁর বাসভবনে ঢোকার চেষ্টা করে। তাকে ধরে পুলিশের হাতে দেওয়া হয়। মুজিবর আরও জানান, ধৃত যুবকটি স্বীকার করেছে যে, তাঁকে হত্যা করাই তার অভিপ্রায় ছিল।

সমাজবিরোধীরা যদি তাদের কাজকর্ম ত্যাগ না করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে এক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে তিনি ঘোষণা করেন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শ্রীতাজউদ্দীন এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং সরকারকে রহমনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেন।

মুজিবর-ভুট্টো বৈঠক

নয়াদিল্লির এক খবরে প্রকাশ, ১৭ জানুয়ারি জাতীয় পরিষদের ৬টি আসনে উপনির্বাচনের পর পিপলস পারটির নেতা শ্রীজেড এ ভুট্টো আওয়ামী লীগ-নেতা শ্রীমুজিবর রহমনের সঙ্গে ঢাকায় এক বৈঠকে মিলিত হতে পারেন। শ্রীভুট্টোর ইচ্ছাতেই এই বৈঠকের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। —ইউ এন আই ও পি টি আই

ডঃ গোপাল সেন স্মরণে মৌন মিছিল

স্টাফ রিপোর্টার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্গত উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ গোপাল চন্দ্র সেন-এর শ্রাদ্ধ-দিবসে শনিবার অধ্যাপকদের এক মৌন মিছিল বেরোয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী এবং ছাত্রগণও

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

নয়াদিল্লিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সাদর অভ্যর্থনা

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি—ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীএডওয়ারড হীথ আজ তিনদিনের সফরে এখানে পৌঁছলে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী। শ্রীহীথ একটি 'গারড অব অনার' পরিদর্শন করেন। তিনি এবং শ্রীমতী গান্ধী দুজনেই তাঁদের প্রাথমিক ভাষণে এই আশা প্রকাশ করেন যে, ভারত-ব্রিটিশ সম্পর্ক বিশ্বের শান্তি ও সমৃদ্ধির সহায়ক হবে।

বিমানবন্দর থেকে শোভাযাত্রা সহকারে শ্রীহীথকে রাষ্ট্রপতিভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। পথের দুই ধারে দুই দেশের জাতীয় পতাকা দিয়ে সাজানো ছিল।

এক জায়গা কিছু আফরিকান ও ভারতীয় ছাত্র ব্রিটেন কর্তৃক দঃ আফরিকাকে অস্ত্র বিক্রয়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ও ধ্বনি দেন।

পরে শ্রীহীথ শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে

পঞ্চম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমে দ্রষ্টব্য

সমবায় ব্যাঙ্কের অ্যাকাউনটেনট খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা

রামপুরহাট, ৯ জানুয়ারি—শুক্রবার সন্ধ্যায় বীরভূম জেলার সমবায় ব্যাঙ্কের রামপুরহাট শাখার অ্যাকাউনটেনট শ্রীকৃষ্ণগোপাল চ্যাটারজি (৩৫) শহরের কাছে জেঁদুল গ্রামে তাঁর বাড়ি যাওয়ার পথে নৃশংসভাবে খুন হন। এটি নকশালপন্থীদের কাজ বলে পুলিশের সন্দেহ। পুলিশ ওই দিনই রাত্রে ২ জনকে গ্রেফতার করে। ঘটনাস্থলে একটি রক্তমাখা ছোরা ও কাটা আঙুল পাওয়া যায়।

শ্রী চ্যাটারজি ওইদিন ব্যাঙ্কের কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। ৫-৬জন যুবক অতর্কিতে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ধারালো অস্ত্রের দ্বারা উপর্যুপরি আঘাত করতে থাকে। তিনি রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে যান। রামপুরহাট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার

চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

সৌখীনতার স্বর্ণ-শিখরে

নরম, মসৃণ আর স্প্রীঙ-এর মত নমনীয়, 'লাল-ইমলি' ও 'ধারিওয়াল'-এর বোনার উল আন্তর্জাতিক উৎকর্ষের মাপকাঠিতেই তৈরী। পেঁজা তুলোর মত নরম, পালকের মত হাল্কা অথচ সুদৃঢ় এবং সতেজ। হাল্কা, উজ্জ্বল এবং উচ্ছল রঙে রঙীন, 'লাল-ইমলি-ধারিওয়াল' বোনার উল চোখ-ঝলসান ও মনোরম উলের পোষাক তৈরী করবে।

Lal-imli
কানপুর উলেন মিলস্
কানপুর

Dhariwal
নিউ এগারটন উলেন মিলস্
ধারিওয়াল

দি বৃটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন লিঃ, কানপুর-এর শাখাসমূহ

বাহির হইল ।। সেরা অর্থপুস্তক ।। বাহির হইল

BUY THE BEST NOTES

GENERAL EDITORS
Profs. CHAKRAVARTY & CHATTERJEE

ইংরেজী ও বাংলার অর্থপুস্তকগুলি 'সর্বশ্রেষ্ঠ'—এই স্বীকৃতি লাভ করেছে।

For Higher Secondary Students:

1. Notes on H. S. English Verse IX	3.00
2. Notes on H. S. English Prose IX	4.00
3. Notes on H. S. English Verse X-XI	5.00
4. Notes on H. S. English Prose X-XI	6.00
5. Notes on Non-Detailed Study IX, X, XI each	3.00
6. Notes on পাঠ-সংকলন [প্রথম খণ্ড]	7.00
7. Notes on পাঠ-সংকলন [দ্বিতীয় খণ্ড]	5.00

For School Final Students:

1. Notes on S. F. English Verse IX	3.00
2. Notes on S. F. English Prose IX	4.00
3. Notes on S. F. English Verse X	4.00
4. Notes on S. F. English Prose X	4.00
5. Notes on Non-Detailed Study IX, X each	3.00
6. Notes on পাঠ-সংকলন [প্রথম খণ্ড]	7.00

সংস্কৃতের অর্থপুস্তক নতুন বের হয়েছে—কিন্তু সবারই এক কথা, 'চমৎকার নোট'।

1. NOTES ON সংস্কৃত-সাহিত্য-সংগ্রহ:	(S.F. & H.S. IX) ...	6.00
2. NOTES ON সংস্কৃত-সাহিত্য-সংগ্রহ	(S.F. X)	6.50
3. NOTES ON সংস্কৃত-সাহিত্য-সংগ্রহ:	(H.S. X) ...	6.50
4. NOTES ON সংস্কৃত-সাহিত্য-সংগ্রহ:	XI ...	6.50

অন্য কোন নোট ক্রয়কারিগণ শিক্ষকদের পরামর্শে পুনরায় আমাদের নোট ক্রয় করছেন—কেন?

শুদ্ধ, সহজ ও সুন্দর নোট প্রকাশক

পুঁথিপত্র

৯ এণ্টনি বাগান লেন, কলিকাতা-৯। ফোন: ৩৫-৫৭২২

২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ফোন: ৩৪-০১৭৪

আনন্দবাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল (অতিরিক্ত)
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড ত্রিপুরা
● উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি „ „ ২ পয়সা

Tele. – ANANDABAZAR, Cal
Phone · 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO 2536 G.P.O

কর্মখালি

ডাক ও তার বিভাগ

ম্যানেজার, টেলিকম ফ্যাক্টরী, কলিকাতা, ২৪৮, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা-২৭-এর অফিসে সিকিউরিটি অফিসার (পুরুষ)-এর একটি পদের জন্য ৬-২-১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। বেতন ঃ ৩৫০-২০-৪৫০-২৫-৪৭৫, টাকা তদুপরি কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদিগকে প্রদেয় অন্যান্য ভাতা।

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ভারতীয় সেনাদল, কোন রাজ্য সরকারের পুলিশ কোর্স বা কেন্দ্রীয় সরকারী বিভাগের অন্যকোন নিরাপত্তা সংস্থায় যথা রেলওয়ে ইত্যাদিতে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন গ্রাজুয়েট হইতে হইবে। **বয়স** ১-১-১৯৭১ তারিখে অনধিক ৪৫ বৎসর। তপসিলী জাতি/উপজাতির প্রার্থী এবং সরকারের নির্দেশ মত অন্যান্য কয়েকটি পর্যায়ের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন বয়ঃসীমা শিথিল করা হইবে। পদটি তপসিলী জাতির প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত, কিন্তু উপযুক্ত কোন প্রার্থী না পাওয়া গেলে শূন্যপদটি অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রার্থীর দ্বারা পূরণ করা হইবে। কলিকাতায় ইণ্টারভিউর জন্য মনোনীত প্রার্থীকে রাহা খরচ দেওয়া হইবে না। ইচ্ছুক প্রার্থীরা উপরোক্ত অফিস হইতে আরও এবং সম্পূর্ণ বিবরণ পাইতে পারেন।
ডিএভিপি ৭১০(৬২৭)/৭০
(৪২৭৬)

উত্তরবঙ্গে ৭ বৎসরের মেয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন শিক্ষিতা মহিলা/গভর্নেস চাই। বয়স যোগ্যতা ও ন্যূনতম বেতন উল্লেখ করিয়া আবেদন করুন। বক্স নং ৩৮৪৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭০৫)

অভিজ্ঞ ড্রইং বুঝিতে সক্ষম কতিপয় শীট মেটাল এবং ফেব্রিকেশন মিস্ত্রী চাই। ঠিকাদারও লিখিতে পারেন। বক্স নং ৪০০৯ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৫৮১৬)

ব্রাহ্মণ পাচিকা চাই। দেখা করুনঃ রবিবার ১২টা—৪টা। কে চক্রবর্তী ৯, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড সন্তোষপুর যাদবপুর। (সি ৫৮২১)

বেকেলাইট নাইলন পি ভি সি মৌল্ডিং কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তি আবেদন করুন। বক্স নং ৪০৩৫ আনন্দবাজার কলি-১। (সি ৫৮৪৩)

ডাক্তারখানা পরিচালনার জন্য কমিশনে একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আবশ্যক। সকালে সাক্ষাৎ 'জনসেবক' কোনারোড রামরাজাতলা হাওড়া-৪ (সি ৫৯১৪)

দিল্লীতে বাঙ্গালী পরিবারের একটি ৫ বছর ও একটি ১০ মাসের শিশুর পূর্ণ দায়িত্ব নিয়া প্রতিপালন করার জন্য নির্ঝঞ্ঝাট, কর্মঠ, লেখাপড়া জানা মহিলা প্রয়োজন। থাকা খাওয়া ও মাসিক বেতন ১৩০, । পরিচয়-পত্র সহ লিখুন—বক্স নং ৩৮৬২ আনন্দবাজার কলিঃ-১। (সি ৫৭২৮)

রমটন চকোলেট বিক্রয় করিবার জন্য সেলসম্যান চাই। সাক্ষাৎ করুনঃ সেনগুপ্ত এজেন্সী ২৩/এ ডায়মণ্ড হারবার রোড (টেকশালের বিপরীত) কলিকাতা-৫৩। (সি ৫৬৮৩)

কলিকাতা ও বাহিরে প্রসাধনী বিক্রয়ার্থে পুরুষ/মহিলা সেলসম্যান চাই একজন ফ্যাক্টরী চালাবার পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ম্যানেজার প্রয়োজন। সত্বর লিখুন। বক্স নং ৪১০১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬৫৫)

Wanted (1) approved B Pharma Chief Mfg Chemists for Biological and Non-Biological sections (2) Technical men for Ampules drawing and (3) Technical men for sugar coating tablets section Salary according to ability Apply: Medicaments & Allied Mfg Co Opp Doaba College Hostel Jullundur City
4065

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে অবস্টেট্রিক্স ও গাইনিকোলজির রিডার ডাঃ এস কে ব্যানার্জির তত্ত্বাবধানে মেসার্স ব্রুক ইণ্টারল্যান লিমিটেডের উদ্যোগে 'রিট্রোডাইন'-এর উপর পরীক্ষা পরিচালনার নিমিত্ত ১৪ই আগষ্ট ১৯৭১ পর্যন্ত সময়কালের নিমিত্ত কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পুরা সময়ের জন্য নির্দিষ্ট মাসিক বেতন ৩০০ টাকায় (সমস্ত ভাতা সহ) **রিসার্চ স্কলারের** একটি সম্পূর্ণ অস্থায়ী পদের নিমিত্ত উপযুক্ত মেডিক্যাল গ্রাজুয়েটদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। **যোগ্যতা ঃ** অবস্টেট্রিক্স ও গাইনিকোলজিতে ১½ বৎসরের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাসহ এম বি বি এস ডি জি ও হওয়া চাই। **বয়স ঃ** ২৫ ও ৩৫ বৎসরের মধ্যে। মনোনীত প্রার্থিগণকে অন্য কোন চাকরি স্টাইপেণ্ডিয়ারী বা অনারারি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করিতে দেওয়া হইবে না অথবা এজন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ কোনো ভাতা দেওয়া হইবে না। বয়স যোগ্যতা, ছাত্রাবস্থার অগ্রগতি অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সম্পূর্ণ বিবরণী উল্লেখে দরখাস্ত ১২ই জানুয়ারি ১৯৭১ তারিখের মধ্যে প্রিন্সিপাল মেডিক্যাল কলেজ কলিকাতা-এর নিকট পৌঁছান চাই। কলিকাতা-১২ অধীন মেডিক্যাল কলেজে প্রিন্সিপ্যালের অফিসে ১৪ই জানুয়ারি ১৯৭১ তারিখে বেলা ১২-৩০টায় প্রার্থিগণকে নিজ ব্যয়ে সিলেকশন বোর্ডের সমক্ষে সাক্ষাৎকারের জন্য উপস্থিত হইতে হইবে।
১১০(৩) আই পি আর/৭১
(৪৫৩৩)

কর্মখালি

পশ্চিমবঙ্গের সরকারী জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটসমূহে লেকচারার

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত সরকারী জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটসমূহে লেকচারারের পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে একটি প্যানেল গঠন করিবার জন্য প্রার্থীদের (পুরুষ অথবা মহিলা) নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। **যোগ্যতা (আবশ্যক) ঃ** (১) আর্টস বা সায়েন্সে ব্যাচেলার্স ডিগ্রী (অনার্স ডিগ্রী বা মাস্টার্স ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে)। (২) পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বেসিক ট্রেনিং'এ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা অথবা বি টি ডিগ্রী বা ইহার সমতুল। (৩) স্কুলে অন্ততঃ ৩ বৎসর শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা। **(বাঞ্ছনীয়) ঃ** (১) এলিমেণ্টারি এডুকেশন/এডুকেশন্যাল মেজারমেণ্ট অ্যাণ্ড ইভ্যালুয়েশন, টীচার এডুকেশন, ইন-সার্ভিস এডুকেশন অ্যাণ্ড এক্সটেনশন এবং সোশাল (অ্যাডাল্ট) এডুকেশন স্পেশালাইজেশন সহ এম এড। (২) আর্ট, ক্রাফট, সঙ্গীত বা এগ্রিকালচারে বিশেষ পারদর্শিতা। (৩) সমাজ সেবা বা সমষ্টি উন্নয়ন কাজে অভিজ্ঞতা। **বেতনক্রম ঃ** (১) ২২৫—১০—৩২৫—১৫—৪৭৫, টাকা (মাস্টার্স ডিগ্রী বা অনার্স ডিগ্রীধারীদের জন্য); (২) ১৭৫—৭—২৪৫—৮—৩২৫, টাকা (পাস গ্র্যাজুয়েটদের জন্য) (বেতনক্রম সংশোধিত হইতে পারে)। **বয়ঃসীমা ঃ** ২৫ বৎসর, নিম্নের যে কোনটির ক্ষেত্রে ৩৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিথিলযোগ্য ঃ—(১) অসাধারণ শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী; (২) মহিলা প্রার্থী, এবং (৩) তপসীলী জাতি/উপজাতির প্রার্থী। ১লা জানুয়ারি, ১৯৬৪ তারিখে বা তাহার পর পূর্ব পাকিস্তান হইতে ভারতে আগত উদ্বাস্তু ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও বয়ঃসীমা ৪৫ বৎসর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। যোগ্য শিক্ষা দপ্তরের স্থায়ী সরকারী চাকুরিয়াদের ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা প্রযোজ্য নহে। মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে যাঁহাদের বেসিক ট্রেনিং-এর স্বীকৃত পোস্ট ডিপ্লোমা নাই তাঁহাদিগকে তাঁহারা নিযুক্ত হইবার অব্যবহিত পরেই পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বেসিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে বেসিক এডুকেশনে চার মাসের একটি ইনটেনসিভ ওরিয়েণ্টেশন কোর্সে যোগ দিতে হইবে।

লেকচারার হিসাবে নিযুক্ত হইবার পর মনোনীত প্রার্থিগণকে বাণীপুরস্থ (২৪ পরগণা) স্টেট ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনে নিজ ব্যয়ে তিন হইতে চার সপ্তাহের জন্য টীচার এডুকেশনে একটি ইণ্ডাকশন কোর্স অধ্যয়ন করিতে হইবে। ওরিয়েণ্টেশন কোর্স ও ইণ্ডাকশন কোর্সের সময় তাঁহারা বেতন, ডি এ, ইত্যাদি পাইবেন। **বিনা ব্যয়ে টিউশন ও কলেজ হস্টেলে বিনা ভাড়ায় থাকার** জায়গা। এই দুইটি কোর্সে যোগদানের জন্য কোন স্টাইপেণ্ড বা অতিরিক্ত ভাতা মঞ্জুর করা হইবে না।

শতকরা পনরভাগ শূন্যপদ তপসীলী জাতির প্রার্থী ও শতকরা পাঁচ ভাগ তপসীলী উপজাতির প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত।

ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন, পশ্চিমবঙ্গ, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১ শিরোনামে এবং (১) পুরা নাম (বড় হাতের হরফে); (২) (ক) বর্তমান ঠিকানা, (খ) স্থায়ী ঠিকানা (ঠিকানার পরিবর্তন হইলে সঙ্গে সঙ্গে জানাইতে হইবে); (৩) জন্মতারিখ (১-১-৭১ তারিখে বয়স) (কোন কারণে যদি বয়ঃসীমা সীমার শিথিলতা দাবি করা হয় তবে বিস্তারিত বিবরণ দিতে হইবে); (৪) ভারতের নাগরিক কিনা; (৫) বিবাহিত কিনা; (৬) পিতার নাম-ঠিকানা; (৭) স্বামীর নাম ও ঠিকানা (বিবাহিত মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে) (৮) ধর্ম (তপসীলী জাতি/উপজাতির প্রার্থিগণ তাঁহারা যে বিশেষ জাতি/উপজাতির অন্তর্ভুক্ত তাহা উল্লেখ করিবেন); (৯) যোগ্যতাবলী (উত্তীর্ণ প্রত্যেকটি পরীক্ষায় প্রাপ্ত ক্লাস/ডিভিশন ও উত্তীর্ণের বৎসর উল্লেখে বিস্তারিত বিবরণ দিতে হইবে), (১০) অভিজ্ঞতার (যদি থাকে) বিবরণ; (১১) বর্তমান চাকরি (যদি থাকে); (১২) ...... টাকার পোস্টাল অর্ডার এবং তাহার নং .....; (১৩) তারিখ সহ দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর উল্লিখিত দরখাস্ত (সাধারণ ফুলস্ক্যাপ সাইজের কাগজে) অবশ্যই ৩০শে জানুয়ারি ১৯৭১ তারিখের মধ্যে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রাইটার্স বিল্ডিংস ব্লক-১, ৩য় তল, কলিকাতা সমীপে পৌঁছানো চাই। দরখাস্তের শীর্ষ দেশে "লেকচারার পদে জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট-এর পদের জন্য দরখাস্ত" কথাগুলি পরিষ্কারভাবে লিখিয়া দিতে হইবে।

প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন, পশ্চিমবঙ্গের নামে এনডোর্স করা ২, টাকার (তপসীলী জাতি/উপজাতির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫০ পয়সার) একটি রেখিত পোস্টাল অর্ডার অথবা "২২ এডুকেশন—মিসে — আদার রিসিপ্ট" খাতে প্রদেয় উপরোক্ত পরিমাণ অর্থের একটি ট্রেজারি চালান অবশ্যই থাকা চাই। তপসীলী জাতি/উপজাতির প্রার্থী তাঁহার দরখাস্তের সঙ্গে কোন গেজেটেড অফিসার বা তপসীলী জাতি/উপজাতির কোন এম পি'র নিকট হইতে প্রাপ্ত একটি সার্টিফিকেট দাখিল করিবেন যাহাতে তিনি কোন বিশেষ জাতি/উপজাতির অন্তর্ভুক্ত তাহা উল্লেখিত থাকিবে।

বর্তমানে চাকরিরত প্রার্থিগণ যথাযোগ্য অফিসারের মারফত তাঁহাদের দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন।
৭১(৫) আই পি আর/৭১
(৪৫৩৫)

দুধের অর্ডার সংগ্রহের জন্য মহিলা এজেণ্ট আবশ্যক সুভাষ মিল্ক সাপ্লাই, ১০।২ জয়নুদ্দিন মিস্ত্রী লেন, কলি-২৭। (সি ৫৮৯৯)

কর্মখালি

ইনস্ট্রুমেণ্ট (মিটার) রিপেয়ারিং কাজে ফুল/পার্ট টাইম লোকের প্রয়োজন। পূর্ণ বিবরণ সহ লিখুন। বক্স নং ৪৫৪১ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৬১২৫)

কর্মখালি—(ক) বাস ও লরি বডি তৈরির মিস্ত্রি (২) (আধুনিক ডিজাইন), (খ) স্টীল ফার্নিচার তৈরির মিস্ত্রি (২) (আধুনিক ডিজাইন), (গ) স্প্রেপেণ্টিং (১) যোগ্যতা, প্রশংসাপত্র নিম্নতম উল্লেখে আজই লিখুন। মেঃ **দীপক** ইণ্ডাস্ট্রিস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। (সি ৬১২৯)

কলিকাতাস্থিত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ভি ডি ক্লিনিকের জন্য নিম্নোক্ত মাসিক সম্মান ভাতায় অনাবাসিক পদের নিমিত্ত দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে—(১) একজন সিনিয়র হাউস সার্জন...১২৫, টাকা। (২) দুইজন জুনিয়র সিনিয়র হাউস সার্জন...১০০, টাকা। (৩) একজন জুনিয়র হাউস সার্জন (মহিলা বিভাগ) ১০০, টাকা। (৪) একজন সিনিয়র প্যাথলজিস্ট...১৫০, টাকা। (৫) একজন জুনিয়র প্যাথলজিস্ট...১২৫, টাকা। (৬) একজন হাউস সার্জন-কাম-প্যাথলজিস্ট (ইনডোর)...১৫০, টাকা। পদগুলি অস্থায়ী এবং যে কোনো এক পক্ষ কর্তৃক এক মাসের নোটিসে উহা সমাপ্য। প্রার্থিগণকে অবশ্যই মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েট হইতে হইবে এবং বয়স ৩০ বৎসরের অনধিক হওয়া চাই। মনোনীত প্রার্থিগণকে প্রত্যহ সকালে ও অপরাহ্ণে দুই শিফটে কাজ করিতে হইবে। বয়স, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশন নম্বর, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা ইত্যাদির সম্পূর্ণ বিবরণ উল্লেখে দরখাস্ত ১৪ই জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, মেডিক্যাল কলেজ হসপিটালস, কলিকাতা-এর অফিসে পৌঁছান চাই। যাঁহারা চাকুরিতে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা নিয়মানুগ পদ্ধতিতে আবেদন করিবেন। (৫)নং পদ মহিলা প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। কলিকাতাস্থিত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রিন্স অফ ওয়েলস হাসপাতালের বেসমেণ্টে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘরে ২০শে জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখে মধ্যাহ্ন ১২টায় আবেদনকারিগণকে সিলেকশন কমিটির সমক্ষে একটি সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। এই জন্য রাহা খরচ বা কোনো প্রকার ভাতা দেওয়া হইবে না।
৯৩(৩) আই পি আর/৭১
(৪৫৩৪)

শিক্ষক-শিক্ষিকা

কলিকাতা-৩ অধীন ২৯এ, বোসপাড়া লেনস্থ বাগবাজার হাই স্কুলের (মাল্টিপারপাজ ও এডেড) জন্য ১-২-৭১ তারিখ হইতে হেডমাস্টার আবশ্যক। বয়স, শিক্ষাগত রেকর্ড, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য বিবরণ উল্লেখে ১২-১-৭১ তারিখ মধ্যে সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করুন। অনাঃ সেক্রেটারী (সি ৫৫১২)

বি এ (পার্ট টু) পরীক্ষার্থিনীকে ইংরেজি পড়াইতে অভিজ্ঞ শিক্ষক প্রয়োজন। সেনগুপ্ত, ৯৫।৩৩ বোসপুকুর ব্যাঙ্ক প্লট, কসবা, কলিকাতা। (সি ৫৭০৭)

অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রকে ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত পড়াবার জন্য সন্ধ্যায় একজন অভিজ্ঞ গৃহশিক্ষক চাই। কে সি সরকার ৪নং মুন্সিগঞ্জ রোড, কলি-২৩। (সি ৫৯২৯)

বাড়ীতে চার বৎসর বয়স্ক ছেলের জন্য হিন্দীজানা মণ্টেশারী ট্রেইণ্ড শিক্ষিকা চাই। লিখুন—কে অর পারেখ, ৩৩ বড়তলা স্ট্রীট, কলি-৭। (সি ৫৮৭৮)

মেদিনীপুরে (শহরে) আলিগঞ্জ গার্লস এইচ এস স্কুলের জন্য বি এস-সি (অনার্স) শিক্ষিকা, এম এস-সি (জুওলজি বাঞ্ছনীয়) চাই। অবিলম্বে আবেদন করুন। (৪০৬৪)

কর্মপ্রার্থী

বি এস-সি অ্যাকাউণ্টাণ্ট প্রবীণ স্কুল শিক্ষক সায়েন্স কমার্স ছাত্র-ছাত্রী পড়াইবে। শ্রীগোবিন্দ সাহা ১৪৪, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। (সি ৫৭৬৬)

অভিজ্ঞা মহিলা রোগী অঃ বৃদ্ধের সেবা করিবে বেঃ রোজ ৪,।৬, টাকা; ও ১৪ বছরের যুবক মেসে রান্না করিবে—উভয়ে ভাঃ যে কোন স্থানে আপত্তি নাই। এস মণ্ডল, বাড়িগোড়া, পোঃ টেলকো, জামসেদপুর ৪। (সি/এম ৩৮৪৯)

এম-কম ১১ বৎসরের অভিজ্ঞ গৃহশিক্ষক নবম শ্রেণী হইতে বি-কম অনার্স পর্যন্ত দক্ষিণ/মধ্য কলিকাতায় ছাত্রছাত্রী পড়াইতে চাই। চক্রবর্তী, ১০, এভিনিউ নর্থ রোড, কলিকাতা-৩২। (সি ৫৭১০)

এম এ (রা, বি, ইতি) ইং নোট, পড়াই। সর্বশ্রেণী, বি টি, স্কুলে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। বক্স নং ৩৮১৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৪৯৩)

ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞ সংগীত শিক্ষক বাড়িতে যাইয়া অথবা নিজ বাড়ীতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখাইয়া থাকি। পত্রে বা সাক্ষাতে যোগাযোগ করুন। শ্রীকরুণাময় দত্ত, ৫এ প্যারী রো, কলি-৬। (সি ৫৪৯০)

অভিজ্ঞ এম এ (ইংরাজী)। বি এ অনার্স পর্যন্ত পড়াব (সর্ব হাওড়ায়)। ৮১, শিবপুর রোড, ফ্ল্যাট-১, হাওড়া-২। (সি ৫৫০৬)

ইংরাজী, সংস্কৃত, বাংলা, সাইকোলজি, লজিক, ইকনমিকস, ও ইতিহাসে অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক ছাত্রছাত্রী পড়ান। হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ১২-বি বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কলি-১৯। (বিও ৪২০৪)

শ্যামবাজার এ ভি-র অভিজ্ঞ শিক্ষক উচ্চশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরাজী, সংস্কৃত পড়াব; যোগাসন, ম্যাসাজ করাই। অনিল ঘোষ, ৬২নং রামকান্ত বোস স্ট্রীট, কলি-৩। (সি ৫৮০৫)

নিঃসহায় বি এ অনার্স ছাত্র গৃহশিক্ষকতা অথবা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় যে-কোন কর্মপ্রার্থী। ডি রায়, ১০৬ হাজরা রোড। (সি ৫৫৬৪)

কর্মপ্রার্থী

ইংরাজীর অধ্যাপক দঃ কলিকাতায় স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী পড়াতে চান। বক্স নং ৪০৬০ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪১০৫)

উত্তর কলিকাতায় ৮ম—১১শ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী পড়াই। বি এস-সি অনার্স অভিজ্ঞ স্কুল শিক্ষক। বক্স নং ৪০১০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮১৭)

অভিজ্ঞ গৃহশিক্ষক, রিসার্চ স্কলার নবম দশম একাদশ (বিঃ) ও বি এস-সি ছাত্র-ছাত্রী পড়াই। ডি বিশ্বাস, ৩৮, পি জি হোস্টেল, কলি-৩২। (সি ৫৮৩২)

অভিজ্ঞ এম-কম শিক্ষক। মধ্য/দঃ কলিকাতায় স্কুঃ-ফাঃ/হাঃ-সেঃ/প্রি-ইউ কমার্সের ছাত্র-ছাত্রী পাশের দায়িত্বে অল্প পারিশ্রমিকে পড়াইব। বক্স নং ৪০৪৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৫৭)

বাংলার অনার্সসহ এম এ মহিলা (২৯) স্কুলে বা কলেজে শিক্ষকতা চায়। বক্স নং ৪১৪৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬৯৯)

অংক ও ইংরাজীতে কাঁচা স্কুল ছাত্রছাত্রীর জন্য অভিজ্ঞ বয়স্ক গৃহশিক্ষক সত্বর লিখুন। বক্স নং ৪১৬০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯১০)

ইকন্ অনার্স শিক্ষক পি ইউ পর্যন্ত ইং, অংক, ইকনমিক্স, সংস্কৃত, পাশের দায়িত্বে পড়াবেন। প্রশান্তবাবু/দত্ত, ৫০/৫সি হরিশ মুখার্জী রোড, কলি-২৫। (সি ৬০২৮)

এম-এ (২য় বর্ষ) অর্থনীতির ছাত্র। পি ইউ বি-এ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতির) টিউশনি চাই। বক্স নং ৪৩৭৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০০৭)

অভিজ্ঞ ছাত্র নবম—একাদশ (বিজ্ঞান/ বাণিজ্য) বি-কম, কস্টিং পড়াইবেন। নমিনাল টার্মস। বক্স নং ৪৩৭১, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭১৭)

অভিজ্ঞ এম-এ স্বল্পবেতনে স্কুঃ-ফাঃ— এম-এ (বাং) টিউশনি চাই। সেনবাবু; ১২/এ, দেবনারায়ণ দাস লেন। কলি-৪। (বিও ৬০১)

একজন রসায়নের অধ্যাপক এবং একজন প্রথম শ্রেণীর এম এস-সি (ফলিত গণিত) টিউশন চান। হায়ার সেকেণ্ডারী হইতে অনার্স। পি জানা, ৯২-এ বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। (বিও ৩০৫)

বি এস-সি এল-এল-বি পাঠরত। ইলেভেন, পি ইউ পর্যন্ত ছাত্রীদের ফিজিক্স কেমেস্ট্রী ম্যাথেম্যাটিকস পড়াইতে ইচ্ছুক। পি দাস, ১৬, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলি-৬। (বিও ৩০৭)

প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় অবধি ছাত্রছাত্রী দায়িত্বে পড়াইব। প্রবীণ শিক্ষক। চ্যাটার্জী, ৯৭/১-কে, টালিগঞ্জ রোড, কলি-২৬। (বিও ৪২০৩)

বি এস-সি পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ে স্বল্প বেতনে স্বগৃহে/ছাত্রের বাড়ীতে পড়াই। মাস্টারমশাই, ৬, গাঙ্গুলী লেন। কলি-৭। (সি ৫৬৫৬)

ইংরেজী, বাংলার মাধ্যমে শিক্ষকতায় অভিজ্ঞ স্কুল-কলেজের ইংরেজী সহায়িকা প্রণেতা এম-এ টিউশনি চান। ফোনঃ ৪৬-৩৭৭০। (সি ৫৬৮৪)

শিক্ষাদানে পারদর্শী বি এসসি—বি ই, এস এফ, বি এসসি পর্যন্ত অংক, ইংরাজী, সংস্কৃত; ফিজিক্স সযত্নে পড়াইব।—মাস্টার পি বি, ১৯/এ, জগন্নাথ ঘোষ রোড, কলি-৪২। (সি ৫৫৩৩)

২০ বৎসরের অভিজ্ঞ, ইং, বাং, অংকে সুদক্ষ গৃহশিক্ষক। স্কুঃ ফাঃ, হাঃ সেঃ, নিম্নশ্রেণীর ছাত্রছাত্রী উত্তমরূপে পড়াইব। আচার্য, ১২-ডি, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিঃ ২৬। (সি ৫৫৪০)

পাত্র চাই

পূর্ববঙ্গ ঘোষ কায়স্থ সোকালীন, ফর্সা, সুন্দরী, এস এফ অনুত্তীর্ণা (২৫) সংগীতজ্ঞার জন্য শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। শ্রীঅমর ঘোষ, ৩০নং ঠাকুরগলি, পোঃ চুঁচুড়া, জেলা হুগলী। (সি ৪৯৮৩)

ফর্সা, সুদর্শনা (১·৬৪ মিঃ) বি এ বি লিব্ এস সি, স্কুলে কর্মরতা, বঙ্গজ কায়স্থ দেবারি পাত্রীর জন্য ক্লাস ওয়ান অফিসার (৩৪) পাত্র চাই। বক্স নং ৪৪৮৭ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৫৮৯৫)

যশোহরের মধ্যম শিক্ষিতা সুশ্রী (১৮) গৃহকর্মনিপুণা বৈশ্য সাহা পাত্রীর দাবিহীন উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৪৫০০ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৬১০৯)

কনভেণ্ট শিক্ষিতা আনন্দ্যসুন্দরী এম-এ ছাত্রীর ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, পদস্থ চাকুরে অবস্থাপন্ন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ২৫/২৭ পাত্র চাই। বক্স নং ৪৩০৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৬১)

সরকারী চাকুরীয়া, সুন্দরী বৈদ্য পাত্রীর জন্য (৪৫০, মাহিনা) সুপ্রতিষ্ঠিত বৈদ্য পাত্র চাই। বক্স নং ৪৩০১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৫৮)

কলিকাতার অভিজাত রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ (বাৎস্য) গৌরবর্ণা যথার্থসুন্দরী ফিজিক্স অনার্স পার্ট টু পরীক্ষার্থিনী (১·৬০ মিঃ) সঙ্গীতজ্ঞা বিখ্যাত এ্যাডভোকেট কন্যার (২২) পঃ বঃ সম্ভ্রান্ত বংশের সি-এ, বি-ই, আই-এ-এস অনুরূপ সুপাত্র চাই। কলিকাতায় বাড়ী বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৪২৯৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৫৬)

পূঃ বঃ কায়স্থ সঃ চাকুরীয়া (৩৫০,) শ্যামবর্ণা (৩০) সুশ্রী বি-এ পর্যন্ত। চাকুরীয়া পাত্র চাই। বক্স নং ৪২৯৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৪৭৫৫)

বঙ্গজ কায়স্থ দত্ত (২৩) বি এস-সি ফর্সা স্লিম ও সুশ্রী। পিতা অফিসার। চারঘরের শিক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৪২৯৭ আনন্দবাজার কলি-১। (সি ৫৭৫৪)

পাত্রী বিক্রমপুরের গাঙ্গুলী, ২৩ (৫'-৩") ১·৬০ মিঃ মধ্যমবর্ণা, সুশ্রী, পাতলা চেহারা, এম এ প্রথম বর্ষ, সঙ্গীত-প্রিয় পরিবারের শিক্ষিত, সুউপায়ী পাত্র চাই। বক্স নং ৪৪৮৬, উপায়ী পাত্র চাই। বক্স নং ৪৪৮৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৯৪)

পাত্র চাই

পাত্রী পঃ বঃ দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ ঘোষ, (১·৫৯ মিঃ) ৫'—২½" (২৫) ফর্সা সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী গৃহকর্মনিপুণা সংগীতজ্ঞা প্রি-ইউ অনুত্তীর্ণা। উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৪১১৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬৬৬)

মধ্যমশিক্ষিতা, সুশ্রী, গৃহকর্মনিপুণা সুবর্ণবণিক পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, চাকুরে/ব্যবসায়ী পাত্র (৩০/৩১) চাই। মাঘেই বিবাহ দিতে ইচ্ছুক। বক্স নং ৩৮৫৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭২২)

বঙ্গজ কাঃ (১৭) স্কুঃ ফাঃ উঃ শ্যামবর্ণা মধ্যমাকৃতি সঙ্গীতজ্ঞার জন্য শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র। আর সি রায়, ডিভিসি কোলিয়ারী, পোঃ অঃ বেরমো, হাজারিবাগ। (সি ৫৭২৪)

অকাশ্যপ ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। পাত্রী (২১) পঃ বঃ রাঢ়ী শ্রেণী ম্যাট্রিক উত্তীর্ণা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা সুশ্রী। বক্স নং ৩৮২১ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১।

পাত্রী পঃ বঃ দত্ত মৌদগল্য (৩০) সুশ্রী, লাবণ্যময়ী, গৃহকর্মে নিপুণা, গ্র্যাজুয়েট English firm-এ কর্মরতা (৪০০,), শিক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। (র) পোস্ট বক্স ২৪৯৮, কলিকাতা-১। (৩৪০৭ এ)

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শাণ্ডিল্য সুশ্রী (২৪) ফর্সা, উচ্চশিক্ষিতা, সংগীতজ্ঞা, গৃহকর্মনিপুণা পাত্রীর জন্য শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত বারেন্দ্র রাঢ়ী পাত্র চাই। বক্স নং ৩৮০৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৪৮৯)

পঃ বঃ দঃ রাঃ সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত কায়স্থ পরিবারের এম এ পাঠরতা, সংগীতজ্ঞা, লাবণ্যময়ী, নম্রস্বভাবা, মধ্যমবর্ণা একমাত্র (১·৫০ মিঃ) কন্যার (২৩) জন্য সুউপায়ী পাত্র চাই। বক্স নং ৩৮৫০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

পশ্চিমবঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, ভরদ্বাজ, বি এ পাস, সংগীতজ্ঞা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সুশিক্ষিত, সুদর্শন ও সুপ্রতিষ্ঠিত ৩৪।৩৫ বয়সের পাত্র আবশ্যক। বক্স নং ৩৮৫১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

কায়স্থ শিক্ষিতা সম্ভ্রান্তঘরের বি এ বি টি অনার্স সরকারী চাকুরে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা পাত্রীর জন্য ৪৭।৪৮ শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৩৮৫৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭২১)

ব্যানার্জী, সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, উচ্চতা ৫'-৩" (১·৬০ মিটার) বি এ পাশ পাত্রীর (২৬) জন্য ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৩৮৫৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭২০)

বসু, পশ্চিমবঙ্গীয় কুলীন কায়স্থ পরিবারের বি এ, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর (২৪) জন্যে উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৩৮৩৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭১২)

সম্ভ্রান্ত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ অতীব সুশ্রী উঃ গৌরবর্ণা বি এ বি টি (২৪) ১·৬৩ মিঃ (৫'-৪") সেতারে পারদর্শী গৃহকর্মে-নিপুণা পাত্রীর সুপ্রতিষ্ঠিত অবাৎস্য পাত্র চাই। বক্স নং ৩৮২৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭০৩)

পূর্ববঙ্গীয় (বিক্রমপুর) রাঢ়ী শাণ্ডিল্য (২০) সুশ্রী (৫'-৩") ১·৬০ মিঃ বি এ, দ্বিতীয় বর্ষ পাঠরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৩৮২৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৪৯৯)

পাত্রী পশ্চিমবঙ্গীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, বি এসসি অনার্স, বি টি, সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা ২৪ শাণ্ডিল্য (৫'-৩") ১·৬০ মিঃ, উপযুক্ত প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৩৮১৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৪৯৪)

যাদব পাত্র চাই—পাত্রী (২৯) ফর্সা, সুশ্রী, আই এ পাশ, শিক্ষিতবংশ। বক্স নং ৩৮০১ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৫৪৮২)

সুশ্রী, সুগঠনা পঃ বঃ দঃ রাঃ কায়স্থ (২৭) বি এসসি (ডি) পাত্রীর শিক্ষিত প্রকৃত উপার্জনশীল পঃ বঃ কায়স্থ পাত্র চাই। বক্স নং ৩৭৯৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৪৭৯)

অকাশ্যপ ব্রাহ্মণ উপার্জনক্ষম শিক্ষিত অনূর্ধ্ব ৩০ পাত্র চাই। পাত্রী (২০), মধ্যমবর্ণা, স্লিম, গৃহকর্মে নিপুণা, শান্ত হাঃ সেঃ ফেল। মাঘেই শুভকার্য। বক্স নং ৩৭৯১ আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৫৬২৭)

শ্রীহট্টের সঃ কায়স্থ বি এ সুন্দরী পাত্রীর (২১) জন্য ডাঃ, ইঃ, প্রঃ বা শিক্ষিত সুউপায়ী পূঃ বঙ্গের পাত্র চাই। বক্স নং ৩৭৮৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬২৩)

কেঃ সঃ, সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, সংগীতজ্ঞা, এম এ কায়স্থ পাত্রীর (৩৬) পাত্র চাই। বক্স নং ৩৭৬৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬১৫)

সদ্গোপ পাত্র চাই

সুশ্রী, ফর্সা, এম এ পাত্রীর (২৪) জন্য পাত্র চাই। মাঘেই বিবাহ। বক্স নং ৩৭৬৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬১৪)

সম্ভ্রান্ত অবস্থাপন্ন ঘরের সুন্দরী, গৌর-বর্ণা, ম্যাট্রিকমান, স্মার্ট বঙ্গজ কায়স্থ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৩৭৬৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬১৩)

সদগোপ পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, বি এসসি, সঙ্গীতজ্ঞা শিল্পানুরাগী (২০) ৪'-১১" (১·৫০ মিঃ) উঃ শ্যামবর্ণা পাত্রীর উপযুক্ত প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৩৭৬৫ আনন্দবাজার- কলি-১। (সি ৫৬২০)

পূঃ বঃ কায়স্থ বিশিষ্ট চিকিৎসকের কন্যা (২২) সুন্দরী, ফর্সা, স্বাস্থ্যবতী, প্রি-ইউ পাঠরতা। উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৩৮১১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৪৯১)

বিক্রমপুরের বসু সিনিয়ার অফিসারের এম-এ সুশ্রী দীর্ঘাঙ্গী (১·৬২ মিঃ) মধ্যমবর্ণা (২৯) কন্যার জন্য সুপাত্র চাই। বক্স নং ৪২১৫, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৪৯৩৭)

কায়স্থ গ্র্যাজুয়েট দীর্ঘাঙ্গী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা সুশ্রী শিক্ষয়িত্রী পাত্রী (৩২) উপযুক্ত পাত্র চাই। পূর্ব নিবাস সিলেট বিবাহ মাঘ ফাল্গুনে, পরিবার উচ্চশিক্ষিত। বক্স নং ৪২০৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯৩১)

পাত্র চাই

পাত্রী (২৩) এম-এ, ফর্সা সুশ্রী। কলকাতার সুবর্ণবণিক। উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৪৪২৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০৫৫)

সম্ভ্রান্ত দঃ রাঃ কাঃ (৩৫)। কেঃ সঃ কঃ (৩৬০,)। এ মাসেই প্রমোশন। শ্যামবর্ণা, সুগঠনা, সুশ্রী, সংযতা। মাঘেই বিয়ে। নন্দী, ও জি সি ইউ, ১২-এ, নন্দী, পার্ক স্ট্রীট, কলি-১৬। (সি ৬০৬০)

বৈশ্য সাহা (২০) পূঃ বঃ বি-এ পার্ট-টু পাঠরতা ফর্সা সুশ্রী পাত্রীর শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৪৪২৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০৫৪)

বঙ্গজ ঘোষ কায়স্থ বি এস-সি (ডিস্টিংশন) (২১) সংগীতজ্ঞা লাবণ্যময়ী সুগঠনা (১·৬০ মিঃ) গেঃ অফিসারের কন্যার সুশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত পাত্র। বক্স নং ৪৪২২, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০৫৩)

সঃ চাকুরিয়া—৩০০,। পি ইউ পাশ, মুখার্জী। উচ্চবংশ, সুশ্রী, শ্যামবর্ণা, সুগঠনা। আদি যশোহর টাউন। ২৯ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৪৩৮৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০১৭)

শিল্পপতির মেয়ে এম-এ পাঠরতা সুন্দরী (২১) ফর্সা রাঢ়ী ব্রাহ্মণ পূর্ববঙ্গীয় প্রকৃত শিক্ষিত চরিত্রবান পাত্র চাই। বক্স নং ৪৪২০, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০৫১)

কায়স্থ পাত্র চাই। সম্ভ্রান্ত বঙ্গজ কায়স্থ বি এস-সি কলিকাতায় শিক্ষয়িত্রী সুশ্রী (২৪) উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা পাত্রীর ৩০ ঊর্ধ্বে সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৪৩৯৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০২৫)

সুশ্রী ফর্সা স্লিম দীর্ঘাঙ্গী ১·৬৫ (৫'-৫") গ্র্যাজুয়েট চ্যাটার্জী (২৫) সম্ভ্রান্তবংশীয়া, পশ্চিমবঙ্গীয় পাত্রীর জন্য কোন বঙ্গের উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৪৪১৮, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০৪৯)

পূঃ বঃ ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল-এর কায়স্থ অধুনা কলিকাতায় বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর এম-এ পাঠরতা (দীর্ঘাঙ্গী ৫'-২") ১·৫৭ মিঃ দোহারা গড়ন সুশ্রী গৃহকর্মনিপুণা কন্যার জন্য ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার গেজেটেড অফিসার অথবা সি-এ পাত্র চাই। বক্স নং ৪৪১৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০৪৮)

সুশ্রী উচ্চবংশজাত গৃহকর্মে সুনিপুণা রাঢ়ী শ্রেণী ব্রাহ্মণ সামবেদীয় পাত্রীর (২৪) জন্য শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৪৩৯১, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০১৯)

ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। পাত্রী (৩১) বি-এ, বি-টি, শিক্ষিকা, শ্যামবর্ণা ১·৬০ মিঃ (৫'-৩") সুশ্রী শাণ্ডিল্য। ফাল্গুনেই বিবাহ। বক্স নং ৪৪০৬, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০৩৬)

পাত্রী বি-এ (৩৩) সাধারণ চেহারা, স্বাস্থ্যবতী শান্ত স্টীলে চাকুরীরতা (৩৫০,)। এস দত্ত, ২/১৪, নাকতলা, কলি-৪৭ (৪৬-১৭৭৭)। (সি ৬০৪২)

ময়মনসিংহের কায়স্থকন্যা সুশ্রী মধ্যম-বর্ণা পলিটেকনিকের ছাত্রী গৃহস্থালীতে সুনিপুণ শিক্ষিত ভদ্র পরিবার। বক্স নং ৪৪১১, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০৪১)

প্রবাসী সম্ভ্রান্ত কায়স্থ (২৪) ১·৫৫ মিঃ (৫'-১") সুশ্রী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা এম-এ পাত্রীর সুপ্রতিষ্ঠিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৪৪০৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০৩৯)

বৈদ্য পূঃ বঃ স্কুঃ ফাঃ প্লাকড ফর্সা সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত ৩৪/৩৫ বয়সের পাত্র চাই। বক্স নং ৪৪০৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০৩৪)

উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা (৩২) বি-এ (অনার্স) বি-টি সুশ্রী রবীন্দ্রসংগীতজ্ঞা অশাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৪৪০৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০৩৩)

যাদব গোপ—পাত্রীদ্বয় ২৪ ও ১৬ বয়ঃ, পার্ট-টু, ৮ শ্রেণী, ফরসা, সুগঠনা, গৃহকর্মে সুনিপুণা। উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৪৪০১, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০৩১)

এম এস-সি ২৬ ১·৫২ মিঃ (৫ ফুট) উজ্জ্বল গৌরবর্ণা সুশ্রী পাত্রীর জন্য উচ্চশিক্ষিত উপার্জনশীল অশাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৪৩৭৮, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০০৫)

কনভেণ্ট শিক্ষিতা বি-এ পাঠরতা সুশ্রী **সংগীতজ্ঞা পাত্রীর (২০) সুপ্রতিষ্ঠিত** সদ্গোপ/অসবর্ণ পাত্র চাই। বক্স নং ৪৩৮২, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০১০)

সুশ্রী বি এস-সি (অনার্স) বি-টি শিক্ষিকা সঙ্গীতজ্ঞা এম এস-সি পরীক্ষার্থিনীর শিক্ষিত সুউপায়ী ব্রাহ্মণ (৩০—৩৪) পাত্র চাই। বক্স নং ৪৩৯৫, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০২৩)

মাহিষ্য অধ্যাপকের কন্যা (২৩) ১·৫০ মিঃ এম-এ, মধ্যমবর্ণা, সুশ্রী। অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিঃ, অফিসার চাই। ফোন ২৪-২২৯৫। বক্স নং ৪৩৬৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৯৫)

একমাত্র কন্যা (২৫), কুলীন ঘোষ, সুশ্রী, বি এ (পার্ট ওয়ান), সুগায়িকা, গৃহকর্মনিপুণা, উপযুক্ত পাত্র চাই। সুবোধ ঘোষ, ৬৫, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-২৮। ফোন ঃ ৫৭-৪০০১। (বি ও ৬০২)

সম্ভ্রান্ত পশ্চিমবঙ্গীয় চট্টোপাধ্যায় পরি-বারের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা সুন্দর মুখশ্রী বি এ (২৪) পাত্রীর জন্য জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৪২৯০ আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (বি ও ৬০৯)

সুবর্ণবণিক পাত্রী ২০ স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার্থিনী মৌদ্গল্য গোত্র সুন্দরী, বিশিষ্ট বংশ, শিক্ষিত, অবস্থাপন্ন বনেদিবংশের পাত্র চাই। বক্স নং ৪২৮৬, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (বি ও ৬০৫)

উত্তম শ্যামবর্ণা, সুশ্রী (১৮) ৯ম মান, গৃহকর্মনিপুণা, স্বাস্থ্যবতী, ব্যবসায়ীর কন্যা, উপার্জনশীল পূঃ বঃ বৈশ্য সাহা পাত্র চাই। বক্স নং ৪১২২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬৭৯)

গৌরাঙ্গী লাবণ্যময়ী এম-এ পরীক্ষার্থিনী পঃ বঃ রাঢ়ীর, অকাশ্যপ ত্রিশোর্ধ্ব সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র। বক্স নং ৪৩৯২, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০২০)

পাত্র চাই

পঃ বঃ দঃ রাঃ কাঃ ডাক্তারের সুশ্রী মধ্যমবর্ণা, বি-এ, (২৪) কন্যার, শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত সম্বংশীয় পাত্র চাই। বক্স নং ৪০৯৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬৫০)

পাত্র চাই দঃ রাঃ কায়স্থ গৌরী দীর্ঘাঙ্গী (২০) কনভেণ্ট শিক্ষিতা সঙ্গীতজ্ঞা এম এস-সি ছাত্রীর জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, সি-এ, উচ্চপদস্থ কর্মচারী পাত্র চাই। বক্স নং ৪১৫৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯০৮)

পূঃ বঃ সম্ভ্রান্তবংশীয়া (মাহিষ্য), সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুগঠনা, প্রি-ইউ অনুত্তীর্ণা, ভরদ্বাজ পাত্রীর (২৫, ৫'—১", ১·৫২ মিঃ) জন্য পূর্ববঙ্গীয় উপযুক্ত পাত্র চাই। কায়স্থ চলিবে। বক্স নং ৪১৫৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯০৯)

ময়মনসিংহের কায়স্থ (২৬) বি-এ কলিঃ চাকুরিরতা ১·৫৭ মিঃ (৫'—২") শ্যামবর্ণা স্লিম সুশ্রী পাত্রীর জন্য দাবীহীন পাত্র চাই। বক্স নং ৪১৬৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯১২)

নোয়াখালীর নন্ম্যাট্রিক সুশ্রী বৈদ্য পাত্রীর (৩১) জন্য পাত্র চাই। বক্স নং ৪১৬৬ আনন্দবাজার, কলি১। (সি ৫৯১৪)

কিশোরগঞ্জের বঃ সম্ভ্রান্ত কায়স্থ অধুনা কল্যাণী উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনীয়ারের কন্যার (২০) ১·৫৫ মিঃ গৌরবর্ণা সুন্দর মুখশ্রী স্বাস্থ্যবতী কার্যনিপুণা জন্য গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনীয়ার বা উচ্চশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৪১৬৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯১৬)

কুমিল্লার বিশিষ্ট কায়স্থ পাত্রী ২৮ সুন্দরী ফর্সা স্বাস্থ্যবতী (৫'—৩") ১·৬০ মিঃ বি-এ বি-টি শিক্ষিকা দুর্গাপুর উপবৃত্ত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৪১৭০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯১৯)

ব্রাহ্মণ ফর্সা ২৪ এম-এ পাত্রীর প্রফেসর ইঞ্জিনিয়ার অফিসার পাত্র চাই। কাঞ্জিলাল, ১/৩৩, সরশুনা রোড, কলি-৬১। (সি ৫৯০৫)

কায়স্থ বি-এ শিক্ষিকা (২৫) সুশ্রী পাত্রীর পঃ বঃ উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৪১১০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬৬৫)

ব্রাহ্মণ পাত্র চাই

ব্রাহ্মণ কন্যা ২৯।৩০ মধ্যম শিক্ষিতা, গৃহকর্মনিপুণা। পশ্চিমবঙ্গীয় ৩৫/৩৬ ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৪২২২, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯৪৬)

ঢাকা বিক্রমপুরের কায়স্থ (বিশ্বাস) স্বাস্থ্যবতী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, লাবণ্যযুক্তা, সঙ্গীতজ্ঞা, বি এস-সি মৌদগল্য পাত্রীর (২৩) জন্য সম্ভ্রান্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। এম বিশ্বাস, ৪৯৭ দমদম পার্ক, কলিকাতা-৫৫। ফোন ৫৭-২৪৫০। (সি ৫৬৭২)

নাপিত পাত্র চাই

বি-এ পার্ট-টু পরীক্ষার্থী, সূচীশিক্ষণপ্রাপ্তা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী (২০) কন্যার জন্য অন্ততঃপক্ষে গ্র্যাজুয়েট চাকুরীরত সুপাত্র চাই। বক্স নং ৪১১৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬৭৪)

পাত্রী (২৪) বঙ্গজ ঘোষদস্তিদার এম-এ বি-টি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা উপযুক্ত পাত্র বিবেচ্য। বক্স নং ৪১২০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬৭৭)

পাত্রী সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী বি-এ (২২), উচ্চতা (৫'—১") ১·৫৫ মিঃ বাৎস্য গোত্র দঃ রাঃ কায়স্থ পশ্চিমবঙ্গীয় উপযুক্ত কায়স্থ পাত্র চাই। বক্স নং ৪১২৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬৮৫)

পাত্র চাই—পাত্রী (২৫) কায়স্থ ফর্সা সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী বি-এ অনুত্তীর্ণা। বক্স নং ৪১২৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬৮৬)

ত্রিপুরার সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারের শিক্ষিত শ্যামবর্ণা পাত্রীর জন্য শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। পাত্রী রেলের ইউ ডি ক্লার্ক। পত্রালাপ করুনঃ গুহ, ৪৫নং গড়ফা রোড, কলি-৩২। (সি ৫৬৯২)

গাঙ্গুলী এম-এ শিক্ষিকা (২৬) সুন্দরী সংগীতজ্ঞা পাত্রীর রাঢ়ী ব্রাহ্মণ উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৪১৩৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬৯৩)

প্রকৃত সুন্দরী, গৃহকর্মে সুনিপুণা, স্কুল-ফাইনাল অনুত্তীর্ণা পশ্চিমবঙ্গীয় সম্ভ্রান্ত বংশের মুখার্জী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। পাত্রী ২০ বৎসর, উচ্চতা (৪'—১০") ১·৪৭ মিঃ। বক্স নং ৪১৩৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬৯৫)

সুন্দরী ব্রাহ্মণ পাত্রী (২২)

চ্যাটার্জী, উঃ ৪'—৮" (১·৪২ মিঃ), সুন্দরী, ঢাকা স্কুঃ-ফাঃ দিবে। সুউপায়ী পাত্র চাই। বক্স নং ৪০৫০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৫৯)

বি এ পাঠরতা সুশ্রী মধ্যমবর্ণা পঃ বঃ ব্যানার্জী পাত্রীর (২৫) শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। ডাঃ অভয় চ্যাটার্জী। ১/১/১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-১২। (সি ৫৯২০)

নাপিত পাত্র চাই। সুশ্রী, ফর্সা, দীর্ঘাঙ্গী, গ্র্যাজুয়েট কন্যার (২৭)। শিক্ষিত সুউপায়ী পাত্র চাই। বক্স নং ৪৩০৬ আনন্দবাজার কলি-১। (সি ৫৭৬৩)

পূঃ বঃ অধ্যাপিকা পাত্রীর (২৬) যে-কোন বঙ্গের উচ্চপদস্থ কায়স্থ পাত্র চাই। বক্স নং ৪১০৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬৬২)

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাৎস্য গৌরবর্ণা বি-এ (অনার্স) বি-টি ৩৪, শিক্ষিকার শিক্ষিত উপযুক্ত পাত্র চাই। সত্বর বিবাহ। বক্স নং ৪৩২০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬৯১)

অভিজাত রাঢ়ী ব্রাহ্মণ (ময়মনসিংহ) কাশ্যপ গ্র্যাজুয়েট সুউজ্জ্বল শ্যামবর্ণা সুরুচিসম্পন্না পাত্রীর (২৬) সুশিক্ষিত পদস্থ পাত্র চাই। বক্স নং ৪২১২, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯৩৪)

পাত্র চাই

কায়স্থ, কাশ্যপ, বি এ, বি টি (২৬), স্বাস্থ্যবতী, সুশ্রী, শিক্ষিকা, উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৪৪৮৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৯৬)

নাথ পাত্র চাই

পাত্রী সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী বঃ ২৫ উঃ ১·৬৫ মিঃ বি-এ সেলাই গানে চলনসই জ্ঞান, চাকুরীতে ইচ্ছুক। বক্স নং ৪০১৩ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৫৭৬৫)

পূঃ বঙ্গীয় শাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ প্রি-ইউ সিঃ লেডী ব্রেবোর্ন ডিপ্লোমা শিক্ষিকা (২৫) এবং তদীয়া ভগ্নী (২৩) বি-এ শিক্ষিকার জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৪০১০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৬৪)

পূঃ বঃ সুশ্রী শ্যামবর্ণা বি-এ পাঠরতা (২১) পাত্রীর জন্য সদুপায়ী উদার ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৪২২৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯৫১)

বয়স্কা উপার্জনশীলা তিলি পাত্রীর জন্য স্বাস্থ্যবান উপার্জনশীল পাত্র চাই। অসবর্ণে আপত্তি নেই। এস শেঠ, ২৯ পারশিং স্কোয়ার, নয়াদিল্লি। (সি ৫৯৫০)

পাত্রী পূঃ বঃ শিক্ষিত দত্ত (ভরদ্বাজ) পরিবারের বি-এ, বি-টি দিয়াছে। গৌরবর্ণা, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মনিপুণা, ১·৪২ মিঃ (৪ ফুঃ ৮ ইঃ) ২৬ বৎসর উপযুক্ত দাবিহীন পাত্র চাই। খুলনা-যশোহর হলে ভাল। বক্স নং ৪২১৬, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯৩৮)

৩৮-৪৩-এর মধ্যে ২ জন সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত পাত্র চাই দুটি সুশ্রী (শিক্ষিকা ও লেখিকা) ব্রাহ্মণ কন্যার জন্য। অসবর্ণে আপত্তি নাই। বক্স নং ৪৪৩২, আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ৪৩০১)

গন্ধ বণিক শিক্ষিত পাত্র চাই

পাত্রী (২৩) বি-এ পাশ **পঃ বঃ মধুকুল্য,** বনেদী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা সুশ্রী। বক্স নং ৪৪০৮, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০৩৮)

বৈদ্য পাত্র চাই

বরিশালের সম্ভ্রান্ত বৈদ্য মৌদগল্য পরি-বারের এম-এ ২৪, ১·৫৫ মিঃ সুশ্রী, ফর্সা স্লিম স্বাস্থ্যবতী পাত্রীর জন্য শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৪৩৭৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০০৪)

তন্তুবায় পাত্র চাই

সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী বি-এ পাঠরতা একমাত্র কন্যার জন্য ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার অধ্যাপক সি-এ অথবা অফিসার পাত্র চাই। পাত্রীর পিতার কলিকাতায় বাড়ি আছে। বক্স নং ৪৪৩০, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০৬১)

সম্ভ্রান্ত বঙ্গজ কায়স্থ পাত্রী এম-এ, গীটারে ডিপ্লোমা সুদর্শনা মধ্যমবর্ণা, সর্বগুণসম্পন্না ১·৫৭ মিঃ (৫'-২") ২৫ সুশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৪৩৭৫, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০০২)

মধ্যম শিক্ষিতা সুশ্রী গৃহকর্মনিপুণা বয়স্ক পাত্রীর ব্রাহ্মণ ৪০/৪৫ পাত্র চাই। বক্স নং ৪৩৮০, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০০৮)

সদ্গোপ বি-এ মান সুশ্রী ২৮ শ্যামবর্ণার দাবীহীন পাত্র। রেজিস্ট্রী/উচ্চবর্ণের চলিবে। বক্স নং ৪৪৩১, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০৬২)

পঃ বঃ দঃ রাঃ কায়স্থ, মৌলিক, ফর্সা, সুশ্রী, বি এ, গীতভারতী, সেলাই-বোনা, সংসারের সর্বকার্যে সুনিপুণা (২৪) পাত্রীর সু-উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৪৫২১, আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৬১৪১)

পাত্র চাই—দক্ষিণরাঢ়ী, সম্ভ্রান্ত বসু পরিবার, ২৮ পরিচয় দেবগণ দীর্ঘাঙ্গী, ১৯ বৎসর, সুশ্রী, গৃহকর্মনিপুণা, স্কুল ফাইনাল পরিক্ষার্থিনী পাত্রীর জন্য সম্ভ্রান্তঘরের সুযোগ্য পাত্র চাই। মাঘের শেষ বা ফাল্গুনে বিবাহ। সত্বর পত্রালাপ করুন। বক্স নং ৪৪৭৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (এ)

কুমিল্লার শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, কায়স্থ, সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, বি এ পাত্রীর (২২) ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৪৪৬৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৮২)

সুবর্ণ বণিক/অসবর্ণ পঃ বঃ পাত্র চাই। পাত্রী ২৪ বি এ, সুন্দরী। বক্স নং ৪৪৬৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৮১)

পাত্র চাই—সুবর্ণবণিক (২২) ১·৬০ মিঃ (৫'-৩") প্রি-ইউ পাঠরতা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুশ্রী, বনেদী পরিবার জন্য চাকুরিয়া ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৪৪৫০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৭২)

বিক্রমপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় গেজেটেড অফিসারের সুশ্রী, সুস্বাস্থ্যবতী, সঙ্গীতজ্ঞা, বি এ পাঠরতা (৫'-৫") ১·৬৫ মিঃ (২৪) পাত্রীর ডাক্তার, ইঞ্জি, সি এ বা গ্রাজয়েট, সুপ্রতিষ্ঠিত অশাণ্ডিল্য পাত্র চাই। বক্স নং ৪৪৪৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (৫৮৭১)

বারুজীবী, ফর্সা, সুশ্রী, সম্ভ্রান্ত, এম এস সি ১·৬৩ মিঃ (৫'-৪") পাত্রীর (২৫) জন্য লম্বা সম্ভ্রান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। "গুরুদাস" জামসেদপুর-১। (সি ৫৮৭০)

পূর্ববঙ্গীয় সুশ্রী, ফর্সা, বি এ, সঙ্গীতজ্ঞা, বৈদ্য, ধন্বন্তরি, ২০ বৎসর পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৪৪৪২ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৪০৫)

সুদর্শনা এম এ, ব্রাহ্মণ পাত্রীর (৩২) জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থাপন্ন ডাক্তার ভিন্ন উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৪৪৩৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৩০৬)

পাত্রী (২৮) বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, সুশ্রী, স্কুল ফাইনাল অনুত্তীর্ণা, গৃহকর্মনিপুণা অন্তত ম্যাট্রিক উপায়ী পাত্র চাই—অন্য শ্রেণীতে আপত্তি নাই। বক্স নং ৪৪৩৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৩০৩)

পঃ বঃ চট্টোপাধ্যায়, বি এ (২০) মুখোপাধ্যায়, বি এ, (২৪) সুদর্শনা, সুন্দরী, সম্ভ্রান্তবংশীয়া পাত্রীদ্বয়ের জন্য শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৪৪৫২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৭৪)

পাত্র চাই

পাত্র পঃ বঃ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, বাৎস্য, প্রি ইউ (২৯) স্থায়ী বেসরকারী ইঞ্জিনীয়ারিং চাকুরী ৩২৫৲। অন্ততঃ হাঃ সেঃ সুন্দরী পাত্রী চাই। ফাল্গুনে বিবাহ। এ. সান্যাল, ডি/৯৮, বাঙ্গুর এভিনিউ, কলিকাতা-৫৫। (সি ৫৫৭০)

ত্রিপুরার সম্ভ্রান্ত কায়স্থ যথার্থ সুশ্রী শ্যামবর্ণা (১·৫৫ মিঃ) গ্রাজুয়েট পাত্রীর জন্য উপার্জনশীল উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৩৯৫২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৮৫)

বারুজীবী একমাত্র কন্যা (২৬) বি-এ সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী গৃহকর্মনিপুণার জন্য ৩২ উর্ধ্বে কলিকাতাস্থ গ্রাজুয়েট চাকুরিরত পাত্র চাই। বক্স নং ৩৯২৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৫৬)

গাঙ্গুলী সুশ্রী মধ্যমবর্ণা সুগায়িকা বি এ অনুত্তীর্ণা অধ্যাপক-কন্যার (২৮—৫' ২") ১·৫৭ মিঃ সু-পাত্র ৩৪ উর্ধ্বে চাই। বক্স নং ৩৯২৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৫৮)

আমেরিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত ভ্রাতাদের কনিষ্ঠা বোন (২৪) সুশ্রী, ফর্সা (১·৫৭ মিঃ) কায়স্থ (ঢাকা) এম এস্‌সি (সি ইউ) দিয়াছে পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৩৯২৮ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৫৫৬১)

ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য, ফরসা, সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্ম-নিপুণা, পি-ইউ পাত্রীর (২৪) উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৩৮৯২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৪৮)

বৈদ্য পাত্রী বি এ সুশ্রী শিক্ষিকা। সু-উপায়ী পূঃ বঃ (৩৫—৩৮) পাত্র চাই। বক্স নং ৩৮৮৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৪২)

শ্যামবর্ণা সুশ্রী স্লিম বি এ পার্ট ওয়ান ট্রেণ্ড শিক্ষিকা ১৭০৲ পূঃ বঃ কাঃ (২৫) ১·৫২ মিঃ পাত্রীর ৫০০৲ কাঃ বৈদ্য পাত্র চাই। বক্স নং ৩৮৯৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৩৬)

পাত্রী বৈদ্য ২৫ (১·৫৩ মিঃ) উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা প্রকৃত সুন্দরী এম এ, এম এড। পিতা ইউনিভার্সিটি অধ্যাপক। সচ্ছল পরিবার। সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ক্লাশ ওয়ান অফিসার পাত্র চাই। বক্স নং ৩৮৯৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৩৫)

ময়মনসিংহ জেলার বিশিষ্ট পরিবারের গৌরবর্ণা স্বাস্থ্যবতী দীর্ঘাঙ্গী (৫'—৪") ১·৬৩ মিঃ কায়স্থ পাত্রীর (২৮) জন্য কলিকাতায় স্থায়ী চাকুরিয়া দাবী দাওয়া বিহীন শিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। পাত্রী বি-এ বি-টি কলিকাতা করপোরেশনের অধীন বর্তমানে মাসিক ২৫০৲ বেতন প্রাপ্ত স্থায়ী শিক্ষয়িত্রী। বক্স নং ৩৯৬২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৯৫)

ব্রাহ্মণ পাত্র চাই

পাত্রী এম এস্‌সি শিক্ষিকা ৫' ২" (১·৫৭ মিঃ) ২৯ই বৎসর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী। পূর্ববঙ্গীয় মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবার। বাৎস্য গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৩৮৯৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫০৮)

কায়স্থ পাত্র চাই

অবস্থাপন্ন অভিজাত পরিবারের (বি এ) পাশ অনিন্দ্যসুন্দরী ও দীর্ঘাঙ্গী উজ্জ্বল গৌরবর্ণা ২২ পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সি এ বিদেশ প্রত্যাগত ইঞ্জিনিয়ার পাত্র চাই। অবস্থাপন্ন পরিবার বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৩৯০৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৪৫)

ব্রাহ্মণ পাত্র চাই

পঃ বঃ কাশ্যপ রাঢ়ী ব্রাহ্মণ পাত্রীদ্বয়ের জন্য দুইটি ডাক্তার বা উচ্চপদস্থ শিক্ষিত পাত্র (৩৯।৪০) ও (৩৫।৩৬) চাই। পাত্রীদ্বয় পরমাসুন্দরী ফর্সা, গ্রাজুয়েট ও সম্ভ্রান্তবংশীয়া। পাত্রীদের কলিকাতায় বাড়ী ও জমি আছে। বক্স নং ৩৯৩৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৬৯)

নাপিত পাত্র চাই

পাত্রী ফর্সা ১·৫৭ মিঃ দশম শ্রেণী। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষিকা, সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী, ৩৫ উর্ধ্বে পাত্র চাই। বিপত্নীকও চলিবে। বক্স নং ৩৯৪৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৭৭)

সুবর্ণ বণিক পাত্র চাই

গৌরবর্ণা সুন্দরী পঃ বঃ সম্ভ্রান্তবংশীয় বি এ (২১) পাত্রীর জন্য ইঞ্জিনিয়ার/ডাক্তার/অফিসার সুদর্শন স্বাস্থ্যবান পঃ বঃ পাত্র চাই। বক্স নং ৩৯৩৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৬৬)

পূঃ বঃ প্রিঃ ইউঃ (২৬) সঃ চাকুরে (২৭০৲) শাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ পাত্রীর সুপাত্র চাই। বক্স নং ৩৯০৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৪৮)

বৈদ্য পাত্র চাই—পাত্রী (২৫) ধন্বন্তরি বি এ, ফর্সা, সুদর্শনা। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত (৩০/৩৩) পাত্র চাই। বক্স নং ৩৯১০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৪৯)

পূর্ববঙ্গ কায়স্থ শিক্ষিকা বি এ সুন্দরী স্বাস্থ্যবতীর জন্য চল্লিশ উর্ধ্বে প্রফেসর ইনজিনিয়ার ডাক্তার পাত্র চাই। বক্স নং ৩৯০১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৪০)

পূঃ বঃ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাৎস্য স্বাস্থ্যবতী সুশ্রী (২৫) উঃ শ্যামবর্ণা গৃহকর্মে নিপুণা স্কুঃ ফাঃ অনুত্তীর্ণার উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৩৯০৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৪৬)

পাত্রীর গোত্র—জয়ন্তী মহর্ষি। বয়স—১৮, লম্বা, ফর্সা, সুন্দরী (দশম শ্রেণী) উপযুক্ত বারুজীবী পাত্র চাই। বক্স নং ৩৯০৫, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৪৪)

পাত্র চাই—অভরম্বাজ ব্রাঃ ব্রাঃ পাত্রী ২৩ বি এ সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী। বক্স নং ৩৯০৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৪৩)

পাত্র চাই—পাত্রী মুখার্জি বি এ শিক্ষিকা উজ্জ্বল গৌরবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী গৃহকর্মনিপুণা পশ্চিমবঙ্গীয় শিক্ষিত প্রকৃত সুপাত্র ৩২ বৎসর চাই। বক্স নং ৩৯৩৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৬৮)

পূঃ বঃ সচ্ছল কুলীন কায়স্থ পরিবারের এম-এ সুশ্রী দীর্ঘাঙ্গী সঙ্গীতজ্ঞা পাত্রীর সুশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র ৩৫-৩৮ চাই। বক্স নং ৪০১৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৭১)

পাত্র চাই

পাত্র চাই—পিতার একমাত্র সন্তান, সম্ভ্রান্ত পরিবারের দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ বি-এ অতীব সুশ্রী (২২) স্লিম, কলিকাতায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৪২২৮, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯৫২)

বি-এ সংগীতজ্ঞা স্বাস্থ্যবতী সুশ্রী শিক্ষিকা কাশ্যপ গোত্রীয় পাত্রীর (২৭) জন্য নাপিত শিক্ষিত উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৪২৭২, আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ৪৬০৪)

(যশোহর) কায়স্থ কাশ্যপ ২১ ১০ম সংগীতজ্ঞা। শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৪২৭০, আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ৪৫০৩)

কর্মকার সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী পাত্রী (২২) বি-এ-র শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৪২৬৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ৩০১)

নাপিত পাত্র চাই

কেন্দ্রীয় সরকারের ক্লাশ-ওয়ান গেজেটেড অফিসারের একমাত্র কন্যা ও তদীয় একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্রীর জন্য উচ্চশিক্ষিত উপার্জনশীল সম্বংশজাত জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। পাত্রীদ্বয় যথাক্রমে পি ইউ এবং দশম শ্রেণী পাঠরতা। সুশ্রী ও সুঠাম গড়ন। মাঘেই বিবাহ। সত্বর যোগাযোগ করুন। বক্স নং ৪২৩৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯৬৪)

সুশ্রী এম-এ (ইংরাজী) কায়স্থ পাত্রীর (৩৮) জন্য নিঝঞ্ঝাট পদস্থ পাত্র চাই। অসবর্ণ চলিবে। বক্স নং ৪২৬২, আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ৩০৬)

বারেন্দ্র কাশ্যপ সুশ্রী গৌরবর্ণা বি এস-সি পাত্রীর (২১) উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৪২৬০, আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ৩০৮)

পূঃ বঃ কায়স্থ মৌদগল্য বি-এ পার্ট-টু পরীক্ষার্থিনী ২৭ সুন্দরী সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্রীর জন্য উচ্চশিক্ষিত সুউপায়ী ৩২—৩৬ পাত্র চাই। ভ্রাতা ইয়োরোপ হইতে বিবাহোপলক্ষে ছুটিতে আসিয়াছেন মাঘের প্রথমেই বিবাহ। সত্বর পত্রালাপ করুন। বক্স নং ৪২৫৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ৪২০৯)

ব্রাহ্মণ কাশ্যপগোত্রীয়া উজ্জ্বল গৌরবর্ণা সুশ্রী স্লিম (১৯২) কলিকাতায় বি-এ পাঠরতা গেজেটেড অফিসারের কন্যার জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৪২৫৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ৪২০৮)

কায়স্থ পাত্র চাই—পাত্রী (২২) বি-এ, চাকুরীরতা, সুন্দরী। উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৪২৫৬, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলি-১। (বি ও ৪২০৭)

বিক্রমপুর বঙ্গজ ঘোষ বি-এ পড়া ফর্সা সুন্দরী ২৩ কেঃ সঃ কর্মরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৪২৪৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (ঐ)

পশ্চিমবঙ্গীয় কায়স্থ বসু, এম-এ শ্যামবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী পাত্রীর (২৪) জন্য উচ্চপদস্থ পাত্র চাই। বক্স নং ৪২৪৬, আনন্দবাজার, কলি-১। (ঐ)

পূঃ বঙ্গীয় গুহ (৩১) এম-এ বি-টি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা প্রকৃত সুশ্রী। উপযুক্ত পাত্র চাই। অধ্যাপক অগ্রগণ্য। বক্স নং ৪২৩৬, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯৬১)

মিত্র নোয়াখালী ফর্সা সুদর্শনা স্বাস্থ্যবতী বি-এ পার্ট-ওয়ান পরীক্ষার্থিনী। ৩০ উর্ধ্বে সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৪২৩৫, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯৬০)

খুলনার ঘোষ (কুলীন) উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা বি-এ পাঠরতা ২৭ বৎসর পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। বক্স নং ৪২৩৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯৫৭)

কুমিল্লার দত্ত বংশীয় স্বাস্থ্যবতী দশম শ্রেণীর কন্যার জন্য পাত্র চাই। বক্স নং ৪২২৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯৫৩)

বৈদ্য পাত্র চাই

উজ্জ্বল গৌরবর্ণা প্রকৃত সুন্দরী (২৩) ১·৫৭ মিঃ, ইংরাজীতে এম এ পাত্রীর জন্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের ইঞ্জিনীয়ার, সি এ, ব্যাংক অফিসার বা সুপ্রতিষ্ঠিত উচ্চ শিক্ষিত পাত্র চাই। বক্স নং ৪১৪৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬৯৪)

মাহিষ্য পাত্র চাই

অভিজাত এবং সম্ভ্রান্ত মাহিষ্য পরিবারের অনিন্দ্যসুন্দরী গৌরাঙ্গী দীর্ঘাঙ্গী (৫'—৫" বা ১·৬২ মিঃ) নৃত্যগীতে পারদর্শিনী, স্লিম বি এস-সি ১৯ বৎসর কন্যার জন্য আই এ এস, আই আর এস, আই এফ এস, সি এ, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার অথবা ক্লাশ ওয়ান গেজেটেড অফিসার পাত্র চাই। বক্স নং ৪১৩৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

পাত্রী পূঃ বঃ সম্ভ্রান্ত কায়স্থ রায় (২৫) সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, ৫'—৩", ১·৬০ মিঃ বি-এ পাশ, অকাশ্যপ পাত্র চাই। বক্স নং ৪০৫২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৬১)

সম্ভ্রান্ত বসু উজ্জ্বলশ্যাম গৌরবর্ণা ২৪ বঃ ২২ বঃ ১·৬০ মিঃ বি-এ, এস-এফ মান পাত্রীদ্বয়ের উপযুক্ত শিক্ষিত সুউপায়ী দঃ রাঃ পঃ বঃ ৩৪ বঃ মধ্যে নির্ঝঞ্ঝাট কায়স্থ পাত্রদ্বয় চাই। লিখুন। বক্স নং ৪১২৪ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৫৬৮১)

পূঃ বঃ বৈদ্য মৌদ্গল্য প্রকৃত সুন্দরী ২২ স্কুল-ফাইন্যাল পাঠরতা পাত্রীর জন্য শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৪১০১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬৯০)

বৈশ্য সাহা পাত্র চাই

পূর্ববঙ্গের সম্ভ্রান্ত বংশীয়া সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী বি-এ পার্ট-টু পরীক্ষার্থিনী (২২) পাত্রীর শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৪৩২৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৭৭)

কায়স্থ পাত্র চাই—পাত্রী সুশ্রী ১·৬০ মিঃ (৫'—৩") মধ্যমবর্ণা উচ্চশিক্ষিতা (এম-এ ইংরাজী) বয়স ২৫। সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পিতার একমাত্র কন্যা মার্জিত রুচি — অভিজাত বংশ। সুশিক্ষিত সম্বংশজাত ও সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৪৩২১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬৪৮)

পাত্র চাই

কায়স্থ পাত্র চাই

সুন্দরী, ফর্সা, স্লিম (১·৫৭ মিঃ) গ্র্যাজুয়েট বঙ্গজ পাত্রী (২১)। সি এ, অফিসার, ইন্‌জিনীয়ার/শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। ৪৪-৪২৬৬। বক্স নং ৪০৫৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৬২)

কায়স্থ সুন্দরী এম এ সুগায়িকা ২২ একমাত্র কন্যার ইঞ্জিনীয়ার সি এ চাই। বক্স নং ৪১৫০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭০০)

পাত্রী—কায়স্থ, ঘোষ (বিক্রমপুর), ২৩, ১·৬৫ মিঃ, সুন্দরী, স্লিম, এম এ পাঠরতা সম্ভ্রান্ত ডাক্তারের কন্যা। উচ্চশিক্ষিত, সুপ্রতিষ্ঠিত পূঃ বঃ পাত্র চাই। কলিকাতায় বাড়ী ও গাড়ী থাকা বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৪১৫৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯০৬)

সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মে নিপুণা এম এ (২৩) পাত্রীর জন্য মৌদ্গল্য ভিন্ন অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র, সি এ পত্র চাই। বক্স নং ৪১৫৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯০৭)

পঃ বঙ্গীয়া ভট্টাচার্য্য, সুশ্রী, গৃহকর্মনিপুণা, সেলাই-এ ডিপ্লোমাপ্রাপ্তা পাত্রীর (২৬) উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৪১০৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬৫৭)

বিক্রমপুরের ঘোষ এম এ পাঠরতা, সুশ্রী, তন্বী পাত্রী। মধ্যবিত্ত ঘরের উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৪০৩৩ আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা-১। (সি ৫৮৪১)

বঙ্গজ কায়স্থ শাণ্ডিল্য বি এ বি টি সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত (৩৬ মধ্যে) পাত্র চাই। বক্স নং ৪০৩১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৩৯)

মুখার্জী, গৌরবর্ণা, গৃহকর্মনিপুণা, (৪'-১১") ১·৫০ মিঃ বঃ ৩৪ পাত্রীর (মধ্যপ্রদেশ) সুউপায়ী পাত্র চাই। বক্স নং ৪০২৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৩৫)

পাত্রী দঃ রাঃ ঘোষ ২৩ স্কুঃ ফাঃ পাঠরতা সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মনিপুণা, সু-উপায়ী চাকুরীয়া পাত্র চাই। গ্রাজুয়েট অগ্রগণ্য। বক্স নং ৪০১৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮২৬)

পশ্চিমবঙ্গীয়, কায়স্থ ১·৫২ মিঃ (৫ ফুট) উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, বি এ পাশ, সুশ্রী, গৃহকর্মনিপুণা পাত্রীর (২৩) জন্য পশ্চিমবঙ্গীয়, শিক্ষিত, সরকারী অফিস বা ব্যাঙ্কে কর্মরত (২৮-৩০) পাত্র চাই। বক্স নং ৪০১২ আনন্দবাজার, কলি-৪। (সি ৫৮১৯)

বজ্রযোগিনী, ঢাকা অধুনা যাদবপুর নিবাসী কায়স্থ ঘোষ সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মনিপুণা এম এ পাত্রী। শিক্ষিত পরিবেশ। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, পদস্থ চাকুরে পাত্র বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৪০৩৪ আনন্দাজার পত্রিকা, কলিকাতা-১। (সি ৫৮৪২)

বরিশালের সম্ভ্রান্ত বন্দোপাধ্যায় (২২) বৎসর ১·৬০ মিঃ সুন্দরী, গৃহকর্মে-নিপুণা, বি এ পাঠরতা পাত্রীর জন্য যে কোন বঙ্গের শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠ, মুখো, চট্টো, গাঙ্গুলী পাত্র চাই। বিস্তারিত পরিচয় ও রাশিচক্র সহ লিখুন। বক্স নং ৪০২৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৩৪)

পঃ বঃ উঃ রাঃ গৌরবর্ণা স্বাস্থ্যবতী ২২ (৫'-১") ১·৫৫ মিঃ বি এ পাত্রীর উভয় বঙ্গের শিক্ষিত সুউপায়ী কায়স্থ পত্র চাই। বক্স নং ৪০৩৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৪৪)

পাত্রী বসু (২২) বি এ ১·৫৫ মিঃ উজ্জ্বল গৌরবর্ণা পরমাসুন্দরী, সঙ্গীতজ্ঞা, উচ্চশিক্ষিত, উচ্চপদে কর্মরত পত্র চাই। বক্স নং ৪০৩৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৪৭)

ধনী পরিবারের একমাত্র কন্যা (১৯) ১·৬০ মিঃ বৈদিক ব্রাহ্মণ, সুশ্রী, প্রিঃ-ইউঃ পাঠরতা। পঃ বঃ শিক্ষিত যে কোন শ্রেণীর উপার্জনশীল ব্রাঃ পাত্র চাই। বক্স নং ৪০৩৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৪৮)

তিলি পাত্র চাই, ডাক্তার/প্রফেসর/স্কলার সি এ। পাত্রী (৩০) এম এ সুন্দরী শিক্ষিকা সম্পদশালী পিতার কন্যা। বক্স নং ৪০৪০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৪৯)

দঃ রাঃ কায়স্থ কাশ্যপ (৩০) সুশ্রী, ফর্সা, স্বাস্থ্যবতী, হাওড়ার মহকুমা সহরের স্নাতক শিক্ষিকার ২৬০৲ উপযুক্ত পাত্র চাই। সুন্দর মিত্র, ১২বি, জমাদার খান লেন, কলিকাতা-১৯। (সি ৫৮৫৩)

সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারের একমাত্র কন্যা বি এ পাঠরতা, শ্যামবর্ণা, সুশ্রী পাত্রীর (২৪) জন্য উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৪০৪৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৫৬)

গন্ধবণিক পাত্র চাই, চাকুরীজীবী বাঞ্ছনীয়। পাত্রী পূর্ববঙ্গীয়া এস এফ পাশ, বেসিক ট্রেইণ্ড, ফর্সা, প্রকৃত সুন্দরী। বক্স নং ৪০৫৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৬৩)

ঢাকার গাঙ্গুলী অবস্থাপন্না (২৭) ফর্সা, সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী, স্কুঃ ফাঃ ফেল। যোগ্য পাত্র চাই। বক্স নং ৪০৫৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪১০৪)

উপযুক্ত পাত্র চাই—পাত্রী বি এ, (২৫) সুশ্রী, স্লিম, উঃ শ্যামবর্ণা এবং গৃহকর্মনিপুণা। বি দাস, C/o. জ্যোতিষ কার্যালয়, ৮, যতীন দাস রোড, কলি-২৯। (সি ৫৬৪২)

সম্ভ্রান্ত পরিবার সুন্দরী স্মার্ট দোহারা গড়ন স্কুঃ ফাঃ মান মুখার্জী (২৫) পাত্রীর চাকুরীয়া বা শিক্ষক পাত্র চাই। বক্স নং ৪০৯৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬৫১)

পঃ বঃ ব্যানার্জী সম্ভ্রান্ত বিত্তশালী লাবণ্যময়ী বি-এ ২৫ শ্যামবর্ণা সুগায়িকা গৃহকর্মে সুনিপুণা সুউপায়ী পাত্র চাই। বক্স নং ৪০৯৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬৪৬)

পূঃ বঃ ব্রাহ্মণ গ্র্যাজুয়েট ফর্সা অতীব সুশ্রী (২৮) পাত্রীর পদস্থ চাকুরীয়া পাত্র চাই। বক্স নং ৪১০৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬৬০)

চিত্র চয়নিকা ॥ ২

কলকাতা '৭১ ॥ শিল্পী শ্যামল দত্ত রায়

পাত্র চাই

পাত্রী বারেন্দ্র কায়স্থ, কাশ্যপ গোত্র, সুশ্রী মধ্যমবর্ণা, ম্যাট্রিক ফেল, গৃহকর্মনিপুণা (২৯)। যে কোন শ্রেণীর শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। রণজিৎ রায়, নূতনপল্লী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। (সি ৫৯৩০)

পাত্রী রাঢ়ী ব্রাহ্মণ (২৫) (ঢাকা জেলা) এস-এফ ফেল, সুন্দর মুখশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, শ্যামবর্ণা, গৃহকর্মনিপুণা। পাত্র চাই। বক্স নং ৪২০৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯২৭)

পাত্রী পঃ বঃ মুখোপাধ্যায় (২৬), সুশ্রী, উঃ শ্যামবর্ণা, স্কুল-ফাইনাল, আই-মিউজ ও গৃহকর্মেনিপুণা। উপযুক্ত পত্র চাই। বক্স নং ৪২৯৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৫৩)

সম্ভ্রান্ত ও কৃষ্টিসম্পন্ন ছোট পরিবারের অতীব সুশ্রী, এম-এ পাঠরতা একমাত্র কন্যার (২৩—১·৫৩ মিঃ) জন্য উচ্চ শিক্ষিত সুদর্শন বঙ্গজ কায়স্থ পত্র চাই। বক্স নং ৪২৯৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৫১)

কায়স্থ পাত্র চাই

অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারের প্রকৃত সুন্দরী, সুগঠনা ও সুন্দর মুখশ্রীযুক্তা, বি-এ ফাইন্যাল পরীক্ষার্থিনী, সুরুচিসম্পন্না, ১৯ বৎসর বয়স্কা (৫'-৩") কন্যার জন্য আই এ এস, আই আর এস, সি এ (ইংলণ্ড), ইঞ্জিনীয়ার, এম-টেক অথবা ক্লাস-ওয়ান গেজেটেড অফিসার পাত্র চাই। বক্স নং ৪২০৩, আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৫৯২৫)

সুশ্রী, শ্যামবর্ণা, বি এ সংগীতজ্ঞা, শিক্ষয়িত্রী (২৭) পাত্রীর জন্য জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত স্বাস্থ্যবান পশ্চিমবঙ্গীয়, অশাণ্ডিল্য গ্রাজুয়েট ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৪৪৮৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৯২)

প্রকৃত সুন্দরী, রূপসী, দীর্ঘাঙ্গী, পঃ বঃ এম-এ বৈদিক শিক্ষিকা পাত্রীর (২৬) উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স-নং ৪৪৯৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬১০৩)

Wanted match for an upcountry convent educated elegant Bengali Brahmin girl (21), doing M.A. (final). Apply Box No. 4428, Ananda Bazar, Calcutta-1. (C-6059)

পঃ বঃ দঃ রাঃ ঘোষ সৌকালীন্য ২৩ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা বি-এ বি-টি (৫'-২") ১·৫৭ মিঃ উপযুক্ত পাত্র চাই। সন্তোষ ঘোষ, ৮৫, নিয়োগীপাড়া রোড, কলি-৩৬। (সি ৫৭৯৩)

বি-এ পাশ, শ্যামবর্ণা, সুন্দর মুখশ্রী ও দেহের গড়ন। গৃহকর্মনিপুণা ২০ সদ্গোপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৪৩৫৯, আনন্দবাজার, কলি-১।

পঃ বঙ্গের উচ্চবংশের অবস্থাপন্ন ঘরের মুখার্জি (২৪) গ্র্যাজুয়েট সুশ্রী গৃহকর্মে সর্ববিষয়ে সুনিপুণা পাত্রীর জন্য চাকুরীজীবি পাত্র চাই, ফাল্গুনেই বিবাহ। উত্তম মুখার্জি, ৬-ডি, রজনী ভট্টাচার্য লেন, কলি-২৬। (সি ৫৭৮৩)

নামকরা ব্রিটিশ ফার্মের অফিসারের গ্রাজুয়েট, সুশ্রী লাবণ্যবতী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা (৫'-২") ১·৫৭ মিঃ একমাত্র কন্যার জন্য সুশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত ৩০।৩১ বৎসরের অকাশ্যপ গোত্রীয় বৈদ্য পাত্র চাই। বক্স নং ৩৮০৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৪৮৭)

বৈদ্য (কাশ্যপ), সম্ভ্রান্তবংশীয়া, নন-ম্যাট্রিক, মধ্যমবর্ণা, গৃহকর্মনিপুণা (২৮) পাত্রীর জন্য শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। উচ্চতা ৫' (১·৫২ মিঃ)। বক্স নং ৪৫০৪ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৬১১৫)

পাত্র চাই:—পূর্ববঙ্গের সম্ভ্রান্ত কায়স্থের কন্যা, এম এস-সি ফার্স্ট ক্লাস, সি এস আই আর-এর অধীনে গবেষণারত, দীর্ঘাঙ্গী, তন্বী, ফর্সা, সুশ্রী (২২) পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৪৩২২, আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৫৭৭৩)

কর্মকার পাত্র চাই

সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী H S পাঠরতা (২০) কাশ্যপ পাত্রীর জন্য সুন্দর স্বাস্থ্যবান ব্যবসায়ী/চাকুরিয়া পাত্র চাই। যোগাযোগ করুন—শ্রীক্ষীরোদ শর্মা রায়, রায় ব্রাদার্স, জুয়েলার্স, জি টি রোড, আসানসোল। (৪৩৬০)

ব্রাহ্মণ রাঢ়ী কাশ্যপ পাত্রী (২৫) অঙ্কে এম এস-সি অধ্যয়নরতা গৃহকর্মনিপুণা সুন্দরী নহে। উঃ শ্যামবর্ণা সুশ্রী। মধ্যবিত্ত সুপাত্র চাই। বক্স নং ৩৯৬৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮০১)

পাত্রী দঃ রাঃ কায়স্থ, বয়স ২৫, শ্যামবর্ণ, গ্র্যাজুয়েট অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৩৯৬৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৯৯)

পাত্র চাই

পঃ বঃ ব্রাহ্মণ রাঢ়ী ভরদ্বাজ (৫'-২") ১·৫৭ মিঃ পি ইউ পাঠরতা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা (২২) পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৩৯০২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৪১)

পূর্ববঙ্গীয়া (বরিশাল) সোম কায়স্থ ভরদ্বাজ দশম শ্রেণী সুন্দরী ফর্সা পাত্রীর (২০) জন্য কমপক্ষে ম্যাট্রিক চাকুরে (সরকারী) পাত্র চাই। বক্স নং ৩৯০০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৩৯)

সুবর্ণ বণিক পাত্র চাই

পাত্রী M S C, fifth year মধ্যমফর্সা, গান ও গীটার জানে, শান্ত স্বভাবা, বয়স ১৯২, উচ্চতা ১·৬০ মিঃ (৫ ফুট ৩") Smart I A N S, I A S, I P S, C A, বা সুপ্রতিষ্ঠিত firm এর উচ্চপদস্থ অফিসার পাত্র চাই। ২৭।২৮ বৎসরের মধ্যে। পাত্রীর পিতা I A S অফিসার। বক্স নং ৩৮৪৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

কায়স্থ পাত্র চাই

পাত্রী আই এ (২৫) আলিম্যান গোত্র, সুগঠনা, মধ্যমবর্ণ (৫') ১·৫২ মিঃ, স্বাস্থ্য ভাল, সরকারী চাকুরীরতা, উপযুক্ত পাত্র চাই। শিক্ষিত ব্যবসায়ীতেও আপত্তি নাই। যোগাযোগ করুন। বক্স নং ৩৮৪০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭১৪)

অশাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ পাত্র চাই

পাত্রী (২৬) সুশ্রী, গৃহকর্মে, সূচী-শিল্পে নিপুণা, ফর্সা, সঙ্গীতজ্ঞা। ন্যূনপক্ষে স্কুঃ ফাঃ পাশ স্থায়ী চাকুরিয়া পাত্র চাই। বক্স নং ৩৮১২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৪৯২)

ব্রাহ্মণ পাত্র চাই

সুশ্রী (২৫) উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, বি এ, ঘৃতকৌশিক গোত্র পাশ্চাত্য বৈদিক পঃ বঃ গৃহকর্মনিপুণা পাত্রীর ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। সন্তোষ ভট্টাচার্য, হারবার্ট সন্স লিঃ, ৪৮, স্টিফেন হাউস, কলি-১। (সি ৫৭২৭)

নাপিত পাত্র (৩০—৩৩) চাই

সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রীর শিক্ষিত সু-উপায়ী পদস্থ পাত্র চাই। বক্স নং ৩৮২৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৪৯৭)

পঃ বঃ দঃ রাঃ কায়স্থ উঃ শ্যামবর্ণা বি এস-সি পাঠরতা সুশ্রী স্লিম গৃহকর্ম-নিপুণা পাত্রীর (২৩) উপযুক্ত পত্র চাই। বক্স নং ৩৯৭৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮১২)

অবস্থাপন্ন পরিবারের পাত্রী (২৫) কায়স্থ, বি-এ, দুর্গাপুর-এ চাকুরী করে, সুশ্রী, লম্বা, গৃহকর্মনিপুণা। পাত্র চাই। বক্স নং ৩৯৭৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮১১)

Wanted CA/Engineer for E.B. Kayastha girl 24, tall, B.A., complexion medium, highly cultured family. Box No. 3830, Ananda Bazar, Calcutta-1. (C-5704)

Wanted Bengali Kayastha groom for beautiful medium complexioned M.A. girl (27, 1.60m). Dr. Das, Box No. 3135, Ananda Bazar Patrika, Cal.-1. (C-4987)

বৈদ্য পাত্র চাই

খুলনা, সেনহাটী শক্তিগোত্র প্রকৃত সুন্দরী, ফর্সা, স্লীম ১·৭০ মিঃ (৫'-৭") বি এ পার্ট-টু পাঠরতা পাত্রীর (২৩) জন্য ডাক্তার, প্রফেসর, ইঞ্জিনীয়ার, সি এ, সরকারী/বেসরকারী উচ্চপদস্থ পাত্র চাই। বক্স নং ৩৮৭৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৪০)

পাত্রী ঘোষ কায়স্থ সৌকালীন সুশ্রী শ্যামবর্ণ দীর্ঘাঙ্গী গৃহকর্ম সূচীশিল্পে নিপুণ অষ্টমমান বয়স-২৬ সুউপায়ী মধ্যবিত্ত বিপত্নীক পাত্র চলিবে। বক্স নং ৩৯৭৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮০৬)

কর্মকার পাত্র চাই—পাত্রী (২০) সুশ্রী, বি এ পাঠরতা। বক্স নং ৪৫১১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬১২০)

পূঃ বঃ রাঢ়ী অধ্যাপকের বি এ পরীক্ষার্থী সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা (২১—৫'-২") ১·৫৭ মিঃ কন্যার জন্য অ-কাশ্যপ সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৪০৬৪ আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৫৭৯০)

সুশ্রী বি-এ বেসিক ও সেলাই ট্রেণ্ড শিক্ষিকার শিক্ষিত সুউপায়ী ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৪৩৯৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০২২)

গ্রাজুয়েট ২৩ শিক্ষয়িত্রী পাত্রীর জন্য শিক্ষিত উপার্জনশীল বৈষ্ণব পাত্র চাই। বক্স নং ৪৫১৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬১২২)

পাত্রী (৩০) ব্রাহ্মণ, মৈত্র গৃহকর্মে-নিপুণা, সুশ্রী ম্যাট্রিকমান, অকাশ্যপ ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৩৯৬৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৯৬)

পাত্র চাই

পূর্ববঙ্গ রাঢ়ী গৌরবর্ণা প্রকৃত সুন্দরী এম-এ (২৬) ৫'—১" (১·৫৫ মিঃ) গৃহকর্মেনিপুণা সংগীতজ্ঞা পাত্রীর জন্য অশাণ্ডিল্য শিক্ষিত উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৩৯৬৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৯৭)

সুবর্ণবণিক কলিকাতার উচ্চবংশীয়া গৃহকর্মেনিপুণা উঃ শ্যামবর্ণা ৮ম শ্রেণী পঠরতা সপ্তগ্রামীন পাত্রীর (২০) ভাল ব্যবসায়ী/চাকুরীয়া পাত্র চাই। বক্স নং ৩৯৬০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৯৩)

ময়মনসিংহ জেলার সৌকালীন ঘোষ বি-টি পাঠরতা সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী ও গান-বাজনায় পারদর্শী পাত্রী (২২) জন্য গ্র্যাজুয়েট উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৩৯৫৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৯২)

বিক্রমপুর অধুনা কলিকাতা রাঢ়ী শাণ্ডিল্য (২৫) এস-এফ অনুত্তীর্ণা স্বাস্থ্যবতী দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী গৃহকর্ম-নিপুণা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যার জন্য শিক্ষিত পরিবারের সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৩৯৫৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৮৯)

টাঙ্গাইলের সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্ম-নিপুণা, বি এ অনুত্তীর্ণা, উঃ শ্যামবর্ণা কায়স্থ (২৭) পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৩৯৪৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৭৯)

বৈদ্য মৌদ্গল্য বি এস্‌সি, বি এড, সুদর্শনা, দীর্ঘাঙ্গী, ১·৬৫ মিঃ গৃহকর্মনিপুণা পাত্রীর (২২) জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৩৯৩৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৭২)

বন্দোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র কন্যা (২৫) বি এ। গেজেটেড অফিসার, সি এ, ইঞ্জিনীয়ার, ডক্টরেট ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৩৯৩৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৭১)

পাত্রী চাই

"উচ্চ শিক্ষিত, সুদর্শন বর্তমানে আমেরিকায় কর্মরত, শক্তিগোত্র, বৈদ্য পাত্রের (২৮/২৯) জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা, স্বাস্থ্যবতী পাত্রী চাই।" বক্স নং ৪৪৮১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

টেক্‌নিকাল ডিপ্লোমা সরকারী চাকুরে (৬৫০৲) কলিকাতায় বাড়ী। পূঃ বঃ কায়স্থ (৩৩) পাত্রের প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ৪৪৯৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬১০৪)

যাদব পাত্রী চাই, পাত্র বি এস-সি কেঃ/সঃ চাকুরি, কলিকাতার উপকণ্ঠে বাড়ী, গ্রাজুয়েট শিক্ষয়িত্রী ২৬/২৭ পত্রী চাই। বক্স নং ৪২৭১, আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৬০৩)

খুলনার মিত্র (২৮) নন্‌ম্যাট্রিক রেলওয়ে চাকুরের (৪০০৲) জন্য সুন্দরী, কর্মঠা পাত্রী চাই। বক্স নং ৪২৬৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৫০২)

পাত্র কায়স্থ (২৭) রেলওয়ে ৪০০ টাকা অনুর্ধ্ব (২২/২৩) চাকুরীরতা, সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ৪২৬৮ আনন্দবাজার কলি-১। (বি ও ৪৫০১)

পূর্ববঙ্গীয় শাণ্ডিল্য গোত্র কেন্দ্রীয় সরকারের ইঞ্জিনীয়ার পাত্রের, গৌরবর্ণা, সুশ্রী, গান জানা ৫ ফুঃ ৪ ইঃ পাত্রী (২২) চাই। বক্স নং ৪২৬৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৩০২)

Wanted a fair-complexioned, accomplished and really beautiful bride with artistic talent for a Kayastha Civil Engineer, (30/1.72 m), now working in London. Caste no bar. Box No. 4466, Ananda Bazar, Cal.-1. (C-5883)

বি-টেক (খড়্গপুর) কায়স্থ ইঞ্জিনীয়ার (৩২) বিদেশে চাকুরী করে বর্তমানে দেশে ছুটিতে আছে, পূর্ববঙ্গ ফর্সা উচ্চতা ১·৮ মিঃ উপযুক্ত পাত্রী চাই। বক্স নং ৪৩৯৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০২১)

পূর্ববঙ্গীয় বৈদ্য সুদর্শন ইঞ্জিনীয়ার ১২০০৲ পাত্রের (২৫) জন্য সুন্দরী মেধাবী দীর্ঘাঙ্গী উনিশ পর্যন্ত পাত্রী চাই। জন্ম সময় তারিখ স্থানসহ লিখুন। ৭৯৯ সেক্টর ৪, রামকৃষ্ণপুরম, নিউ দিল্লী-২২। (সি ৫৮৬০)

পশ্চিম জার্মানীতে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার পূর্ববঙ্গীয় যাদব ঘোষ পাত্রের (৩৩) জন্য বিদেশে যাইতে ইচ্ছুক সুশ্রী গ্র্যাজুয়েট পাত্রী চাই। বক্স নং ৪৪১০, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০৪০)

পাত্রী চাই

ম্যাট্রিক/নন-ম্যাট্রিক ফর্সা ২১-২৪ পাত্রী চাই। পাত্র বারুজীবী ম্যাট্রিক (৪২৮৲) পাশ হলে পাত্রীই বিবেচ্য। অসবর্ণও চলিবে। পাত্রীও লিখুন। বক্স নং ৪১৪০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

"প্রকৃত গৌরবর্ণা স্লিম পাত্রী চাই। পাত্র পঃ বঃ রাঢ়ী মুখোপাধ্যায় ২৭ ইঞ্জিনীয়ার ১০০০৲ বক্স নং ৪১০৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

শ্রীহট্টের বৈদ্য (২৯, উঃ ৫'—৫") ১·৬৫ মিঃ সুদর্শন, কেঃ সঃ অফিসার পর্যায়ের (৫৫০৲) পাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বক্স নং ৪০৫৫ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৫৮৬৪)

এম-এ বি-টি জিলা (গভঃ) পূঃ বঃ স্কুল শিক্ষক রাঢ়ী ব্রাহ্মণের জন্য গৌরবর্ণা লম্বা অবাৎস্য গ্র্যাজুয়েট পাত্রী চাই। ছকসহ লিখুন, মাঘে বিবাহ। বক্স নং ৪১০০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬৫৪)

পাত্র বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কাশ্যপ, ব্যবসায়ী, কলিকাতায় নিজস্ব বাড়ী। মধ্যম শিক্ষিতা স্বাস্থ্যবতী, গৌরবর্ণা ৫'—২" (১·৫৭ মিঃ) অথবা বেশী বয়স ২০ বৎসরের মধ্যে পাত্রী চাই। বিস্তারিত লিখুন। বক্স নং ৪১০৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬৫৮)

চট্টগ্রামী কায়স্থ দুর্গাপুরে কেঃ সঃ শিল্প-সংস্থায় (৩৬০৲) কর্মরত মেশিনিস্ট পাত্রের (২৯) জন্য সুশ্রী ফর্সা গৃহকর্মনিপুণা শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বক্স নং ৪১৩০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬৮৭)

পাত্র (৩৩) কাশ্যপ কেঃ সঃ চাকুরীরত সুপ্রতিষ্ঠিত, ফর্সা, সুন্দরী, কায়স্থ পাত্রী চাই। শ্রী জে এন সরকার, পোঃ গিদনী, জেঃ-মেদিনীপুর, (সি ৫৬৭৩)

এম-কম গেজেটেড অফিসারের জন্য সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী পঁচিশ উর্ধ্বে গ্র্যাজুয়েট বারুজীবী পাত্রী চাই। ফটো সহ লিখুন, বীরেশ চন্দ্র ভাওয়াল, ৭৮, রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীট, কলিকাতা-৩। (সি ৫৭৭৮)

পাত্র (২৭) কায়স্থ ভরদ্বাজ বৃটিশ ফার্মে চাকুরীরত (১০০০৲)। সুন্দরী শিক্ষিতা পশ্চিমবঙ্গীয় পাত্রী চাই। বক্স নং ৪৩২৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৭৬)

ময়মনসিংহের বারেন্দ্র বাৎস্য সুদর্শন আই এস সি মার্টিনের ডি এম ই ই নিজ ব্যবসা উচ্চাকাঙ্ক্ষা। পিতা রিটায়ার্ড রেল অফিসার, ম্যাট্রিক পাশ লাবণ্যময়ী ২২/২৩ মধ্যে সুপাত্রী চাই। সত্বর লিখুন। এস সি মজুমদার, ১৮১/জে, দমদম রোড, কলি-২৮। (বি ও ৬০৮)

পাত্র (২৮) বি-ই ই, পঃ বঃ মিত্র, নিজ ব্যবসা, নিজ বাড়ী। প্রকৃত সুন্দরী, গ্র্যাজুয়েট (৫'—৪") পাত্রী চাই। বক্স নং ৪২৮৪ আনন্দবাজার কলি-১। (বি ও ৬০৩)

পাত্র (৩২) সেন্ট্রাল ইউ-ডি বঙ্গজ কায়স্থ ঘোষ সদ্বংশের শিক্ষিতা সুন্দরী চাকুরে শিক্ষিকা চলবে। ফটোসহ যোগাযোগ করুন: ঘোষ, পি-১০, ব্লক "বি," লেকটাউন, কলি-৫৫। (সি ৫৭৭০)

সরকারী কলেজের লেকচারারের জন্য প্রকৃত সুন্দরী, অন্ততঃ হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ, কায়স্থ পাত্রী চাই। সুন্দরী পাত্রীই একমাত্র বিবেচ্য। দাবী নাই। বক্স নং ৪৩০৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৬২)

অভিজাত পঃ বঃ গৌরবর্ণা প্রকৃত সুন্দরী, স্নাতক সুপাত্রী চাই। পাত্র কলিকাতার অভিজাত ব্রাহ্মণ গাঙ্গুলী গৌরবর্ণ, বি-টেক, এম ফিল (লণ্ডন) বিখ্যাত শিল্পপতির পুত্র (২৭) নিজ বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত (১০০০৲)। কলিকাতায় একাধিক বাড়ী, গাড়ী। বক্স ৪৩০০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৫৭)

পঃ বঃ কায়স্থ মিত্র (৩৭) এম-এ বি-টি শিক্ষক পাত্রের জন্য শিক্ষিতা গৌরবর্ণা পাত্রী চাই। বক্স নং ৪৩০৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৬০)

উদার ৩৮ সদ্গোপ শিক্ষিতের উচ্চশিক্ষিতা সুন্দরী বিদেশ গমনেচ্ছুক উচ্চবর্ণের পাত্রী। বক্স নং ৪৪২৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০৫৮)

নাথ পাত্রী চাই—পাত্র (৩০) আই এ স্বাস্থ্যবান, ব্যবসায়ী। প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী চাই। দাবি নাই। বক্স নং ৪৪২৬, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০৫৭)

সুপ্রতিষ্ঠিত পিতার একমাত্র কন্যা এম-এ (অনার্স) সঙ্গীতজ্ঞা সুশ্রী ফর্সা ১·৬০ মিঃ উচ্চশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত পূঃ বঃ কায়স্থ পাত্র চাই। সিলেট, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ অগ্রগণ্য। বক্স নং ৪৩৬২, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৮৮)

বৈদ্য ২৮ বৎসর আই-এ, বেসরকারী কর্মরত ৩২৫, সুশ্রী, নম্র ২১ পাত্রী চাই। জে সেনগুপ্ত, ৪৬ নং রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, কলি-১০। (সি ৬০৫০

সদ্গোপ পাত্রী চাই

বি এস-সি (অনার্স); বি এস-সি (ইঞ্জিঃ এবং টেক): এম-টেক; বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, মৌদ্গল্য গোত্র, ফর্সা (৩০) পাত্রের জন্য ভিন্ন গোত্রের প্রকৃত সুন্দরী (ন্যূনপক্ষে হায়ার সেকেণ্ডারী) পাত্রী চাই। সামাজিক বিবাহে আপত্তি নাই, তবে আর্থিক অসুবিধা আছে। রেজেস্ট্রী বিবাহে আগ্রহ বেশী। ক্ষেত্রবিশেষে অসবর্ণে আপত্তি নাই। বক্স নং ৪৪১৫, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০৪৬)

পাত্র ভরদ্বাজ মুখার্জী কলিকাতায় নিজ বাটী সুদর্শন স্বাস্থ্যবান ২৮ (৫'-৮") ১·৭৩ মিঃ এম সি ই বাঃ সঃ চাকুরে ৪৫০৲, শিক্ষিতা সুশ্রী পাত্রী চাই। বক্স নং ৪৩৩৬, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৮২)

পাত্রী চাই

পূঃ বঃ কায়স্থ বিঃ কাঃ ৭৫০৲ [illegible] পাত্রের (২৯), সাধারণ মধ্যবিত্ত প্রকৃত সুন্দরী, হাঃ সেঃ বা কলিকাতা-নৈহাটীর শিক্ষিকা/তদুপযুক্ত পাত্রী ভিন্ন পত্রালাপ নিষ্প্রয়োজন। বক্স নং ৪০০৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৪৬)

পূর্ববঙ্গীয় মদ্গোল্য সরকারী চাকুরীয়া (৪০০৲) বি এস-সি পাত্রের (৩১) জন্য শিক্ষিতা সুশ্রী বৈদ্য পাত্রী চাই। বক্স নং ৪০৫৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪১০২)

কায়স্থ/কর্মকার প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী চাই। পাত্র (লণ্ডনে) এফ আর সি এস পাঠরত (৩৪)। সত্বর যোগাযোগ করুন। মাঘের প্রথমেই বিবাহ। বক্স নং ৪০৫৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪১০৩)

পাত্র কুলীন ঘোষ বি-কম ব্যাঙ্ক চাকুরে কম্টিং ছাত্র নিজ বাড়ী। অনুর্ধ্ব ২২ সুন্দরী ফর্সা স্লিম শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বক্স নং ৪০৬২ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪১০৭)

সূত্রধর/অসবর্ণ উপযুক্ত পাত্রীই বিবেচ্য। পাত্র ৩৩ সুপুরুষ, এম-এ, আয় ৮৫০৲ ১ম নামমাত্র বিবাহের ডাইভোর্সী। বক্স নং ৪০৭২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬০৮)

গৌড় ক্ষত্রিয় পাত্রী চাই, পাত্র (২৭), কেঃ সঃ চাকুরে (৫০০৲) অন্তত এইচ-এস, সুন্দরী (১৮/২১) পাত্রী চাই। বক্স নং ৪০৭৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬০৯)

পূঃ বঃ ফরিদপুরের দাসবংশ কায়স্থ এম এস সি কেন্দ্রীয় সরকারের গেজেটেড অফিসার (৩১) পাত্রের জন্য ফর্সা, প্রকৃত সুন্দরী এম এ ন্যূনতম বি এ পাত্রী চাই। বক্স নং ৪০১১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮১৮)

পাত্র শাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ বি এস-সি বিদেশী কোম্পানীতে কর্মরত ১৪০০৲ বেতন, শিক্ষিতা সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী পাত্রী চাই। বক্স নং ৪০৯১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬৮১)

সুশ্রী ফর্সা হাঃ সেঃ বৈদ্য (২০) পাত্রী চাই। পাত্র গ্র্যাজুয়েট (২৭) কেঃ সঃ চাকুরে (৫০০৲)। বক্স নং ৪০৯৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬৮৭)

বয়স ৩৫ ইস্টার্ণ রেলে স্থায়ী চাকুরে আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট পাত্রের জন্য পঃ বঃ সুন্দরী মাহিষ্য পাত্রী চাই। বক্স নং ৪১৫১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯০১)

কলিকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত বৈদ্য ধন্বন্তরি রেলে কর্মরত পাত্রের (৩৬) জন্য উপযুক্তা পাত্রী চাই। চাকুরীয়াতেও চলিবে। বক্স নং ৪১৬৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯১১)

উচ্চশিক্ষিত ব্যানার্জি অধ্যাপক (২৯) পাত্রের জন্য সুন্দরী অন্যূন বি-এ পাত্রী চাই। পাত্রের কলিকাতায় নিজবাড়ী ও ব্যবসায় আছে। পাত্রীর ঠিকুজির নকলসহ লিখুন। বক্স নং ৪১৬৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯১৩)

কিশোরগঞ্জের বঃ সম্ভ্রান্ত কায়স্থ অধুনা কল্যাণী উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনীয়ারের একমাত্র পুত্রের (২৭২) ১·৬৮ মিঃ বি-ই ১ম শ্রেণীর ইঞ্জিনীয়ার সুপ্রতিষ্ঠিত। গৌরবর্ণা উচ্চশিক্ষিত সুন্দর মুখশ্রী ১৯/২২ পাত্রী চাই। বক্স নং ৪১৬৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯১৭)

পঃ বঃ দঃ রাঃ বসু বি-কম (৩০) সুদর্শন এক পুত্র পঃ বঃ সঃ চাঃ (৪৫০৲) ফর্সা সুন্দরী গ্রাজুয়েট বা ইহার মধ্যবর্তী পাত্রী চাই। শ্রীমন্ত কুমার কর, ভবানীপুর, পোঃ খড়্গপুর, মেদিনীপুর। (সি ৫৯০৩)

বরিশালের চ্যাটার্জী, এম-কম (৩০), কেঃ সঃ স্থায়ী চাকুরী (৪৭৫৲), সুপুরুষ ১·৬৫ মিঃ পাত্রের সুশ্রী শিক্ষিকা/অধ্যাপিকা পাত্রী চাই। দক্ষিণ কলিকাতা/শহরতলী বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৪১৩২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬৮৯)

পাত্রী চাই—অভরম্বাজ ব্রাঃ ব্রাঃ পাত্র ২৮ বি এস্‌সি গভঃ চাকুরে (৬০০৲) বাড়ী-গাড়ী-ফোন। বক্স নং ৩৯০৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৪২)

পাত্র সাবিত্ৃ ব্রাহ্মণ (৩১), ইণ্টারমিডিয়েট, কলিকাতায় রেলওয়ে চাকুরীয়া (৩৫০৲), উদার, নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। ২৭।২৮-এর মধ্যে যে কোন বঙ্গের পাত্রী চাই। মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী/অসবর্ণ চলিবে। বক্স নং ৩৯১২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৫১)

যাদব পাত্রী চাই

কলিকাতার নিকটস্থ নিজ বাড়ী ও জমি, কলিকাতার একটি বৃহত্তম কলেজের অধ্যাপক, পশ্চিমবঙ্গীয় পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সদ্বংশীয়া ও প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ৩৯৫৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৯০)

পূর্ববঙ্গীয় দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী প্রি ইউ/বি এ পাঠরতা পাত্রী চাই। পাত্র গ্রাজুয়েট, ২৮, (এয়ার ফোর্স) মাহিনা ৫০০৲। কায়স্থ দাস, কাশ্যপ গোত্র। বক্স ৪২১৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯৩৬)

গন্ধবণিক পাত্রী চাই

পাত্র ৩০ ডেনমার্কে ইলেকট্রনিক এঞ্জিঃ ইঞ্জিনীয়ার ৩২০০৲ কলিঃ বাড়ী ভাড়া ৪৫০৲। সুন্দরী পাত্রী চাই। দত্ত, ৫/২এ, কলেজ রো, কলি-৯। (সি ৫৭৬৯)

গন্ধবণিক পাত্রী চাই

ইঞ্জিনীয়ার পাত্রের (২৮) জন্য শিক্ষিতা প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ৪৩২৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৭৪)

পঃ বঃ মাহিষ্য পাত্রী চাই

একমাত্র পুত্র (২৭) বি এস-সি অতি সুদর্শন স্বাস্থ্যবান প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী শিক্ষিতা গৌরবর্ণা পরমা সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ৪০২৯ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৫৮২৯)

(অন্যান্য শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন ৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
রবিবার, ২৫ পৌষ, ১৩৭৭

দিনের বাণী

ঈশ্বরকে যদি পেতে চাই তবে তাঁকে একটি-কোনো সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে পেতে হবে; নইলে তিনি আমাদের কাছে কেবলমাত্র একটি দর্শনের তত্ত্ব, ন্যায়-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হয়ে থাকবেন, আমাদের আপন হয়ে উঠবেন না।

—রবীন্দ্রনাথ

অ-স্বতন্ত্র

তথাকথিত "মহাজোট" হইতে স্বতন্ত্র দল আর স্বতন্ত্র রহিল না, ফলে "তিন সঙ্গী" নাম পাল্টাইয়া এখন "চার-ইয়ারি কথা" রাখা যায়। পশ্চিম বাংলার নির্বাচনের উপর এই নির্বাচনী সংহতির ছাপ কতটা পড়িবে বলা যায় না, দক্ষিণের কথাও অনিশ্চিত, তবে উত্তর ও পশ্চিম ভারতসহ সারা দেশের পক্ষে সমঝোতাটার গুরুত্ব বিলক্ষণ। একক বা সমবেতভাবে অন্যান্য যাঁহারা নির্বাচনে নামিতেছেন, তাঁহাদের কাছে এই জোট বিরাট একটা চ্যালেঞ্জ।

"মহাজোট" যতদিন কল্পনায় ছিল, ততদিন দানা বাঁধে নাই। আদি প্রস্তাবক ছিল আদি-কংগ্রেসই, জুন মাসেই দিল্লি এ-আই-সি-সি-তে এই মর্মে এক আহ্বান প্রচারিত হয়। সাড়াও মেলে সঙ্গে সঙ্গে। পরে কিন্তু আবার বাধা আসে ওই দলের ভিতর হইতেই। বোধ হয়, তখনও এই দলের তরুণতর মহলে খোলাখুলি-ভাবে রক্ষণশীল বা দক্ষিণমার্গী দল-গুলির সঙ্গে হাত মিলাইতে একটু দ্বিধা ছিল, বাধা দিয়াছিল লজ্জা বা চক্ষুলজ্জা। পরে কিসে যে কী হইল, উত্তরপ্রদেশে ঘূর্ণিস্রোত কয়েকটি ছাড়া-ছাড়াভাবে ভাসমান দলকে কাছা-কাছি আনিয়া দেয়। বিহারেও কতকটা সেই সূত্রেই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে।

অতীত সফলতা শরিকদের উৎসাহিত করিয়া টানিয়া আনিয়াছে বর্তমানে। সকলেই এখন চাহিতেছেন ভবিষ্যতের পানে। অর্থাৎ দেখা গেল, গরজ বা দরকারের চেয়ে বড় কোনও যুক্তি নাই। লোকসভার আসন্ন নির্বাচন সঙ্কোচ আর সংশয় যেটুকু-বা ছিল, ঘুচাইয়া দিয়াছে। সমঝোতার দলিলপত্র পাকা হয় নববর্ষের শুরুতেই। সেদিন অবশ্য দুর্জ্ঞেয় কোনও কারণে কিংবা অভিমানে স্বতন্ত্র দল সহি দেয় নাই, বস্তুত শ্রীমাসানি সভা ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিয়া-ছিলেন। মনে হয় মান ভাঙিয়াছে, অবশেষে স্বতন্ত্র দলও জোটের সঙ্গে নিজেকে জড়াইয়াছে।

ঠিক ঠিক অর্থে জোট বোধ হয় ইহাকে বলা চলে না। দলগুলি, বলা বাহুল্য এক দেহে লীন হইয়া যাইতেছে না, এমন কী নির্বাচনী প্রচার একযোগে চালাইবে কি না তাহাও বলা যায় না, শুধু একটি কেন্দ্রে চার দলের পক্ষ হইতে মাত্র একজন প্রার্থী, সমঝোতার ভিত্তি এইটুকু। প্রত্যেক দলেরই নিজস্ব কিছু কথা আছে ও থাকিবে। তবু ইহারা মিলিয়াছে কিসে? কয়েকটি মিল অবশ্যই স্পষ্ট। প্রথমত এই ক্লাবের চার সদস্যের কেহই আঞ্চলিক নহে, সকলেই সর্বভারতীয় বলিয়া দাবি করে। আর-একটা দাবি ভারতীয়ত্ব, অর্থাৎ জাতীয়ত্ব। উপরন্তু গণতান্ত্রিক বলিয়া যে বিশেষণে এই জোট নিজেকে বিভূষিত করিতেছে, তাহার বিশেষ কোনও তাৎপর্য আছে বলিয়া মনে হয় না। সংসদীয় প্রথার সুযোগ এদেশে যত দল গ্রহণ করিতেছে তাহার কোনটিই বা গণতন্ত্রের তামাতুলসী না ছুঁইয়া অঙ্গীকার করে!

ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রতিক একটি ধারা আঞ্চলিকতা—প্রদেশকেই একরকম দেশ বলিয়া জাহির করা। সর্বভারতীয় চারটি দলের এই সমঝোতা এক দিক হইতে সেই আঞ্চলিক প্রবণতার অস্বীকৃতি ও প্রতিবাদ। নানা নির্বাচনী জোটের মধ্যে এদের রাজনীতির দ্বৈত-স্বভাবও স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এই স্বভাবের এক দিকে যেমন দেখি দলবাহুল্য অন্য দিকে তেমনই পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলানো। অর্থাৎ আলাদাও থাকা চাই, আবার ঠেকিয়া প্রায় সকলেই বুঝিয়াছেন, কাছাকাছিও আসা চাই। এই কারণেই লঘিষ্ঠ সরকারেরা টিঁকিয়া যায়, এই কারণেই একটার পর একটা লিখিত বা অলিখিত যুক্তফ্রণ্টের সৃষ্টি হয়। এই "মহাজোট"ও এক হিসাবে একটি "যুক্তফ্রণ্ট"।

ফ্রণ্টের সুবিধা যেমন, অসুবিধাও তেমনই। একে তো সব সীটে লড়াই করা যায় না, সঙ্গীদের কিছু কিছু ছাড়িয়া দিতে হয়। তাহা লইয়াই প্রথমে বিরোধ ও বিবাদ ঘটে, পরে বিরোধ ঘটে কর্মসূচীর রূপায়ণ লইয়াও—বিশেষত আদর্শের সার্বিক ঐক্য যদি না থাকে। সেই ঐক্য এই "মহাজোটে"র মধ্যে আছে তো? অর্থনৈতিক বিশ্বাসে কেহ সমাজবাদী, কেহ-বা নন। সকলের মতিগতি এবং রীতিনীতি খুব যে সুস্থির তাহাও বলা যায় না। অন্তত এস-এস-পি'র সঙ্গে স্বতন্ত্রের মিলন কতকটা অসবর্ণ বলিয়াই মনে হয়। আদর্শের অমিল অতীতে বামপন্থী ফ্রণ্টে এখানে-ওখানে যেমন চিড় ধরাইয়াছে, দক্ষিণী ফ্রণ্টেও তেমনই ধরাইতে পারে। যে শ্লোগান অপরে বিকাইয়া বাজার মাৎ করিতে চাহিতেছে, ইঁহারাও তাহার প্রতিধ্বনি না করিলে ভাল হয়। সেইটাই বাস্তবতাসম্মত, সৎ এবং সত্য। নকল হইতে সাবধান—তাহা হইলেই লোকে রুচি ও ইচ্ছামতো বাছাই করিয়া লইতে পারে।

"মহাজোটে"র শরিকদের এ সমস্তই খতাইয়া দেখার সময় সামনে পড়িয়া আছে। উপরন্তু ভাবনা—যে-ভাবনা আজ সব দলেরই—সম্ভাব্য দলত্যাগ। সব মাথা খাটাইয়াও আজ অবধি এই সমস্যার কিনারা করা যায় নাই। তবে এই সমস্যা উৎকট হইয়া উঠিতে পারে একমাত্র নির্বাচনের পরে। আপাতত দেখা যায় চার দুগুণে আটটি হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাকী রহিল বি-কে-ডি, সে এখনও আসে নাই। শ্রীচরণ সিং বরাবরই দর-দস্তুরে ওস্তাদ খরিদ্দার, তাই বি-কে-ডি আলাদাই রহিল। দুইটি রাজ্যে শরিক হইয়াও এই "একলা চল রে" সংকল্প অভিনব। তবে রাজনীতির ব্যাপার তো! সরকারীভাবে একলা থাকিয়াও বে-সরকারীভাবে "দোকলা" হওয়ার বন্দোবস্তটা নেহাত অসম্ভব নয়। তলায় তলায় কত সমঝোতারই না নজির আছে! আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্টুপ ছন্দে মন্ত্র না পড়ার মানেই কি ব্রহ্মচর্য?

কর্মসংস্থান-প্রকল্প

কেন্দ্রীয় সরকার গ্রাম্য বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য ৫০ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। ওই প্রকল্প এই বৎসরের মধ্যে এপ্রিল মাস হইতে আরম্ভ হইবে এবং ৪ লক্ষ ২০ হাজার গ্রামবাসী ওই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হইবেন বলিয়া আশা করা হইতেছে। বেসরকারী হিসাবে বর্তমান ভারতবর্ষে কমপক্ষে দুই কোটির উপর লোক বেকার আছেন এবং এই বেকারদের বেশীর ভাগ গ্রামাঞ্চলে থাকেন। শহরাঞ্চলে নূতন কল-কারখানা ও শহর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রধানত শহর এলাকার বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হইবে।

গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত, বাঁধ মেরামত, সেচ ও নিকাশী খালের সংস্কার, কূপ-খনন, সেচ প্রকল্প প্রভৃতি আরম্ভ করিলে গ্রামাঞ্চলে অনেক বেশী লোকের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। ১৯৬৭ সনে বিহারে এবং বিভিন্ন বৎসরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে খরার সময় ওই ধরনের কাজই আরম্ভ করা হইয়া থাকে। সেচ বা বন্যানিয়ন্ত্রণ প্রকল্পে কাজ আরম্ভ করিলে অল্পদিনের মধ্যে কৃষি-উৎপাদনের পরিমাণও বাড়ানো যায় এবং তাহার ফলে মুদ্রাস্ফীতির চাপও কিছুটা হ্রাস পায়। কিন্তু অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের মতো পশ্চিম-বঙ্গে গত চার-পাঁচ বৎসর যাবৎ এই ধরনের প্রকল্পে বড়-একটা হাত দেওয়া হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গের মফস্বল শহর ও গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন কুটিরশিল্পের কাজ শিক্ষাদানের জন্য যে-সব ট্রেনিং-কাম-প্রোডাকসন সেন্টার ছিল, গত বৎসর সেগুলিও অর্থাভাবে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যদিও ওই প্রকল্পে বৎসরে মাত্র ১০ লক্ষ টাকা খরচ হইত। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ-সংযোগের ব্যবস্থা হইলে সারা বৎসর ধরিয়া চাষবাসের জন্য অনেক লোক কাজ পাইতে পারে, নূতন শিল্পও গড়িয়া উঠার সুযোগ পায়। পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ-সংযোগের ব্যাপক কর্মসূচী না থাকায় গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের মাধ্যমে নূতন কর্মসংস্থানের সুযোগ বিশেষ নাই।

কর্মসংস্থান-প্রকল্পের জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে আদৌ কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু এই প্রকল্প কার্যকর করা হইবে জেলার ভিত্তিতে। জেলা-কর্তৃপক্ষ জেলার কর্মসূচী রচনা করিবেন এবং সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের কর্মচারীদের উপর উহা কার্যকর করার ভার পড়িবে। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের সেচ ও জলনিকাশী প্রকল্প ছাড়া জেলা-কর্তৃপক্ষ আর কোন উন্নয়ন-কর্মসূচী বড়-একটা রচনা করেন না। ফলে টাকা মিলিলেও সঙ্গে সঙ্গে কোন উন্নয়ন কর্মসূচীকে কার্যকর করাও কঠিন হইয়া উঠে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় বীরভূম জেলায় হিংলো সেচ-প্রকল্পে গত বৎসর এবং বর্তমান বৎসরে টাকা বরাদ্দ থাকার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। অথচ আগামী এপ্রিল মাসের আগে ওইসব প্রকল্পে কাজ আরম্ভ করা হইতেছে না।

কোন কর্মসূচী রচনা সম্পর্কে কোন এলাকায় খোঁজখবর লইলে সেই এলাকায় এক ধরনের আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু সব এলাকায় কখনও কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হয় না বলিয়া বেশীর ভাগ এলাকাতেই পরিকল্পনা-রচয়িতাদের সম্পর্কে বিদ্বেষভাব সৃষ্টি হয়। অতীতের অভিজ্ঞতার জন্য সরকারী কর্মচারীরা আজকাল নূতন উন্নয়ন-কর্মসূচী সম্পর্কে খোঁজ লইতেও উৎসাহী নন। অথচ উঁহাদের উপরেই প্রস্তাবিত পরিকল্পনা রচনার ভার দেওয়া হইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ টাকার সদ্ব্যবহার করিতে হইলে দ্রুত পরিকল্পনা রচনা এবং তাহা কার্যকর করার দিকে বেশী পরিমাণে গুরুত্ব দিতে হইবে। হরিয়ানা, পাঞ্জাব, গুজরাট, তামিল-নাড়ু প্রভৃতি রাজ্যের পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থাতেই কেন্দ্রীয় বরাদ্দের পুরো টাকাই কাজে লাগানো সম্ভব হইবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনব্যবস্থা এমন অচল অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, কোন ফাইল এক টেবিল হইতে অন্য টেবিলে যাইতে কতদিন বা কত মাস লাগিবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে তাই কর্মসংস্থান-প্রকল্পের জন্য টাকা পাওয়াই যথেষ্ট নয়, তাহা সদ্ব্যবহারের প্রশ্ন অনেক বেশী জরুরী।

যৎকিঞ্চিৎ

রেল-শ্রমিকের কর্তব্যনিষ্ঠা

আজিকার বহু মানুষই যখন তাঁহাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সম্বন্ধেও নিষ্ঠাবান নয়, তখন পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ শাখার একজন রেল-শ্রমিকের নির্দিষ্ট দায়িত্বের বাহিরেও কর্তব্য-সচেতনতা ও সুস্থ স্বাভাবিক মানবিকতা সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। শিয়ালদহ শাখার রাণাঘাট-লালগোলা লাইনের তাহেরপুর ও বাদকুল্লা স্টেশনের মধ্যে রেল-লাইনের এক স্থানে জোড়া খুলিয়া গিয়াছে দেখিয়াও যদি শ্রমিকটি নিজ গন্তব্য-স্থলে চলিয়া যাইতেন এবং তাহার ফলে গত শুক্রবার ৩৬৩ শিয়ালদহ-লালগোলা আপ প্যাসেঞ্জার যদি ট্রেন-দুর্ঘটনায় পড়িত তাহা হইলে তাহাকে কেহই দায়ী করিতে পারিত না। তাহা জানিয়াও শ্রমিকটি তাঁহার সুস্থ মনুষ্যত্বের প্রেরণাতে এবং সে স্থান অবিলম্বে মেরামত না হইলে কী ভয়াবহ ব্যাপার ঘটিতে পারে তাহা বুঝিয়াই সেখানে একটি 'ব্যানার সিগন্যাল' বসাইয়া দেন এবং কৃষ্ণনগর পি-ডব্লু-ডি অফিসে খবর দেন। ফলে সে লাইনে তখন যাহাতে ট্রেন-চলাচল বন্ধ থাকে তাহার ব্যবস্থা করিয়া লাইন মেরামত করা হয়। তাহাতে রাণাঘাট-লালগোলা লাইনে প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল ট্রেন-চলাচল বন্ধ থাকে, কিন্তু বহু মানুষ দুর্ঘটনার হাত হইতে বাঁচিয়া যান। ইহা যে রেল-শ্রমিকটির প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য সম্ভব হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। রেল-কর্তৃপক্ষ এই শ্রমিকটির সুস্থ মনুষ্যত্ব-প্রেরিত কর্তব্যনিষ্ঠাকে পুরস্কৃত করিলে প্রকৃত সদ্গুণের সমাদর করিবেন, দরিদ্র শ্রমিকটির তাহাতে উপকারও করা হইবে।

শেখ আবদুল্লার উপর নিষেধাজ্ঞা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হওয়ার কথা ছিল। তাঁরা তাঁদের যাত্রা বাতিল করে দিয়েছেন।

সরকারী আদেশের ফলে তাঁরা এখন কী করবেন জানতে চাওয়া হলে শ্রী শাহ বলেন : তাঁদের এখন অপেক্ষা করতেই হবে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জি এম সাদিক, রাজ্যের আইন মন্ত্রী শ্রী জি এল ডোগরা এবং কাশ্মীর কংগ্রেস প্রধান সৈয়দ মির কাশিম সম্প্রতি কেন্দ্রীয় নেতা ও পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করেন এবং জাতীয়তা বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

চীফ সেক্রেটারির বিবৃতি

কাশ্মীরের চীফ সেক্রেটারি শ্রী পি কে দাভে আজ শ্রীনগরে সাংবাদিকদের বলেন যে, কাশ্মীর উপত্যকার বিভিন্ন শহরে ইতস্তত হরতাল ছাড়া সারা রাজ্যের পরিস্থিতি স্বাভাবিক। শ্রীনগরেও আংশিক হরতাল পালিত হয়েছে।

শ্রীদাভে আরও বলেন, সরকার এই খবর পান যে, ফ্রন্ট কর্মীদের সভা ডাকা হবে 'গণভোট ফ্রন্ট ও তার নেতাদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কোন ব্যবস্থা নিলে' ওই সভায় তাদের অন্তর্ঘাতী কাজে লিপ্ত হবার নির্দেশ দেওয়া হবে। সেইজন্য সরকার এই ব্যবস্থা নিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, পাক অধিকৃত কাশ্মীরে 'বিভেদমূলক কার্যকলাপও' রাজ্যের নিরাপত্তার পক্ষে আশঙ্কার কারণ হয়েছে।

শ্রীদাভে আরও বলেন, সম্প্রতি দিল্লিতে বিদেশী মিশনগুলির সঙ্গে শেখ আবদুল্লা ও শ্রীবেগের বৈঠকের উপর 'খুব গুরুত্ব' দেওয়া হচ্ছে।

তিনি বলেন, রাজ্য অবশ্য জানেন, বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ কাশ্মীরে আসছে। তবে তিনি কারও নাম করেননি।

কাশ্মীরে গণভোট ফ্রনটের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা নেওয়ার সঙ্গে লোকসভার আসন্ন অন্তর্বর্তী নির্বাচনের কোন সম্পর্ক নেই বলে শ্রীদাভে জানান।

অর্থমন্ত্রীর বিবৃতি : কাশ্মীরের অর্থমন্ত্রী শ্রী জি এন ডোগরা জম্মুতে বলেন যে, গণফ্রনট পাকপন্থী ও বিভেদমূলক কার্যকলাপের জন্য লোক-সভার আসন্ন নির্বাচনের সুযোগ নেবার মতলবে ছিল। সরকার আর বিলম্ব করলে রাজ্যের নিরাপত্তার পক্ষে গুরুতর ক্ষতি হত।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

বেগের বিবৃতি : জম্মু থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, কাশ্মীরের আবদুল্লাপন্থী গণভোট ফ্রনটের সভাপতি মিরজা আফজল বেগ দিল্লি থেকে এখানে ফিরে এক বিবৃতিতে লোকসভা ও কাশ্মীর বিধানসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারে যাঁরা গণভোট ফ্রনটকে বাধা দেবার মতলব করছেন, তাঁদের কার্য-কলাপের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য গণতন্ত্রপ্রেমীদের আবেদন জানান। সাংবাদিকদের তিনি জানান, ভারতীয় সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে তাঁরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ফ্রনট নিষিদ্ধ হলে নির্দল প্রার্থী হিসাবে তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

বিনোবাজী অসুস্থ

ওয়ারধাগঞ্জ, ৯ জানুয়ারি—আচার্য বিনোবা ভাবে গত ৪ দিন ধরে অসুস্থ। তিনি জ্বর ও কাশিতে ভুগছেন। এখন তিনি ওষুধ খেতেও রাজি হয়েছেন।

তিনজন ডাকতার তাঁকে পরীক্ষা করেছেন। তাঁকে বিশ্রাম নিতে বলা হয়েছে।

তবে ডাকতার বলেছেন, উদ্বিগ্ন হবার মত কোন কারণ নেই।

—পি টি আই

কলকাতার কড়চা

আমাদের সামরিক বিভাগের শিক্ষার্থী সেই অল্পবয়সী ছেলেটি আজ বাংলা দেশের মুখোজ্জ্বল করেছে। এই প্রথম একটি বাঙালির ছেলে দুদিক দিয়ে সম্মানিত হলো। একদিকে সে যেমন সবার চেয়ে ভালো, অল-রাউনডার হিসেবে পেয়েছে 'সম্মান-তরবারি'; অন্যদিকে মনীষায় প্রথম পেয়েছে সোনার পদক। খবর পেয়েই আমরা শ্রীমান স্বপন ভদ্রের বাড়ি ছুটলাম। তার বাড়ির সবার সঙ্গে কথা বলে যেটুকু ইতিহাস জোগাড় করতে পেরেছি, আপনাদের জানাচ্ছি।

মাত্র এগারো বছর বয়েসে বাষট্টি সালের জানুয়ারি মাসে স্বপন গিয়ে ভর্তি হলো দেরাদুনে ভারতীয় সামরিক কলেজে। সেখানে পাঁচ বছর একটানা শিক্ষান্তে করনেল হটন পদক পেলো অল-রাউনডার ক্যাডেট হিসেবে। তার-পর খড়কভাসলার ন্যাশনাল ডিফেনস একাডেমি। সেখানে দুই বছর। সর্বোচ্চ সম্মান লাভ হলো ইনডিয়ান মিলিটারি একাডেমিতে এসে। সেখানে পূর্বোক্ত জোড়া-সম্মান ছাড়াও আমাদের স্বপন পায় পোলক পদক। এই পদক টেকনিক্যাল আরমস আর আরটিলারি বিভাগে যে প্রথম হবে, তারই প্রাপ্য। এখানেও থেমে থাকেনি সে। প্যারাসুট রেজিমেনটাল পদকটিও ছিনিয়ে নিয়েছে সে দৈহিক মানসিক সহ্যশক্তি দেখিয়ে। এ-সব কিছু ছাড়াও সে সাঁতারে 'ব্লু'।

এতো কাণ্ড বাধিয়েও কিন্তু স্বপনের মাথা ঘুরে যায়নি। দৃঢ় কণ্ঠস্বর। সে যেন মনে মনে জানে, তাকে অনেকদূর যেতে হবে। এখুনি বিহ্বল হয়ে পড়লে চলবে না। আর বিহ্বল হবেই বা কেন? তার ধারণায়, যোগ্যতা তার সহযোগী বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেরই ছিলো। শুধু ভাগ্য আকস্মিকভাবেই তার প্রতি মুখ তুলে চেয়েছে এই-মাত্র। আর, সামরিক বিভাগে বাঙালির ছেলে যায় না, ভীরুণ কম—এ ধরনের যে-সব গুজব আছে—সে এককথায় তা উড়িয়ে দিলো। সত্যি নয়, ও-সব কথা একদম সত্যি নয়, গুজব। গুজবে কান দেবেন না—বলে হেসে উঠলো সেকেনড লেফটেন্যানট শ্রীস্বপন ভদ্র।

কথাটা একেবারে অবাঙালিসুলভ, যদিও স্বপন পুরো বাঙালি এবং মদন মিত্র লেনেরই এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। ওদের ঊর্ধ্বতন কোনও পুরুষের কেউই 'মিলিটারি-ম্যান' নয়। বাবা কৃষ্ণপ্রসন্ন ভদ্র একজন পুলিশ অফিসার। দাদা চন্দন অবিশ্যি নিজের কৃতিত্বে এখন এয়ার ফোরসের পাইলট অফিসার।

বাংলা দেশের নৈরাশ্যপীড়িত তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে স্বপন স্বপ্নমাত্র নয়, বাস্তব কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল—এই বার্তা আশার আলো জ্বলাক, কর্মে উদ্বুদ্ধ করুক তাদের এবং কৃতিত্বে ভাস্বর, আমাদের এই প্রার্থনা।

তিনজন বাঙালী

শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে যেতে বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে পাশাপাশি দুটো বাড়ি পড়ে। জানালা দিয়ে দেখা যায় বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে, পি সি সরকার। ও দুটোই যাদু সম্রাটের বাড়ি। বুধবারের বিকেলে অফিস ভাঙা জমাট ভিড়। রোজই নজরে পড়ে; আজ পড়তেই ভিড়টা কেমন যেন মোচড় খেল। এক তরুণ বলে উঠল, আমি অতি হতভাগা! সারা পৃথিবী ম্যাজিক দেখল, আর আমি এত কাছে থেকেও দেখতে পেলাম না।

আর একজন যুবক : আমি তার চাইতেও অপরাধ করেছি। শিশিরকুমারের অভিনয় দেখিনি।

—আর আমি?—আরেকজন যুবকের মন্তব্য : যাদুকর এবং অভিনেতাকে চাক্ষুষ না দেখলে শিল্পরস হৃদয়ঙ্গম হয় না। কিন্তু কবির বেলায় তার প্রয়োজন নেই। তবু জীবনানন্দ দাশের কবিতা পড়ে প্রথম যেদিন চমকে উঠি, যেদিন বুকের মধ্যে প্রথম ব্যথা অনুভব করি, সেদিন বড় দেখবার সাধ হয়েছিল। না জানি কেমন দেখতে!

আলোচনা শেষে গাড়িটা স্টেশনে ইন করল।

এখন দিনকাল খারাপ। চার দিকে পাইপগান, বোমা আর খুন-জখম। ভয়-সন্ত্রাস। তবু তিনজন বাঙালীর জন্যে তিনজন নবীন বাঙালী ভাবে, ভেবে কষ্ট পায়—এ-কথা ভাবতেই জন্মদিনের পোশাক-পরা কামরাটিও যেন দুলে উঠল আশার আনন্দে।

আশা সব সময় হয়ত ছলনাময়ী নয়।

অভিমন্যু, বাউল

টেরি কেটে বাবু সেজে/করছ তুমি বাবুয়ানা
এ চিরকাল সয়না বাবু/এ চিরকাল সয়না

শ্রীঅভিমন্যু বিশ্বাস তখন দোতারা-বাদক। তাঁর পায়ে বাঁধা ঘুঙুর, যার রেশে আমরা মুগ্ধ—তিনি ফুটপাথের ওপর ঘুরে ঘুরে নেচে গান শোনালেন, আমরা বিমোহিত। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের খালাসীটোলার সামনেই তিনি আসর জমিয়েছিলেন। চারিদিকে দ্রুতগতি-সম্পন্ন নিউম্যাটিক টায়ারের ছান্দিক চেতনা, ট্রামের ঘড়ঘড় আওয়াজ, সোঁ-স্যাঁৎ লাল ডাবল ডেকার ভয়ঙ্কর শব্দে বেপথুমান। অভিমন্যুর বাউল গান, এ-সবকে ডুবিয়ে জেগে উঠছিল সুললিত কণ্ঠ-স্বরের দ্যোতনায়। তাঁর আদি বাড়ি ফরিদপুরে। কোনদিন লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পাননি, যে গুরুর কাছে একদা গান শিখেছিলেন, তিনি এখন কালনায় থাকেন, তবুও তাঁকে দেখতে অভিমন্যু আর যাননি। তাঁর বয়স চল্লিশের ওপর, খর্বকায় চেহারা, বাউরি চুল আর গলায় কণ্ঠির মালা নিয়েই তিনি। বর্তমান নিবাস টালিগঞ্জের কাছে একটা বস্তিতে। তাঁর পরিবার ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার—একমাত্র উপার্জন-কারী তিনি নিজে। তবু কিভাবে বেঁচে রয়েছেন—সে এক ম্যাজিক; যা পৃথিবীর কোন ইন্দ্রজালিকের পক্ষে প্রদর্শন করা সম্ভব নহে। কখনও গমক তুলে বাজাচ্ছিলেন। রাস্তার পথচলতি মানুষ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছিল তাঁর গান শুনে : 'আহা জাত গেল পেট ভরল না ওলো নাগরি/আমার দু চোখে বয় যে বারি/এখন তার পাইনা দরশন/আমার চলে যায় জীবন/কিন্তু তবু আমি থাকতে নারি। পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছিল সবাই—রিকসাওলা, হিজড়ে, ছোলাওলা, মাতাল ইত্যাদিরা। এক মাতাল কিছুক্ষণ অভিমন্যুর গান শুনছিল, তারপর আকস্মিক সেও তার হাত মাথার ওপর তুলে জনতার কুণ্ডুলির মধ্যে ঢুকে পড়ে ও নাচ আরম্ভ করে দেয়।

ময়দানে ভূতের নাচ

ফোর্ট উইলিয়ামের ওয়াটার গেট ফেলে একটুখানি দক্ষিণমুখো হাঁটলে বাঁ-দিকের ময়দানে ভূতের নাচ দেখা যায়। তবে যখন তখন নয়। শুধুমাত্র শীতের ভোরে। যখন কুয়াশায় দু'হাত দশ-হাতের তফাৎ বোঝা যায় না। পাশের গঙ্গাকে সমুদ্র, আকাশ, মাঠ যা-খুশী ভাবা যায়। তখন বাঁ-দিকের ময়দানে চোখ ফেরালে দেখবেন ভূতের নাচ চলছে। একশো-দুশো ভূত এঁকেবেঁকে, লাফিয়ে, হাত তুলে সে কি নাচ! ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কুয়াশায় ভোরের চমৎকার ঠাণ্ডায় আর খুব ফিকে লাল রোদের আভায় আপনার সব কিছু ভাল লাগবে। ভাল লাগতে বাধ্য। ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে একটু অপেক্ষা করতে হবে। একটু পরেই কুয়াশা ফিকে আর রোদ্দুর গাঢ় হবে। তখন দেখবেন ভূতগুলো 'জওয়ান' হয়ে গেছে। শর্টস্, পুলওভার আর কেডস্ পরা জওয়ান। হাতে গ্লাভস্ পরে ওই সাত-সকালে ময়দানে বকসিং প্রাকটিস করছে।

লজ্জা! লজ্জা!

কোনক্রমেই চেনা সম্ভব হত না, যদি ভারতের প্রাক্তন ব্রেসট-স্ট্রোক সাঁতার রেকরডের অধিকারী ও ওয়াটারপোলো খেলোয়াড় ভুবনেশ্বর পাণ্ডে চিনিয়ে না দিতেন—"এই হচ্ছে মদনদা। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে দুর-পাল্লার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে ভারতে একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন।"

সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা, রোগজীর্ণ, অপরিচ্ছন্ন দেহ-কাঠামোর লোকটির অঙ্গাবরণ একটি সোয়েটার। তাতে যত-গুলি ছিদ্র, ততগুলি প্রতিযোগিতা জয় করা সাঁতারু জীবনে বোধহয় ওঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এখন ওঁর আবাস কাশীপুরের এক বস্তিতে ছয় পুত্র-কন্যা ও স্ত্রীসহ। পৌরনিগম বিদ্যালয়ের দারোয়ানিতে যা মাইনে পান, তার থেকে বিপুল দেনার কিছু শোধ করে হাতে থাকে নব্বুই টাকা। নিজে মেয়াদী ব্রঙ্কাইটিসে ভুগছেন, দু-বেলা অর্ধাশনে কাটছে। লজ্জা! লজ্জা!!

অথচ ১৯৩৬ সালে মদন সিং দেড় হাজার মিটার সাঁতারে বিশ্ব রেকরড থেকে মাত্র ১ মিনিট ৪৬ সেকেনড পিছনে ছিলেন। এখন আমরা পিছিয়ে আছি তিন মিনিট। বাংলা দেশের সাঁতারুদের মদন সিং-এর ওই রেকরডটি ভাঙতে ২৫ বছর সময় লেগেছিল। প্রাক্তন এই সন্তরণ অধিপতির জন্য কোন ভাতার ব্যবস্থা নেই। বছর খানেক আগেও রাইটারস বিল্ডিংসে দরখাস্ত নিয়ে হাঁটাহাটি করে-ছিলেন। এখন ওর আবেদন : আঠারো বছরের ছেলেটাকে কাজ দিন।

আদি কংগ্রেস পঃ বঙ্গেও জোট বাঁধতে পারে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কমিউনিসট পারটিগুলির মত নব কংগ্রেসও গণতন্ত্রের অন্যতম 'প্রধান বৈরী' বলেই তাঁরা মনে করেন। বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গেই বা কিসের ভিত্তিতে সমঝোতা সম্ভব হতে পারে এখনও তিনি তা জানেন না। এ রাজ্যে বাংলা কংগ্রেস ত 'ইনডিকেট'-এর (নব কংগ্রেস) সঙ্গে আঁতাতে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন।

আদি কংগ্রেসের দুই নেতাই জানান যে, বাংলা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নির্বাচনের ব্যাপারে তখনও তাঁদের কো কথাবার্তা হয়নি।

শ্রীঅতুল্য ঘোষ এবং শ্রীকেশবচন্দ্র বসু সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। অতুল্যবাবুও জোর দিয়ে বলেন, কোন কমিউনিসট পারটির সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই, থাকতে পারে না।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করে তাঁরা বলেন, 'সুনির্দিষ্ট গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী' নিয়ে তাঁরা আসন্ন নির্বাচনে লড়বেন। নির্বাচনের পর সরকার গঠনের প্রয়োজন দেখা দিলে কোন কোন দলের সঙ্গে জোট বাঁধার সম্ভাবনা আছে? জনৈক সাংবাদিকের এই প্রশ্নের জবাবে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা বলেন, এখনই এ প্রশ্ন কেন! আপনি ত 'ঘোড়ার আগে গাড়ি জুততে চাইছেন।' তাঁরা সরকার গঠন করতে পারলে প্রধানমন্ত্রী কে হবেন—এই প্রশ্নের উত্তরও একইভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়।

তিনি জানান, আগামী ১৫, ১৬ জানুয়ারির বৈঠকের পর নির্বাচনী প্রার্থীদের তালিকা চূড়ান্ত হবে।

আরও পারটি আসার আশা

স্বতন্ত্র পারটির "মহাজোটে" যোগদানের সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা এই আশা প্রকাশ করেন যে, আরও পারটি এই জোটে আসবে। গণতান্ত্রিক যে কোন পারটি—অবশ্য যাকে তাঁরা 'প্রকৃতই গণতান্ত্রিক' বলে স্বীকার করেন সেই পারটির সঙ্গেই 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রনট'-এর নির্বাচনী সমঝোতা হতে পারে। রাজ্যের জনসংঘের সঙ্গে ইতি-মধ্যেই কিছু কথাবার্তা হয়েছে; তাঁদের 'শক্তি' কতটা সেবিষয়ে খোঁজখবর করে দেখা হবে। এস এস পির সঙ্গেও সমঝোতা হতে পারে—অবশ্য তার শর্ত হবে কমিউনিসট পারটির সঙ্গে এস এস পির কোন সম্পর্ক থাকা চলবে না।

লোকসভা ছাড়া বিধানসভার নির্বাচনেও সব সম্ভাব্য আসনে প্রার্থী দেওয়া হবে এই মন্তব্য করে শ্রীনিজ-লিঙ্গাপ্পা বলেন, ফলাফল 'খুব ভাল' হবে বলেই তাঁদের বিশ্বাস। মহাজোটের যে 'প্যাটারন' লোকসভার জন্য নির্দিষ্ট হবে, এখানে তার কোন অদলবদল করা দরকার কিনা তাও সংশ্লিষ্ট দল-গুলির সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নির্বাচনী প্রচারে শাসকগোষ্ঠী যাতে 'আকাশবাণী' ইত্যাদি সরকারি সংস্থা ব্যবহারের সুযোগ অন্যের তুলনায় বেশি না পান, সে ব্যাপারে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের প্রস্তাবটি ত 'ভালই হয়েছে'।

কলকাতায় পি সি সরকারের মরদেহ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বললেন : "পি সি সরকার মৃত। কিন্তু তাঁর কাছে ম্যাজিক ছিল জীবন —সেই ম্যাজিক বেঁচে থাকবে।"

একটু থেমে তিনি আরও বললেন : "আমি নিঃসন্দেহ যে বাবার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই তিনি মারা যান। চিকিৎসকরা তার জীবন রক্ষার জন্য কোন রকম চেষ্টা করার সুযোগ পাননি। আমি সেখানকার জাপানী ও ভারতীয় চিকিৎসকদের কাছে খোঁজ নিয়ে জেনেছি। এই মৃত্যুর ব্যাপারে কোন-রকম সন্দেহ করার কিছু নেই। মৃত-দেহে কোন রকম ময়না তদন্তেরও প্রয়োজন হয়নি।"

যাদু সম্রাটের মরদেহ শুক্রবার হোক্কাইডো থেকে টোকিও নিয়ে যাওয়া হয়। শনিবার সকালে সেখান থেকে এয়ার ইনডিয়ার একটি বিমানে মরদেহ একটি অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি কফিনের মধ্যে ভরে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

এদিন রাত্রি আটটা কুড়ি মিনিটের সময় দমদমে বিমান থেকে যাদু সম্রাটের মরদেহ নামানো হয়। সর্ব প্রথম এই কফিনের উপর মালা দেন যাদু সম্রাটের মেজ জামাতা শ্রীচৌধুরী। তাঁর বড় জামাতা শ্রীঅশোক পালিত, বহু আত্মীয় পরিজন এবং কলকাতার কয়েকটি যাদু সংস্থার পক্ষ থেকেও বেশ কয়েকজন যাদু সম্রাটের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দমদমে উপস্থিত ছিলেন।

দমদম থেকে লরিতে করেই যাদু সম্রাটের মরদেহ তার ২৭৬।১, রাস-বিহারী এভিনিউ-র বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অনেক ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কফিনের উপর ফুল ও মালা দেওয়া হয়। কফিনটি এদিন রাত্রে খোলা হয়নি। কথা আছে আজ রবিবার শোকযাত্রা বের হওয়ার আগে সেটি খোলা হবে।

এদিনও নানা জায়গা থেকে শোক-বার্তা আসে। আরও যাদুকররা এসে স্বর্গতের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানান। শোক প্রকাশ করেন যাদুকর রঞ্জনকুমার ও সম্প্রদায়, ইনডিয়ান ম্যাজিসিয়ানস ক্লাব, যাদুর খেলনা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান রামদেব অ্যানড সনস্-এ শোকসভা হয়।

ব্যাংকের অ্যাকাউনটেনট খুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পর তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। শ্রী চ্যাটারজির বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী ও ৭টি নাবালক পুত্রকন্যা বর্তমান।

পুলিশ শুক্রবার রাতেই তারাপীঠ রোডে ২ জনকে গ্রেফতার করে। পুলিশের অভিযোগ, ধৃত ব্যক্তিদের একজনের আঙ্গুল কাটা।

শনিবার রামপুরহাটে সমবায় ব্যাঙ্কের সদর কার্যালয় বন্ধ হয়ে যায়।

নবদ্বীপে আহত সি পি এম কর্মীর মৃত্যু

নবদ্বীপ থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, শুক্রবার রাত আটটায় মনিপুর রোডে নকশালদের আক্রমণে আহত সি পি এম-সমর্থক শ্রীগৌরসুন্দর দে (২৮) শনিবার ভোরে কৃষ্ণনগর হাসপাতালে মারা যান।

ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করে।

বহরমপুরে একজন খুন

বহরমপুর থেকে নিজস্ব সংবাদ-দাতা জানাচ্ছেন, শুক্রবার রাত্রে বহরম-পুরের নিকট গোরাবাজার রোডে একটি তাড়ি দোকানের মালিকের মৃতদেহ পাওয়া যায় বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, রাত্রি সাতটায় তিনি সাইকেলে করে যাবার সময় তিনি আক্রান্ত হন। তাঁর দেহের নানা জায়গায় ছোরার আঘাতের ক্ষত ছিল।

শিল্পমন্দির বালিকা বিদ্যালয়ে আগুন

শুক্রবার রাত্রে বহরমপুরে শিল্প মন্দির বালিকা বিদ্যালয়ের অফিসের সমস্ত। আসবাব ও কাগজ-পত্র ও দুইটি ক্লাস রুম সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছে। মুখোশধারী কয়েকজন দুর্বৃত্ত আগুন লাগায়। কেউ গ্রেফতার হয়নি।

আসানসোলে কলেজ ভবনে আগুন

আসানসোল থেকে নিজস্ব সংবাদ-দাতা জানিয়েছেন, আসানসোল বি বি কলেজে রাত্রের ক্লাস চলার সময় প্রায় দশজন উগ্রপন্থী যুবক নীচের তলায় কেমিসট্রি গুদাম ও লেবরেটরি অফিসে আগুন ধরিয়ে দিলে চার তলায় ছাত্র ও অধ্যাপকরা বিপদে পড়েন। কয়েকজন ছাত্র একটি এসবেসটস টিনের ছাদে লাফিয়ে পড়লে একজন গুরুতর আহত হন। একজন অধ্যাপককে দড়ি ও সিঁড়ির সাহায্যে নামানো হয়। পুলিশ দুজনকে গ্রেফতার করেছে বলে জানা গিয়েছে।

দুবরাজপুরের নিকট মৃতদেহ উদ্ধার

দুবরাজপুর থেকে নিজস্ব সংবাদ-দাতা জানাচ্ছেন, শুক্রবার দুবরাজপুর থানায় বুধগ্রামের নিকট শাল নদীর তীরে এক যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। তার শরীরে বোমার আঘাতের জখম ছিল। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। বোমা তৈরির সময় বিস্ফোরণে এই ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

অভেদানন্দ কলিজের ল্যাবরেটরি ভস্মীভূত

আমাদের সিউড়ির সংবাদদাতা পুলিশ সূত্রের উল্লেখ করে জানিয়েছেন, গত রাত্রে নকশালদের দ্বারা অগ্নি-সংযোগের ফলে সাঁইথিয়া অভেদানন্দ কলেজের ল্যাবরেটরি ও তথ্য গ্রন্থাগার ভস্মীভূত হয়েছে।

কলকাতায় স্টাফ রিপোর্টার জানাচ্ছেন শনিবার সকালে ও বিকালে বেলেঘাটা এলাকায় একটি চিত্রগৃহের সামনে পুলিশ পাহারাকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করা হয়। কেউ আহত হয়নি।

বেলেঘাটায় পুলিশের উপর বোমা

বেহালা পুলিশ শুক্রবার সরশুনো এবং বড়িষা এলাকার নাটোর কলোনী, খরাপোতা এবং ভট্টাচার্য পাড়ায় হানা দিয়ে একটি দেশী পিস্তল, বড় তরোয়াল, ৮টি তাজা বোমা উদ্ধার করে। এগুলি বি এস সি গ্রাউনডে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। পুলিশ ওই সব এলাকা থেকে নকশালপন্থী বর্ণিত ৫ জনকে গ্রেফতার করে।

ধৃত ব্যক্তিদের নাম সর্বশ্রী কোরবান আলি (২০), অমল নন্দী (২৭), অসিত মিত্র (২০), মিলন দাস এবং সঞ্জীব তালুকদার।

নারকেলডাঙ্গায় দুই দলে সংঘর্ষ

শনিবার সকালে নারকেলডাঙ্গা এলাকায় মারোয়াড়ি বাগানে সি পি এম এবং ফরওয়ারড ব্লক সমর্থকদের সংঘর্ষ বাধে। উভয় পক্ষে প্রচুর বোমা ও ইট-পাটকেল ছোঁড়াছুঁড়ি হয়।

আমতায় স্কুলে আগুন

অগ্নিকাণ্ডের ফলে আমতার অনশালিয়া-রামচন্দ্রপুর কাঁসরা সংযুক্ত বিদ্যাপীঠের আনুমানিক পাঁচ হাজার টাকার বই-পত্র, যন্ত্রপাতি ভস্মীভূত হয় বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

সাই-ইনসপেকটরের বাড়িতে বোমা বোমা নিক্ষেপ

জলপাইগুড়ি থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, গতকাল রাত্রে নকশালপন্থী অভিহিত ন' জন ব্যক্তি পুলিশ সাব ইনস্‌পেকটর শ্রীরেবতী রায়ের বাড়িতে ক'টি শক্তিশালী বোমা ছোড়ে। ফলে শ্রীরায়ের বাড়ির কিছু অংশের ক্ষতি হয় এবং তাঁর পুত্র অল্পের জন্য রক্ষা পান। এ ব্যাপারে পুলিশ কাউকে ধরতে পারেনি।

বজবজে ১৪৪ ধারা

নিজস্ব প্রতিনিধি জানাচ্ছেন, বজবজ থানা এলাকায় শনিবার থেকে এক সপ্তাহের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে। বিড়লাপুরে একটি সভা ডাকা হলে ওই অঞ্চলে উত্তেজনা দেখা দেয়। তার জনাই ওই সর্তামূলক ব্যবস্থা বলে পুলিশ সূত্রে বলা হয়েছে।

টিটাগড়ে নকশাল নেতা গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি জানান, নদীয়ার চাকদাহে একজন নকশাল নেতাকে ধরার জন্য পাঁচশো টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। টিটাগড়ে সেই নক-শাল নেতা ধরা পড়েছেন। নাম বাচ্চু নাজ। বহু খুনের ঘটনার ব্যাপারে পুলিশ তাঁকে খোঁজ করছিল। তার এক ভাইকেও পুলিশ খোঁজ করছিল তিনিও টিটাগড় থানায় গ্রেফতার হয়েছেন।

বাণীপুর বুনিয়াদি কলেজে আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, শুক্র-বার রাত্রে বাণীপুর স্নাতকোত্তর বুনিয়াদি কলেজে আগুন দেওয়ায় অধ্যক্ষের ঘর ও কেরড পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আগুন দেওয়ার পর পাশে দেওয়ালে মাও সে-তুঙের ছবি ও দেশ-ব্রতী লটকিয়ে দেওয়া হয়।

ধৃত ব্যক্তিকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা গুলি বিনিময়

কৃষ্ণনগর থেকে ইউ এন আই জানাচ্ছেন, শনিবার সকালে কৃষ্ণনগর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে বাঙ্গালঝি গ্রামে পুলিশের হেপাজত থেকে দুইজন ধৃত ব্যক্তিকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টায় এক দল নেবার চেষ্টায় এক দল লোক এক পুলিশ দলের উপর গুলি চালায়। পুলিশ পালটা গুলি চালালে আক্রমণকারীরা পালিয়ে যায়। কেউ গুলিতে আহত হয়নি। পুলিশ/ সূত্রে এই খবর জানা যায়।

হুগলির গ্রামে ছুরিকাঘাতে নিহত

আমাদের চন্দননগরের সংবাদদাতা জানান, সওদাগরী অফিসের এক অবসর প্রাপ্ত কর্মী শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য (৬০) শুক্রবার হুগলি জেলার চণ্ডীতলা-শিয়াখালা রোড দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় কলাছড়া গ্রামে তাঁর বাড়ির কাছে কয়েকজন আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, এর সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই।

রাজভবনে শিক্ষা বৈঠক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কর্তা ও ছাত্রদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশী পাহারা মোতায়েন রাখার প্রস্তাব দেন। কিন্তু অনেক উপাচার্য ও শিক্ষায়তন কর্তৃপক্ষ তাতে অসম্মত হন। তাঁদের বক্তব্য, শিক্ষায়তনে পুলিশ রাখলে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হতে পারে। তবে প্রয়োজন হলেই যাতে পুলিশী সাহায্য পাওয়া যায় সেজন্য সরকারের সর্বদা সজাগ থাকা উচিত।

এ অভিমত নতুন কিছু নয়। কিন্তু এদিনকার বৈঠকে ওই পুরানো অভি-মতেরই পুনরাবৃত্তি ছাড়া কীভাবে কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ব্যক্তিদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা যায় এবং কীভাবেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা ও পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায় সে সম্পর্কে নতুন কোন প্রস্তাব বা সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। রাজ্যপালের প্রস্তাবে ওই সব বিষয়ে আরও আনুপূর্বিক আলোচনার জন্য আবার এই ধরনের আর একটি বৈঠকে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়। তবে দিন এখনও স্থির হয়নি।

বৈঠকে পরীক্ষায় অসাধুতা গ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান এইরূপ অভিমত প্রকাশ করা হয়, এ সম্পর্কে পরীক্ষা কেন্দ্রে সতর্ক নজর রাখা প্রয়োজন। তাছাড়া অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করাও দরকার।

রাজ্যপাল শ্রী ধাওয়ান নিজেই ওই বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন। বৈঠকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যানেসলার অধ্যাপক এইচ এন মজুম-দার, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক রমারঞ্জন মুখার্জি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীঅনিলকুমার মজুমদার, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীকরুণাকেতন সেন, কয়েক-জন বিশিষ্ট অধ্যক্ষ, প্রধানশিক্ষক পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রেসি-ডেনট শ্রী বি সি মুখার্জি উপস্থিত ছিলেন।

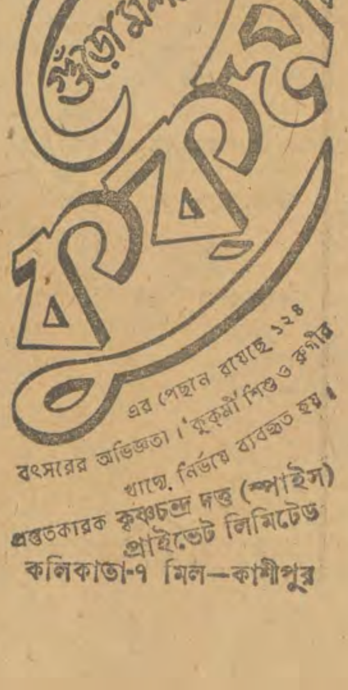

রাজ্যে নির্বাচন নিয়ে ৩১টি দলকে মহাকরণে বৈঠকে ডাকা হচ্ছে

স্টাফ রিপোরটার

আসন্ন নির্বাচনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার শ্রী বি এম রাঘবন আগামী বুধবার (১৩ জানুয়ারি) মহাকরণে ৩১টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হবেন। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে শ্রীরাঘবন ওই বৈঠক ডেকেছেন। আই জি শ্রীপ্রসাদ বসু ওই কমিটির অন্যতম সদস্য।

শনিবার মহাকরণে মুখ্য নির্বাচনী অফিসার শ্রীরাঘবন এক প্রশ্নের উত্তরে জানান, রবি এবং সোমবারের মধ্যেই ৩১টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিকট ওই আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হবে। উল্লেখ্য, এ বছর মোট ৩১টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে আসরে নামছেন। অন্ততপক্ষে সরকারি হিসাব তাই।

দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের কাছে বার্তা

এদিকে এদিন দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সেন বর্মার কাছে এক বার্তায় রাজ্য সরকার জানিয়ে দিয়েছেন যে, অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন করতে হলে একদিনে লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন করা সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে চার দিনে ওই নির্বাচন করতে হবে। তবে অন্যান্য রাজ্যের নির্বাচনের পর অর্থাৎ ৯ অথবা ১০ মারচ যদি এই রাজ্যে নির্বাচন করা হয়, তা হলে এক দিনের মধ্যেই নির্বাচন শেষ করা যেতে পারে। তবে একদিনে নির্বাচন করার জন্য রাজ্যের প্রায় ৬০ হাজার পুলিশের সঙ্গে বাইরে থেকে অন্ততপক্ষে আরও ৫০ হাজার পুলিশ প্রয়োজন হবে।

নির্বাচনের তারিখ সম্পর্কে এদিন রাজ্য সরকারের একজন মুখপাত্র জানান, ১০ মারচ নির্বাচন হলেই ভাল হবে। তিনি বলেন, ১০ মারচ বুধবার। তা ছাড়া খনার বচনেও আছে ঃ **মঙ্গলে ঊষা বুধে পা, যথায় ইচ্ছা তথায় যাব।** অবশ্য এ-ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী হলেন মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শ্রী সেনবর্মা। অনেকেরই আশা, বুধবার অর্থাৎ ১০ মারচই এখানে বিধানসভা ও লোকসভার নির্বাচন হবে।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার শ্রী রাঘবন আজ, রবিবার সন্ধ্যায় বিমানে দিল্লি যাচ্ছেন। রবিবার রাত্রেই অথবা সোমবার সকালে তিনি শ্রী সেনবর্মার সঙ্গে দেখা করে রাজ্য সরকারের অভিমত জানাবেন।

১০ মারচ যদি পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হয় তাহলে অন্যান্য রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ করা বন্ধ রাখতে হবে। সুতরাং ওই একটি প্রশ্নে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শ্রী সেনবর্মা যে কী সিদ্ধান্ত নেন, তা এখনই বলা কঠিন। সব কিছু ভেবেচিন্তেই তাঁকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আর এস পি সম্পর্কে ছয় জোটের শর্ত

রাজনৈতিক সংবাদদাতা

আর এস পি যদি প্রকাশ্যে স্পষ্ট করে বলেন যে, তাঁরা বাংলা কংগ্রেস ও আট পারটি জোটকেই যুক্তফ্রন্ট ভাঙার জন্য দায়ী বলে মনে করেন এবং যদি প্রতিশ্রুতি দেন যে, নির্বাচনের পরে ছয় পারটিকে সরকার গঠনে সাহায্য করবেন তা হলে ছয় পারটি আর এস পি-কে কয়েকটি লোকসভা আসন এবং কিছু বিধানসভা কেন্দ্র ছাড়তে রাজি।

অবশ্য তা বলে ছয় পারটি, অর্থাৎ সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রনট আর এস পি-র জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করতে রাজি নন। তাঁরা দিন-দুয়েকের মধ্যেই এ সম্পর্কে আর এস পি-র জবাব চান। কারণ, সি পি এম তাঁর প্রার্থী-তালিকা ১১ জানুয়ারিই চূড়ান্ত করে ফেলবেন বলে স্থির করেছেন। ওই দিন দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক আছে।

এদিকে সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রনট তাঁদের নির্বাচনী ইস্তাহার প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছেন। আজ রবিবার পাকা হবে বলে জানা গেল।

আট পারটির কয়েকজন নেতা এইদিন একান্তে আলোচনা করেছেন। তাঁরা এইদিনও সেই পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল—এখনই বাইরের কোনও দলের সঙ্গে কথা বলতে যাবেন না।

স্বর্ণ আইনের প্রতিবাদে স্বর্ণকারদের হরতাল

স্টাফ রিপোরটার

স্বর্ণ আইনের প্রতিবাদে শনিবার সমস্ত স্বর্ণকার একদিনের হরতালের মাধ্যমে 'কালাদিবস' পালন করেন। কালো ব্যাজ পরিধান ও সভা-সমাবেশ করে স্বর্ণকাররা এদিনটি উদ্‌যাপিত করেন। এর ফলে এদিন সমস্ত গয়নার দোকান বন্ধ থাকে বলে বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুনীল চ্যাটারজি জানান।

এদিন বিকালে 'কালাদিবস' পালন উপলক্ষে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে এক সভায় সভাপতির ভাষণে শ্রীদ্বিজেন্দ্র সেনগুপ্ত বলেন, স্বর্ণকার নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিল করার জন্য আরও কঠোর সংগ্রাম করতে হবে। সমাবেশে সর্বশ্রী সুনীল চ্যাটারজি, নরেন সরকার, প্রফুল্ল রায় কর্মকার, নির্মল দত্ত প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে স্বর্ণকার নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিলের দাবি রাখা হয়।

বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্পী সংঘের এক বিবৃতিতে জানানো হয় যে, এদিন তাঁদের পক্ষ থেকে শহীদ বেদীতে মাল্যদান করা হয়।

তির্যক

শোক মিছিল—শনিবার দক্ষিণ কলকাতায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্বর্গত অধ্যাপক শ্রীগোপাল সেনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শোক মিছিল বের করেছেন। —নিজস্ব চিত্র

তিনটি স্কুলে আগুন

স্টাফ রিপোরটার

শনিবার বিভিন্ন সময়ে কলকাতার বেলেঘাটা, পাইকপাড়া ও সেনট্রাল সিঁথি রোডের তিনটি স্কুলে আগুন লাগানো হয়। তিনটিই নকশালপন্থীদের কাজ বলে পুলিশ অনুমান করে। দমকল গিয়ে তিন জায়গার আগুন নেবায়।

সবচেয়ে বড় ঘটনাটি ঘটেছে রাত্রি ৮টা নাগাদ বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাই স্কুলের বালিকা শাখা। এখানে নকশালপন্থী বলে বর্ণিত একদল যুবক শিক্ষিকাদের ঘরের মধ্যে সমস্ত কাগজ, দলিল ও খাতাপত্র একত্র করে তাতে আগুন লাগানো হয়। এখানে বেশ ক্ষতি হয়েছে। পুলিশ যাওয়ার আগেই হামলাকারীরা চম্পট দেয়।

এদিন পাইকপাড়া রানী হর্ষমুখী রোডে একটি সরকারী বিদ্যালয়ে এবং মধ্য সিঁথির একটি বিদ্যালয়েও আগুন লাগানো হয়।

ব্যাংক-সুদের হার বাড়িয়ে মুদ্রাস্ফীতি রোখা যায় না
—ডি সি কোঠারি

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি—ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্য সমিতি সংঘ (এফ আই সি সি আই)-এর সভাপতি শ্রী ডি সি কোঠারি ব্যাংকের সুদের হার এক শতাংশ বৃদ্ধির সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় যে, এর দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা যায় না। তাছাড়া শেয়ার বাজারে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশংকা বিদ্যমান।

তিনি বলেছেন যে, আকর্ষণীয় সঞ্চয় প্রকল্প এবং ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্মের মান উন্নত করা দরকার। —ইউ এন আই

ত্রিমুখী সংগ্রামে আদি কংগ্রেসের আহ্বান

জগদ্দলে ও শ্রীরামপুরে নির্বাচনী সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি

আদি কংগ্রেস নেতা শ্রী এস নিজলিঙ্গাপ্পা ও শ্রীমোরারজি দেশাই শনিবার ২৪ পরগণার জগদ্দল ও হুগলীর শ্রীরামপুরে দুটি জনসভায় আসন্ন অন্তর্বর্তী নির্বাচনে আদি কংগ্রেসকে সমর্থনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, শান্তি, প্রগতি ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য যেমন নব কংগ্রেসকে পরাস্ত করতে হবে; তেমনি কমিউনিসট ও সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়াতে হবে। ত্রিমুখী সংগ্রাম।

লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে এদিনই প্রথম জনসভা হল।

জগদ্দলে

জগদ্দলের আংলো ইনডিয়ান ফুটবল ময়দানে প্রথম সভায় আদি কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সমালোচনা করে বলেন, তাঁর কোন নীতি নেই। যেখানে যেমন প্রয়োজন, সেখানে তেমন নীতি অনুসরণ করছেন। 'বিভেদকারী' ডি এম কে, সাম্যবাদে বিশ্বাসী দক্ষিণপন্থী কমিউনিসট ও সাম্প্রদায়িকতা প্রসারকারী মুসলিম লীগের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন সুবিধামত।

শ্রীমোরারজি দেশাই বলেন, তাঁর দল গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। কারণ একমাত্র গণতন্ত্র স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা দিতে পারে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রনট সরকার প্রথমবার গণতন্ত্রের নাভিশ্বাস এনেছে। দ্বিতীয়বার সমাধি রচনা করছেন শ্রীমতী গান্ধী পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি শাসনের মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার জন্যই পশ্চিমবঙ্গে সমাবিরোধীদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। জীবনের নিরাপত্তা বলে আজ এখানে কিছুই নেই।

তিনি বলেন, এখানে প্রধানমন্ত্রী অদ্ভুত শাসন চালাচ্ছেন। রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ানকে কেউ চাইছেন না, অথচ শ্রীমতী গান্ধীর নিজের লোক বলে তাঁকে সরানো হচ্ছে না।

প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করে শ্রীদেশাই বলেন, ব্যাংক জাতীয় করণে একজনও গরীবের সুবিধা হয়নি। বেকার সমস্যাও মেটেনি এ ছাড়া তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্রও বক্তৃতা করেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রীজগন্নাথ পাণ্ডে।

শ্রীরামপুরে

আদি কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা শ্রীরামপুর আর এম এস মাঠের জনসভায় বলেন, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসিয়ে তাঁরা মহা ভুল করেন। এজন্য শ্রীকামরাজ সবচেয়ে বেশি দুঃখিত, কারণ তিনিই শ্রী শাস্ত্রীর উত্তরাধিকারী হিসাবে শ্রীমতী গান্ধীর নাম প্রস্তাব করেছিলেন। শ্রী শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর অবশ্য ঠিক হয়েছিল কেন্দ্রে যৌথ নেতৃত্ব থাকবে। পরবর্তীকালে শ্রীমতী গান্ধী তা পায়ে ঠেলে দেন।

সভায় পৌরোহিত্য করেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীহরেন্দ্রকুমার সরকার।

শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা বলেন, কংগ্রেস ভাগ হওয়ার পর ১০-দফা কর্মসূচির উপর দুই পক্ষেই আরও এক দফা করে যোগ হয়েছে। তাঁদের পক্ষে তা হল ইন্দিরা গান্ধীকে যে করেই হোক ক্ষমতা থেকে হঠাতে হবে, আর শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে তাঁকে যে করেই হোক ক্ষমতায় থাকতে হবে।

শ্রী মোরারজি দেশাই অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী রেডিও ও সংবাদপত্রের পুরো সুযোগ নিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন। আগামী বাজেটে যে ৭৮ হাজার কোটি টাকার ঘাটতি দেখা দেবে তা সামলাতে পারবেন না ভেবেই শ্রীমতী গান্ধী লোকসভা ভেঙেছেন এ অভিযোগও শ্রী দেশাই আনেন।

শনিবার জগদ্দলে আদি কংগ্রেসের নির্বাচনী সভায় শ্রীমোরারজী দেশাই ভাষণ দিচ্ছেন। —নিজস্ব চিত্র

নয়া দিল্লিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমের পর

সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার করেন। আগামীকাল তাঁদের সরকারী আলোচনা হবে।

আগ্রায় কানাডার প্রধানমন্ত্রী

আগ্রা, ৯ জানুয়ারি — কানাডার প্রধানমন্ত্রী শ্রীপিয়ের ইলিয়ট ট্রুডু আজ বেলা ৫-৪৫ মিনিটে এখানে এসে পৌঁচেছেন। —পি টি আই

রাষ্ট্রীকরণের পর ব্যাংকের প্রসার

চোদ্দটি বড় ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীকরণের পর থেকে ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রসারের উদ্যোগ পূর্ণ উদ্যমে চলেছে। রিজারভ ব্যাঙ্কের একটি বিবরণে প্রকাশ, ১৯৬৯ সালে ১৯ জুলাই থেকে ১৯৭০ সালে ৩০ সেপটেমবরের মধ্যে সরকার পরিচালিত ১৪টি ব্যাঙ্কের ১,৩৭৬টি এবং স্টেট ব্যাঙ্ক গোষ্ঠীর ৫৮১টি নতুন শাখা স্থাপিত হয়েছে। নতুন শাখা স্থাপনের সংখ্যা দিনে গড়পড়তা ৫টি।

ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসার সমগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হলে দেখা যাবে, ১৯৬৯ সালের জুন থেকে ১৯৭০ সালের সেপটেমবরের মধ্যে ব্যাঙ্কের নতুন শাখা স্থাপিত হয়েছে সর্বসাকুল্যে ২,২৫৭টি; অপর পক্ষে ১৯৬৮ সালে স্থাপিত হয়েছিল মাত্র ৬৭৭টি। এর মধ্যে শতকরা ৪০টি শাখা স্থাপিত হয়েছে 'উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত এলাকায়। আলোচ্য সময়ে বিভিন্ন তফসিলী ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ৬৬৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে নতুন শাখার মাধ্যমে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ৪১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা।

আদি কংগ্রেস প্রস্তাবই স্বতন্ত্র দলের ইশতাহার

মাদরাজ, ৯ জানুয়ারি—আদি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ২৮ জুন যে প্রস্তাব নিয়েছিলেন, স্বতন্ত্র দল সেটিকেই আজ তাঁদের নির্বাচনী ইশতাহার হিসাবে গ্রহণ করেছেন। দলের সভাপতি শ্রী এম আর মাসানি তাঁদের কর্মসমিতির এই সিদ্ধান্তের কথা সাংবাদিকদের জানান। স্বতন্ত্র দল মনে করেন যে, প্রস্তাবটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ একটি দলিল। তাঁরা শুধু তার সঙ্গে একটি মুখবন্ধ সংযুক্ত করবেন।

ওই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, ক মি উ নি স ট নাশকতা এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষের মোকাবিলার জন্য জাতীয় গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে সংহত করতে হবে। এই নীতিগুলি হবে গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিকদের মিলনের ভিত্তিভূমি—ভারতের ঐক্য ও নিরাপত্তা, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সাংবিধানিক অধিকারগুলি রক্ষা, আইন ও শৃংখলা বজায় রাখা, জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান অর্জন, রোজকারের উপযুক্ত পথ সকলের জন্য খুলে দেওয়া এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার কায়েম করা। —পি টি আই

মৌন মিছিল

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

অধ্যাপক সেনের শ্রাদ্ধবাসরে এবং তাঁর উপর নিষ্ঠুর আক্রমণের ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মিছিলকারী অধ্যাপকদের সঙ্গে স্মরণ এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বিকাল পৌনে তিনটায় দেশপ্রিয় পারক থেকে প্রায় পাঁচশত অধ্যাপক অধ্যাপকদের এই মৌন মিছিলটি বের হয় পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির আহ্বানে। তাদের সবার গায়ে কালো ব্যাজ। রাসবিহারী এভেনিউ ধরে, গড়িয়াহাট মোড় হয়ে, রাজা সুবোধ মল্লিক রোড বরাবর তাঁরা এগিয়ে চলেন, ভাষার অতীত বেদনা, বিক্ষোভ আর ধিক্কার নিয়ে।

মৌন মিছিলে থামে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে, যে গাছটির তলায় উপাচার্য সেন নিহত হয়েছিলেন সেখানে শ্বেতবস্ত্রে আবৃত একটি বেদীর কাছে। সেখানে পুষ্পার্ঘ দেওয়া হয়। সবাই কিছুক্ষণ অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকেন। পরলোকগত শিক্ষাগুরুর আত্মার শান্তি কামনা করেন।

এর পর মৌনতা ভঙ্গ করে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সম্পাদক শ্রীমৃন্ময় ভট্টাচার্য বলেন, কোন শিক্ষাগুরুর রক্তে আর যেন আমাদের দেশের মাটি কলঙ্কিত না হয়। এখানে তিনি সমিতির পক্ষ থেকে যাদবপুর স্টেশন রোডের নাম পরিবর্তন করে অধ্যাপক সেনের নামাঙ্কিত করার প্রস্তাব করেন।

অধ্যাপকেরা এখান থেকে শ্রাদ্ধবাসরে গিয়ে অধ্যাপক সেনের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ দেন।

অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে আর যারা এখানে উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধা জানান তাঁদের মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী আচার্য বিচারপতি অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ হেমচন্দ্র গুহ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ প্রতুল গুপ্ত, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, যাদবপুর জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি শ্রীভূপতি মজুমদার, শ্রীনীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, শ্রীস্নেহাংশু আচার্য, অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী, শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত প্রমুখ।

বোকারো ইসপাত প্রকল্প থেকে ইনজিনিয়াররা তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন শ্রাদ্ধবাসরে। শোক প্রকাশ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে এ ছাড়া অনেক চিঠি এসেছে দেশের নানাস্থান থেকে। এদের মধ্যে অনেক কৃতবিদ্য এবং অধ্যাপক সেনের প্রাক্তন ছাত্রও রয়েছেন।

বেহালা হাসপাতাল আজ নতুন বাড়িতে আসছে

নিজস্ব প্রতিনিধি

বেহালা হাসপাতালটি রবিবার ১০ জানুয়ারি নবনির্মিত নিজস্ব ভবন ১৫১, ১৫৩ ডায়মনডহারবার রোডে স্থানান্তরিত হচ্ছে। ৩০ শয্যার ওই হাসপাতালটি ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া বহির্বিভাগে বহু রোগীর বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা করা হয়। খুব শীঘ্রই আরও ৩০টি শয্যা বাড়ানো হবে বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানান।

বর্ধমান সদর মহকুমায় পুনরায় ১৪৪ ধারা জারি

বর্ধমান, ৯ জানুয়ারি—বর্ধমান জেলার সদর মহকুমায় দু মাস ধরে ১৪৪ ধারা বলবৎ ছিল। গতকাল এই আদেশের মেয়াদ শেষ হয়। কয়েকটি সংশোধনসহ আজ থেকে এই আদেশ আবার বলবৎ করা হয়। —পি টি আই

নব কংগ্রেসের নির্বাচনী নীতিতে সি পি আইর নৈরাশ্য

রাজনৈতিক সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি—'বামপন্থী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ফ্রনট' গঠনে নব কংগ্রেস তেমন উৎসাহ না দেখানোয়, সি পি আই উদ্বিগ্ন হয়ে পরেছে। 'দক্ষিণপন্থী ফ্রনট ও এস এস পি'র সঙ্গে সংগ্রামের জন্য এই বামপন্থী গণতান্ত্রিক ফ্রনট গঠিত হবে বলে সি পি আই আশা করেছিল।

সি পি আই'র নেতৃবৃন্দ বলেন, 'নব কংগ্রেস নিজের দলকে শক্তিশালী করবার জন্য এবং লোকসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবার জন্য তার নির্বাচন সংক্রান্ত নীতিকে পরিচালনা করছে।

সি পি আই-র দলীয় মুখপত্র 'নিউ এজ'-এর বর্তমান সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে নেতৃবৃন্দের এই নৈরাশ্য ফুটে উঠেছে। এই প্রবন্ধে নব কংগ্রেসের সমালোচনাও আছে আবার নীতি পরিবর্তনের জন্য নব কংগ্রেসের নিকট আবেদনও আছে।

নব কংগ্রেসের মনোভাবের আলোচনা করে প্রবন্ধে বলা হয়েছে, 'একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই যে দেশের কল্যাণ করবে তার কোন গ্যারান্টি আছে?

পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে সি পি আই যে নীতির পোষকতা করে নব কংগ্রেস তার অনুসরণ করছেন। অন্যান্য অধিকাংশ রাজ্যেও স্থানীয় ভিত্তিতে নব কংগ্রেস-সি পি আইর বোঝাপড়া তেমন আশানুরূপভাবে এগোচ্ছে না।

শ্রীজগজীবন রামকে আরও কয়েকদিন বিশ্রাম গ্রহণের পরামর্শ

—নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি—প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামকে আরও কয়েকদিন বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর সত্বর আরোগ্য কামনা করে পত্র দিয়েছেন। উপরাষ্ট্রপতি শ্রী জি এস পাঠক, কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও কয়েকজন নব কংগ্রেস নেতা শ্রীজগজীবন রামের বাসভবনে গিয়ে তাঁর স্বাস্থ্যের সংবাদ নেন। জানা গিয়েছে যে, আজ তিনি অনেকটা ভাল আছেন। —ইউ এন আই

নতুন ছাত্র সংস্থা গঠিত

বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেসের চেয়ারম্যান শ্রীসুকুমার রায় শনিবার জানান যে, বাংলা কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন 'ছাত্র কল্যাণ পরিষদ'-এর অনেক সদস্য পরিষদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। এবং তাঁরা 'বঙ্গীয় ছাত্র সংস্থা' নামে নতুন এক সংগঠন গড়ে তুলেছেন। নতুন সংস্থার সভাপতি শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং সম্পাদক শ্রীদেবাশীষ মুখোপাধ্যায়।

শনিবার কলকাতায় এক সম্মেলনে এই সংস্থা গঠিত হয়।

জীবন বীমা শতবার্ষিকী স্মরণে বিশেষ ডাকটিকিট

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি—ভারতের জীবন বীমা শতবার্ষিকী স্মরণে ২০ পয়সা দামের একটি বিশেষ ডাকটিকিট ১১ জানুয়ারি সোমবার প্রকাশিত হবে। জীবনদীপকে দু হাত দিয়ে রক্ষা করার একটি প্রতীক এই টিকিটে মুদ্রিত থাকবে। —ইউ এন আই

আজ আকাশ পরিষ্কার থাকবে

আজ, রবিবার সকালে কলকাতায় খুব কুয়াশা হতে পারে। শনিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত পূর্ববর্তী ২৪ ঘণ্টায় শহরের সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ২৬.৭ ডিঃ সেঃ (৮০.০ ডিঃ ফাঃ) এবং ১৩.৪ ডিঃ সেঃ (৫৬.৩ ডিঃ ফাঃ)।

পরলোকে প্রিন্‌স সফদর জা

স্টাফ রিপোরটার

নবাব ওয়াজেদ আলি শা-এর শেষ জীবিত পৌত্র প্রিন্‌স সফদর জা শনিবার কলকাতায় তাঁর বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র এবং একটি কন্যা রেখে গিয়েছেন।

কাশ্মীর নির্বাচনে পাকিস্তানী হস্তক্ষেপ সম্ভাবনা
—মুখ্যমন্ত্রী সাদিক

বোমবাই, ৯ জানুয়ারি—কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জি এম সাদিক আজ এখানে বলেন, কাশ্মীরের আগামী নির্বাচনে পাকিস্তান বরাবরই রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। কখনও সরাসরি আক্রমণ করছে, কখনও গোপনে শান্তি-শৃংখলা ভঙ্গের ব্যবস্থা করছে।

রাজ্য সরকার এর বিরুদ্ধে কোন বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, রাজ্য সরকার সতর্ক আছেন এবং যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। অবস্থা আরও খারাপ না হলে বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। —ইউ এন আই

ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ

প্রথম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমের পর

করছেন। রাজ্যের বিশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে রাজ্যপালের রিপোরট পাওয়ার পর কেন্দ্র তার সিদ্ধান্ত নেবেন। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের খবরে প্রকাশ যে, রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচনের যে সুপারিশ মুখ্যমন্ত্রী করেছেন—তা রাজ্যপাল গ্রহণ করতে বাধ্য নন।

জনকংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপবিত্রমোহন প্রধান মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন।

উৎকল কংগ্রেস নেতা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের সংবাদ শোনার পর রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন। পরে তিনি বলেন, কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটলো। এখন জনগণ একটি শক্তিশালী ও স্থায়ী সরকার গঠনের সুযোগ পাবে।

পি এস পি-র শ্রীনিশামণি খুনতিয়া বলেন, রাজ্যপালের উচিত ছিল বিকল্প একটি সরকারের গঠনের সম্ভাবনাকে যাচাই করে দেখা।

কমিউনিসট নেতা শ্রীরামকৃষ্ণ পতি বলেন, এ হল জনগণের জয়।

পি এস পি নেতা শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দ্বিবেদী বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের ঘটনায় প্রমাণ হল তিনি বিধানসভার গরিষ্ঠের আস্থা হারিয়েছিলেন। সুতরাং সংখ্যালঘুর সমর্থনপুষ্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশ গ্রহণ করতে রাজ্যপাল বাধ্য নন। —পি টি আই

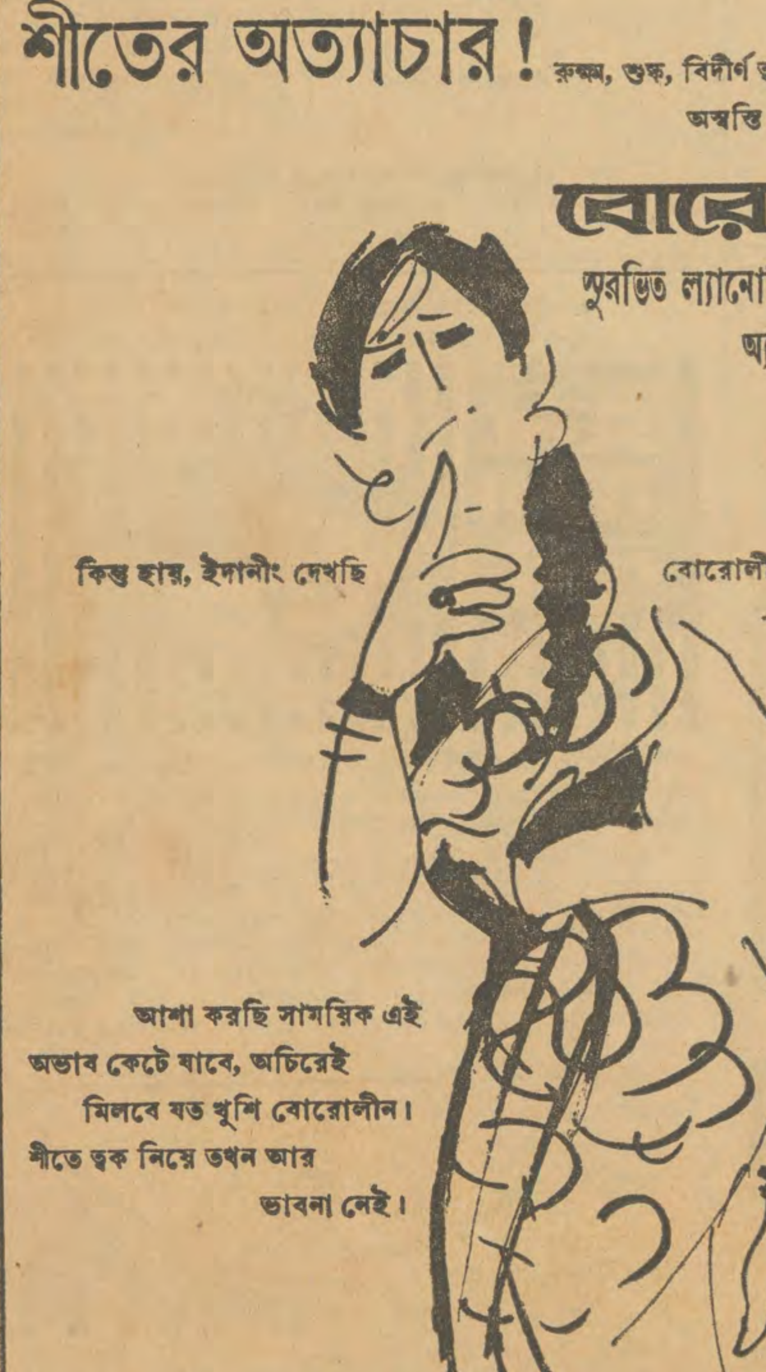

ট্যুরিস্ট ব্যুরোর ভ্রমন সূচী

বাসে

বিষ্ণুপুর-দীঘা	জানুয়ারী ২২—২৪ ফেব্রুয়ারী ১২—১৪	৬৯. টাকা
শান্তিনিকেতন-কেঁদুলি (জয়দেবের মেলা)	জানুয়ারী ১৪—১৫	৪০. টাকা
শান্তিনিকেতন-বক্রেশ্বর-মশানজোড়-তারাপীঠ	ফেব্রুয়ারী ৬—৮	৬৫ টাকা
মুর্শিদাবাদ	ফেব্রুয়ারী ১৩—১৪	৬৫ টাকা (খাওয়া সহ)
নবদ্বীপ-কালনা-ত্রিবেণী	জানুয়ারী ১৭ ফেব্রুয়ারী ২৮	২৭ টাকা (খাওয়া সহ)
জয়রামবাটী-কামারপুকুর	জানুয়ারী ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৪, ২১	২৫. টাকা (খাওয়া সহ)
ডায়মণ্ড হারবার	জানুয়ারী ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০, ২৮	১২. টাকা
কলস সমুদ্র সৈকতে (সুন্দরবন)—বাসে ও লঞ্চে	জানুয়ারী ২৩, ৩১ ফেব্রুয়ারী ৭, ২১	৪৩ টাকা (খাওয়া সহ

অন্য নির্দেশনা না থাকলে খাওয়ার খরচ আলাদা। সীমিত আসন সংখ্যা। অগ্রিম টিকিট দেওয়া হচ্ছে। আপনার আসন সংরক্ষণ করুন।

যোগাযোগ করুন ঃ ট্যুরিস্ট ব্যুরো, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৩/২ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ডালহৌসি স্কোয়ার) ঈস্ট, কলিকাতা-১
ফোন ঃ ২৩-৮২৭১ ● গ্রাম ঃ TRAVELTIPS

পশ্চিমবাঙলা ঃ ১৯৭১ সালের সচিত্র ক্যালেন্ডার প্রত্যেক ট্যুরিস্ট লজ এবং কলিকাতা ও দার্জিলিং ট্যুরিস্ট ব্যুরোতে বিক্রি হচ্ছে। দাম ঃ প্রতিটি টাঃ ২·৫০

অন্যান্য চিত্রগৃহে

অলকা ৬৭-২০২৭ আজ সকাল ১০টায়
THOSE DARING YOUNG MEN IN THEIR JAUNTY JALOPIES

নারায়ণী তাপনিয়ঃ ৫৩-৩৩৩৮ ১টা, ৫॥টা
মেরা নাম জোকার (২য় সপ্তাহ)

পার্বতী হাওড়া ৬৪-২৪২১ ১২৷, ৩৷, ৬টা
রূপসী (৫ম সপ্তাহ)

সুরশ্রী ৩৫-৩৮৩৬ ১২, ৩, ৬টা
পৃথিবী আমারে চায়

টকী শো হাউস ৫৫-২২৭০ ২৸, ৫৸, ৮॥
Uncle Tom's Cabin

শ্যামাশ্রী হাওড়া ৬৭-৩১৫০ ১২, ৩, ৬
SOUND OF MUSIC

রূপায়ন সিনেমা ৪৫-২৭৩৫ ২, ৫, ৮
পিতাপুত্র

শ্যামলী ৬৭-২০৫৮ ১, ৪, ৭টায়
উমঙ্গ

রমা বিরাটি ১৸, ৩৸, ৬৸
গীত (রঙীন)

যোগমায়া হাওড়া ৬৭-২১২০ ১॥ ৪ ৬॥
উত্তর ফাল্গুনী

জয়া ৫৭-৩৯৩৬ বাতায়নে ১ ও ৫-৩০
মেরা নাম জোকার (২য় সপ্তাহ)

রূপম ফোন: ৩৪-৪০৯৮ ১, ৪ ও ৭টায়
ওয়ারিশ

বিনোদিনী বাগুইআটি ১, ৪, ৭টা
ফুল এউর পাথর

পূর্বাশা ৪৬-২০০২ ১, ৪৷, ৭॥
জনী মেরা নাম

রাধাশ্রী (বাতায়িত) দমদম ৫৭-৩৩০৫ ১॥ ৪॥, ৭॥
গীত

জেম এয়ার কণ্ডিশণ্ড ২৪-৭৬১৬ ১০॥, ২, ৫॥, ৮৸
জনী মেরা নাম

অশোকা বেহালা ৪৫-৪০১২ ১২, ৩, ৬টা
সাহেব বিবি গোলাম

৫৮ম সঃ সর্বজনের মনের মত ছবি...
তপন সিংহের সাগিনা মাহাতো
দিলীপ · সায়রা · অনিল
শ্রেঃ—দিলীপ · সায়রা · অনিল
রিগাল প্রত্যহ ৩, ৬, ৮৸ মিলনী (খড়্গপুর)
বিচিত্রা (মালদা) · কমলা (পুরুলিয়া) · দেশবন্ধু (ঝরিয়া)

জয়শ্রী বরাহনগর ফোন: ৫৬-২২১৭
মাত্র এক সপ্তাহের জন্য
প্রত্যহ: ১॥, ৪॥ ও ৭॥
ROMEO JULIET
(টেকনিকলার - সিনেমাস্কোপ)

সম্মিলিত ৩৬ সপ্তাহ!
উত্তম · সাবিত্রী অভিনীত
নিশি পদ্ম (A)
পরিচালনা: অরবিন্দ মুখার্জি
সংগীত: নচিকেতা ঘোষ
শ্রী ● প্রাচী ● ইন্দিরা
১২, ৩, ৬ | ১॥, ৪॥, ৭ | ৩, ৬, ৯
বারুইপুর শো হাউস (৩য়) · কল্পনা (৩য়)
গোধূলি (২য়) · ছায়াবাণী (৩য়)
রবিবার সকাল ১০টায় প্রাচীতে রামকৃষ্ণ মিশন সারদা পীঠের সাহায্যার্থে "অভিযান"

রঙমহল ফোন: ৫৫-১৬১৯
আজ: ২॥ ও ৬টায়
বৃহঃ ও শনিঃ ৬টায়
মনোজ মিত্রের বাবারদলে
শ্রেঃ জহর রায়, হরিধন, অজিত চট্টো, মৃণাল, অমরনাথ, তুষার, মিন্টু, মানস, রত্না, ইন্দিরা সাধনা রায়চৌধুরী ও সরযূ দেবী

স্টার থিয়েটার
[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]
স্থাপিত: ১৮৮৩ ● ফোন: ৫৫-১১৩১
শর্মিলা
আজ: ২॥ ও ৬টায় ● বৃহঃ: ৬টায়

বিশ্বরূপা ফোন: ৫৫-৩২৬২ আজ ২॥ ও ৬টা শনি ২॥, ৬

শ্রেষ্ঠাংশে: জয়শ্রী, সবিতাব্রত, সত্য, কণিকা, তরুণ, গোবিন্দ, নিমু এবং শেখর ও অনুপ
বিঃ দ্রঃ প্রতি শনিবার ২॥টায় অতিরিক্ত শো

মুক্ত অঙ্গন ৪৬-৫২৭৭ 'শৌভনিক'
আজ ও আগামী শনি ও রবিবার সন্ধ্যা ৬/৩০টায়
মলাটের রঙ মুহূর্ত
[প্রাপ্তবয়স্ক দর্শকদের জন্য]

আজ সন্ধ্যা ৬টা
রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চ
'শতাব্দী'র প্রাসির নাটক
বল্লভপুরের রূপকথা
রচনা ও নির্দেশনা: বাদল সরকার
টিকিট: ১, থেকে ৫, ছাত্রছাত্রী ৫০ পঃ
সকাল ৯টা থেকে হলে

সম্মিলিত ২৩শ সপ্তাহ!
অগ্রদূত পরিচালিত তারাশঙ্করের মঞ্জরী অপেরা (A)
সংগীত · সুধীন দাশগুপ্ত
প্রত্যহ: উত্তরা—১২টা, ৩৷, ৬॥টা, উজ্জ্বলা — পূরবীতে: ২॥, ৫৸, ৯টা
উত্তরা: পূরবী: উজ্জ্বলা
রূপমন্দির (২য়) - চিত্রমন্দির (কৃষ্ণনগর) বর্গভীমা (মহিষাদল) - রূপশ্রী (জলপাইগুড়ি, ২য়) - গ্র্যান্ড (কটক)
পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী পূরবী-তে শেষ সপ্তাহ

আজ ৫২তম দিবস!
দক্ষযজ্ঞ
আলেয়া ২, ৫, ৮ পদ্মশ্রী
শৈলশ্রী ॥ শ্রীদুর্গা (চন্দননগর)
নৈহাটি সিনেমা ॥ মিলনী (২য়)
অরোরা (মেদিনীপুর)

৩৩শ সপ্তাহ!

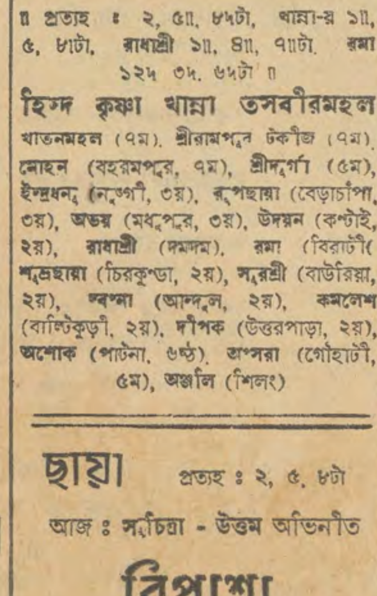

প্রত্যহ ৩, ৬, ৮-৪৫
মিনার · বিজলী · ছবিঘর
রূপমহল (২য়/বর্ধমান)
চিত্রভানু (২য়/দুর্গাপুর)
ছায়াবাণী (বারাসত)
রূপনারায়ণ (কোলাঘাট)
ও অন্যান্য চিত্রগৃহে

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ
বাংলা রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম
সমরেশ বসুর কাহিনী
সওদাগর
সঙ্গীত: নচিকেতা ঘোষ
আলো: তাপস সেন
শ্রেষ্ঠাংশে—?
(পরবর্তী বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করুন)

আজ সকাল ৭-৪৫ মিনিটে বিবিধ ভারতীর বিনাকা-রূপকথায় শুনুন লতা-মান্নার বন্দিনী রাজশ্রী প্রোডাকসন্স নিবেদিত ও শচীন দেববর্মণ সুরারোপিত জিন্দেগী ছবির গান
'আর, ডি, বি'র জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত

CLT
অবন মহল। ফোন: ৪৬-১২০০
১১ জানু সন্ধ্যা ৬টায় বিশেষ অনুষ্ঠান
ইলেকট্রিক বেহালায় রবীন্দ্র সংগীত
পরিবেশনায়: সলিল মিত্র ও
এপার বাংলা—ওপার বাংলা লোকসংগীত
পরিচালনা—শৈলেন মুখার্জি
রচনা—আনন্দ মুখার্জি
প্রযোজনা—বাণীচক্র
প্রবেশমূল্য: ২, ১,

৩য় সপ্তাহ!
● বেদনা-মধুর চিত্রকাব্য ●

প্রত্যহ ৩, ৬, ৮-৩০
রূপবাণী অরুণা ভারতী
নন্দন • জ্যোৎস্না • ছায়াবাণী
অরোরা • প্রামাণিক • কল্যাণী

১৫ই জানুয়ারী থেকে
রূপবাণী, অরুণা ও ভারতীতে
রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক বিজয়ী
সত্যজিৎ রায়ের
চারুলতা

৭ম সুরসমৃদ্ধ আনন্দ সপ্তাহ!
বিগত বৎসরের সর্বাধিক জনপ্রিয় চিত্র এ বৎসরও জনপ্রিয়তায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পথে ... চলেছে........

সোসাইটি: গ্রেস: ইন্টালী
২॥, ৫৸, ৮৸ | ২॥, ৫॥, ৮॥ | ২, ৫, ৮
অনুরাধা (গৌহাটি)

জনপ্রিয়তায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী
৭ম সপ্তাহ!
অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করেছে—
রামানন্দ সাগরের গীত
ইষ্টম্যানকলর
॥ প্রত্যহ: ২, ৫॥, ৮৸টা, খান্না-য় ১॥, ৫, ৮॥টা, রাধাশ্রী ১॥, ৪॥, ৭॥টা, রমা ১২৸ ৩৸, ৬৸টা ॥
হিন্দ কৃষ্ণা খান্না তসবীরমহল
খাতনমহল (৭ম), শ্রীরামপুর টকীজ (৭ম), মোহন (বহরমপুর, ৭ম), শ্রীদুর্গা (৫ম), ইন্দ্রধনু (নৈহাটী, ৩য়), রূপছায়া (বেড়াচাঁপা, ৩য়), অভয় (মধুপুর, ৩য়), উদয়ন (কণ্টাই, ২য়), রাধাশ্রী (দমদম), রমা (বিরাটী) শুভ্রছায়া (চিরকুণ্ডা, ২য়), সুরশ্রী (বাউরিয়া, ২য়), স্বপ্না (আন্দুল, ২য়), কমলেশ (বাল্টিকুড়ী, ২য়), দীপক (উত্তরপাড়া, ২য়), অশোক (পাটনা, ৬ষ্ঠ), অপ্সরা (গৌহাটী, ৫ম), অঞ্জলি (শিলং)

ছায়া প্রত্যহ: ২, ৫, ৮টা
আজ: সৌমিত্র - উত্তম অভিনীত
বিপাশা
কাল: বাঘিনী (সৌমিত্র - সন্ধ্যা)
মঙ্গল: শহরের ইতিকথা (উত্তম-মালা)

বিশেষ অনুরোধে আবার
ফিরপো হোটেল
আজ রবিবার সন্ধ্যা ৬টায় মিস্ ক্যালকাটা '৭০-এর উপস্থিতিতে ২০ জন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর নৃত্য, অর্কেস্ট্রা, বাংলা ও হিন্দী চিত্রের গান, গজল ও ফিরপোর পুরো ক্যাবারে। চা, স্ন্যাকসহ ১৫, টাকা। বুক করুন: ফিরপোজ, অজন্তা (এসপ্লাঃ)।

রঙ্গনা বিশ্বরূপার রাস্তায় সার্কুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)
নান্দীকার
আজ ২॥ ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
বৃহস্পতিবার ৬টায় তিনটি একাঙ্ক
পূর্বরাগ
নির্দেশনা: অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়
নীলিমা। নানা রঙের দিন
নির্দেশনা: অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৭ই জানুয়ারী, রবিবার সন্ধ্যা ৬টায়
রবীন্দ্র সদন
আয়োজিত এই প্রথম
সংবিবাদন (অর্কেস্ট্রা)
অনুষ্ঠান
পরিচালনায়
শ্রীতিমিরবরণ, শ্রীভাস্কর মিত্র
টিকিট: ১০, ৭, ৫, ৩, ২, ॥ ৪৪-৯৯৩৭
কাউন্টারে বেলা ১১টা—৭টা পর্যন্ত টিকিট পাওয়া যাচ্ছে

অঙ্গার
আজ ৩ ও ৬॥টায়
বৃহস্পতি ও শনি ৬॥টায়
মিনার্ভা থিয়েটার ৫৫-৪৪৮১

৭ম হৃদয়গ্রাহী সপ্তাহ!
সর্বাধিক মিষ্টিমধুর উপভোগ্য চিত্র

প্যারাডাইস: প্রিয়া: মিত্রা
২॥, ৫৸, ৯ | ২॥, ৫॥, ৮॥ | ২, ৫॥, ৮॥
সুর্বঘর - ঝংকার - মায়া
(আগরতলা) (শিলিগুড়ি) (আলিপুরদুয়ার)
আজ সঃ ১০॥ প্যারাডাইসে: শিকান্ত
বিঃ দ্রষ্টব্যঃ প্রতি দিন মধ্যাহ্ন প্রদর্শনী প্রিয়ায় — "নানহা ফরিস্তা"

* মুমতাজ ও স্মরণীয় দ্বৈত ভূমিকায় রাজেশ খান্না
সাচ্চা ঝুটা
(গেভাকলার)
কালিকা (২॥, ৫॥, ৮॥)
লক্ষ্মী (টিটাগড়) ও অন্যত্র

নানহা ফরিস্তা
প্রত্যহ দুপুরের শো
বেলা ১১-৩০টায়
o প্রিয়া o

বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম
আজ: নূতন সূচী
হিন্দি: বেলা ১০টা, ১২-৩০টা, ২টা ও রাত্রি ৮টা
বাংলা: বেলা ১১টা ও বিকাল ৫টা
ইংরেজি: বেলা ৩-৩০টা ও সন্ধ্যা ৬-৩০টা

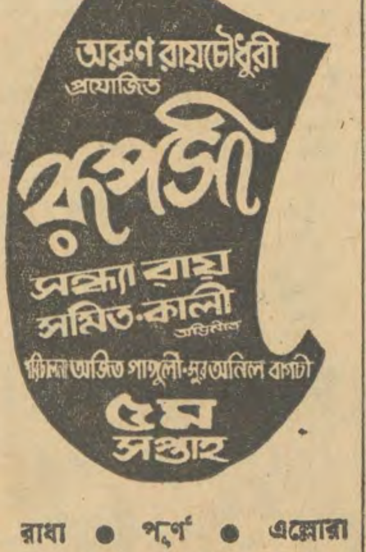

রাধা ● পূর্ণ ● এলোরা
(২॥, ৫৸, ৮॥) (২॥, ৫৸, ৮৸) (১, ৪, ৭)
পার্বতী (৫ম: ১২৷, ৩৷, ৬) ● উদয়ন (৫ম) মায়া (সালকিয়া-৩য়) ॥ কৈরী (৩য়) ॥ শ্রীগুরু (নবদ্বীপ-২য়) ॥ বাটা সিনেমা (২য়: ১২, ৩, ৬) ॥ শ্রীমা ॥ শ্রীলক্ষ্মী ॥ রূপছায়া (বেড়াচাঁপা) ॥ মিলনশ্রী (বিষ্ণুপুর) ॥
সকালে:
পূর্ণতে A Matter of Innocence (A)
=১৫ই থেকে=
পূরবী, পদ্মশ্রী, গৌরী,
জ্যোতি (চন্দননগর) ॥ ফাল্গুনী (বসিরহাট) মহুয়া (মেদিনীপুর)

২য় সংগীত সংহতি সম্মেলন

সুরেশ সংগীত সংসদ আয়োজিত
রবীন্দ্র সদন ॥ ২২—২৮ জানুয়ারী, ১৯৭১
অংশগ্রহণকারী রাজ্যসমূহ
গুজরাট, গোয়া, মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান
বিশেষ অধিবেশন—সর্বভারতীয়, দক্ষিণ ভারত, রবীন্দ্র ও পশ্চিম বঙ্গ

শিল্পিবৃন্দ (কণ্ঠ):—কৃষ্ণরাও শংকর পণ্ডিত, ভি আর পট্টবর্ধন, বড় মতিবাঈ, আমিনুদ্দিন ডাগর, জয়চাঁদ ভাট, চিন্ময় লাহিড়ী, কিশোরী আমনকর, মনোবর আলি, ফিরোজ দস্তুর, সংগমেশ্বর গুরব, অপর্ণা চক্রবর্তী, প্রসূন ব্যানার্জী, শান্তিদেব ঘোষ, কণিকা ব্যানার্জী, অশোকতরু ব্যানার্জী, নির্মলেন্দু চৌধুরী, ছবি ব্যানার্জী, শ্রুতি সিংহ ও "ছন্দম" সংগীত শিক্ষায়তন। (যন্ত্র):—নিখিল ব্যানার্জী, আমজাদ আলি, হালিম জাফর, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, পি ডি যোশী, রহমৎ আলি, রাধা নারায়ণ, নির্মল চক্রবর্তী। (নৃত্য):—কথক—প্রতাপ ও প্রিয়া পাওয়ার, ভরতনাট্যম—নির্মলা রামচন্দ্রন, গুজরাটী গরবা নৃত্য—রাজস্থানী লোকনৃত্য। সংগত:—লতিফ আমেদ, অনিল ভট্টাচার্য, রামজী মিশ্র, শ্যামল বসু, মহাদেব চক্রবর্তী, শংখ চ্যাটার্জী, সুধীর চ্যাটার্জী, গোবিন্দ বসু, গোপাল মিশ্র, লক্ষ্মণ খাঁ, বাচ্চালাল মিশ্র, মেহফুজ, সোহনলাল।

অনুসন্ধান অফিস:—১০/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিঃ ৯ ফোন ৩৪-৩৬০৮
টিকিট প্রাপ্তিস্থান: (১৪-১-৭১ থেকে পাওয়া যাবে) (১) ট্রেডার্স ব্যুরো (শ্যামবাজার: ৫৫-৩২০৬), (২) মেলডি (রাসবিহারী এ্যাভিনু: ৪৬-২৪৭৪), (৩) সোসাইটি সিনেমা (করপোরেশন প্লেস: ২৪-১০০২), (৪) ছন্দম (রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট: ৩৪-৩৬০৮), (৫) নবীন বম্বে ডাইং (হরিশ মুখার্জী রোড: ৪৭-৮৫১২)
সিজন টিকেট—৫০, ৩০, ও ২০,

রবীন্দ্রসদনে আজ সকাল ৯-৩০ মিঃ
রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুলগীতির
একক অনুষ্ঠান
অংশ গ্রহণে:—
অশোকতরু বন্দ্যো
ধীরেন বসু
রবীন্দ্র সদনে টিকিট।

মুক্ত অঙ্গন ১১ই জানুয়ারী সন্ধ্যা ৭টা
রূপকার নিবেদিত
রবীন্দ্রনাথের
অচলায়তন
নির্দেশনা—সবিতাব্রত দত্ত
— হলে টিকেট —

আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতা
বালিগঞ্জ ইয়াং মেনস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বার্ষিক দক্ষিণ কলকাতা আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতা আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।
রচনার বিষয়: 'কলকাতার প্রাণ-চঞ্চল রাজপথ।' প্রতিযোগীদের বয়স অনুযায়ী আবৃত্তির পাচটি বিভাগ। তিনটি বিভাগের জন্য রবীন্দ্রনাথের তিনটি কবিতা এই উদ্দেশ্যে চিহ্নিত। অন্য দুটি বিভাগের জন্য রয়েছে অন্নদাশঙ্কর রায় ও সুকুমার রায়ের কবিতা। প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যাবে এই ঠিকানায়: ২২৭-এ রাসবিহারী অ্যাভেনিউ, কলকাতা—১৯।

সংগীত প্রেম ও উজ্জ্বলতা
গুরু দত্ত ফিলমের
উমঙ্গ
প্রত্যহ ৩, ৬, ৯
৩য় সপ্তাহ রক্সি

ফেস্টিভ্যাল অফ ব্যালেজ
১৬ই জানুয়ারী — সন্ধ্যা ৬টায়
রবীন্দ্র সদনে
চাইকোভস্কির সোয়ান লেক
ব্যালে টু বাক
(ব্র্যাণ্ডেন বার্গ কনসার্টোস)
অ্যাডামের জিসেল
স্ট্র্যাভিনস্কির ফায়ার বার্ড
সোঁপার লে সিলফিডস
সেণ্টসেইনস-এর ডাইং সোয়ান
পিকক নৃত্য ও
এ ব্যালে টু রিমেম্বার
(রুমানিয়ান র‍্যাপসডি)
টিকিট: ১০, ৭, ৫, ৩, হলে পাওয়া যাচ্ছে (সকাল ১১টা—সন্ধ্যা ৭টা)
পরিবেশনে—এডুকেশন কর্নার

অভিনেতৃ সংঘ
প্রযোজিত - নতুন নাটক
ধরমবীর ভারতীর "অন্ধ যুগ"
হিন্দি থেকে অনুবাদ—প্রণতি বন্দ্যোঃ
(কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের শেষ দিনের সন্ধ্যা থেকে প্রভাসতীর্থে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু পর্যন্ত)
ভূমিকায়—অশোক মিত্র, লোকনাথ চন্দ্র, শৈলেন মুখোঃ, অজিত বন্দ্যোঃ, নীলিমা দাস, রমেশ মুখোঃ, নির্মল ঘোষ, সৌমিত্র চট্টোঃ, অনুপকুমার, শোভন লাহিড়ী, শিবেন বন্দ্যোঃ, জগৎ মিত্র, অসীম চক্রঃ, কানু বন্দ্যোঃ
মঞ্চ ও পোষাক—গণেশ মুখোঃ
আলো ও শব্দসংযোজনা—অজিত মিত্র
রূপসজ্জা—শক্তি সেন
নির্দেশনা—অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
রঙ্গনায়—২০শে জানুয়ারী বুধবার ৬টায় টিকিট পাওয়া যাচ্ছে (৫৫-৬৮৪৬)

ফটোগ্রাফী: রাধু কর্মকার
শব্দগ্রহণ: আলাউদ্দীন
মেট্রো — লোটাস — মেনকা
১-৩০, ৬-৩০ | ১, ৫-৩০ | ১-৩০, ৬
দর্পণা — গণেশ — ওরিয়েণ্ট
১-৩০, ৬ | ২-৩০, ৬-৪৫ | ১-১৫, ৫-৪৫
বঙ্গবাসী — পারিজাত — চম্পা
নারায়ণী — জয়া — চিত্রা
সুরজ — রঙ্গাক

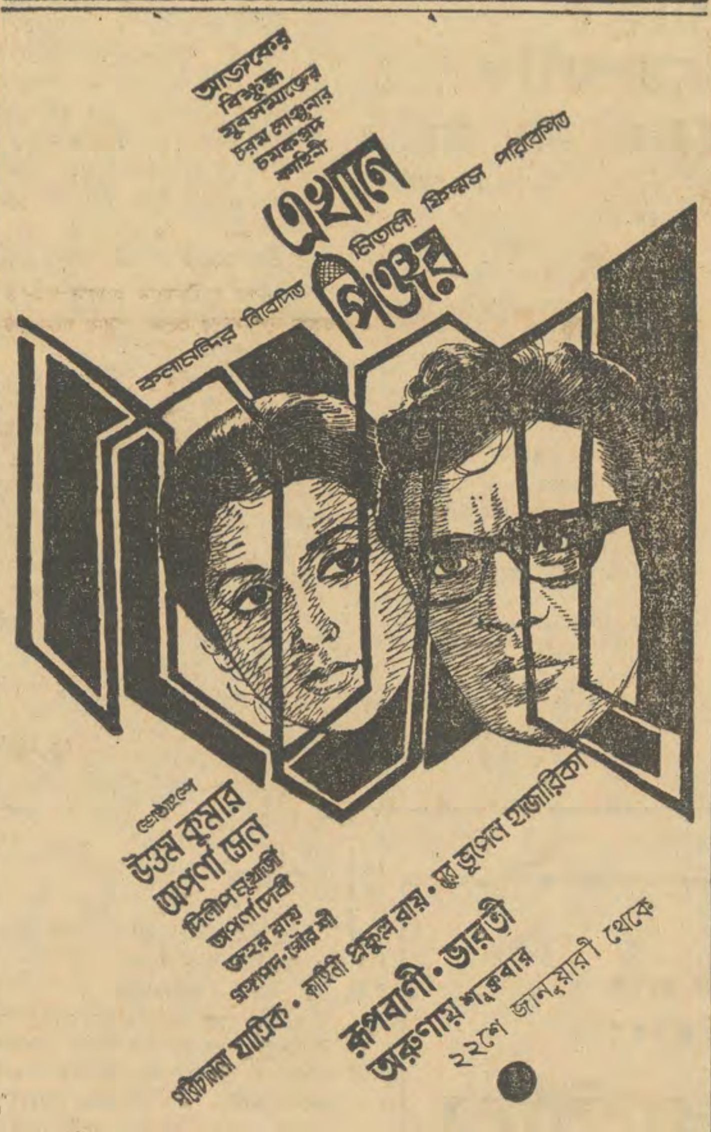

CLT
অবন মহল। ফোন: ৪৬-১২০০
আজ শেষ ২টি শো
সি এল টি-র নতুনতম পাপেট বই
আলাদীন
বেলা ৩টায় ও সন্ধ্যা ৬টা
ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল: ১২ই—১৬ই জান
প্রবেশপত্রের জন্য অফিসে খবর করুন

অপেরা প্রত্যহ ২-৩০, ৫-৪৫, ৯
ভেনাস পিকচার্সের
অনবদ্য অবদান
সূরজ
শ্রেঃ বৈজয়ন্তীমালা ও রাজেন্দ্রকুমার

নেতাজী জন্মোৎসব-১৯৭১
রবীন্দ্রসদন

নেতাজী ভবনের উন্নতিকল্পে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসূচী
বিশেষ আকর্ষণ—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ঐতিহাসিক তথ্যচিত্র

* শনিবার ২৩শে জানুয়ারী, সকাল ৯-৪৫ মিঃ
তথ্যচিত্র: NETAJI IN ACTION 1939–44,
এবং
সারা ভারতের লোকসংগীত ও নৃত্য — ক্যালকাটা ইয়ুথ কোয়ার।

* রবিবার, ২৪শে জানুয়ারী, সকাল ৯-৪৫ মিঃ
তথ্যচিত্র: NETAJI IN ACTION 1939–44
এবং
রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য— 'চণ্ডালিকা'
সুরমন্দির

* মঙ্গলবার, ২৬শে জানুয়ারী, সকাল ৯-৪৫ মিঃ
তথ্যচিত্র: NETAJI IN ACTION 1939–44
এবং
ঐতিহাসিক নাটক— 'সিরাজদৌল্লা'
— এম, জি, এণ্টারপ্রাইজ

টিকিট—২৫.০০ টাকা, ১০.০০ টাকা, ৫.০০ টাকা এবং ৩.০০ টাকা
প্রাপ্তিস্থান—নেতাজী ভবন, ৩৮/২ এলগিন রোড, কলিকাতা—২০ (৪৭-৩৭৪৫)
(৪৩৪২)

সাড়ম্বর...
শুভমুক্তি
১৫ই জানু শুক্রবার
বম্বে ও দিল্লিতে আগের সব রেকর্ড ভেঙে আসছে
হোমি ওয়াদিয়ার শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক চিত্র কলকাতায় এসে পড়ল.........

— একযোগে —
কৃষ্ণা (তাপনিয়ঃ) নিউ সিনেমা প্রিয়া (তাপনিয়ঃ)
মিত্রা — রূপালি — ছায়া — ইন্টালি — দীপ্তি
নবভারত — নবরূপম — ন্যাশনাল — কমল — অজন্তা — শিবানী
প্রফুল্ল — রাজকৃষ্ণ — চলচ্চিত্রম — কল্যাণী — লীলা — তটিনী — উদয়
১৪ জানুয়ারি থেকে অপ্সরা (গৌহাটি)
লক্ষ্য করুন: রক্সায় প্রত্যহ চারটি শো

প্রত্যেকের মুখে মুখে যে ছবির কথা
আনন্দোল্লাসের নবদিগন্ত ছড়িয়েছে যে ছবিতে

লাইটহাউস - জ্যোতি - মুনলাইট - জেম - বসুশ্রী
১০॥, ২, ৫॥, ও ৮॥ | ১০॥, ২, ৫॥ ও ৮৸ | ২, ৫॥ ও ৮৸ | ১০-৩০ ২, ৫-৩০ ও ৮-৪৫টায়
বীণা - পূর্ণশ্রী - পার্কশো - প্যারামাউণ্ট - ভবানী
১॥, ৫, ৮॥ | ২, ৫॥ ও ৮॥ | ১০॥, ২॥, ৫৸ ও ৯ | ২, ৫॥, ৮৸ | ২, ৫॥ ও ৮॥
পুষ্পশ্রী — মৃণালিনী — রিজেণ্ট — অলকা — শ্রীকৃষ্ণ (বালি)
১২, ৩-১৫, ৬-৩০ | ১, ৪-১৫, ৭-৩০ | ২-১৫, ৫-৩০, ৮-৩০ | ১, ৪-১৫, ৭-৩০ | ১, ৪, ৭
পি-সন — পূর্বাশা — শান্তি — নিশাত — বিভা — সন্ধ্যা — রজনী — রামকৃষ্ণ
স্বপ্না — বর্ধমান সিনেমা — চিত্রালয় — রূপকথা (মালদহ) — রূপালী (চুঁচড়া)
নিউ সিনেমা (আসানসোল) — গ্র্যাণ্ড (কটক) — উর্বশী (গৌহাটী)
বিজলী (গৌহাটী) ● রবি সকাল ১০টায় পূর্ণশ্রী ও ১০॥ প্যারামাউণ্ট 'জনি মেরা নাম'

আর মাত্র কয়েক দিন
রঞ্জিতমল কাঙ্কারিয়া নিবেদিত
উদয়শঙ্করের
অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি
ভারতে প্রথম
শঙ্করস্কোপ
একাদেমী অফ ফাইন আর্টস-এ
প্রত্যহ: ২ বার: ৩টা ও ৬টায়
সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত দু দিনের অগ্রিম টিকিট বিক্রয় হয়
টিকিট: ১৫, ১০, ৭, ৫, ৩ ও ২,

জাপানে যাদুসম্রাট পি সি সরকারের আকস্মিক পরলোকগমনে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত হইয়াছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।
— উদয়শংকর —
— রঞ্জিতমল কাঙ্কারিয়া —

শ্রী এস কে নানাবতী বোকারো স্টিল লিঃ-এর ডিরেক্টর নিযুক্ত

টাটা স্টিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীএস কে নানাবতী বোকারো স্টিল লিঃ-এর অন্যতম ডিরেক্টর নিযুক্ত হয়েছেন।

শ্রীনানাবতী যোদোগাওয়া রোল ফাউনড্রি, টাটা-রবিনস-ফ্রোর এবং ওয়েসট বোকোরা লিঃ-এরও চেয়ারম্যান।

ইউনিটের দর

বোমবাই, ৯ জানুয়ারি—আগামী সোমবার ইউনিটের বিক্রয় ও পুনঃক্রয়-মূল্য যথাক্রমে ১০৲ টাকা ৮৫ পয়সা এবং ১০৲ টাকা ৪৫ পয়সা বহাল থাকবে।

জলপাইগুড়ি সরকারী ইনজিনিয়ারিং কলেজের শেষ পরীক্ষা স্থগিত

নিজস্ব সংবাদদাতা

শিলিগুড়ি, ৯ জানুয়ারি—উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক শ্রী কে এম দাস জানিয়েছেন যে, জলপাইগুড়ি সরকারী ইনজিনিয়ারিং কলেজটি এখনও অধ্যক্ষ ছাড়াই চলছে। কলেজের পরিচালন ভারও কোন ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা হয়নি। এমতাবস্থায় কলেজের বি-ই ফাইনাল পরীক্ষা স্থগিত রাখা হচ্ছে। পুনরায় নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। ওই পরীক্ষা ১২ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল।

অন্যান্য ইনজিনিয়ারিং পরীক্ষার তারিখ পরে জানানো হবে।

পরলোকে শিল্পপতি শ্রীরমাপ্রসাদ কোলে

৭ জানুয়ারি বিখ্যাত শিল্পপতি শ্রীরমাপ্রসাদ কোলে ("পতু"বাবু) লণ্ডনের এক হাসপাতালে পরলোক গমন করেন। বয়স হইয়াছিল মাত্র ৪৮ বৎসর।

সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুখ্যাত (বাঁকুড়ার) কোলে পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্বরেন্দ্রনাথ কোলে তদানীন্তন কলকাতার একজন যশস্বী ব্যবসায়ী ছিলেন। হিন্দু স্কুলে শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি বিদ্যাসাগর কলেজে যোগদান করেন। ক্রমে তিনি ব্যবসায় জগতে প্রবেশ করে প্রথম জীবনে নফরচাঁদ কোলে জুট মিলে ডিরেকটর হিসাবে যোগদান করেন এবং মণ্ডল বারলি কোমপানির পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। পরে, ১৯৫৩ সালে তিনি কোলে বিসকুট কোমপানির প্রতিষ্ঠা করেন এবং মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ডিরেকটর-ইন-চারজ হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। সুরমাভ্যালি স' মিল, কোলে আয়রণ অ্যানড স্টীল কোং, কোলে প্রপারটিজ লিঃ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহের তিনি অন্যতম ডিরেক্টর রূপে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দেন।

মৃত্যুকালে বৃদ্ধা মাতা, পত্নী এক পুত্র, দুটি কন্যা এবং ছয় ভ্রাতাসহ অগণিত স্বজন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করে গিয়াছেন।

শেয়ার বাজারে কম লেনদেন

৯ জানুয়ারি—আজ কলকাতা শেয়ার বাজার খোলার সময় নরমভাব দেখা দেয়, কিন্তু বাজার বন্ধের মুখে অধিকাংশ শেয়ার আবার সামলে ওঠে। লেনদেন অবশ্য খুব কম হয়েছে।

বাজার খোলার ও বন্ধের দর নিচে দেওয়া গেল:—

ক্লিয়ারিং তালিকাভুক্ত

হাতে ডেলিভারি: বিড়লা জুট ২০।৪৫ ২০।৫০; ডানলপ ইনডিয়া ৩৬।৮০; গেসটকিন উইলিয়ম ২৭।৯০ ২৭।৮৫; হিন্দ মোটর ১৪।৬০ ১৪।৯০; ইনড অ্যালু: ৩৪।৬৫ ৩৪।৭০; ইনড কপার ৩।৯২ ৩।৯০; জয়পুর উদ্যোগ ৯।২০; জে কে কটন ১১।৩০ ১১।৩৫; ওরিয়েনট পেপার ৩৬।৯৫; ওড়িশা সিমেনট ১৮।৭০ ১৮।৮০; রোটাস ইনড ৬।৭৫ ৬।৮০; টেকসঃ মেসিঃ ১০।৭৫।

ক্লিয়ারিং তালিকা-বহির্ভূত

সরকারী ঋণপত্র: ৫১/২% পঃ বঃ (১৯৮০) ১০১৲; ৫১/২% পঃ বঃ (১৯৮২) ১০০।৩০।

আইন/আদালত

থানা ঘেরাও, পুলিশকে ঘুষি মারার দায়ে ১৭ জন তরুণী

থানা ঘেরাও, পুলিশ কর্মচারীদের চড়-ঘুষি মারা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও বে-আইনী সমাবেশের অভিযোগে শুক্রবার জোড়াবাগান পুলিশ ১৭ জন তরুণীকে গ্রেফতার করে। এঁদের মধ্যে ২ জন বিবাহিতা। আসামীদের প্রথমে পুলিশ জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। শনিবার অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিসট্রেটের আদালতে আসামীরা হাজির হয়েছিল।

অভিযোগ এই যে, শুক্রবার বিকেলে বিক্ষোভকারিণীরা জোড়াবাগান থানায় ঢুকে পড়ে এবং থানা ঘেরাও করে যাতায়াতে বাধা দেয়। এরপর তুমুল হট্টগোল বেধে যায়, পুলিশের উপর কিল, চড়, ঘুষি চলতে থাকে। অবশেষে তাদের গ্রেফতারের জন্য নারী পুলিশ ডাকা হয়।

বিক্ষোভকারিণীদের দাবি ছিল, আটক নকশাল ছেলেদের ছেড়ে দিতে হবে।

ম্যাজিসট্রেট আসামীদের ১০০ টাকা হিসাবে ব্যক্তিগত মুচলেকায় মুক্তি দিয়েছেন।

পৌরসভার শহর উন্নয়নের টাকা ব্যয়ে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ

স্টাফ রিপোরটার

পৌরসভার মাধ্যমে শহরের উন্নয়নমূলক কাজের টাকা পক্ষপাতমূলক ভাবে বিশেষ করে সি পি এম সদস্যদের এলাকায় ব্যয় করা হচ্ছে বলে শুক্রবার কংগ্রেস কাউনসিলারগণ সদলবলে মহাকরণে গিয়ে রাজ্যপালের মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষের কাছে অভিযোগ করেন।

তাঁরা বলেন, পৌরসভায় কংগ্রেসী প্রশাসনের আমলে যে পরিমাণ সরকারী সাহায্য পাওয়া গিয়েছে, এখন ফ্রন্ট আমলে তার চাইতে অনেক বেশি টাকা পাচ্ছে পৌরসভা। কিন্তু সি এম ডি এ যে কী পরিমাণ টাকা দিচ্ছে তার কোন খবর কংগ্রেস সদস্যারা জানতে পারছেন না। বস্তি উন্নয়নের টাকা বিশেষ ভাবে সি পি এম কাউনসিলারদের এলাকায় ব্যয় হচ্ছে বলে তাঁদের অভিযোগ। এছাড়া কিছু পৌর কর্মীর যাতায়াত ভাতা দেওয়া, ঋণ তহবিলে ভাঙা ইত্যাদি বে-আইনী কাজ এই পৌরসভায় হচ্ছে বলেও অভিযোগ করা হয়।

মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষ এবিষয়ে দৃষ্টি রাখার আশ্বাস দেন বলে প্রকাশ।

আসামে নব কংগ্রেসের এগারজন প্রার্থীর মনোনয়ন চূড়ান্ত

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি — নব কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সংসদীয় দল আজ আসাম রাজ্যের লোকসভার আসনগুলির জন্য ১১ জনের নাম চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করেছেন। কাছাড় ও মঙ্গলদই আসন দুটির প্রার্থী মনোনয়নের ভার প্রধানমন্ত্রীর উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

মস্কো থেকে প্রকাশিত

সোভিয়েত পত্র পত্রিকার গ্রাহক হউন ও বিনামূল্যে নানাবিধ উপহার গ্রহণ করুন

আপনি মস্কো থেকে প্রকাশিত পত্রিকার গ্রাহক হলে বিনামূল্যে এই উপহারগুলি পাবেন:

—যে কোন একটি পত্রিকার গ্রাহক হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি গ্রাহককে মস্কো থেকে প্রকাশিত বহুবর্ণরঞ্জিত আর্ট পেপারে মুদ্রিত একটি ১৯৭১ সালের ১৩ পৃষ্ঠার ক্যালেন্ডার (সাইজ ২০ ই × ১৩ ই) দেওয়া হবে।

—একই নামে যে কোন দুইটি পত্রিকার গ্রাহক হলে উপরোক্ত দুইটি ক্যালেন্ডার ও একটি সুদৃশ্য রাশিয়ান ডাকটিকিটের প্যাকেট।

—একই নামে যে কোন তিনটি পত্রিকার গ্রাহক হলে তিনটি ক্যালেন্ডার, একটি রাশিয়ান ডাকটিকিটের প্যাকেট ও একটি সুদৃশ্য ডায়েরী।

চাঁদার হার:

পত্রিকার নাম	বার্ষিক	ত্রিবার্ষিক
১। সোভিয়েত ইউনিয়ন (মাসিক) বাংলা, ইংরাজী, হিন্দী, উর্দু	৭.০০ টাকা	১৪.০০ টাকা
২। সোভিয়েত নারী (মাসিক) ইংরাজী, হিন্দী	৫.০০ টাকা	১০.০০ টাকা
৩। সোভিয়েত লিটারেচার (মাসিক)	৭.০০ টাকা	১৪.০০ টাকা
৪। কালচার অ্যান্ড লাইফ (মাসিক)	৭.০০ টাকা	১৪.০০ টাকা
৫। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স (মাসিক)	৭.০০ টাকা	১৪.০০ টাকা
৬। নিউ টাইমস (সাপ্তাহিক)	৬.০০ টাকা	১২.০০ টাকা
৭। সোভিয়েট ফিল্ম (মাসিক)	৮.০০ টাকা	১৬.০০ টাকা
৮। মস্কো নিউজ (সাপ্তাহিক)	৪.৫০ টাকা	৯.০০ টাকা
৯। স্পোর্টস ইন দি ইউ এস এস আর (মাসিক)	×	৮.০০ টাকা
১০। ট্রাভেল টু দি সোভিয়েত ইউনিয়ন (দ্বিমাসিক)	১২.০০ টাকা	২৪.০০ টাকা
১১। টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী অ্যান্ড ওয়ার্লড পীস (মাসিক)	×	৮.০০ টাকা
১২। সোভিয়েত মিলিটারী রিভিউ (মাসিক)	১৫.০০ টাকা	৩০.০০ টাকা
১৩। ফরেন ট্রেড (মাসিক)	৯০.০০ টাকা	২২৫.০০ টাকা
১৪। স্পুটনিক (মাসিক)	৩০.০০ টাকা	৬০.০০ টাকা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—গ্রাহক চাঁদা M O বা পোস্টাল অর্ডারে পাঠান বা সরাসরি আমাদের অফিসে জমা দিয়ে উপহারগুলি সংগ্রহ করুন। পত্রিকার নাম ইত্যাদি ও নিজের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা পাঠালে ডাকযোগে উপহারগুলি পাঠিয়ে V P P যোগেও গ্রাহক করা হয়। ডাক খরচ আমরা বহন করি। এই সুযোগ মাত্র ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ পর্যন্ত দেওয়া হবে।

গ্রাহকসংগ্রহকারীদের উচ্চ হারে কমিশন, ডায়েরী ও অন্যান্য উপহার দেওয়া হয়।

নিজে গ্রাহক হোন ● অন্যকে গ্রাহক করুন

: অনুমোদিত এজেন্ট :

বিংশ শতাব্দী

২২/এ শ্রীঅরবিন্দ সরণি (গ্রে স্ট্রীট), কলিকাতা-৫

ফোন ৫৫-২৭১১, ৫৫-৬৭২৭

(সি ৫৯১৫)

"সিন্ডকোর"

ভারত টাইগার

শ্রেষ্ঠ দেশলাই ব্যবহার করুন

পঃ বঙ্গের একমাত্র পরিবেশক:

সর্বমঙ্গলা ভাণ্ডার

৪৭, রাজা কাটরা, কলিকাতা-৭

(সি ৫৬৭১)

INSIST ON

ROUTH'S OVEN

Quality first, Quantity next

Satisfaction first, Price next

Routh Nabakumar: 33-5134

মেনটেনান্স ফিটার

কলিকাতার নিকটে একটি খ্যাতনামা মেসিন টুল ফ্যাক্টরির জন্য এই লাইনে অন্তত ৭/১০ বৎসরের অভিজ্ঞ মেনটেনান্স ফিটার আবশ্যক। উত্তমরূপে ওয়াকিবহাল এবং শপ-এর পুরা রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সকল দায়িত্ব লইতে সক্ষম ব্যক্তিগণ নিম্নতম প্রত্যাশিত বেতন উল্লেখে লিখুন। বক্স নং ৪০৮২ আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা-১। (এ)

হরিয়ানা স্টেট লটারিজ

২৫তম খেলা (২০-২-৭১)

(বিশেষ অর্ধ-সাপ্তাহিক খেলা সহ)

প্রথম পুরস্কার (১) ৩ লক্ষ টাকা

দ্বিতীয় পুরস্কার (১) ৫০,০০০৲ টাকা

তৃতীয় পুরস্কার (১০) প্রতিটি ১০,০০০৲ টাকা

চতুর্থ পুরস্কার (৩০) প্রতিটি ১০০০৲ টাকা

পঞ্চম পুরস্কার (৩০০০) প্রতিটি ৫০৲ টাকা; প্রতিটি ১০০০ বিক্রিত অথবা আংশিক বিক্রিত টিকেটের ব্লকের জন্য খেলা হইবে।

১৪ই জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে বিশেষ অর্ধ-সাপ্তাহিক খেলা, প্রতি খেলায় ৭,৫০০৲ টাকা পুরস্কার (১ম পুরস্কার ৫,০০০৲ টাকা, ২য় পুরস্কার ৫০০৲ টাকা, ৩য় পুরস্কার (৪০) প্রতিটি ৫০৲ টাকা)। বিক্রিত টিকেটের জন্যই পুরস্কার দেওয়া হইবে এবং এই টিকেট আবার ফাইনাল খেলাতেও চলিবে। প্রতি টিকেট ১৲ টাকা মাত্র।

এই লটারি প্রকল্পের এজেন্ট সেলার ও ক্রেতা, সকলের জন্যই সমান ব্যবহার

এজেন্ট

(১) ১০,০০০ পর্যন্ত টিকেটের জন্য ২৫% কমিশন এবং ১০,০০০ টিকেট অতিক্রম করিলে ২৬%।
(২) বিক্রিত টিকেট ৫০৲ টাকার উর্ধ্বে পুরস্কার পাইলে বিক্রেতা এজেন্ট উক্ত পরিমাণ টাকার ৭১/২% পাইবেন।
(৩) এজেন্ট নিজেই বিক্রেতা হইলে, বিজয়ী টিকেটের কাউন্টারফয়েল দাখিল করিলে প্রতি ৫০৲ টাকা পুরস্কারের জন্য ১০৲ টাকা বিশেষ বোনাস পাইবার অধিকারী হইবেন।
(৪) ১০,০০০ বা তাহার বেশি টিকেটের জন্য ডাক বা পাঠাইবার খরচ চার্জ করা হইবে না।

সেলার

(১) বিজয়ী টিকেটের কাউন্টারফয়েল দাখিল করিলে প্রতি ৫০৲ টাকার উর্ধ্বে পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতি টিকেটের জন্য সেলার পুরস্কারের অর্থের ২১/২% পাইবেন।
(২) বিজয়ী টিকেটের কাউন্টারফয়েল দাখিল করিলে প্রতি ৫০৲ টাকা পুরস্কারের জন্য সেলার ১০৲ টাকার বিশেষ বোনাস পাইবেন।

ক্রেতা

(১) প্রতি ১০০০ টিকেটের জন্য একটি পুরস্কার গ্যারান্টিযুক্ত। জয়লাভের সম্ভাবনা ১২ গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।
(২) বিজয়ী টিকেট উপস্থাপিত করিলে পুরস্কারের টাকা দ্রুত দেওয়া হয়।

জে আর ধিংড়া

ডিরেক্টর অফ লটারিজ-কাম-ডেপুটি সেক্রেটারি, ফিনান্স, হরিয়ানা

(টেলিফোন নং ২৬৩৫৭ এবং ২৮৯৬৫)

ভারতে আলোর জগতে উজ্জ্বলতম ক্ষণ:

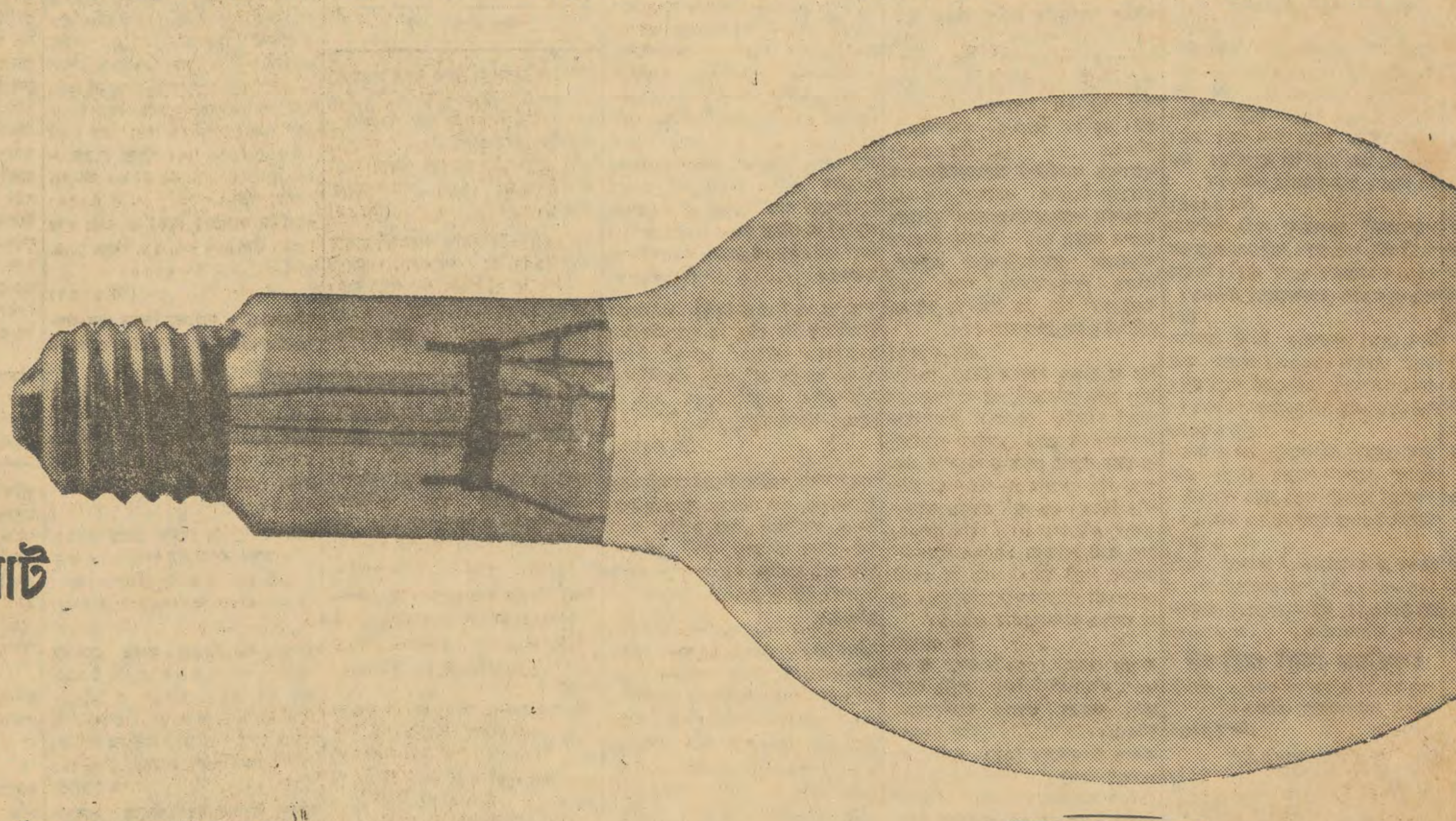

ফিলিপ্স বাজারে ছেড়েছে 'এচ.পি.এল.' ১০০০ ওয়াট ল্যাম্প

এবার পাবেন ফিলিপ্স'এর এচ.পি.এল. ১০০০ ওয়াট মার্কারী ভেপার ল্যাম্প। ইস্পাতের কারখানা, মোটর গাড়ি ও হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং'এর কারখানা, ট্রেনে বগি জোড়ার জায়গা, বিমান বন্দর, ডকইয়ার্ড, প্রভৃতি জায়গায় এই ল্যাম্প ব্যবহার করলে আপনি পাবেন আগের তুলনায় আরো বেশী ভালো আলো। খরচও হবে আরো কম।

খরচের সাশ্রয়

এচ.পি.এল.১০০০ ওয়াটের ল্যাম্প ব্যবহার করলে অল্প সংখ্যার পয়েন্ট লাগিয়ে আপনার প্রয়োজনমত আলো পাবেন, কারণ সব চেয়ে বেশী ভোল্টেজের দু'টি বা তারো বেশী সাধারণ এম.ভি. ল্যাম্পের জায়গায় মাত্র একটি এচ.পি.এল. ১০০০ ল্যাম্প ব্যবহার করলেই যথেষ্ট।

আরো বেশী ভালো আলো

ফিলিপ্স'এর এচ.পি.এল. ১০০০ ওয়াটের ল্যাম্প ছড়ায় ঝকঝকে পরিষ্কার ৫২,০০০ লুমেন্স আলো। এর আলোতে জিনিসপত্তরের রঙ ফুটে ওঠে। তাই আপনার কারখানার স্বচ্ছ পরিবেশে কাজকর্মও করা যায় আরামে।

চমৎকার সব ফিটিং

ফিলিপ্স তৈরী করে বিশেষ ধরনের ফিটিং। এগুলির সব অংশই কাজের আর দেখতে খুব সুন্দর। এই ফিটিং ব্যবহার করলে আপনার যতটুকু আলোর দরকার তাই পাবেন। অথচ এর আলোতে চোখ ধাঁধাবে না।

এখন ফিলিপস'এর 'এম.ভি.' ল্যাম্প পাচ্ছেন

এটি নিয়ে এখন রকমারি ফিলিপ্স এচ.পি.এল. ল্যাম্প পাবেন সব রকম কাজের জন্যে—৮০ থেকে ১০০০ ওয়াট পর্য্যন্ত।

ফিলিপ্স

ল্যাম্প আর আলোর সরঞ্জামের ক্ষেত্রে সবার আগে।

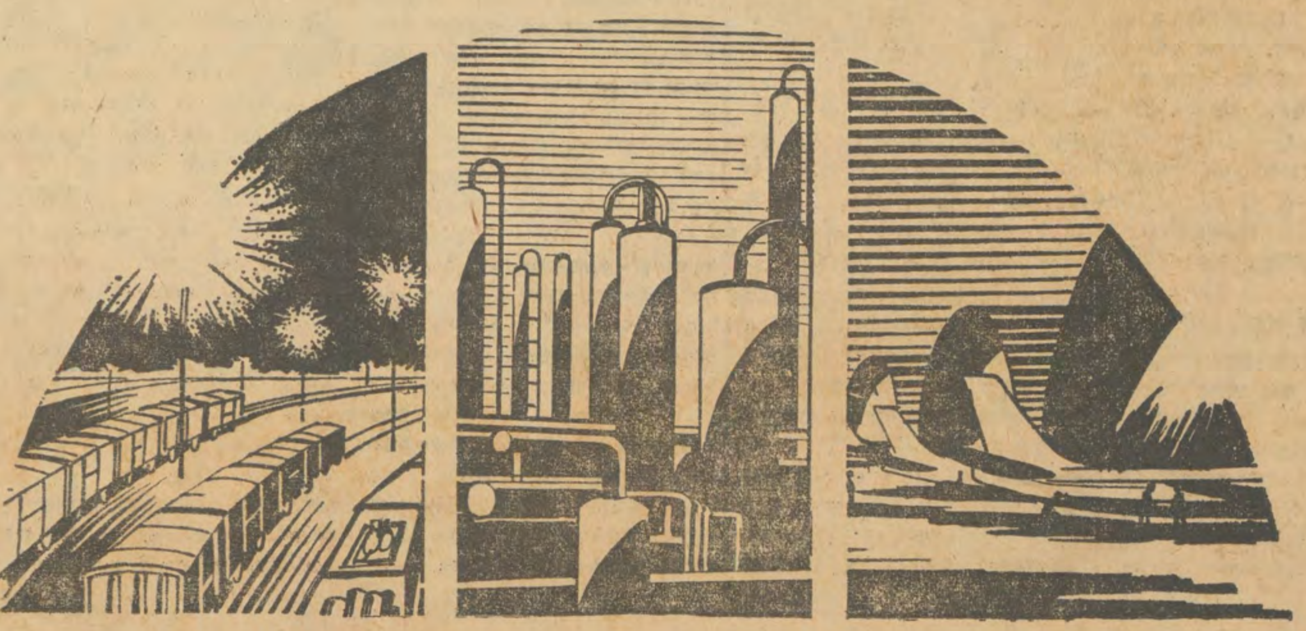

ফিলিপ্স ইণ্ডিয়া লিমিটেড

পাত্রী চাই

কলিকাতায় রেলওয়েতে স্থায়ী ইউ ডি ক্লার্ক পঃ বঃ ঘোষ (৩৩) স্নাতক পাত্রের জন্য কলিকাতায় চাকুরীরতা সুন্দরী শিক্ষয়িত্রী পাত্রী চাই। অনাদি গাঙ্গুলী, ১৭৩ মতিলাল নেহেরু রোড, কলি-২৯। (বিও ৪২০৬)

মাহিষ্য কেঃ নন-গেজেটেড অফিসার মাসিক ৪০০, বি এস-সি পাত্রের সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। অসবর্ণে চলিবে। বক্স নং ৪২৫৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ৪২০৫)

পরমাসুন্দরী মিষ্ট মুখশ্রীযুক্তা ব্রাহ্মণ পাত্রী (২৩-২৫) চাই। পাত্র কলিকাতায় বৃটিশ ফার্মে দায়িত্বপূর্ণপদে (অফিসার) কর্মরত (৭০০,)। পাত্র সুদীর্ঘ (৫'-১০"), সুদর্শন, স্লিম, রাঢ়ী কাশ্যপ। কলিকাতার নিকট বাড়ি বর্তমানে। বক্স নং ৪২৩৮, আনন্দবাজার কলি-১। (সি ৫৯৬৩)

নাথ/অসবর্ণা চাকুরীয়া পাত্রী চাই। পাত্র ম্যাট্রিক পাশ। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কর্মরত। দেখতে সুন্দর স্বাস্থ্যবান। বয়স ৩২ বৎসর। নিজস্ব বাড়ি আছে। বক্স নং ৪২৩৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯৫৯)

নিখুঁত মুখশ্রী প্রধান বিবেচ্য (চাকুরিয়াও) দাবি নাই। গাঙ্গুলী, আই এ ৩৫ চাকুরে ৪৫০,। বক্স নং ৪২৪১, আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ৪১১৯)

মাহিষ্য সুপুরুষ প্রধান শিক্ষক (৩০, এম-এ ইংরাজী) পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। অসবর্ণ চলিবে। বক্স নং ৪২০৬, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯২৮)

দাবিহীন সদ্‌গোপ (২৭), দক্ষিণ কলিকাতায় স্থায়ী উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষক (৪০০), বি এস-সি অনার্স (বোটানী)। ফর্সা, সুন্দরী মুখশ্রীযুক্তা প্রকৃত সুন্দরী (৫'-৩") ১·৬০ মিঃ, স্কুল ফাইনাল পাত্রী চান। অসবর্ণেও চলিবে। বক্স নং ৪১৯৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯২১)

বৈদ্য পাত্রী চাই

পাত্র (২৬) মোদগল্য, গভঃ স্পনসর্ড কলেজে স্থায়ী অধ্যাপক, বিশিষ্ট পরিবারভুক্ত। প্রকৃত সুন্দরী ও শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বক্স নং ৪১৩৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

সাহা পাত্রী চাই

পাত্র (৩০) রেলওয়ে চাকুরী (৪০০,)। চাকুরীয়া/শিক্ষিকা বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৪০৯৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬৫৩)

নমঃশূদ্র/অসবর্ণ পাত্রী চাই

পাত্র (২৯) ঢাকার কেঃ সরকারের চাকুরীরত (ক্লার্ক) ও বি-এ পার্ট ওয়ান পড়ে। চাকুরীরতা/এস-এফ পাত্রী চাই। দাবী নাই। বক্স নং ৪০৭৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬৪০)

পাত্র পূঃ বঃ কায়স্থ, শাণ্ডিল্য, শ্রীরামপুরে নিজ বাড়ী, পঃ বঃ সরকারের স্থায়ী সাব-এসিঃ ইঞ্জিনীয়ার (৪৫০,), সুশ্রী, গৌরবর্ণা, কমপক্ষে স্কুল ফাইনাল পাত্রী চাই। ফাল্গুনেই বিবাহ। বক্স নং ৪০১৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮২৭)

ঢাকা বিক্রমপুর সম্ভ্রান্ত মিত্র (৩১) স্বাস্থ্যবান সুদর্শন বিখ্যাত ইঞ্জিঃ ফার্মে কর্মরত। (সিভিল ইঞ্জিঃ ডিপ্লোমা—৫০০,) সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী অন্যূন প্রি-ইউ পাত্রী আবশ্যক। বক্স নং ৪০২২ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৫৮৩০)

পূর্ববঙ্গীয় শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারের ইঞ্জিনিয়ার (১৫০০,) ৩২-৩৩ (৫'—৩½") ১·৬২ মিঃ। সুন্দরী গৌরাঙ্গী বি-এ পাত্রী চাই। বক্স নং ৪০১৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮২৫)

সুপ্রতিষ্ঠিত কৃষ্টিবান স্নাতকোত্তীর্ণ দীর্ঘদেহী পূঃ বঃ বৈদ্য পাত্রের (৩১) জন্য সুরুচিসম্পন্না সুন্দরী শিক্ষিতা বৈদ্য পাত্রী চাই। বক্স নং ৪০২৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৩৩)

পূর্ববঙ্গীয় মুখার্জী ম্যাট্রিক আই-টি-আই পাশ রেলওয়ে চাকুরে (৩০০,) সম্ভ্রান্ত পিতার পুত্রের (২৮) জন্য প্রকৃত ফর্সা লম্বা ম্যাট্রিকমান অনধিক (২০) পাত্রী চাই। বক্স নং ৪০২৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৩৭)

সুন্দরী শিক্ষিতা মাহিষ্য পাত্রী চাই। পাত্র (২৯) আই এস-সি রেলে স্থায়ী চাকুরে (৪০০,) বক্স নং ৪০৩২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৪০)

পূর্ববঙ্গের (নোয়াখালির) সম্ভ্রান্ত কায়স্থ (কাশ্যপ গোত্র) কেঃ সঃ স্থায়ী চাকুরে ৪০০, (বি কম দেবে) ২৮ পাত্রের ফর্সা সুশ্রী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বক্স নং ৪০৪১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৫০)

পূঃ বঃ কায়স্থ স্বরূপ শিক্ষিত টেকনিক্যাল চাকুরে (৩৫০,) পাত্রের জন্য যে কোন বংশের সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী পাত্রী চাই। বক্স নং ৪০৪৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৫২)

পাত্র বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কাশ্যপ গোত্র (২৭) ব্যবসায়ী স্বাস্থ্যবান নিজস্ব বাড়ী সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী ভদ্রবংশীয় পাত্রী চাই। বক্স নং ৪০৪৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৫৪)

সুদর্শনা গৌরবর্ণা স্লিম গ্র্যাজুয়েট দীর্ঘাঙ্গী ইংরেজী বাক্যালাপে অভ্যস্তা। পাত্র (৩০) রাঢ়ী শাণ্ডিল্য ইঞ্জিনীয়ার ইণ্ডিয়ান নেভীর লেফটেন্যান্ট মাসিক ১১৫০,। পারমেনেন্ট, ডাঙ্গায় কর্মরত। প্রাতে/অপরাহ্নে ফটোসহ যোগাযোগ। অমিয় চক্রবর্তী, ৬/১, বৃন্দাবন মল্লিক লেন। কলিকাতা-৯। (সি ৫৮৫৫)

পঃ বঃ সঃ চাকুরে (৪৫০,) এম-এ মাহিষ্য পাত্রের (২৮) ৫'—৫" ১·৬৫ মিঃ জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। ফটোসহ লিখুন। নরেন্দ্রনাথ দাস। দেশবন্ধু পল্লী নৈহাটী, ২৪-পরগণা। (সি ৫৮৫৮)

স্বর্ণকার পাত্রী চাই

পশ্চিমবঙ্গীয় কেন্দ্রীয় সরকারী ৫০০, মাহিনার পাত্রের জন্য প্রকৃত সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বক্স নং ৪২০৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯২৬)

ইন্জিনীয়ার ক্লাস ওয়ান অফিসার একমাত্র সন্তান জন্যে অনূর্ধ্ব ২০ বৎসর শিক্ষিতা সুন্দরী অবাৎস্য পাত্রী চাই। বক্স নং ২১২১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯৪৫)

পাত্রী চাই

মাহিষ্য পাত্রী চাই

পাত্র (২৭) এম এ পাঠরত কেঃ সঃ প্রতিরক্ষা বিভাগে স্থায়ী ক্লার্ক; (৪৫০,) স্বাস্থ্যবান, উচ্চতা ৫'-৭"; "দমদমে" নিজস্ব দ্বিতল বাড়ী-জমি-বাগান-পুকুর। সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী আবশ্যক। কলিকাতায় শিক্ষয়িত্রী/চাকুরীরতা পাত্রী অগ্রগণ্যা। ফাল্গুনে বিবাহ। বক্স নং ৩৭৯২, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬২৮)

তাম্বুলী সুশ্রী গৌরী পাত্রী চাই

পাত্র ২৭ (নন্-ম্যা) গৌর, সহরে বাড়ী, ব্যবসা, দাবী নাই। বক্স নং ৩৭৬৬ আনন্দবাজার, কলি-১।

নাথ/উঃ অসবর্ণ পাত্রী চাই

স্বাস্থ্যবান (২৮) নন্‌ম্যাট্রিক ব্যবসায়ী (১০০০,) পাত্রের ফর্সা, সুন্দরী, পাত্রী চাই। বক্স নং ৩৭৪০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬১০)

বৈদ্য পাত্রী চাই

স্কুল ফাইনাল (২৬) নিজ ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য শিক্ষিতা সুন্দরী পূর্ববঙ্গীয় অকাশ্যপ সম্ভ্রান্তবংশীয় পাত্রী চাই। শ্রীমনোজকান্ত গুপ্ত, ঠিকানা—দেশবন্ধুনগর, বাগুইআটি, কলিকাতা-৫৯। (সি ৫৬২১)

অবাৎস্য ব্রাহ্মণ চাকুরিরতা গ্র্যাজুয়েট পাত্রী চাই। পাত্র স্নাতকোত্তর সওদাগরী প্রতিষ্ঠানে অফিসার (৫০০,) সাক্ষাৎ সন্ধ্যা ৭টায়। বিমল বাগচী, ১১১/সি, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, ঢাকুরিয়া। (সি ৫৮১৫)

রাজ্য সরকারের ইউ ডি এ (৪৫০,) বি-কম মান ফর্সা বৈদ্য পাত্রের (৩৫) জন্য পূর্ববঙ্গীয় উপযুক্ত পাত্রী চাই। চাকুরিয়াও চলিবে। বক্স নং ৩৯৬৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬০০)

ময়মনসিংহের সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ঘৃতকৌশিক ২৬ শিলং স্টেট ব্যাংকে স্থায়ী চাকুরে। রুচিশীল পরিবারের সুশ্রী শিক্ষিতা ২১ অনূর্ধ্বা। বক্স নং ৩৯৬৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৯৮)

কেঃ সরকারী চাকুরিয়া (৬০০,) কায়স্থ ঘোষ (৩২) পাত্রের জন্য শিক্ষিতা সুশ্রী ফর্সা দীর্ঘাঙ্গী পঃ বঃ পাত্রী চাই। বক্স নং ৩৯৫৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৮৮)

কুমিল্লার সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বি-এ পার্ট-ওয়ান পাঠরতা (২১) পাত্রীর ১·৫৫ মিঃ জন্য শিক্ষিত উপার্জনক্ষম পাত্র চাই। বক্স নং ৩৯৭০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮০৩)

পূঃ বঃ কায়স্থ সুদর্শন স্বাস্থ্যবান ৩৩ (১·৭৭ মিঃ) স্কুঃ ফাঃ ও টেকনিক্যাল দুর্গাপুরে কেন্দ্রীয় ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থায় কর্মরত (৩৫০,) পাত্রের জন্য ফর্সা সুশ্রী দীর্ঘাঙ্গী পাত্রী চাই। কোন দাবী নাই। বক্স নং ৩৯৫১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৮৪)

সংস্কারমুক্ত, সুদর্শন, বি কম পড়া চাকুরিয়া (৪২৫,) পূর্ববঙ্গের বৈদ্য পাত্রের (৩০) জন্য সুন্দরী গৃহস্থী পাত্রী চাই। বক্স নং ৩৯৪৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৭৮)

পাত্র (ঘোষ) কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী (৫৫০,), ৫' ১০½" (১·৭৮ মিঃ) বয়স—৩০। প্রকৃত গৌরবর্ণা, সুশ্রী, শিক্ষিতা, দীর্ঘাঙ্গী পাত্রী চাই। বক্স নং ৩৯৪২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৭৫)

পাত্র (২৯) সুদর্শন চট্টগ্রামের সম্ভ্রান্ত গুহ (কাশ্যপ) বংশীয় বি এসসি ইলেকট্রনিকস এঞ্জিনীয়ারিংএ গ্র্যাজুয়েট (লণ্ডন)। এখন লণ্ডনে উচ্চ বেতনের চাকুরে। ফর্সা দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী স্মার্ট অন্ততঃ গ্র্যাজুয়েট পাত্রী চাই। বক্স নং ৩৯৪১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৭৪)

সুবর্ণবণিক পাত্রদ্বয়। প্রথম বি এ পাঠরত ৩৪, চাকুরীয়া, দ্বিতীয় বি কম ৩২, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে চাকুরীরত উভয়েই লম্বা স্বাস্থ্যবান নিজ বাটী। সুশ্রী শিক্ষিতা পশ্চিমবঙ্গীয় সুবর্ণবণিক পাত্রী চাই। প্রথমটির জন্য চাকুরীয়া বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৩৯৩২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৬৫)

স্বাস্থ্যবতী, নম্রস্বভাবা, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই, পাত্র রাঢ়ী, শাণ্ডিল্য অধ্যাপক (৩০) কলিকাতার পার্শ্বে বাড়ী। লিখুন বক্স নং ৩৯১৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (এ)

বৈদ্য (২৫) ধন্বন্তরি বি ই জার্মান ফার্মে কর্মরত (১০০০,) পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, গ্র্যাজুয়েট পাত্রী চাই। বক্স নং ৩৯২১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৫৪)

ক্লাশ ওয়ান অফিসার, এম এ বঙ্গজ কায়স্থ সুদর্শন পাত্রের (৪৩) জন্য দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী পাত্রী চাই। দাবি নাই। বক্স নং ৩৮৮৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৪১)

মোদক / মধুমোদক / অসবর্ণ পাত্রী (২৫—৩০) চাই। পাত্র গ্রাজুয়েট কেঃ সঃ চাঃ (৬০০,)। বক্স নং ৩৮৯০, আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৫৭৪৬)

চাকুরীরতা তিলী পাত্রী চাই

পাত্র ২৯ বি এ, কেঃ সঃ ৩০০,। বক্স নং ৩৮৯৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৩৪)

কর্মকার পাত্রী চাই

সুন্দরী শিক্ষিতা। পাত্র (২৫) বি এ কেঃ সঃ ইউঃ ডি ১·৬৩ মিঃ কলিকাতা নিজস্ব বাড়ী। বক্স নং ৩৮৯১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৪৭)

ডাক্তার বা পাঠরতা পাত্রী চাই

মুখার্জি (২৯) এম এস, সঃ চাকুরে, সুপুরুষ, সম্ভ্রান্ত সুন্দরী ২২/২৩ পাত্রী চাই। বক্স নং ৩৮৯৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৩৭)

মাহিষ্য পাত্রী চাই

পাত্র (২৬) সুন্দর স্বাস্থ্যবান ১·৬৩ মিঃ বি ই, শিবপুর, এম-এস (ইউ-এস-এ) এবং বর্তমানে আমেরিকায় কর্মরত (৬৫০০,) পি-এইচ-ডি পঠনে ইচ্ছুক, পিতা সম্ভ্রান্তবংশীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। কলিকাতার সন্নিকটে পাত্রের নিজস্ব বাড়ী ও গাড়ী। প্রকৃত সুন্দরী, ন্যূনপক্ষে গ্র্যাজুয়েট (২১ মধ্যে) পঃ বঃ মাহিষ্য পাত্রী না হইলে পত্রালাপ নিষ্প্রয়োজন। বক্স নং ৩৯২৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৫৭)

পাত্রী চাই

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ (৩৫) রেলে ফোরম্যান (৬৫০) পাত্রের সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী (২৫—২৯) পাত্রী চাই। মাঘেই বিবাহ। বক্স নং ৩৮৩৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭০৮)

পঃ বঃ সূত্রধর ফর্সা সুশ্রী ১৮।১৯ পাত্রী চাই। পাত্র নন্-ম্যাট্রিক বয়স ২৭ কলিকাতায় বাড়ী ও ব্যবসা আছে। বক্স নং ৩৮৩৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭১১)

পূঃ বঃ টাঙ্গাইল কায়স্থ বি-এ ২৮ কেন্দ্রীয় সরকারী চাকুরে পাত্রের জন্য শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বক্স নং ৩৮৩৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭১৩)

পঃ বঃ দঃ রাঃ কায়স্থ দত্ত মৌদগল্য ৩০ সুদর্শন স্বাস্থ্যবান গ্রাজুয়েট। বিশিষ্ট বিদেশী ফার্মে দায়িত্বপূর্ণ পদে কর্মরত। হাওড়ায় নিজস্ব বাড়ী। সম্ভ্রান্ত পরিবারের শিক্ষিতা, সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী ও স্বাস্থ্যবতী পাত্রী কাম্য। বক্স নং ৩৮৬৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৩৩)

জার্মানিতে চাকুরীরত সুবর্ণবণিক ইঞ্জিনিয়ার ডক্টরেট পাত্রের জন্য ফর্সা সুন্দরী শিক্ষিতা স্ব বা অসবর্ণ পাত্রী চাই। বক্স নং ৩৮৬৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৩৫)

চট্টগ্রামের কায়স্থ গ্র্যাজুয়েট ব্যবসায়ী পাত্রের সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। উচ্চতা ও বিশদ বিবরণসহ লিখুন। বক্স নং ৩৮২৭ আনন্দবাজার কলি-১। (সি ৫৭০১)

পূঃ বঃ (বিক্রমপুর) কায়স্থ বিশিষ্ট ফার্মের ল অফিসার (৫'-৪") স্থায়ী চাকুরে পাত্রের জন্য শিক্ষিতা সুন্দরী অনূর্ধ্বে ২০।২২ পাত্রী চাই। বক্স নং ৩৮৬০ আনন্দবাজার কলি-১। (সি ৫৭২৬)

দাবীহীন হুগলীজেলাবাসী ব্যানার্জী বি এ, ডিপলিব, কেরানী। শিক্ষিতা/চাকুরীরতা চাই। বক্স নং ৩৮৫৬, আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৫৭২৩)

রিজার্ভ ব্যাংকে চাকুরে (৪৭৫,) প্রি-ইউ তিলি পাত্রের (২৮ বঃ) জন্য অন্তত এস এফ সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী পাত্রী চাই। বক্স নং ৩৮৬৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৩২)

পূঃ বঃ বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রাজুয়েট (২৯) বিদেশী ফার্মে চাকুরীরত (৬০০,) পাত্রের জন্য হাঃ সেঃ/গ্রাজুয়েট, ফর্সা, সুন্দরী, অভরদ্বাজ পাত্রী চাই। মাঘে/ফাল্গুনে বিবাহ। রাঢ়ীতেও চলিবে। বক্স নং ৩৮৬৩ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৫৭২৯)

দঃ রাঢ়ী বোস যশোর ৩৫ ম্যাট্রিক বিদেশী ফারমে কলিকাতায় টেকনিক্যাল ৮২৫, স্কুঃ ফাঃ পাস, সুশ্রী, ঘোষ, মিত্র পাত্রী চাই। বক্স নং ৩৮৫২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭১৯)

পঃ বঙ্গ কায়স্থ স্টেট ব্যাংকে অফিসার (বেতন ১০০০,) পাত্রের (৩২) বালীগঞ্জে নিজ বাড়ী, জন্য কৃষ্টিবান পরিবারের প্রকৃত সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। পরিবার এবং পাত্রীর পূর্ণ বিবরণ সহ লিখুন। বক্স নং ৩৮২৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭০২)

এস্ এফ শিক্ষক ২৯, ধন্বন্তরি ভিন্ন বৈদ্য পূঃ বঃ পাত্রী চাই। বক্স নং ৩৮২৬ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৫৫০০)

পাত্র মুখার্জী (৩৭) পঃ বঃ বি-এ মান স্বয়ংস্বাধীন সওদাগরী অফিসে চাকুরীরত ৭০০,। পাত্রী প্রকৃত সুন্দরী শিক্ষিতা ও দীর্ঘাঙ্গিনী বাঞ্ছনীয়। পাত্রী নিজেও যোগাযোগ করিতে পারেন। বর্ণবৈষম্য বা দাবী নাই। বক্স নং ৩৮১৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৪৯৬)

পাত্র পশ্চিমবঙ্গীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, আই-কম মান ৩২ শাণ্ডিল্য (৫'-৯") ১·৭৫ মিঃ ৩৫০,, জামসেদপুরে কর্মরত নিজবাটী। সুশ্রী, ফর্সা, এস এফ/হাঃ সেঃ পাশ ২২।২৪ সম্ভ্রান্তবংশীয় পাত্রী চাই। বক্স নং ৩৮১৫ আনন্দবাজার কলি-১। (সি ৫৪৯৫)

দুর্গাপুর গভর্ণমেণ্ট আণ্ডারটেকিংএতে চার্জম্যান হিসাবে কার্যরত, ৫০০,, প্রিয়দর্শন স্বাস্থ্যবান গৌরবর্ণ কুমিল্লার কায়স্থ পাত্রের জন্য শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের গৃহকর্মনিপুণা সুন্দরী, অন্তত স্কুল-ফাইনাল পাশ পাত্রী আবশ্যক। ডি সি রায়, বি ৬৪ নং প্রাইভেট রোড, কলিকাতা-২৮। (সি ৫৭৩৯)

পূঃ বঃ ব্রাহ্মণ, বাৎস্য (২৯), (১·৬৮ মিঃ) ডবল গ্র্যাজুয়েট, পঃ বঃ সরকারের স্থায়ী চাকুরি (৩৫০,) কলিকাতায় নিজস্ব বাড়ী, ছোট মধ্যবিত্ত পরিবার; যে কোন বঙ্গের প্রকৃত ফর্সা, সুশ্রী, কমপক্ষে স্কুঃ ফাঃ/হাঃ সেঃ পাত্রী চাই। শীঘ্র বিবাহ। বক্স নং ৩৮৭১ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৫৭৩৭)

বৈদ্য সুশ্রী শিক্ষিতা ২৪/২৫ গৃহকর্মে-নিপুণা পাত্রী চাই। পাত্র বি এস-সি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সুপ্রতিষ্ঠিত। বক্স নং ৩৭৯৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৪৮০)

দঃ রাঃ ঘোষ (৩৫) বি কম, সঃ চাঃ ৪৫০, দীর্ঘাঙ্গী শিক্ষিত, সুশ্রী পাত্রী চাই। বক্স নং ৩৮০০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৪৮১)

কায়স্থ অধ্যাপকের (৩২) জন্য প্রকৃত সুন্দরী গ্রাজুয়েট বা তদূর্ধ্ব পাত্রী (১·৫৭ মিঃ মধ্যে) চাই। শিক্ষয়িত্রী অগ্রগন্য। বক্স নং ৩৭৯৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬২৯)

পঃ বঃ দঃ রাঃ কায়স্থ বাঙ্গলার বাহিরে গভঃ সংস্থায় পদস্থ অফিসার, হাওড়ায় নিজস্ব বাটী পাত্রের প্রকৃত সুশ্রী, গৌরবর্ণা ১৯-২৩ পাত্রী চাই। দাবী নাই। বক্স নং ৩৭৯০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬২৬)

কলিকাতা টেলিফোনে কেরানী (৩৫০,) ফর্সা, সুপুরুষ ঢাকার বৈদ্য পাত্র (৩৫) নিজের জন্য চাকুরিয়া পাত্রী চান। অসবর্ণ/রেজিস্ট্রি বিবাহে রাজী। বক্স নং ৩৭৮৮, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬২৪)

পূর্ববঙ্গীয় কায়স্থ (২৮) স্বাস্থ্যবান, ফর্সা, বি কম, প্রসিদ্ধ টাটা সংস্থায় স্টেনো (৭২৫,) পাত্রের জন্য প্রকৃত সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বক্স নং ৩৭৪৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬০৮)

পাত্রী চাই

পাত্র (২৯) বি এস-সি বি টি, এম এস-সি দিয়াছে, স্থায়ী শিক্ষক, মাহিনা ও অন্যান্য স্থায়ী আয় মিলে ১২০০,, স্লিম গ্রাজুয়েট ফরসা অবাৎস্য পূর্ববঙ্গীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পাত্রীই একমাত্র কাম্য। বক্স নং ৪২৬৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৩০৪)

বৈদ্য পাত্রী চাই—পশ্চিমবঙ্গীয়া ফর্সা, শিক্ষিতা, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মনিপুণা ভরদ্বাজ ভিন্ন। পাত্র এম-এ, বিশারদ, ব্যাংকে পাকা চাকুরী ৪০০,, বয়স ৩১ বাঙ্গলায় বাড়ী আছে। বক্স নং ৪৩১৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

পূর্ববঙ্গীয় কলিকাতাবাসী, জাহাজে চাকুরে (৭০০,) ব্রাহ্মণ পাত্রের (৩৪) জন্য সুশ্রী পাত্রী চাই। বক্স নং ৪৪৬৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৮৫)

পূঃ বঃ কায়স্থ, সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান (৩৪) বেঃ সঃ প্রতিষ্ঠানে মেকানিক্যাল ড্রাফ্‌টস্‌ম্যান ৭৫০,। অন্ততঃ এস-এফ, ফর্সা, সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, দীর্ঘাঙ্গী (শিক্ষিকা অগ্রগণ্য) গরীব পাত্রী চাই। কোন দাবী নাই। বক্স নং ৪২৭৩ আনন্দবাজার কলি-১। (বিও ৪৬০৫)

Wated fair beautiful convent educated graduate Kayastha girl under 22 years for permanent Commissioned Army Major of Calcutta, write to Major Chaki, Chaki Villa, Shankar Seth Road, Poona-2. C 5944

বারুজীবী/অসবর্ণা পাত্রী চাই

বিক্রমপুর নিবাসী এম-কম পঃ বঃ সঃ চাকুরে (৫০০,) শিক্ষিত সুন্দরী পাত্রী চাই। পাত্রের নিজস্ব সল্ট লেকে জমি আছে। বক্স নং ৪০২০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮২৮)

পূঃ বঃ ব্যানার্জী পাত্র (৩৬) লণ্ডনের গ্র্যাজুয়েট এবং অটো ইন্‌জিনিয়ার লণ্ডনে চাকুরী করে ছুটীতে কলিকাতায় আসিয়াছে। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। বক্স নং ৪৩৯০, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০১৮)

কায়স্থ ইউরোপে শিক্ষিত উন্নতির সম্ভাবনাময় বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডারের জন্য সুন্দরী ও শিক্ষিতা ২৭ অনূর্ধ্বা পাত্রী চাই। বক্স নং ৪৩৮৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০১৫)

জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত চার্টার্ড একাউন্‌টেন্ট বৈদ্য ধন্বন্তরি (২৮) পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। বক্স নং ৪৩৩৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৮৪)

ঢাকা কায়স্থ ব্যবসায়ী পাত্র (২৬) বি-কম পার্ট-টু পরীক্ষার্থী, ফর্সা গৃহকর্মনিপুণা পাত্রী চাই। বক্স নং ৪৩৮১, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০০৯)

মাহিষ্য পাত্রী চাই। পাত্র (২৯) বি-এ স্থায়ী সরকারী চাকরি ৩৭৫, বর্তমানে সাব ইন্সপেক্টর (ট্যাক্স)। ফর্সা সুশ্রী স্কুঃ ফাঃ পাত্রী চাই। বক্স নং ৪৩৭৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০০১)

সুন্দরী সুশ্রী শিক্ষিতা অকাশ্যপ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। ফাল্গুনেই বিবাহ। পাত্র (৩০) আই এস-সি, এল ই ই, পূঃ রেলওয়ের সিঃ চার্জম্যান, বসতবাটি ও জমিজমা আছে। বক্স নং ৪৩৬৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৮৯)

মুশিলম পাত্রী চাই

পাত্র বি-কম আই সি ডব্লু (৬০০,) ও বি এস-সি (অঃ) স্বগ্রামে শিক্ষক (৪০০,) জন্য ২১/১৭ শান্ত সুশ্রী ফর্সা গৃহকর্মনিপুণা অন্যূন এস এফ পাত্রী চাই। বক্স নং ৪৩৪১, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলি-১। (সি ৫৭৮৭)

স্ববর্ণ/উচ্চবর্ণ পাত্রী চাই

পাত্র ভাল বংশজ, মাহিষ্য বি এস-সি ২৮, ১·৭ মিঃ স্টীল প্ল্যান্টের স্থায়ী চাকুরে ৬৫০, অটুট স্বাস্থ্য ও ফর্সা সৌন্দর্য, কোন দাবি নাই কমপক্ষে এস এফ মান সুন্দরী স্লীম যে কোন বঙ্গের ও উচ্চবর্ণের পাত্রী চাই। ফর্সা না হইলেও চলিবে। কিন্তু পাত্রী সুন্দরীই বিবেচ্য। বক্স নং ৪৪৮০, আনন্দবাজার কলি-১।

পূর্ববঙ্গের সম্ভ্রান্ত নিঝঞ্ঝাট কায়স্থ অধ্যাপক পাত্রের (৩৪) অতীবসুন্দর মুখশ্রীযুক্তা স্মার্ট পাত্রী চাই। প্রকৃত সুন্দরী না হইলে পত্রালাপ নিষ্প্রয়োজন। দাবী নাই। বক্স নং ৪৪৬৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৮৬)

পাত্র পঃ বঃ সরকার (২৭) কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার পি এইচ ডি (আমেরিকায়) আমেরিকায় কর্মরত। সুন্দরী, স্লিম, ১·৬০ মিঃ (৫'-৩", ২৩) উচ্চশিক্ষিতা পাত্রী চাই। মাঘেই বিবাহ। বক্স নং ৪৪৬৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৭৯)

পাত্র সুদর্শন, লাইসেন্সিয়েট মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার, কেঃ সরকারে সুপারভাইজর ৬০০,, বালীগঞ্জে নিজ বাড়ী। পাত্রী চাই—প্রকৃত ফর্সা ও সুশ্রী, শিক্ষিতা, দীর্ঘাঙ্গী, অনধিক ২৪, সম্ভ্রান্ত বঙ্গজ কায়স্থ। বক্স নং ৪৪৫৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (এ)

কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের (৩০) জন্য ফর্সা, সুশ্রী, পূঃ বঃ কায়স্থ পাত্রী চাই। বক্স নং ৪৪৩৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ৪৮০২)

গুহ (২৯) ১·৬ মিঃ বিখ্যাত ফার্মাসিউটিক্যাল কোং'র "সিনিয়র কেমিস্ট" (৭০০,), অন্যূন গ্রাজুয়েট, সুশ্রী, নম্রস্বভাবা পাত্রী চাই। বক্স নং ৪৪৩৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৮০১)

পাত্র ৩০/৩১ গ্রাজুয়েট, আয় ৪৫০, মাসিক, টাঙ্গাইলের সম্ভ্রান্ত কায়স্থ, সুদর্শন। সুন্দরী, ফর্সা, দীর্ঘাঙ্গী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। গুহবাবু, ১০।৩বি, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলিকাতা-৩৩। ফোন : ৪৬-৭৯৭৮ (বি ও ৪৩০৪)

বিখ্যাত অধ্যাপকের পুত্র, সুন্দর সুপুরুষ ফর্সা উচ্চপদস্থ প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার মুখার্জি (২৯): পাত্রী চাই সুন্দরী ফর্সা দীর্ঘাঙ্গী শিক্ষিতা সম্ভ্রান্ত। বক্স নং ৪৫০৩ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৬১১৩)

পাত্র মুখার্জী (২৬) ব্যবসা নিজস্ব বাড়ী জমি। মাঘেই বিবাহ। দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, ৪নং শ্যাম মিত্র লেন—৪। (সি ৬১২১)

পাত্রী চাই

বৈশ্য সাহা পাত্রী চাই

পূঃ বঃ শিক্ষিত ভদ্রবংশীয়া বি এ ফর্সা সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী (২০) পাত্রীর জন্য শিক্ষিত পরিবারের উপার্জনশীল পাত্র চাই। মাঘে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক। বক্স নং ৪২৩০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯৫৪)

বনেদী, মুখার্জি পঃ বঃ রাঢ়ী পরিবারের সুপুরুষ পাত্রের জন্য ফর্সা, লম্বা, মধ্যম শিক্ষিতা ২৬/২৭ বৎসরের সুন্দরী পাত্রী চাই। পাত্র ৩৬ ফর্সা লম্বা ব্যবসাতে প্রায় ১৫০০, উপার্জন। ৩ জায়গাতে বাস্তু জমি। বক্স নং ৪৫০১ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৬১১০)

বারুজীবী পাত্রী চাই

পাত্র (২৮) গ্রাজুয়েট ডিফেন্স ফ্যাক্টরীতে 'এ'গ্রেড সুপারভাইজার। সুশ্রী অন্যূন হাঃ সেঃ পাত্রী চাই। বক্স নং ৪৫১০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬১১৯)

পাত্র (২৮) বি এ (চক্রবর্তী, খুলনা সাবর্ণ গোত্র) সঃ কর্মচারী (৪০০,)। স্কুল ফাইন্যাল বা তদূর্ধ্ব সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ৪৫০৯ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৬১১৭)

নমশূদ্রঃ/অসবর্ণ পাত্রী চাই

পাত্র বি-কম, এল এল বি, কেঃ সঃ চাকুরে ৬০০,। শিক্ষিতা সুপাত্রী চাই। লিখুন শ্রীকুঞ্জবিহারী হালদার। ৯/১ জে সাহা নগর রোড। কলিকাতা-২৬। (সি ৫৯৪৭)

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়/অসবর্ণা পাত্রী চাই

দাবীহীন পাত্র (২৮) এদেশীয় পি-ইউ, স্বাস্থ্যবান, কেঃ সঃ ২০০, প্রাঃ শিক্ষিকা, চাকুরীয়া/স্কুঃ ফাঃ পাশ, সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী ২০/২২ পাত্রী চায়। বক্স নং ৪২১৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯৩৫)

বঙ্গজ কুলীন কায়স্থ (গুহ) পোর্ট-কমিশনার্সে চাকুরে (৩৭) শিক্ষিতা সুদর্শনা দীর্ঘাঙ্গী পাত্রী চাই। পাত্রীই প্রধান বিবেচ্য। বক্স নং ৪৫৪৫, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬১৩০)

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী ৫০০,, গ্রাজুয়েট সুবর্ণ বণিক দত্ত পাত্রের (৩৫) জন্য শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রী চাই। কলিকাতায় পাত্রের নিজস্ব বাড়ী আছে। বক্স নং ৪৫৪৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬১২৭)

কায়স্থ সিভিল ইঞ্জিনীয়ার (৩০/১·৭১ মিঃ) আপাততঃ লণ্ডনে কর্মরত সুউপায়ী পাত্রের জন্য পরমাসুন্দরী গৌরবর্ণা শিল্পকলায় উৎসাহী স্ব/অসবর্ণ পাত্রী চাই। বক্স নং ৪৪৬৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৮৪)

পাত্র (৩০) বসু সি পি ডবলিউ ডি-তে ইলেঃ ইঞ্জিনিয়ার (ডিপ্লোমা কোর্স এল ই ই) ৪৭৫,। কলিকাতায় নিজস্ব বাড়ী। আট ঘরের অন্যূন ম্যাট্রিক সুন্দরী ফর্সা পাত্রী চাই। বক্স নং ৪৫৩৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬১২৩)

পাত্র সম্ভ্রান্ত মৌদগোল্য বৈদ্য (৩০)। বি এস-সি, ভারত সরকারের অধীনে Central Excise-এ Inspector। সুন্দরী, শিক্ষিতা বৈদ্য পাত্রী চাই। দাবি নাই। বক্স নং ৪১১৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬৭৬)

পূঃ বঃ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাৎস্য বি এ সঃ চাকুরে (৪৫৪,) পাত্রের (৩৪) সুশ্রী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। উত্তর শহরতলীর শিক্ষিকা বাঞ্ছনীয়। রাঢ়ী চলিবে। বক্স নং ৪৫৪০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬১২৪)

পাত্র-পাত্রী চাই

গ্র্যাজুয়েট শিক্ষিকা মধ্যম ফর্সা গানজানা (দেব) পাত্রীর ৩৫-অনূর্ধ্ব কায়স্থ পাত্র এবং এম-ই-এসে সিভিল ডিপ্লোমা-ইঞ্জিনীয়ার (দেব) পাত্রের ২৮ অনূর্ধ্বা ফর্সা দীর্ঘাঙ্গী গ্র্যাজুয়েট কায়স্থ পাত্রী চাই। বক্স নং ৩৯৮৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

পাত্র (৩০) বি এসসি সরকারী চাকুরে পাত্রী (২৭) বি এ পাঠরতা শ্যামবর্ণা বিনিময়ে পঃ বঃ ব্রাহ্মণ পাত্র পাত্রী চাই। বক্স নং ৩৮৮৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৪৩)

এস এফ/হাঃ সেঃ পঃ বঃ সুশ্রী ২০/২২ ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। পাত্র সুদর্শন (৩০), (৫'-৮") ১·৭৩ মিঃ পঃ বঃ রাঢ়ী ব্যানার্জি বিলাতী ফার্মে চাকুরে (৫০০,) শিক্ষিত কলিকাতায় নিজ বাটী, তস্য ভগ্নী (২০), স্লিম উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা এস-এফ মানের জন্য প্রতিষ্ঠিত অশাণ্ডিল্য পঃ বঃ ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৩৮৯৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৩২)

পাত্রী শ্রীহট্টের সম্ভ্রান্ত বৈদ্য বি এ স্লিম স্বাস্থ্যবতী ফর্সা সুশ্রী গৃহকর্মনিপুণা (৫ ফুট) ১·৫২ মিঃ ভ্রাতা গেঃ অঃ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পিতা এডভোকেট হাইকোর্ট—বৈদ্য/কায়স্থ পাত্র এবং তস্য উক্ত ভ্রাতার জন্য পাত্রী চাই। বক্স নং ৩৯২৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৬২)

কাংসবণিক পাত্রী সুশ্রী, ফর্সা, বি এস-সি অনার্স। পাত্র কর্মরত ইঞ্জিনীয়ার। বক্স নং ৪২৯১ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ৬১০)

পশ্চিমবঙ্গীয় অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারের ফর্সা সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী (২৭) বি-এ (অনুত্তীর্ণা) সঙ্গীত জ্ঞা (ডিপ্লোমা) (৫'-২½") ১·৫৯ মিঃ) রাঢ়ী কাশ্যপ পাত্রীর সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ পাত্র। ঐ ভ্রাতা এ্যাডভোকেট (৩৭) সম্পত্তির ভাল আয় কলিকাতাবাসীর জন্য সম্ভ্রান্ত পশ্চিমবঙ্গীয়া শিক্ষিতা সুন্দরী ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। বক্স নং ৪২২৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯৪৮)

পঃ বঃ কায়স্থ ঘোষ বংশীয়া উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা বি-এ ২২/২৩ পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। ভ্রাতা ২৮/২৯ হাঃ-সেঃ মান পাত্রের জন্য প্রকৃত ফর্সা পাত্রী চাই। বক্স নং ৪০১৬ আনন্দবাজার কলি-১। (সি ৫৮২৪)

পাত্র পাত্রী চাই

পাত্র-পাত্রী চাই—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মনিপুণা, স্কুঃ ফাঃ বেসিক ট্রেণ্ড লেডি ব্রাবোর্ণ পাশ, ব্যাণ্ডেলের নিকট সরকারী প্রাঃ শিক্ষিকা (২৪) পঃ বঃ কাশ্যপ ব্রাহ্মণ, তদীয়া ভ্রাতা (৩৬) বি এ বি টি, কেন্দ্রীয় সঃ স্থায়ী চাকুরীয়া। বদলও চলিবে। বক্স নং ৪১৫৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯০৪)

প্রসিদ্ধ ফারমাসিউটিক্যাল ব্যবসায়ী ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণের উপার্জনশীল (৬০০,) এম এস-সি পুত্রের (২৮) জন্য বি এস-সি সুন্দরী ব্রাহ্মণ পাত্রী এবং এইচ-এস পরীক্ষার্থিনী সুশ্রী কন্যার (২০) জন্য অভরদ্বাজ শিক্ষিত ও স্থায়ী সুউপায়ী ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। পূর্ব নিবাস যশোহর বা খুলনা বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৪২৯৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৫০)

বিবাহ-প্রতিষ্ঠান

সর্বস্তরের পাত্র পাত্রীর অব্যর্থ সন্ধান সত্বর যোগাযোগ, সুফল অনিবার্য। অজিতবাবু, ১৬২, বহুবাজার স্ট্রীট, কলি-১২। (সি ৫৮৮৪)

পাত্র-পাত্রী চাই। পাত্রেরা অফিসার, পাত্রীরা সুন্দরী। সত্বর যোগাযোগ করুন। বী সেন, ৬০/১ টালিগঞ্জ রোড, কলি-৩৩। (বিও ৪২১০)

খুশীমত পারিশ্রমিকে মনোমত বিবাহ চেষ্টা! সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, ১০/১বি, স্কুল রো, জগুবাজার স্টপ, কলিকাতা-২৫। (সি ৫৬৩৫)

বিবাহ যোগাযোগে প্রখ্যাত ঘটক এম ভট্টাচার্যের সন্ধানে পদস্থ পাত্র সুপাত্রী প্রচুর ১/৩/১, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলি-১২। (সি ৫৬৫৯)

সর্বজাতি সুন্দরী পাত্রপাত্রী আছে— যোগাযোগ করুন। বণমালী চক্রবর্তী, ১৪৩/৯/১ শিবপুর রোড, মন্দিরতলা হাওড়া। (সি ৫৯২০)

সন্ধানী শ্রেষ্ঠ বিবাহ প্রতিষ্ঠান

১১৫ই, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি। ২৪-২২৯৫। (সি ৫৭৯৪)

সম্পত্তি-বাড়ী-জমি

"পাগলাডাঙ্গা শিল্পাঞ্চলে বিরাট গুদাম ও তদসংলগ্ন খালি জমি ভাড়াটিয়া সমেত বিক্রয়। বাৎসরিক মোট ভাড়া ৩৩,৬০০,। গুদাম সমেত জমির পরিমাপ ৪ বিঘা। গুদামের পরিমাপ ১ বিঘা ৯ কাঠা। মামুদাবাদ প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিঃ (ইন ভলানটারি লিকুইডেশন) ৫১নং এজরা স্ট্রীট, কলিকাতা-১।" (সি ৫০৭০)

মধ্যমগ্রাম বসুনগরে একপ্লটে এক বিঘার উপরে অথবা ছোট ছোট প্লটে বিক্রয়। বক্স নং ৩২৯৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫১৩৬)

সচ্চিৎ সরকার আর্কিটেক্টস আধুনিক বাড়ীর ডিজাইন ও প্ল্যানের জন্য। সংযুক্ত শিবপ্রসাদ বসু অ্যান্ড কোং। কিস্তিতে বাড়ী নির্মাণ পরিকল্পনা। তৈরী মূল্যের ৩০% অগ্রিম আরও ৩০% ৬০ দিনের মধ্যে। বাকিটা ৬০টি সমান মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ্য। ৭৩বি, আমহার্স্ট রো, কলি-৯, ৩৫-১৬৭০/২২৫০। (৩৪০৯ এ)

বিক্রয়—শ্রীরামপুর (হুগলী) রেল-স্টেশনের ৩ মিঃ চলাপথে গৃহস্থের অপূর্ব সুবিধার সমন্বয়ে সুরম্য দ্বিতল ত্রিতল প্ল্যান পাশ করা ১০॥ কাঠা। সৌখিন্যের আদর্শ। অনুসন্ধান সন্ধ্যা ৫টার পর। শ্যামল চাটার্জী, ৮/এ, জনক রোড, কলি-২৯। (সি ৫৬৩৭)

মধ্যমগ্রাম (বসুনগর), সোদপুর রোড, ৩ কাঠা জমির উপর সর্বসুবিধাযুক্ত আধুনিক মনোরম বাংলো বাড়ী (দোতলার ভিত সহ ১৯৬৭ সালে নির্মিত) এবং তৎসংলগ্ন আরো ৩ কাঠা জমি, গ্যারেজ-সহ, সুলভে বিক্রয়। ৩ কাঠা সহ বাড়ী/৬ কাঠা সহ বাড়ী ২৭,৫০০/৩৫০০০,। প্রকৃত ক্রয়েচ্ছুকগণ লিখুন। বক্স নং ৪২১০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯৩২)

মতিঝিল কলেজের নিকট ৬ কাঠা জমি বিক্রয়। কাশীনাথ রায়, ১৪, দমদম রোড, কলি-২৮, ফোন ৫৭-২০৯৮। (সি ৬০৩৭)

কলিকাতার ৮ মাইলের ভিতর রেল-বাস-পথের দ্বারা যুক্ত মোড়ীগ্রাম স্টেশনের অনতিদূরে সত্বর বিক্রয়ার্থ ৭½ কাঠা বাস্তুজমি। বক্স নং ৪৪০২, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০৩২)

বিক্রয় টালিগঞ্জে খালি বাড়ি ১২৯০০,। অসম্ভব সস্তায় গড়িয়া ব্রীজের নিকট জমি। বক্স নং ৪৪০০, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০২৯)

টালিগঞ্জ দাউদার রহমান রোডে ৮০০০, টাকা কাঠায় বা নিকট প্রস্তাবে ৮ কাঠা খালি জমি ও ৫ কাঠায় চালাঘর বিক্রয়। বক্স নং ৪৩৮৮, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০১৬)

১৬০০, কাঠা গড়িয়া ভারত সেবাশ্রম সংঘের সংলগ্ন ভদ্র পরিবেশে ১০০০, কাঠা বাঘা যতীন স্টেশনের ৩ মিনিটের মধ্যে ৪৫০, কাঠা গড়িয়া স্টেশন ৬ মিনিট বৃত্তি গভর্নমেণ্ট হাউসিং স্কীমের পাশে। ক্ষিতীশচন্দ্র মণ্ডল, পোঃ মোঃ গড়িয়া, ২৪ পরগণা। (সি ৬০০৩)

গড়িয়া টারমিনাসের অদূরে কয়েকটা ছোট প্লট ১৫০০,। এস গুপ্ত, ১২।২, নর্থ রোড, যাদবপুর, কলি-৩২। (সি ৫৪০০)

শ্রীরামপুর ভাগীরথী লেনে বেরাদালান দুখানি ঘর রান্নাঘর লাইট কল স্যানিটারী পায়খানা যুক্ত বাড়ি বিক্রয় আছে। সাক্ষাৎ কে ডি দে ৫৯নং খাসবাগান লেন শ্রীরামপুর, হুগলী। (সি ৫৭৯৬)

সিঁথি করপোরেশন এলাকায় ২৫০০০, মধ্যে ছোট ছোট নূতন একতলা বাড়ি ও ইলেকট্রিক সহ বিক্রয়। পবিত্র রায়, ৩২ সাউথ সিঁথি রোড, কলি-৫০। (সি ৫৭৯২)

বি টি রোডের কাছে সিঁথির নিকট রাম-লাল আগরওয়ালা লেনে, ৩ (তিন) কাঠা করিয়া মোট ৯ (নয়) কাঠা খাস জমি একত্রে বা পৃথক ভাবে বিক্রয় হইবে। ৬নং শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী লেন, টালা কলি-২। (৪৩৬১ এ)

সম্পত্তি-বাড়ী-জমি

বরানগর টবিনরোডের মোড়ে "কৃষ্ণা-মন্দিরে" ছোট প্লটে সুলভে জমি বিক্রয়ঃ ঝণ্টুবাবু, ২৬৫ই, জি এল টি রোড, কলি-৩৬। ফোনঃ ৫৬-২৮২৯। ৭টা—১২টা ও ৫টা—৮টা। (সি ৫৬৬৩)

"স" মিল ও বাস্তু জমি বিক্রয়

খড়্গপুর পীরবাবা এলাকায় পাকা রাস্তার ধারে ইলেকট্রিক সুবিধাসহ দেড় বিঘা জমির উপর পূর্ণাঙ্গ চালু অবস্থায় চালু 'স' মিল ও বাণী মিল বিক্রয় আছে। তৎসংলগ্ন বাস্তুপোযোগী ৪।৫ কাঠা করিয়া ১৩।১৪টি প্লট বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ করুন। বক্স নং ৩৯১১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৫০)

কোন্নগর মিউঃ স্টেশন ৭ মিঃ ছোট জমি বিক্রয়। অময় কর, সেকেণ্ড ফ্লোর, ১২ ডালহৌসী ইস্ট, কলি-১। (বিও ৪১২০)

বিক্রয়/ভাড়া চার-রুমের একতল বাড়ী পুকুর সহ ১৬ কাঠা বেহালা-সরশুনা সরকার হাট লেন সত্বর যোগাযোগ করুন! বক্স নং ৪৩২৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৭৫)

দুই কামরাবিশিষ্ট চারিটি স্বতন্ত্র ফ্ল্যাট সমন্বিত বাড়ি বিক্রয়। ৩১-বি ভূপেন্দ্রনাথ রোড, উত্তরপাড়া, হুগলী। (সি ৫৯৫৬)

রিষড়ার ভদ্রপল্লীতে দক্ষিণ খোলা, সর্ব-সুবিধাযুক্ত ৫ কাঠা ২ ছটাক বাস্তু জমি বিক্রয়। পত্রালাপ করুন। বক্স নং ৩৭৯৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬৩০)

টালিগঞ্জে বসতবাড়ীর ২ কাঠা ১৩ ছটাক জমি বিক্রী আছে। ফোন ২৪-৩৯৩৪। (সি ৫২২৮/২)

বাগুইহাটিতে দুই দাগে ৪½ ও ২৬ কাঠা জমি বিক্রয়। সাক্ষাৎ সন্ধ্যা ৬½টার পর। ১২/৬, কাশীপুর ক্লাব, কলি-২। (সি ৫৬৪৩)

জমি বিক্রয় যাদবপুরে সুলেখার সন্নিকটে ৩॥ কাঠা (২৩৪ স্কোঃ মিঃ)। গুহ, ৯ এফ ইস্ট রোড, কলি-৩২ (রবিবার সকালে অন্যদিন সন্ধ্যা ৭টার পরে।) (বি ও ৪১০৮)

বীরভূম জেলার সিউড়ী মিউনিসি-প্যালিটির মধ্যে ডাক বাংলোর নিকট ৬নং আড়াইপুর মৌজার ৮১১ দাগ মধ্যে সদর রাস্তার উপর এবং দুবরাজপুর—সিউড়ী রাস্তার নিরাময় হাসপাতালের নিকটবর্তী ১০৪ নং সাতকেন্দুরী মৌজার ৩৫০/৩৫১ নং খতিয়ানের ১১৮৯ এবং ৮৬৭ দাগের কয়েক বিঘা বাসোপযোগী ও ব্যবসার সুবিধাযুক্ত জমি বিক্রয় হইবে। ইলেকট্রিক আছে। দর উল্লেখ করিয়া যোগাযোগ করুন। রেবতীরঞ্জন চক্রবর্তী, হাজারদুয়ারী, পোঃ হেতমপুর রাজবাটী, বীরভূম, কলিকাতায় ফোন নম্বর : ৪৬-৮২৯৭। (সি ৫৮২৩)

৮ কাঠা বাগান সহ পাকাবাড়ী বিক্রি, দোতলা ভিত, ১৪০০০,। হরেশ সেন, ১বি, বিজয়নগর দেউলপাড়া, নৈহাটী। (সি ৫৯০২)

দমদম দেবীনিবাস রোডে শান্তিপ্রিয় এলাকায় সুলভে জমি বিক্রয় আছে। বক্স নং ৪০৯৫ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৫৬৪৮)

চালু রাইসমিল ১২ বিঘা জমি সমেত অম্বিকা কালনা স্টেশনের নিকট (বর্ধমান) বিক্রয়। বক্স নং ৩৯৭৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮১০)

চন্দননগর স্টেশনের নিকটে পুরশ্রী কলোনীতে সামনের দিকে ছোট প্লটে জমি বিক্রয়। অনুসন্ধান করুন—সমর সেন পুরশ্রী চন্দননগর—শনি রবি ২টা—৫টা। (সি ৫৫৯১)

আন্দুল স্টেশনের নিকটে ৪ বিঘা এবং ৩ বিঘা জমির উপর দুইটা গভীর ও বড় পুকুর বিক্রয়। বক্স নং ৩৯৫৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৮৬)

বেহালা বকুলতলায় ৪ কাঠা জমি বিক্রয়। বাস বাজার ৭ মিনিট। দেবজ্যোতি ব্যানার্জি, ১৭৫ কালীঘাট রোড, কলিকাতা—২৬। (সি ৫৫৭৬)

বালী পাঠকপাড়ায় পাঁচ কাঠাতে প্রায় নতুন চারখানি ঘর, বারান্দা, স্বয়ংসম্পূর্ণ ইলেকট্রিফায়েড বাড়ি বিক্রয়। বেলুড় স্টেশন ১২ মিঃ। শ্যামলাল ব্যানার্জি, ৪নং গার্ডেনরীচ রোড, কলি-২৩, ফোন ৪৫-৯১৩৫ অথবা তারকনাথ মুখার্জি, টিটাগড় মিউনিসিপ্যালিটি, ফোন বি কে পি ৩৫৯ যোগাযোগ করুন। (সি ৫৫৭৩)

চেকপোস্টের কাছে পাঁচ কাঠা জমিসহ সাত কামরা সর্বসুবিধাযুক্ত দোতলা বাড়ী সত্বর বিক্রয়। মিঃ নাথ, চন্দনপুকুর-তালবাগান। পোঃ বারাকপুর, ২৪-পরগণা। (সি ৫৫৬৩)

বালিগঞ্জে ৭৫ হাজারে দ্বিতল বাড়ী মাঘেই বেচিব। বালিগঞ্জ/ভবানীপুরে খালি বাড়ী/জমি ৫০/২৫ হাজারে কিনিব। বক্স নং ৩৯২৬ আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৫৫৫৯)

২নং গেটের নিকট ছোট পাকাবাড়ি সুলভে বিক্রয়। মনোহর মণ্ডল, ৪৪৭, মিলন পল্লী, গেট (২) দমদম। (সি ৫৭৪৫)

ডানকুনি স্টেশনের সন্নিকটে ৭½ কাঠাতে একতলা ঘেরা পাকা বাড়ী বিক্রয়। বক্স নং ৪২৪৮ আনন্দবাজার। (বি ও ৬০৭)

বাদুতে (বারাসাত) উঁচু বাগান পুকুর জমি বিক্রয় ২৫০, কাঠা চ্যাটার্জী ১১২ আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলি-৯। (বি ও ৩০৩)

আনোয়ার শা রোড, লেক গার্ডেনস, দক্ষিণ মুখী ভূগর্ভস্থ পয়ঃ-প্রণালী দেয়ালের ভিত সহ ৩ কাঠা ১৪ ছটাক প্রতি কাঠা ৯,৫০০, বক্স নং ৪২৯৫ আনন্দবাজার কলি-১। (সি ৫৭৫২)

সরশুনা বাসস্ট্যান্ডের নিকট দুই বিঘা ধান জমি ও ছয় কাঠা জায়গার উপর নূতন ছয়খানি ঘর ও পায়খানা বিক্রয় হবে। মূল্য ২৬,০০০,। লক্ষ্মী ভূঁইয়া, ৫/১ কালী বাজার, খিদিরপুর কলিকাতা-২৩। ফোন : ৪৫-৭৭৭৯। (সি ৫৯২২)

বোলপুরে একটি নূতন দ্বিতল বাড়ী বিক্রয় আছে। স্টেশন, বাজার ও হাট ২/১ মিনিটের পথ। বক্স নং ৩৬১৩ আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৫৪০৭)

সম্পত্তি-বাড়ী-জমি

আড়িয়াদহে প্লটে জমি বিক্রয়। কাঠা ২০০০, স্মল প্রোডাক্টস, ৫ নর্থ নন্দাপাড়া রোড, আড়িয়াদহ, কলি-৫৭। ফোন ৬১১-২৩২। (সি ৫৭৪৬)

চন্দননগর স্টেশনের কাছে নগদে বা কিস্তিতে ছোট প্লট। এস দত্ত, ৫১কে ট্যাঙ্ক লেন। কলি-৬। ৩৫-৩০৮৫। (সি ৫৮৮৭)

নিউ আলিপুর এক্সটেনশানে ৫ কাঠায় সুদৃশ্য, মোজাইক, রাস্তার উপর একতলা বাড়ী এবং দক্ষিণে ৩ কাঠা বাগান। আনুমানিক মূল্য ৮৫,০০০,। বক্স নং ৪৪৬১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৭৭)

বিক্রয়—বরাহনগর মিউনিসিপ্যালিটির পাশে ১৶/২৶ প্লটে জমি। দুর্গাবাবু। ফোন : ৫৫-১৩১৪। (সি ৫৮৬৯)

ব্যাণ্ডেল কৈলাসনগরের

সর্বশ্রেষ্ঠ প্লট প্রায় ১১ কাঠা। অর্থের আশু প্রয়োজনে মাত্র ১২০০০,। প্রকৃত মূল্য ১৫০০০,। বক্স নং ৪৪৪৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮৬৫)

দেওঘরে বেলাবাগানে ১৫ কাঠা জমির উপর সুন্দর পাকা বাড়ী দেওয়াল ঘেরা বাগান সহ এবং গড়িয়ায় ব্রহ্মপুরে ১৫ কাঠা বসতজমি। গুহবাবু, ৩বি, চারু এভিনিউ, কলি-৩৩। ফোন : ৪৬-৭৯৭৮ (বিও ৪৩০৫)

বিক্রয়ঃ—চারতলা বাড়ি (পুরী ভিলা) গান্ধী রোড, দার্জিলিং। লিখুন বক্স নং ৪৪৭১, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলি-১। (সি ৫৮৮৮)

বেলঘরিয়া কলেজের কাছে দক্ষিণমুখী দ্বিতল ১৪ কাঃ ৫ প্রিঃ ৫ মিঃ ½ অংশ খালি বাড়ি বিক্রয় ৪৬ হাঃ মধ্যে। বক্স নং ৪৫১৫, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৩৮০৭)

টালিগঞ্জ ওয়ারলেসের নিকট নতুন দোতলা বাড়ি বিক্রয়, দুইটি রুম ভাড়া। বক্স নং ৪৫০৫ আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৬১১১)

কর্পোরেশনের মধ্যে সাউথ সিঁথি রোডের উপর বিশ্বনাথ পার্কের পাশে ২ কাঠা ১২ ছটাক ৬ স্কোঃ ফুঃ কর্নার প্লট সুলভে সত্বর বিক্রয় হইবে। পি সি জি কর্পোরেশন, ১৫৪ বৌবাজার স্ট্রীট, কলি-১২, কোলে বাজারের বিপরীতে। (৪৫৬৪ এ)

অফিস গুদাম দোকান

কলেজ স্ট্রীটে মহাত্মা গান্ধী রোডের পার্শ্বে সুলভে দুইখানি দোকান বিক্রয়। যে কোন রকম পাইকারী ব্যবসা, অফিস ঘর ও গুদামের উপযোগী। বক্স নং ৪৩৯৮, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০২৭)

কালীঘাট মাকালী মন্দিরের কাছে উত্তম দোকান বিক্রয় আছে। শ্রীরাধেশ্যাম গুপ্ত, ২৮৫এ, কালীঘাট রোড, কলি-২৬। (সি ৫৯০০)

কর্মচারী রাজ্যবীমা প্রকল্পের অধীন স্থানীয় কার্যালয়ের জন্য নিম্নলিখিত লোকালয়ে, নিম্নবর্ণিত মাপের সর্বসুবিধাযুক্ত অফিসঘর চাই। রেল স্টেশন এবং/বা প্রধান রাস্তার কাছাকাছি একতলা ও উপযুক্ত কাউন্টার করা যায় এরূপ 'হল' জাতীয় ঘর বাঞ্ছনীয়। (১) টিটাগড়/ব্যারাকপুর ১,০০০ বর্গফুট, (২) আথপুর (জগদ্দল) ১,০০০ বর্গ ফুট, (৩) ভদ্রেশ্বর ১,০০০ বর্গফুট, (৪) কালীপুর (বজবজ) ১,৫০০ বর্গ ফুট (৫) বারাসাত ১,০০০ বর্গফুট, (৬) দক্ষিণদাড়ি ১,০০০ বর্গফুট (৭) ত্রিবেণী ১,০০০ বর্গফুট। মালিকগণ সদর কার্যালয়, ৫/১, গ্রান্ট লেন, কলিকাতা-১২ ত্রিতলে সরাসরি যোগাযোগ করুন। (৪৫৫৯)

যাদবপুর ইউনাইটেড ব্যাংকের নিচে সম্ভ্রান্ত দোকানের উপযোগী ঘরভাড়া দেওয়া হইবে। দুই দরজা সাটার নূতন ফার্নিচার লাইট ডেকরেশন সমেত। সরকার টোবাকো, ১১ স্টেশন রোড, কলিকাতা-৩২। (সি ৫৫৮২)

গুদাম, ছোট কারখানার জন্য ঘর ভাড়া দেওয়া হবে। শান্তিবাবু, ১৫নং ডিকসন লেন, কলিকাতা-১৪। খোঁজ করুন। (সি ৫৭১৮)

বাড়ী ঘর-ফ্ল্যাট ভাড়া

১৮/১, সেণ্ট্রাল পার্ক, কলিকাতা-৩২এ ৪-কামরার ফ্ল্যাট, ডাইনিং স্পেস, গ্যারেজ আছে। দাশগুপ্ত, ৪৬-৭৭৫০/৪৬-৫১৭৫। (সি ৫৭৫৯)

টালীগঞ্জ, ১৪/২৫, গলফ ক্লাব রোডে, একতলায় ৩ কামরার স্বয়ংসম্পূর্ণ মোজাইক ফ্ল্যাট ভাড়া দিব। অনুসন্ধান করুন : গুপ্ত। সকাল ৯টার মধ্যে—ফোন নং ৪৬-০০৪১। (৪২৮০ এ)

সরকারী কর্মচারীর জন্য দঃ কলিকাতায় ১২৫, মধ্যে দুই ঘরের ফ্ল্যাট চাই। বক্স নং ৩৯০৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৫৪৭)

মধ্য কলিকাতা ৪টি শয়নঘর ছোট সম্পূর্ণ বাড়ী ভাল পরিবেশ (বীণা সিনেমার নিকট) সরকারী অফিসার/উপযুক্ত ব্যক্তি আবেদন করুন। বক্স নং ৪১০৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৬৬১)

তিন তলায় ২ রুম ফ্ল্যাট ভাড়া দিব। ৫৬/১৫, এম এন সেন লেন, টালিগঞ্জ, ফোনঃ ৪৬-৬৬৪০। (সি ৫৬৭৫)

১২ বাঙ্গুর এভিন্যু সি ব্লকে একতলায় আধুনিক মনোরম সর্বসুবিধাযুক্ত মোজায়েক ফ্লোরের ৩টি শয়ন ২টি বারান্দা প্রিভি কিচেন যুক্ত সম্পূর্ণ পৃথক ফ্ল্যাট সুলভ ভাড়ায়, ৫৫-২৪৭৪। (সি ৫৬৮০)

বিয়েতে বড় বাড়ি ভাড়া কাশীপুরে সদর রাস্তার উপর। সর্বদা জল। ৪৩, রতনবাবু রোড, কলি-২। (সি ৫৯৪৯)

বিবাহাদিতে সুলভে কম্পাউণ্ডসহ বাড়ী ৩৫-৪৪২৮ সিটি কলেজ নিকট, ৪০, বিদ্যাসাগর স্ট্রীট কলি-৯। (সি ৫৬৩৬)

দুই রুম ফ্ল্যাট ১২০ ভাড়া। বেহালা ট্রাম ডিপোর ১ মিঃ পূঃ ৪৭/৫ নফর দাস রোড। হীরেন সরকার। (সি ৫৮৩১)

আমহার্স্ট স্ট্রীটে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কাছে ৫ খানি ঘর ভাড়া দিব। সন্তোষবাবু, ১/এ বলাই সিংহ লেন, কলি-৯। (সি ৬০৪৪)

... ট ভাড়া

... মোজাইক ফ্ল্যাট, প্রচুর ... ১৬৫·০০। চক্রবর্তী, ৭২নং চণ্ডী ... রোড, টালীগঞ্জ। (সি ৫৬৯৬)

বেহালাপুর পার্ক, পশ্চিমসংলগ্ন দুই কামরা, স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্লাট, ফেব্রুয়ারীতে ভাড়া ১১৫। ৯/১ গোবিন্দপুর রোড, কলিকাতা-৪৫। (সি ৫৮৭৫)

বেহালা ব্রাহ্মসমাজ রোডে গড়াগাছা বাজার ও পোঃ অঃ কিঞ্চিৎ দক্ষিণে "মালঞ্চ" বাড়ীর বিবিধ সুবিধাযুক্ত ২।৩টি আবাসিক প্রশস্ত ঘর। সঙ্গত ভাড়া। (বিও—৪৮০৪)

৩-কামরা স্বয়ংসম্পূর্ণ ঘর। বনলতা মুখার্জী, সরশুনা নূতন কালীবাড়ী, কলি-৬১। (বিও ৪৮০৩)

একতলায় দুইখানি বড় ঘরের ফ্ল্যাট ১৪০, ব্যানার্জী, ১৯এ, পাইকপাড়া রো, কলিকাতা-৩৭। বাস ২, ৩৩। (বি ও ৬০৪)

হাওড়া শিবপুরের বেতাইতলায় স্বয়ং-সম্পূর্ণ একতলা বাড়ী তিন কামরা বারান্দা। গাঙ্গুলী, ৪৯৫/১, শরৎ চ্যাটার্জী রোড, পোঃ বি গার্ডেন। চন্ডী বসুর বিপরীত। (সি ৫৮০৯)

শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর নিকটে ভদ্র শান্ত পরিবেশে এক-তলায় আলো-বাতাস যুক্ত ৩ ঘরের ফ্ল্যাট। সঃ চাকুরিয়া বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৩৯৭৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৮০৮)

ছাপাখানার জন্য দমদম বারাসাত এলাকায় খোলা জায়গা সহ বাড়ী চাই। বক্স নং ৩৮৪২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭১৬)

বিবাহ, সামাজিক অনুষ্ঠান, পুনর্মিলন ইত্যাদির জন্য গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ-এর নিকট উত্তমরূপে নির্মিত একটি বাড়ির ২য় তলে টেরাস সহ প্রশস্ত হল (৬৫০০ স্কোঃ ফুঃ এরিয়া) পাওয়া যাইবে। ফোন ঃ ২৪—৫৩৫৬। (৪০৮৪-এ)

স্বয়ংসম্পূর্ণ দুই কামরা ফ্ল্যাট। যাদবপুর টেলিফোন ভবন তিন মিনিট। এস সেন, ৫৮এ প্রিন্স গোলাম হোসেন শাহ রোড। (সি ৬১০৮)

বাড়ি ভাড়া ব্যাংক চাকুরিয়া ছোট পরিবার ভবানীপুর/বালীগঞ্জ ১৫০, দুই কামরার ফ্ল্যাট চাই। বক্স নং ৪৫৪২ আনন্দবাজার পত্রিকা, কলি-১। (সি ৬১২৬)

নিরুদ্দিষ্টের প্রতি পত্র

তপনকুমার ধাড়া—খোকা, অবিলম্বে বাড়ি এসো কিংবা টাকা চেয়ে চিঠি দাও। মা পাগলপ্রায় হয়েছে। বাবা। বালেশ্বর। (সি ৬০১২)

বাবা সুমন (গাবলা), কতদিন আমাদের ছেড়ে থাকবে? লজ্জা করোনা, খবর দাও। গিয়ে নিয়ে আসব। আমরা আর সহ্য করতে পারছি না। বাবা, মা। (সি ৬০৪৫)

হারানো প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ

১৭ই ডিসেম্বর রাত্রি ৭টায় কদমতলা ৬০নং বাস স্ট্যান্ডে একটি রিস্টওয়াচ পাওয়া গিয়াছে। উপযুক্ত প্রমাণ সহ যোগাযোগ করুন—বি ঘোষ, পোঃ বক্স নং ২২৯০ কলি-১। (সি ৫৮৩৮)

আমার পুত্র শ্রীদীপঙ্কর দাশ (শিবু) ১৪, শ্যামবর্ণ, ৫', পাতলা গড়ন, সামনের দাঁত সামান্য উঁচু, গত ১লা জানুয়ারী '৭১ হইতে নিখোঁজ। কোন সহৃদয় ব্যক্তি খোঁজ পাইলে নিম্নঠিকানায় জানাইলে অনুগৃহীত হইব—জ্যোৎস্নাময়ী দাশ, ৫০১, দমদম পার্ক, কলিকাতা-৫৫। (৪৫৫৬ এ)

তীর্থযাত্রা ও প্রমোদ ভ্রমণ

মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর তীর্থে স্নান

রিজার্ভ বাস/লঞ্চে যাতায়াত। আহারাদি/থাকার সুব্যবস্থা সহ ৬৫। যাত্রা ১২ জানুয়ারি। জনতা স্পেশাল, পি-৪০, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলি-১: ফোন ঃ ৩৪-৯৫০৯। (সি ৬০২৬)

কুণ্ডু স্পেশ্যালে

আরামে, আনন্দে ও নিরাপদে ভ্রমণ করুন। (১) জাহাজযোগে আন্দামান প্রমোদ ভ্রমণ—২৬/১। শিবরাত্রি উপলক্ষে (২) রামেশ্বরধাম, কন্যাকুমারিকা সহ দক্ষিণ ভারত—১৪/২। (৩) পশুপতিনাথ (নেপাল) ট্রেনে/বাসে/বিমানে/—২০/২। দোলযাত্রা উপলক্ষে (৪) দ্বারকাধাম ও রাজস্থান—৪/৩। (৫) বৃন্দাবনধাম ও উত্তর ভারত—৯/৩। বুকিং চলিতেছে। ৪০/১, স্ট্র্যান্ড রোড, কলিকাতা-১। ফোন ঃ ২২-৭২৪৭। (৩০১১ এ)

ভারত তীর্থ দর্শন

গঙ্গাসাগর—১২ জানুয়ারী। লাক্সারী বাসযোগে তারাপীঠ, বক্রেশ্বর, ম্যাসেঞ্জোর, শান্তিনিকেতন—২৩ জানুয়ারী। টুরিস্ট কোচে—(১) সমগ্র দক্ষিণ ভারত (২) পশুপতি নাথ (৩) সমগ্র উত্তর ভারত (৪) দ্বারকাধাম। শিবপদ রক্ষিত, ৩৪, স্ট্র্যান্ড রোড, (তিনতলা), কলিকাতা-১, ফোনঃ ২২-৩৮৯৯। (৪০৮৫ এ)

গঙ্গাসাগর মেলা

১২/১৩/১-৬৫, ৫৫, ৪৫, (২) জয়রামবাটী - কামারপুকুর-বিষ্ণুপুর—১৫, (৩) ফ্রেজারগঞ্জ—১৭, (৪) মুর্শিদাবাদ—১৫, (৫) বক্রেশ্বর-তারাপীঠ-শান্তিনিকেতন-ম্যাসেঞ্জার—৩৫, ২৩/১ (৬) শিবরাত্রিতে শ্রীপশুপতিনাথ, নেপাল (৭) দক্ষিণ ভারত, ১৯/২ (৮) দোলযাত্রায় দ্বারকা - রাজস্থান - গুজরাট - মহারাষ্ট্র, ২৮/২ (৯) বৃন্দাবন-উত্তর ভারত—৭/৩ বুকিং চলিতেছে, ঘোষ স্পেশ্যাল, ৩৪, স্ট্রান্ড রোড, কলি-১, ফোনঃ ২২-৮৬৬৬। (সি ৫৮৯১)

নেপাল, (পশুপতিনাথ) বক্রেশ্বর, দেওঘর রাজগীর, নালন্দা। লাক্সারী বাসে। আহার, দ্রষ্টব্য স্থান দেখানো সহ চার্জ ১৪০, ১২—২২শে ফেব্রু, '৭১ ফ্রেজারগঞ্জ ২৬/১, ১৫, সঞ্জিৎ কুণ্ডু, ৫৭এ, শোভাবাজার স্ট্রীট, কলি-৫। ৫৫-৪৭০১। (সি ৫৮০৭)

স্টীমারে জলবিহার—৩১-১। ১৭-১—বি ক্কু পু র। ২২-১—রাঁচী/পুরীধাম। মুখার্জি স্পেশ্যালে। ২৪/২বি, সাহানগর রোড, কালীঘাট। ফোন ঃ ৪৬-৯১৬৩। (সি ৬১১২)

তীর্থযাত্রা ও প্রমোদ ভ্রমণ

শিবরাত্রি ও দোলে তীর্থযাত্রায় ভ্রমণচঞ্চু। ১০/১১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড (শিয়ালদহ), তিনতলা, কলি-৯। (সি ৫৮৯৩)

ক্রয়-বিক্রয়

টিউবওয়েল বিক্রয়—টাটা, দেড় ইঞ্চি পাইপ ৩০০ ফুট গভীর—মেজর ভাদুড়ী ২৪৯, লেকটাউন, ব্লক এ, কলি-৫৫। (সি ৫৮৬৬)

ঋণ-লগ্নী

সত্বর অল্প সুদে সরকার অথবা নির্ভর-যোগ্য পার্টি হইতে বাড়ী, ধানী জমী, কোলিয়ারী, চাবাগান প্রভৃতি ব্যবসায় ঋণের প্রয়োজনে লিখুন। বক্স নং ৪৩৬৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭৯১)

১২০০, খাটাইতে মাসিক ২০০, প্রফিটে কোক ডিপো ম্যানেজার চাই। বক্স নং ৪২১৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯৩৯)

ঔষধ ও চিকিৎসক

হাঁপানি, কাসি, ব্রঙ্কাইটিস, স্থায়ী আরোগ্য। কবিরাজ চক্রবর্তী, ২৪ নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড, ভবানীপুর, কলিঃ ৪৭-৩৩৮২। (সি ৫৬৯৭)

সম্পূর্ণ ব্যথাহীন সুপ্রসব পূর্বাহ্ণেই সুনিশ্চিত, বিলম্বে বিপদ। হোমিও-প্যাথির অমূল্য আবিষ্কার। জটিল রোগও নির্মূল। চিকিৎসাধারা অভিনব, ঠক্‌বার অবকাশই নেই। বক্স নং ৪২৮৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ৬০৬)

রেডিও-গ্রামোফোন

ন্যায্যমূল্যে মেরামত, বদলে নূতন। সস্তায় অল্প ব্যবহৃত রেডিও, চেঞ্জার টেপ রেকর্ড। টেলি রেডিও, নিউমার্কেট, ফুলপটি। (সি ৫৬৭৮)

ছাপাখানা

ছাপাখানা বিক্রয়, অনুসন্ধান করুনঃ মিঃ দে, শান্তিভিলা, ১০১/১/১৪, বি টি রোড, কলিকাতা-৫০ সময় সকাল ৭টা থেকে ৯টা Statistical প্রথম গেট। (সি ৫৬৬৮)

ব্যবসা-বাণিজ্য

দক্ষিণ ও মধ্য কলিকাতার কয়েকটি ভাল স্থানে নিজস্ব দোকান অথবা এজেন্সী খোলা হইবে। ঘরের মালিক ও এজেন্সী গ্রহণেচ্ছুক ব্যক্তিগণ যোগাযোগ করুন। বক্স নং ৪৪১৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬০৪৭)

সঙ্গীত কলা

গীতবীথিকা, ৬৫ বালিগঞ্জ গার্ডেন্স কলি-১৯। শেখাচ্ছেন, মানবেন্দ্র, দ্বিজেন, আলোক বাগচী, প্রদ্যোৎনারায়ণ, মণিশঙ্কর, কমল সরকার, সেতার, গীটার, পেইন্টিং অনুসন্ধান প্রত্যহ বিকাল ৫—৮ ফোন ৪৬-০০৯৬। (সি ৫৯৪১)

সুপরিচিতা গীটার-শিল্পী শর্মিষ্ঠা বর্মন গীটার শেখাতে চান। ২৪১ এ, চিত্তরঞ্জন এভিন্যু, কলি-৬। (সি ৫৪৯৮)

হোটেল-রেস্তোঁরা

কারকো নিউমারকেট

নূতন বৎসরে নূতন রুচিতে সুষ্ঠ পরিবেশে সজ্জিত ও সুখাদ্য পরিবেশন আমাদের বৈশিষ্ট্য, সহানুভূতি কাম্য। (সি ৬১১৬)

বন্দুক ও অস্ত্রাদি

লাইসেন্সির নিকট হইতে সরাসরি রিভলভার, পিস্তল, বন্দুক এবং রাইফেল কিনিতে ইচ্ছুক। আর্ম ও অ্যামিউনিশনও বিক্রয় হয়। বিদেশে ট্রেনিংপ্রাপ্ত আর্মস এক্সপার্ট-এর তদারকিতে আগ্নেয়াস্ত্র মেরামত করা হয়। যোগাযোগ করুন ঃ এ সি কুণ্ডু অ্যাণ্ড কোং, গান মেকার, ১৭০ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ (২৩-৫৬১৩)। (সি ৫৩৮৭)

মোটরকার-লরী

আলফা মোটর ট্রেনিং স্কুল

মোটর চালনা শিক্ষা যে কোন সময়ে ভর্তি, অবসর সময়েও শিক্ষা দেওয়া হয়। ৬০এ, গরচা রোড, কলি-১৯, ফোন ঃ ৪৭-৭০৭৯, ৪৭-২৯৫৫। (সি ৪৯৬৬)

দুটি বেডফোর্ড গাড়ী বিক্রয়। মডেল ১৯৬১ দাম ১০,০০০ টাকা, মডেল ১৯৬৩ দাম ১২,০০০ টাকা। ক্রয়েচ্ছু-যোগাযোগ করুন। ট্রান্সপোর্ট এণ্ড ক্লিয়ারিং এজেন্সী, ৫৩ নং নেতাজী সুভাষ রোড, দ্বিতল, রুম- নং—১৪এ, ফোনঃ ২২-৩৯২৯। (সি ৫৬৪১)

বিক্রয় অস্টিন এ-৪০ চালু অবস্থায়। যোগাযোগ করুন। ফোন ঃ ৫৫-৪৭৭০ মিঃ বর্মন। (সি ৬০৫২)

দেখাশোনার অভাবে চালু ট্যাক্সী বিক্রয় হইবে। ফোন ঃ ৪৭-৬৩৪১। (বি ও ৪৩০২)

লেল্যাণ্ড ট্রাক বিক্রয়

১৯৬৬ মডেলের লেল্যাণ্ড লরি চালু অবস্থায় বিক্রয়ের জন্য আছে। মূল্য ২৫,০০০, টাকা। দেখা করুন—পি এল জালান, জেনারেল ক্রেডিট কর্পোরেশন, ৯৬নং গার্ডেনরিচ রোড, কলিকাতা-৩০। ফোন ঃ ৪৫-৩৯৯৯, ৪৫-৫৭৪৭ (৫৫৫৭-এ)

অক্টোবর '৬৮ মডেলের ১টি অ্যামব্যাসাডার 'মার্ক টু' মোটর গাড়ি টিপটপ অবস্থায় বিক্রয় আছে। মালিক নিজেই গাড়িটি চালান। পি সি জি কর্পোরেশন, ১৫৪, বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ফোন ঃ ৩৫-৮৭৭৮। (৪৫৬৫এ)

পুস্তক ও সাময়িকপত্র

'বরেণ্য'তে কবিতা চাই। অপ্রতিরোধ্য তরুণ কবিদের একমাত্র মাসিক পত্রিকা—২৫, জয়কৃষ্ণ পাল লেন, কলি-৩৮। (সি ৫৯৫৮)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া

১৯৭১ সালের পার্ট ওয়ান টেস্ট পরীক্ষা সোমবার ১১ই জানুয়ারীর পরিবর্তে প্রাতঃকালীন ও দিবা বিভাগে বৃহস্পতিবার ২১শে জানুয়ারী এবং সান্ধ্য বিভাগে মঙ্গলবার ১৯শে জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইবে। পরিবর্তিত সময়-সূচী কলেজ নোটিস বোর্ডে দেওয়া আছে।

অধ্যক্ষ (৪৩৫৪)

শোভারাণী শিশুতীর্থ ২০ বন্দেল রোড, কলিকাতা নার্সারি ও কিণ্ডারগার্টেন ক্লাসে ভর্তি চলিতেছে। (বি ও ২৫৪৯)

বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির

কে জি হইতে স্কুল ফাইন্যাল। ছেলে ও মেয়েদের পৃথক বোর্ডিং। স্কুল বাস। পোঃ আগরপাড়া, ২৪ পরগণা। (১৩৭৫)

হেমেন্দ্র বিদ্যামন্দির

১০৫, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬। কে জি ও নার্সারী। মাধ্যম ইংরাজী ও বাংলা। প্রাতঃকালীন। ভর্তি চলিতেছে। (২৭১১)

ডাকযোগে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা। সর্বোচ্চ M D H ডিপ্লোমা দেওয়া হয়, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। বিনামূল্যে প্রস্পেক্টাসের জন্য লিখুন ঃ Premier Homeopathic Medical college, 184 Sector 19A chandigah, ভারতের বৃহত্তম কলেজ। (২৫১৬)

বঙ্গবাসী ইভনিং কলেজ

গণিত এবং ইতিহাসসহ সমস্ত প্রধান আর্টস বিষয়ে পার্ট ১ স্পেশ্যাল অনার্স পরীক্ষা এই মাসের শেষের দিকে এখানে অনুষ্ঠিত হইবে। আগ্রহী প্রার্থীদিগকে ২০ তারিখের মধ্যে তাঁহাদের নাম তালিকাভুক্ত করিতে হইবে। (৪১৪২এ)

টেলারিং বা ট্রানজিসটার রেডিও

হাতে কলমে কী করিয়া তৈয়ারী করিতে হয় শিখুন। শিক্ষান্তে মাসিক ২৫০, হইতে ৩০০, টাকা উপার্জন করুন। মাসিক বেতন ১৫,। সামান্য লেখাপড়া জানা থাকিলেও শিখিতে পারিবেন। ভি টি কলেজ, ১৫৪, বৌবাজার স্ট্রীট, কলি-১২, কোলে বাজারের বিপরীতে। (৩৯৮৮এ)

নির্ভুল ইংরাজী বলিতে

ও লিখিতে শিখুন। ব্যবসা/চাকুরী যাই করুন, উন্নতি করিতে হইলে ইংরাজী জানা একান্ত আবশ্যক। মাসিক ১০·৫০। টেলিফোন অপারেটিং ক্লাশেও ভর্তি চলিতেছে। রয়েল কলেজ, ১২ ডঃ দেবেন্দ্র মুখার্জি রো, শিয়ালদহ, ৩৫-৬২৩০। শাখাঃ (১) ৮৭/২ বিধান সরণি (দর্পণার পাশে); (২) ৫ ধর্মতলা স্ট্রীট (প্রবেশপথ মতি শীল স্ট্রীট), দোতলায়; (৩) ১৪৩ সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড, (খিদিরপুর ব্রীজের পাশে)। (৩৯৮৯ এ)

চিলড্রেন্স হ্যাপী হোম

কিণ্ডারগার্টেন হইতে অষ্টম শ্রেণী। বোর্ডিংয়ে রাখিবার সুবন্দোবস্ত আছে। বাসেরও ব্যবস্থা আছে। ৬২, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলকাতা-৯। ফোনঃ ৩৫-৪৯১০। (সি ৫৮০২)

কনসেসনে ভর্তি চলিতেছে

টার্নার, ফিটার, ওয়্যারম্যান, ড্রাফটস-ম্যানসিপ, রেডিও ও মোটর মেকানিক ইত্যাদি যে কোন একটা কাজ হাতে-কলমে শিখিয়া মাসিক ২০০,—২৫০, টাকা উপার্জন করুন। মাসিক বেতন ১৫, টাকা। ভি টি কলেজ, ১৫৪ বৌবাজার স্ট্রীট, কলি-১২, কোলে বাজারের বিপরীতে। (৩৯৮৬ এ)

চাকুরী অথবা ব্যবসায়ে

উন্নতি করিতে হইলে ইংরাজীতে কী করিয়া কথা বলিতে/লিখিতে হয় শিখুন। অল্প লেখাপড়া জানা থাকিলেও শিখিতে পারিবেন। মাসিক বেতন ৮·৫০। ভি টি কলেজ, ১৫৪ বৌবাজার স্ট্রীট, কোলে বাজারে বিপরীতে, দোতলায়, শিয়ালদহ। (৩৯৮৪ এ)

মাত্র ৩০, টাকায়

ট্রানজিস্টার রেডিও কী করিয়া তৈয়ারী করিতে হয় অথবা টেলারিং ৩ মাসে শিখিয়া শিক্ষান্তে মাসিক ২০০/২৫০, উপার্জন করুন। এই কনসেসনে মাত্র ৫০ জনকে ভর্তি করা হইবে। রয়েল কলেজ, ১২ ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জি রো, শিয়ালদহ। শাখা ঃ (১) ৮৭।২ বিধান সরণি (দর্পণার পাশে); (২) ৫ ধর্মতলা স্ট্রীট (প্রবেশপথ মতি শীল স্ট্রীট), দোতলায়; (৩) ১৪৩, সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড (খিদিরপুর ব্রীজের পাশে) দোতলায়। (৩৯৮২ এ)

প্যারীচরণ বালিকা বিদ্যালয়

প্রাথমিক বিভাগ (প্রাতঃকালীন)—১৪৬, তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা—৬। শিশুশ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণী। ভর্তি চলিতেছে। (৩৯১৬)

কালীবালা কন্যা বিদ্যাপীঠ

পোঃ হাটথুবা, ২৪-পরগণা

হাবড়া রেলস্টেশন হইতে দেড় মাইল দূরে গ্রামসেবাসংঘ পরিচালিত মনোরম নিরাপদ পরিবেশে ৫ম—১০ম শ্রেণীর ছাত্রীগণের পড়িবার ও থাকিবার সুব্যবস্থা। হোস্টেল চার্জ মাসিক ৭০, টাকা। সম্পাদককে লিখুন। (সি ৫৫৬০)

বিদ্যানগর ছাত্রাবাস

কলিকাতার সন্নিকটে ৭৬এ বাসরুটে বিদ্যানগর ছাত্রাবাসে তৃতীয় হইতে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র ভর্তি চলিতেছে। অধ্যক্ষ, পোঃ চড়াশ্যামদাস, ২৪-পরগণা। (সি ৫৯২৪)

ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ্ ইলেকট্রোনিক টেকনোলজী

(পশ্চিমবঙ্গ শিল্পাধিকার কর্তৃক অনুমোদিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত)

৮বি, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৫

সেসন—জানুয়ারী, ১৯৭১ ইং

শিক্ষণীয় বিষয়ঃ (১) রেডিও সার্ভিস এঞ্জিনিয়ার্স (২) রেডিও মেকানিক্স ও (৩) ইলেকট্রিশিয়ান্স কোর্স। সান্ধ্য ক্লাসেরও ব্যবস্থা আছে। প্রিন্সিপ্যাল। (৪২৪৩ এ)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

মাত্র ৩০, টাকায়

ট্রানজিসটার রেডিও কি করিয়া তৈয়ার করিতে হয় হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষান্তে মাসিক ২৫০,-৩০০, টাকা উপার্জন করিবার ইহাই সহজ উপায়। অল্প লেখাপড়া জানা থাকিলেই চলিবে। এই কনসেসনে মাত্র ৫০ জন ভর্তি করা হইবে। রয়েল কলেজ, ৮৭/২ বিধান সরণি (দর্পণার পাশে), শ্যামবাজার। (৪৫৬৩এ)

স্কুল ফাইনাল পাশ করিবার

সুবর্ণ সুযোগ—যাঁহারা বহুদিন হয় লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছেন তাঁহাদের অতি অল্প দিনের ভিতর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। দরকার বোধে টেস্ট পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ডাকযোগেও শিক্ষা দেওয়া হয়। ভি টি কলেজ, ১৫৪, বৌবাজার স্ট্রীট শিয়ালদহ, কোলে বাজারের বিপরীতে। (৪৫৬২এ)

বাণীপীঠ স্কুল ও হোস্টেল

ছোট মেয়েদের কিঃ গাঃ সিস্টেমে ট্রেণ্ড শিক্ষ-গণ সযত্নে পড়ান। বড়দের শীঘ্র উপার্জক করার জন্য ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াইয়া S F পাশ করান হয়। S F প্লাকড্ ছাত্রীদেরও পাশের সুব্যবস্থা। ভর্তি চলিতেছে। সেক্রেঃ। ২০/২এ, ক্যানেল ওয়েস্ট রোড, কলি-৬। ফোন ৩৫-৩০১৪। (সি ৬০১১)

শ্রীগোপাল বিদ্যাভবন

কে জি হইতে হাঃ সেঃ—বোর্ডিং ও বাস আছে। ১১৯ নিয়োগীপাড়া রোড, বরানগর, কলিকাতা। ফোন ৫৬-৩৩৯০। (সি ৫৭০৫)

শিক্ষামন্দির আশ্রম বিদ্যালয়,

পোঃ দত্তপুকুর, ২৪ পরগনা

আমাদের নিরাপদ গ্রাম্য ও শান্ত পরিবেশ, বিজ্ঞানসম্মত মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষাপদ্ধতি ও সর্বাত্মক তত্ত্বাবধান ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত যেকোন প্রকার ছাত্রের শিক্ষায় উন্নতিবিধান করিতে সক্ষম। ভর্তি চলিতেছে। (৪৪৫৬ এ)

লেক স্কুল ফর গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারি

পি ৫০২ সি আই টি স্কিম নং ৪৭ কলিকাতা-২৯

১৯৭১ সালে নতুন ভর্তি (ক্লাস ১ হইতে ৯ পর্যন্ত) ২৯শে জানুয়ারি পর্যন্ত। স্কুল বাস পাওয়া যাবে। অবিলম্বে আবেদন করুন। (৪৫৬৮)

এস এ জয়পুরিয়া কলেজ, কলিকাতা

বি-এ/বি এস-সি/বি-কম পার্ট-২ কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার প্রার্থিদের ফি কলেজ অফিসে ১৮ই এবং ১৯শে জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখে গৃহীত হইবে। বিবরণীর জন্য নোটিস বোর্ড দ্রষ্টব্য।

প্রিন্সিপ্যাল (৪৫৬৭)

বঙ্গবাসী মর্নিং কলেজ

পার্ট-২ উত্তীর্ণ ছাত্রদের ক্যাশন মনি ১২ই জানুয়ারি ১৯৭১ হইতে ২২শে জানুয়ারি ১৯৭১ তারিখের মধ্যে ফেরত দেওয়া হইবে। বি এস সি পার্ট-২ প্রার্থিগণকে প্রথম বার্ষিকী এবং তৃতীয় বার্ষিকীর মূলে অ্যাকনলেজমেণ্ট কার্ড অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে। (৪১৪৩-এ)

টেণ্ডার

সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার, ১নং হাউসিং কনস্ট্রাকশন সার্কল, ১০৫ এস এন ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা-১৪, নিম্নলিখিত গ্রুপে টালিগঞ্জে বৈষ্ণবঘাটা রোডে ও নেতাজী সুভাষ রোডের জংশনে রেণ্টাল হাউসিং স্কিমের অধীন চারতল বিল্ডিং-এ ১৪৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণ এর জন্য নির্ভরযোগ্য, সঙ্গতিপন্ন, অভিজ্ঞ, প্রকৃত বাহিরের বিল্ডিং ঠিকাদার এবং পশ্চিমবঙ্গের পি ডব্লু ডি-এর চলতি রুল অনুসারে পি ডব্লু ডি এবং সরকারের অন্যান্য বিভাগের যথোপযুক্ত শ্রেণীর রেজিস্টারীভুক্ত বিল্ডিং ঠিকাদার-দের নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার (নির্ধারিত ফরমে) আহ্বান করিতেছেন। গ্রুপ নং, কাজের প্রকৃতি, অনুমিত ব্যয়-বরাদ্দ ও বায়নার পরিমাণ যথাক্রমে এইরূপঃ—গ্রুপ নং ১—চল্লিশটি দুই ঘরের রেগুলার ফ্ল্যাট নির্মাণ ৩,২৮,২৫০ টাকা, ৬,৫৬৫, টাকা। গ্রুপ নং ২—চল্লিশটি দুই ঘরের ছোট ফ্ল্যাট নির্মাণ এবং আটটি দুই ঘরের রেগুলার ফ্ল্যাট নির্মাণ; ৩,১৩,১৫০, টাকা, ৬,২৬৩, টাকা। গ্রুপ নং ৩—ছাপ্পান্নটি দুই ঘরের ছোট ফ্ল্যাট নির্মাণ ৩,৬০,৫০০, টাকা, ৭,২১০, টাকা। ১৯শে জানুয়ারি ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত সকল কাজের দিনে বেলা ১১টা হইতে বেলা ৪টা পর্যন্ত উপরোক্ত সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার অথবা কলিকাতা-১২ অধীন ২১ কেনডারডাইন লেনস্থিত ৬নং হাউসিং কনস্ট্রাকশন ডিভিসনের এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অফিসে বিস্তারিত টেণ্ডার নোটিস, স্পেসিফিকেশন, বিশেষ শর্তাবলী এবং কাজের দফার শিডিউল ইত্যাদি দেখা যাইবে। ২০শে জানুয়ারি ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত উক্ত সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ারের অফিসে টেণ্ডার গৃহীত হইবে।

১১৪(২) আই পি আর/৭১ (৪৫৩২)

লোহা ও ইস্পাতের স্ক্র্যাপ বিক্রয়

আসানসোলের নিকট জেকেনগরে আনুমানিক ১৫০ মেঃ টন বিভিন্ন গ্রেডের লোহা ও ইস্পাতের স্ক্র্যাপ অবিলম্বে বিক্রয় করা হইবে। টেণ্ডার ফরমের জন্য যোগাযোগ করুন—কমার্সিয়াল এক্সিকিউটিভ, অ্যালুমিনিয়ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিঃ, ৭ কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট, কলিকাতা-১ (৪২৭৯-এ)

টেণ্ডার

১৯৭১—৭২ সালে নিম্নোক্তগুলি সরবরাহের জন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের পক্ষে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসেস (ইকুইপমেণ্ট অ্যাণ্ড স্টোরস), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সেণ্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরস, ১৪২, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-১৪-কর্তৃক সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে (১) ড্রাগস ও কেমিক্যালস লেবরেটরি স্টেন ও রিএজেণ্ট, এক্সরে এবং প্রপাইটারি ড্রাগ ইত্যাদি সহ এবং (২) সার্জিক্যাল ও ডেণ্টাল সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি, ড্রেসিং (গজ ও ব্যাণ্ডেজের থান বাদে), বস্ত্র ও পশমের দ্রব্যাদি, কার্পাস ও শিমুল তুলা, ন্যাতার জন্য সাধারণ পাট এবং ইলেকট্রো-মেডিক্যালস এক্সরে, লেবরেটরি সরঞ্জাম ও জন্ম-নিরোধক দ্রব্য ইত্যাদি সহ হাসপাতালের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। মালগুলি ঠিক স্ব স্ব মুদ্রিত ক্যাটলগে প্রদত্ত স্পেসিফিকেশন অথবা উপরোক্ত অফিসে রক্ষিত নমুনা স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী (যেক্ষেত্রে যেরূপ) হওয়া চাই। টেণ্ডার দাখিলের শর্তাবলী সহ (১) ড্রাগস ও কেমিক্যালস এবং (২) সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি ও হাসপাতালের সরঞ্জামের ক্যাটলগ যথাক্রমে ২, টাকা এবং ৫, টাকা আদায় দিয়া উপরোক্ত সেণ্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরসে কাজের দিনে বেলা ১১টা হইতে ১-৩০টার মধ্যে (শনিবার বেলা ১১টা হইতে ১২-৩০টা পর্যন্ত) পাওয়া যাইবে। টেণ্ডার নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে। উক্ত ফরম প্রতি কপি ২, টাকা মূল্যে একই স্থান হইতে পাওয়া যাইবে। প্রত্যেক টেণ্ডারের জন্য পৃথক পৃথকভাবে বায়না হিসাবে ৫০০, টাকা জমা দিতে হইবে। টেণ্ডারের সঙ্গে টেণ্ডার ফরমের নমুনা কপি এবং উপরোক্ত বায়নার টাকা জমা দেওয়ার ট্রেজারি চালান অবশ্য থাকা চাই। টেণ্ডার দাখিলের পূর্বে ইচ্ছুক টেণ্ডার-দাতাদিগকে টেণ্ডার দাখিলের বিস্তারিত শর্তাবলী দেখিয়া লইতে হইবে। উহাতে উল্লেখিত শর্তাবলী তাঁহাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক হইবে। টেণ্ডার ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ তারিখ বা তৎপূর্বে বেলা ১টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে। অফিসের নোটিস বোর্ডে বিজ্ঞাপিতব্য কোন তারিখে টেণ্ডার প্রকাশ্যে খোলা হইবে।

৩৯৬৯(৩) আই পি আর/এ/৭০ (৪৩৫০)

দি শিপিং কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

টেণ্ডার নোটিস

উত্তম চালু অবস্থায় একটি ১৯৬৫ মডেল অ্যামবাসাডর কার মার্ক টু বিক্রয়ের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। টেণ্ডারদাতাদিগকে নগদে জামীন হিসাবে ৫০০ টাকা জমা দিতে হইবে। জমা দেওয়ার রসিদের নম্বর উল্লেখিত টেণ্ডার "অ্যামবাসাডর কারের জন্য টেণ্ডার" কথাগুলি উপরে লিখিত সীলকরা খামে চেয়ারম্যান, স্টোর্স পারচেজ কমিটি, দি শিপিং করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ, ২০, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, কলিকাতা-১-এর নিকট এমনভাবে দাখিল করিতে হইবে, যাহাতে উহা তাঁহার নিকট ১৬ জানুয়ারী, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে পৌঁছে।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিপার্টমেণ্টকে (ফোন ঃ ২৩-২৩৫৪) পূর্বাহ্ণে জানাইয়া কাজের দিন অফিসের কার্যকালে কারটি দেখা যাইবে। যে টেণ্ডারদাতার প্রস্তাব করপোরেশন কর্তৃক গৃহীত হইবে, তাঁহাকে করপোরেশনের নিকট হইতে ঐ মর্মে সংবাদ পাওয়ার তারিখ হইতে সাত দিনের মধ্যে নগদে পুরা মূল্য আদায় দিয়া অবশ্যই কারটির ডেলিভারী লইতে হইবে—অন্যথায় বায়নার টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে। ক্রেতাকে নিজ ক্রয়ের তারিখ হইতে কারটির জন্য ইনস্যুরেন্স কভারের ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে। অসফল টেণ্ডারদাতাদিগের জমা দেওয়া টাকা ফেরত দেওয়া হইবে। কোন কারণ না দর্শাইয়া যে কোন বা সব করজন টেণ্ডারদাতার নিকট কারটি বিক্রয় করিতে অস্বীকার করার অধিকার করপোরেশন কর্তৃক সংরক্ষিত।

১১, আর এন মুখার্জি রোড, কলিকাতা-১ (৪২৭৫ এ)

এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, হুগলী ইরিগেশন ডিভিঃ (আই অ্যাণ্ড ডবলিউ ডি), ১১এ, ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬—নিম্নবর্ণিত "হাওড়া জেলায় কোরিয়া-গাইঘাটা গেজ স্টেশনের ভাঁটিতে বিভিন্ন রীচে দামোদর নদের (আমতা চ্যানেল) পলিমাটি অপসারণ" কাজের জন্য পশ্চিমবঙ্গের ইরিগেশন অ্যাণ্ড ওয়াটারওয়েজ ডিরেকটরেটের ১ম শ্রেণীর রেজিস্টার্ড ঠিকাদার এবং বাহিরের প্রকৃত ঠিকাদারদের নিকট হইতে ২৯১১(২)নং টেণ্ডার ফরমে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। রীচ নং, অনুমিত ব্যয়, বায়নার পরিমাণ এবং কাজ সম্পাদনের জন্য প্রদত্ত সময় যথাক্রমে নিম্নরূপঃ (১) ১নং রীচ; ৬,০০,০০০, টাকা; ১২,০০০, টাকা; পাঁচ মাস। (২) ২নং রীচ; ৬,০০,০০০, টাকা; ১২,০০০, টাকা; পাঁচ মাস। (৩) ৩নং রীচ; ৪,০০,০০০ টাকা; ৮,০০০ টাকা; চার মাস। (৪) ৪নং রীচ; ৪,০০,০০০, টাকা; ৮,০০০, টাকা; চার মাস।

প্রতি রীচের কাজের জন্য প্রতি প্রস্থ বাবদ ১০, টাকা আদায় দিলে উপরোক্ত এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের অফিসে ১৯৭১ সালের ১৫ জানুয়ারি মধ্যে টেণ্ডার ফরম ক্রয় করা যাইবে। ১৯৭১ সালের ১৬ জানুয়ারি বেলা ১১টা হইতে বেলা ১টার মধ্যে টেণ্ডার (কাজের প্রতি রীচের জন্য পৃথক পৃথকভাবে) গৃহীত হইবে এবং ঐদিন বেলা ১-৩০টায় খোলা হইবে। গ্রহণ-কারী কর্তৃপক্ষ ঃ সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার, ওয়েস্টার্ন সার্কেল (ইরিগেশন অ্যাণ্ড ওয়াটারওয়েজ ডিরেকটরেট), ১১এ, ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬।

৭৮(২) আই পি আর/এ/৭১ (৪৫৩১)

টেণ্ডার

দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

১ শেকসপিয়র সরণি, ২য় তল কলিকাতা-১৬

"দুর্গাপুরে দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিঃ-এর অধীন সি-জোন সাবস্টেশনে ২য় ২০ এমভিএ ১৩২/১১ কেভি ট্রান্স-ফর্মার বৈদ্যুতীকরণের জন্য সাব-স্টেশন সরঞ্জামাদি, সংস্থাপন"-এর নিমিত্ত অভিজ্ঞ এবং সঙ্গতিপন্ন ঠিকাদারদের নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। "দি দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড, কলিকাতা"-এর অনুকূলে রেখিত ইণ্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার দ্বারা ৫, টাকা আদায় দিয়া আবেদন করিলে সপ্তাহের যে কোনো কাজের দিন কলিকাতা-১৬ অধীন ১নং শেকসপিয়র সরণিস্থিত পারচেজ ডিপার্টমেণ্টের ম্যানেজারের নিকট এই লাইনে অভিজ্ঞ ঠিকাদারগণ টেণ্ডারের কাগজপত্র ক্রয় করিতে পারেন। ২৫শে জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং ঐ দিনই বেলা ৩টার সময় প্রকাশ্যে খোলা হইবে।

৮(৪) আই পি আর/এ/৭১ (৪৩৩৮)

অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসেস (ইকুইপমেণ্ট অ্যাণ্ড স্টোর্স), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সেণ্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্স, ১৪২, আচার্য জগদীশ বোস রোড, কলিকাতা-১৪, ১৯৭০-৭১ সালে স্পেসিফিকেশন অনুসারে ৪০,০০০ মিটার মিল-মেড "লং ক্লথ" সরবরাহের জন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের পক্ষে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। টেণ্ডার দাখিলের শর্তাবলী (যাহা টেণ্ডারদাতাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক) ও কাপড়ের স্পেসিফিকেশন উক্ত ঠিকানায় শনিবার বেলা ১১টা হইতে বেলা ১২-৩০টা এবং অন্যান্য দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ১-৩০টা পর্যন্ত পাওয়া যাইবে। নির্ধারিত ফরমে টেণ্ডার দাখিল করিতে হইবে এবং প্রতি প্রস্থ বাবদ ২, টাকা আদায় দিলে একই ঠিকানায় উহার স্পেসিমেন কপি পাওয়া যাইবে। বায়না বাবদ ৫০০, টাকা জমা দেওয়ার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার/ট্রেজারি চালান ও টেণ্ডার ফরমের স্পেসিমেন কপি প্রতি টেণ্ডারের সহিত থাকা চাই। ২২শে জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ বেলা ১টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে। ঐদিনই বেলা ৩টার সময় টেণ্ডার প্রকাশ্যে খোলা হইবে।

১০(৩)আইপিআর/এ/৭১ (৪৩৪৯)

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের পক্ষে এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার (এগ্রি-ইরিগেশন), সেণ্ট্রাল ডিভিসন, ডিপার্ট অব এগ্রিকালচার অ্যাণ্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট, পশ্চিমবঙ্গ, পোঃ অঃ বর্ধমান—নিম্নবর্ণিতমত "বর্ধমান ও হুগলী জেলায় পাম্প হাউস ও অপারেটরদের কোয়ার্টার্স নির্মাণের" জন্য প্রকৃত ফার্ম বা পি ডবলিউ ডি, আই অ্যাণ্ড ডবলিউ ডিপার্ট অথবা অনুরূপ অন্যান্য সরকারী ডিপার্টমেণ্টে রেজিস্টার্ড ঠিকাদার এবং প্রকৃত অভিজ্ঞ বাহিরের ঠিকাদারদের নিকট হইতে ডবলিউ বি এফ নং ২৯১১(১)-তে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। জেলার নাম, গ্রুপ নং, থানার নাম, ইউনিটের সংখ্যা যথাক্রমে নিম্নরূপ ঃ—(১) হুগলী, গ্রুপ-'এ', থানা খানাকুল, তিনটি ইউনিট। (২) হুগলী জেলা, গ্রুপ-'বি', থানা খানাকুল, তিনটি ইউনিট। (৩) জেলা বর্ধমান, গ্রুপ-'সি', থানা কাটোয়া, তিনটি ইউনিট। প্রতি গ্রুপের জন্য অনুমিত বরাদ্দ ঃ ৪৭,৪০০ টাকা। প্রতি গ্রুপের জন্য বায়নার পরিমাণ ঃ ৯৪৮ টাকা। প্রতি ক্ষেত্রে ওয়ার্ক অর্ডার ইসু করার তারিখ হইতে কাজ শেষ করার মেয়াদ ঃ ষাট দিন। ১৫ জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত প্রতি গ্রুপের প্রতি প্রস্থ বাবদ ৬ টাকা নগদ মূল্য আদায় দিয়া এবং হালসময়ের আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের বৈধ সার্টিফিকেট পেশ করিয়া উপরোক্ত এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের অফিসে বিশদ টেণ্ডারের কাগজপত্র, শর্তাদি, ড্রইং ইত্যাদি পাওয়া যাইবে। ১৬ জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং বেলা ৩-৩০টায় প্রকাশ্যে খোলা হইবে। সর্বনিম্ন দরের বা যে কোন টেণ্ডার গ্রাহ্য করা বাধ্যতামূলক নহে। প্রয়োজন হইলে গ্রাহ্যকারী কর্তৃপক্ষ কোনরূপ কারণ না দেখাইয়া কাজটি বণ্টন করিয়া দিতে পারেন।

৭৬(২) আই পি আর/৭১ (৪৫২৬)

টেণ্ডার

টেণ্ডার নোটিস

মিলিটারি এঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস

কমাণ্ডার ওয়ার্কস এঞ্জিনিয়ার্স (পি) বিন্নাগুড়ি, পোঃ অঃ বিন্নাগুড়ি, জেলা জলপাইগুড়ি; অনুমিত ১ লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দে "বিন্নাগুড়িতে ক্লোরোনোম প্ল্যাণ্টের ব্যবস্থাকরণ"-এর জন্য টেণ্ডার ফরম ইস্যু করার নিমিত্ত যথোপযুক্ত শ্রেণীর তালিকাভুক্ত এম ই এস, পি ডব্লু ডি, সি পি ডব্লু ডি এবং রেলওয়ে ঠিকাদারদের নিকট হইতে ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ বা তৎপূর্বে দরখাস্ত আহ্বান করিতেছেন।

যে সকল ঠিকাদার চিফ এঞ্জিনিয়ার, ইস্টার্ণ কমাণ্ড-এর তালিকাভুক্ত নহেন তাঁহারা তালিকাভুক্তির জন্য তাঁহাদের দরখাস্তের সহিত অন্য বিভাগে তালিকাভুক্তির পত্র, আয়কর ও বিক্রয় কর পরিশোধের হালসময়ের শংসাপত্র এবং গত ২ বৎসরে যে সকল অফিসারের অধীনে কাজ সম্পাদন করিয়াছেন তাঁহাদের পদমর্যাদা উল্লেখে কাজের বিবরণী দাখিল করিবেন। ইস্টার্ণ কমাণ্ডের চিফ এঞ্জিনিয়ারের নিকট যে সকল ঠিকাদারের স্থায়ী জামিন জমা নাই সেই সকল ঠিকাদারকে টেণ্ডারের সহিত বায়না বাবদ ৫০০০ টাকা দিতে হইবে। (৩৮১৭)

এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, পি ডবলিউ ডি, নর্থ ক্যালকাটা ডিভি, ১১এ, ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ কর্তৃক নিম্নোক্ত গ্রুপ ও স্থানে "টালা ব্রিজ হইতে ব্যারাকপুর পর্যন্ত বি টি রোডের উন্নতিবিধান—১ম পর্যায়" কাজের জন্য পশ্চিমবঙ্গের পি ডবলিউ ডি-এর ১ম শ্রেণীর (রোড ও বিল্ডিং) ঠিকাদার এবং প্রকৃত সুসঙ্গতিপন্ন ও অভিজ্ঞ বাহিরের ঠিকাদারদের নিকট হইতে ডবলিউ বি এফ ২৯১১(২)'তে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে। গ্রুপ নং, কাজের স্থান, অনুমিত বরাদ্দ ও বায়নার পরিমাণ যথাক্রমে নিম্নরূপঃ (১) গ্রুপ—'এ'; টালা ব্রিজ হইতে ৭ম মাইলের শেষ পর্যন্ত; ৩,৬৩,০৪৮, টাকা; ৭,২৬১, টাকা। (২) গ্রুপ—'বি'; ৮ম মাইলের আরম্ভ হইতে ৯ম মাইলের শেষ পর্যন্ত; ৩,২৪,৩১০, টাকা; ৬,৪৮৬, টাকা। (৩) গ্রুপ—'সি': ১০ম মাইলের আরম্ভ হইতে ১১শ মাইলের শেষ পর্যন্ত; ৩,২৪,৩১০, টাকা; ৬,৪৮৬, টাকা। (৪) গ্রুপ—'ডি'; ১২শ মাইলের আরম্ভ হইতে ব্যারাকপুর পর্যন্ত; ৩,২৪,৩১০, টাকা; ৬,৪৮৬, টাকা। বায়নার টাকা আদায় দেওয়া হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য ন্যূনতম স্থায়ী আমানত—প্রতি ক্ষেত্রে ৫০,০০০, টাকা। উপরোক্ত অফিসে টেণ্ডারের কাগজপত্র ও অন্যান্য বিবরণ দেখা যাইবে এবং ১৮ জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত উক্ত অফিসে নির্ধারিত ফী আদায় দিয়া এবং আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের বৈধ সার্টিফিকেট দেখাইয়া টেণ্ডার ফরম ও অন্যান্য কাগজপত্র ক্রয় করা যাইবে। বাহিরের ঠিকাদারগণকে উপরন্তু তাঁহাদের আর্থিক সঙ্গতি, এই ধরনের কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং তাঁহাদের অধীনে কারিগরি যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মচারী নিযুক্ত আছেন এতদ্বিষয়ে সংশ্লিষ্ট এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতাগণকে টেণ্ডারের কাগজপত্র ক্রয়ের পূর্বে উপরোক্ত এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের নিকট হইতে সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য টেণ্ডার দেওয়ার অনুমতি লইতে হইবে। টেণ্ডার গ্রহণের শেষ তারিখ—১৯ জানুয়ারি, ১৯৭১ (বেলা ২টা পর্যন্ত)।

৮২(৩) আই পি আর/৭১ (৪৫২৮)

আণ্ডারটেকিং অফ দি ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কম্পানি লিমিটেড

(ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)

১২ আর এন মুখার্জি রোড কলিকাতা-১

চিফ মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার, ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোং লিঃ। ১৪৩ আচার্য জগদীশ বোস রোড, কলিকাতা-১৪-এর শিরোনামে ৭৫ পিস ৬০ এইচ পি, ৫৫০ ভোল্ট, ডি সি ট্র্যাকশন মোটর প্রস্তুত ও সরবরাহের জন্য এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের এক মাসের মধ্যে টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। উক্ত ঠিকানায় চিফ মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারের অফিসে অন্যান্য বিবরণী জানা যাইবে।

এ কে দত্ত
অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (৪২৪৯)

টেণ্ডার

পি. অ্যাণ্ড টি. ডিপার্টমেণ্ট

১-৪-৭১ হইতে ৩১-৩-৭২ তারিখ পর্যন্ত সময়কালে ২৪৮ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-২৭ ঠিকানাস্থ টেলিকম ফ্যাক্টরিতে নিম্নলিখিত দ্রব্যাবলী (প্রত্যেক দফার পার্শ্বে কোয়ালিটি উল্লেখিত আছে) সরবরাহের জন্য কনট্রাক্টে আবদ্ধ হইবার নিমিত্ত ম্যানেজার, টেলিকম ফ্যাক্টরি, কলিকাতা-২৭ সীলকরা পৃথক পৃথক টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন।

(১) মোটা বালি—আই এস-১৮৮৭-১৯৬২ (ফাউণ্ড্রিতে ব্যবহারের জন্য হাই সিলিকা বালি)—২৪০ মেঃ টঃ (প্রতি মাসে ২০ মেঃ টঃ হিসাবে)। (২) মোল্ডিং-এর বালি—আই এস-৩৩৪৩/৬৫ (ফাউণ্ড্রিতে ব্যবহারের জন্য প্রাকৃতিক মোল্ডিং বালি)—১২০ মেঃ টঃ (প্রতি মাসে ১০ মেঃ টঃ হিসাবে)। (৩) চুনা পাথর—১০০০ মেঃ টঃ (প্রতি মাসে ১০০ মেঃ টঃ হিসাবে)। (৪) জ্বালানী কাঠ—৫০০ মেঃ টঃ (প্রতি মাসে ৪৫ মেঃ টঃ হিসাবে)। (৫) হার্ড কোক (বি পি)—ছাইয়ের পরিমাণ অনধিক ২৪%—৪০০০ মেঃ টঃ (প্রতি মাসে ৩৫০ মেঃ টঃ হিসাবে)।

দ্রষ্টব্যঃ উপরোক্ত পরিমাণ±২৫% পরিবর্তন সাপেক্ষ। শ্রী ডি ভেঙ্কটেশন, সেক্রেটারি, লোকাল স্টোর্স পারচেজ কমিটি, ম্যানেজারের অফিস, টেলিকম ফ্যাক্টরি, কলিকাতা-২৭ শিরোনামে টেণ্ডার ২৯-১-৭১ তারিখ বেলা ১টার পূর্বে দাখিল করিতে হইবে এবং সেই দিনই বেলা ২-৩০টায় খোলা হইবে। টেণ্ডার ফরম ও বিবরণাদি যে কোন কাজের দিন অর্থাৎ সোমবার হইতে শুক্রবার পর্যন্ত বেলা ১০-৩০টা ও বেলা ৩টার মধ্যে এবং শনিবার বেলা ১০-৩০টা ও বেলা ১২-৩০টার মধ্যে প্রতি দফা দ্রব্যের জন্য ৩, টাকা অ্যাকাউণ্টস অফিসারের নিকট আদায় দেওয়ার রসিদ দেখাইলে ম্যানেজারের অফিসে পাওয়া যাইবে। বায়নার পরিমাণ প্রতি দফার জন্য ১০০, টাকা।

ডি এ ভি পি ৭১০(৬১৮)/৭০ (৪০৮৭)

টেণ্ডার বিজ্ঞপ্তি

উত্তর দমদম পৌরসভা

পৌরসভা অনুমোদিত আবেদনপত্রে নিম্নলিখিত রাস্তাগুলি সংস্কার সাধনের জন্য পি ডবলিউ ডি ইত্যাদি তালিকা-ভুক্ত প্রথম শ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণীর ঠিকাদারগণের নিকট হইতে এবং অভিজ্ঞ ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন অন্যান্য ঠিকাদারগণের নিকট হইতে সীল করা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। নির্ধারিত আবেদনপত্র, নিয়মাবলী ও কাজের বিবরণী জানার জন্য যে-কোন কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে ৫টা পর্যন্ত পৌর কার্যালয়ে যোগাযোগ করা যাইতে পারে।

নিম্নে অনুমোদিত ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখ করা হইল। (১) অরবিন্দ রোড—৩০,৮৬৬·২০, (২) আবদুল আজিজ রোড—১৮,৮৩৪·২৫, (৩) বিপিন পাল রোড—১০,৫২৩·১০, (৪) উদয়পুর রোড— ২৩,৪১৯·০১, (৫) শৈলজালাল চ্যাটার্জী স্ট্রীট—২৮,৯২২·৭৫, (৬) ললিত গুপ্ত স্ট্রীট—১৫,৩৬২·৪৫, (৭) বিনোদলাল মুখার্জী রোড—১৯,৭৮৮·৬৩, (৮) কবি কৃষ্ণরাম দাস রোড—২৭,৬৪৮·০১, (৯) প্রতাপগড় রোড—১৫,৭২০·৪৪, (১০) আলিপুর রোড—৩২,৪৫৯·৮৪, (১১) মাঝেরহাটী রোড—৫৪,৩৯২·৩২, (১২) রবীন্দ্র সরণি—৪৮,২১১·০৪, (১৩) আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড—৮,২৮৯·৫৫।

ভিন্ন ভিন্ন রাস্তার উপর পৃথক ভাবে টেণ্ডার ১৮-১-৭১ তারিখে বেলা ৩টা পর্যন্ত পৌর প্রধানের অফিসে গৃহীত হইবে এবং টেণ্ডারের সহিত অনুমোদিত ব্যয়ের শতকরা দুই ভাগ জমা দিয়া তাহার রসিদযুক্ত করিয়া দিতে হইবে। টেণ্ডারগুলি টেণ্ডারদাতাগণের অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধিদের সমক্ষে উক্ত দিনেই সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় খোলা হইবে। টেণ্ডার দিবার তারিখ অর্থাৎ ১৮-১-৭১ তারিখে কোন টেণ্ডার বিক্রয় করা হইবে না।

স্বাঃ এ কে চ্যাটার্জী,
সেক্রেটারী।
বিরাটী, কলিকাতা-৫১। (৪০৮৩)

(অন্যান্য শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন ১০ পৃষ্ঠায়

এন. এফ. রেলওয়ে

টেণ্ডার নোটিস

নং ডিএস/এসএস/কন/এসজিইউজে/১৯৭১-৭২/এফ

তারিখ ঃ ৩১-১২-৭০

বিষয়ঃ ১৯৭১-৭২ সালের জন্য অর্থাৎ ২৫-৩-১৯৭১ তারিখ হইতে ২৪-৩-১৯৭২ তারিখ পর্যন্ত শিলিগুড়ি জং জোনে কয়লা, ছাই হ্যাণ্ডলিং এবং ঘেস তোলার কাজের জন্য টেণ্ডার ঃ

শিলিগুড়ি জং জোনের জন্য নিম্নোক্ত কাজের নিমিত্ত অভিজ্ঞ ঠিকাদারদিগের নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে ঃ—

(ক) ১২ মাসের জন্য কয়লা হ্যাণ্ডলিং-এর কাজ
(খ) ১২ মাসের জন্য ছাই হ্যাণ্ডলিং এবং ঘেস তোলার কাজ
(গ) ১২ মাসের জন্য যৌথভাবে কয়লা ও ছাই হ্যাণ্ডলিং এবং ঘেস তোলার কাজ

কাজগুলির জন্য বায়নার পরিমাণ এবং জামীন জমার পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঠিকার সময় হইবে ১২ মাস।

জোনের নাম	(ক) কয়লা হ্যাণ্ডলিং-এর কাজ		(খ) ছাই হ্যাণ্ডলিং কাজ		(গ) যৌথভাবে কয়লা ও ছাই হ্যাণ্ডলিং এবং ঘেস তোলার কাজ		টেণ্ডার ফরম চুক্তিপত্র ইত্যাদি যে ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।
	বায়নার পরিমাণ	জামীন জমা	বায়নার পরিমাণ	জামীন জমা	বায়নার পরিমাণ	জামীন জমা	
এস জি-ইউ জে	২১২৫,	৮৫০০,	১৯৫০,	৭৮০০,	৪০৭৫	১৬,৩০০,	ডি এস/কাটিহার

ঠিকার শর্তাবলী এবং নির্দেশাবলী সহ টেণ্ডারের কাগজপত্র ডিভিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, এন এফ রেলওয়ে, কাটিহার অধীন ডিভিসনাল মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার, কাটিহার-এর অফিস হইতে পাওয়া যাইবে। টেণ্ডার ফরম ও চুক্তিপত্র প্রতি প্রস্থ বাবদ নগদে অফেরতযোগ্য ৫, টাকা (পাঁচ টাকা) আদায় দিলে ১৬ জানুয়ারী/৭১ হইতে ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত কাজের দিন বিক্রয় করা হইবে। উপরে 'গ' স্তম্ভে বর্ণিত কয়লা ও ছাই হ্যাণ্ডলিং এবং ঘেস তোলার সম্মিলিত কাজের জন্য টেণ্ডার ফরম ইত্যাদি বিক্রয় করা হইবে। কয়লা হ্যাণ্ডলিং বা ছাই হ্যাণ্ডলিং এবং ঘেস তোলার কাজের জন্য কোন পৃথক টেণ্ডার ফরম বিক্রয় করা হইবে না। ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী তারিখ বেলা ১২টায় টেণ্ডার ফরম বিক্রয় বন্ধ হইবে এবং টেণ্ডার ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ তারিখ বেলা ১টা পর্যন্ত গৃহীত এবং সেই দিন অর্থাৎ ১৫-২-৭১ তারিখ বেলা ৩টায় খোলা হইবে। টেণ্ডারদাতাদিগকে ৯০ দিনের জন্য টেণ্ডার খোলা রাখিতে হইবে।

স্বাঃ অস্পষ্ট
ডিভিশনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট,
এন এফ রেলওয়ে/কাটিহার পক্ষে

ডি/৫/১০২ (৪৪৭৬

টেণ্ডার

কলিকাতা পুলিসের ট্র্যাফিক ডিপার্টমেণ্টে ব্যবহারের জন্য চামড়ার ৮০০ পিস চেস্ট অ্যাণ্ড ব্যাক প্রোটেকটর সরবরাহের নিমিত্ত সাধারণ কাগজে সীলকরা টেণ্ডার আহবান করা যাইতেছে। বিস্তারিত বিবরণী, অনুমোদিত নমুনা পরিদর্শন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্পেসিফিকেশন ও তথ্যাদির জন্য ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতাগণ কলিকাতা-১ অধীন ১৮ লালবাজার স্ট্রীটস্থিত ট্র্যাফিক পুলিসের ডেপুটি কমিশনার অব পুলিসের অফিসে অফিস চলার কালে যোগাযোগ করিতে পারেন। নমুনা, কমিশনার অব পুলিসের অনুকূলে ঠিকার মোট মূল্যের ২ শতাংশ পরিমাণ টাকা বায়না বাবদ রাজস্ব জমা খাতে জমা দেওয়ার ট্রেজারি চালান, আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র টেণ্ডারের সহিত অবশ্যই থাকা চাই। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের শিরোনামে (কলিকাতার পুলিস কমিশনারের মাধ্যমে) টেণ্ডার খামে ভরিয়া সীল করিয়া উপরে 'কলিকাতা পুলিসের ট্র্যাফিক ডিপার্টমেণ্টের জন্য লেদার চেস্ট ও ব্যাক প্রোটেকটর সরবরাহের জন্য টেণ্ডার' লিখিয়া দিতে হইবে এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, কলিকাতা পুলিস, ১৮ লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১ ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ১৫-১-৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত টেণ্ডার ও নমুনা গৃহীত হইবে। ১৮নং লালবাজার স্ট্রীটে ক্লোদিং ডিপার্টমেণ্টের ইনস্পেক্টরের নিকট নির্ধারিত তারিখে ও সময়ে নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

৮৫(৩) আই পি আর/৭১

টেণ্ডার

হইবে না। টেণ্ডারের কাগজপত্র ক্রয়ের সময় তাঁহাদিগকে আই টি ও এস টি পরিশোধের সার্টিফিকেটও দেখাইতে হইবে।

৮০(২) আই পি আর/এ/৭১

(৪৫২৫)

কলিকাতায় অবস্থিত সরকারী অফিসসমূহে ব্যবহারের জন্য ১৯৭১ সালে নূতন খসখসের পর্দা সরবরাহ এবং পুরাতন খসখসের পর্দা মেরামতির জন্য অ্যাসিস্টেণ্ট সেক্রেটারী ৩, পি ডবলিউ ডি (সি এস ব্র্যাঞ্চ), রাইটার্স বিল্ডিংস ('ডি' ব্লক, সর্বোচ্চ তল), কলিকাতা-১ কর্তৃক "খসখসের পর্দার জন্য দরপত্র" কথাগুলি উপরে লিখিত সীলকরা টেণ্ডার আহবান করা যাইতেছে। দরপত্রদাতাদিগকে নিম্নোক্ত বিবরণাদি উল্লেখ করিতে হইবে: (ক) দরজা ও জানলার উপর ফিটিং ও ফিক্সিং-এর খরচসহ দড়ি, কপিকল ইত্যাদি সহ সম্পূর্ণ নূতন পর্দার প্রতি বঃ ফুটের দর (খ) নূতন খসখসের ফাইবার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলি বদলাইয়া দেওয়াসহ পুরাতন পর্দার ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামতির জন্য প্রতি বঃ ফুটের দর। (গ) ফিটিং ও ফিক্সিং-এর খরচ সহ রড় ইত্যাদি সহ সম্পূর্ণ প্রতি জোড়া নূতন কাঠের ব্র্যাকেটের দর (ঘ) নিম্নোক্ত দ্রব্যগুলির অতিরিক্ত সরবরাহের দর: (১) কপিকল, (২) বাখারি (৩) হুক এবং (৪) দড়ির বাণ্ডিল। দড়ি ও বখারির দৈর্ঘ্য [illegible]

রেলওয়ে

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে

টেণ্ডার বিজ্ঞপ্তি

১-৬-৭১ তারিখ হইতে ৩১-৫-৭২ তারিখ পর্যন্ত সময়কালের নিমিত্ত মালিগাঁও-স্থিত এন এফ রেলওয়ের সেণ্ট্রাল হসপিট্যালের রোগীদের পথ্য প্রস্তুতের জন্য খাদ্যদ্রব্য (পচনশীল নহে এইরূপ কাঁচামাল) সরবরাহের জন্য নির্ধারিত ফরমে সীলকরা টেণ্ডার আহবান করা যাইতেছে।

২-২-৭১ তারিখ বেলা ২-৩০টা পর্যন্ত সকল কাজের দিনে বেলা ১০-৩০টা হইতে বেলা ২-৩০টার মধ্যে ফরম প্রতি অফেরতযোগ্য ২, টাকা (দুই টাকা) আদায় দিলে মেডিক্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, এন এফ রেলওয়ে, মালিগাঁও, পোঃ অঃ গৌহাটি-১১, জেলা কামরূপ, আসাম-এর অফিসে টেণ্ডার ফরম (হস্তান্তরযোগ্য নহে) পাওয়া যাইবে।

মেডিক্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, এন এফ রেলওয়ে, মালিগাঁও-এর অফিসে ৩-২-৭১ তারিখ বেলা ১টা পর্যন্ত সীলকরা টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং ৩-২-৭১ তারিখ বেলা ২-৩০টায় খোলা হইবে। মেডিক্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, এন এফ রেলওয়ে, মালিগাঁও-এর অফিসে রক্ষিত টেণ্ডার বক্সে সীলকরা টেণ্ডার জমা দেওয়া যাইতে পারে অথবা উহা এমনভাবে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠান যাইতে পারে যাহাতে উহা ৩-২-৭১ তারিখ বেলা ১টার মধ্যে উক্ত মেডিক্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পৌঁছায়।

বায়না বাবদ ২৪৮০, টাকা রেলওয়ে রেভিনিউতে অবশ্যই জমা দিতে হইবে এবং প্রাপ্ত রসিদ টেণ্ডারের সহিত দাখিল করিতে হইবে।

স্বাঃ ডাঃ এস সিং

রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

টেণ্ডার

নিম্নোক্ত প্রত্যেকটি প্রকার উদ্বৃত্ত কয়লার ছাই বিক্রয়ের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত কর্তৃক আগ্রহী টেণ্ডারদাতাদিগের নিকট হইতে সাধারণ কাগজে ১-২-৭১ তারিখের মধ্যে সীলকরা টেণ্ডার আহবান করা যাইতেছে।

(১) অ্যাসিঃ ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাণ্ডেল অধীনে ব্যাণ্ডেলে ৬৪০০০ ঘঃ ফুট কয়লার ছাই বিক্রয়
অনুমিত মূল্য ৩০০০, টাকা, বায়নার পরিমাণ ৭৫, টাকা

(২) অ্যাসিঃ ইঞ্জিনিয়ার, সাহেবগঞ্জ অধীনে মন্দারহিলে ১,০০,০০০ ঘঃ ফুট কয়লার ছাই বিক্রয়
অনুমিত মূল্য ৪০০০, টাকা, বায়নার পরিমাণ ১০০, টাকা

(৩) অ্যাসিঃ ইঞ্জিনিয়ার, সাহেবগঞ্জ অধীনে রাজমহলে প্রাপ্তব্য ১,০০,০০০ ঘঃ ফুট কয়লার ছাই বিক্রয়
অনুমিত ব্যয় ৪০০০, টাকা, বায়নার পরিমাণ ১০০, টাকা

(৪) অ্যাসিঃ টাউন ইঞ্জিনিয়ার, জামালপুর অধীনে জামালপুরে প্রাপ্তব্য ৩০,৬৩০০০ ঘঃ ফুট কয়লার ছাই বিক্রয়
অনুমিত মূল্য ১৩,০০০, টাকা, বায়নার পরিমাণ ৩২৫, টাকা।

টেণ্ডার সাদা কাগজে কালিতে লিখিয়া কথায় ও অঙ্কে উভয় প্রকারে দর উল্লেখে "...............তে কয়লার ছাই বিক্রয়ের জন্য টেণ্ডার" কথাগুলি উপরে লিখিত সীলকরা খামে নিম্নবর্ণিতের শিরোনামে দাখিল করিতে হইবে অন্যথায় টেণ্ডার বিবেচিত হইবে না। টেণ্ডার ১-২-৭১ তারিখ বেলা [illegible]

নীলাম

ইস্যু করার তিনদিনের মধ্যে জমা দিতে হইবে। শর্তাদি, সাইটের অবস্থান ও অন্যান্য বিবরণ সম্পর্কে তথ্যাদি ৫, কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট, ৩য় তল, কলিকাতা-১ স্থিত সংশ্লিষ্ট অ্যাসিঃ এঞ্জিনীয়ারের অফিসে পাওয়া যাইবে। ডাক গ্রাহ্য করার ভার উপরোক্ত একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের উপর বর্তাইবে; কোনরূপ কারণ না দেখাইয়া যে কোন বা সকল ডাক বাতিল করার অধিকার তৎ কর্তৃক সংরক্ষিত।

১০৪(৩) আই পি আর/এ/৭১

(৪৫০৬)

কলিকাতা করপোরেশন

কলিকাতা করপোরেশন

যন্ত্রপাতি ও মেশিনারী সম্পর্কে

কলিকাতা-১৪ অধীন ১৬৪, লোয়ার সার্কুলার রোডস্থিত মোটর ভেহিকলস ডিপার্টমেণ্টের জন্য নিম্নোক্ত মেশিন ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও ডেলিভারীর জন্য দুই প্রস্থে সীলকরা দরপত্র আহবান করা যাইতেছে। দরপত্র দাখিল করিবার সময় ফার্মসমূহকে ডেলিভারী পোজিশন পেমেণ্টের শর্তাদি ইত্যাদি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। দরপত্র ১৮ জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ বেলা ১২টার পূর্বে কলিকাতা-১৩ অধীন ৫, এস এন ব্যানার্জি রোডস্থিত কলিকাতা করপোরেশনের ২য় ডেঃ কমিশনারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

দর অন্তত ৬ মাসের জন্য অবশ্যই বহাল থাকা চাই।

১। লেদ সেরফ ড্রাইভ—৫' [illegible]

হাওড়ায় রেলকর্মীদের বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার

প্রয়োজন ভিত্তিক বেতন হার চালু, মাসে ৭০ টাকা করে অন্তর্বর্তী সাহায্য প্রদান, মার্টিন লাইট রেল জাতীয়করণ, ক্যাজুয়েল লেবার প্রথা বিলোপ ও শূন্যপদে কর্মী নিয়োগের দাবিতে রেল কর্মীরা বৃহস্পতিবার হাওড়ায় ডি এস অফিসের সামনে বিক্ষোভ জানান। এঁদের পক্ষ থেকে ডি এস এর কাছে এক স্মারকলিপিও পেশ করা হয়।

ওখানে এক বিক্ষোভ সমাবেশে বিভিন্ন বক্তা বলেন: মার্টিন রেল জাতীয়করণের দাবিতে প্রয়োজনে বড় রেলের চাকা বন্ধ করে দেওয়ার ডাক দেওয়া হতে পারে। সভায় একই কাজের জন্য ক্যাজুয়েল লেবারদের দু' রকম বেতন দেওয়ার প্রতিবাদ জানানো হয়। সাধু সমাজের লোক বলে খাঁটিতে কর্মীরা দিনে সাত টাকা পান অথচ ঐ একই কাজের জন্য অন্যান্য ক্যাজুয়াল লেবাররা ৩ টাকা ৮০ পয়সা পান বলে প্রকাশ। সভায় এ এম উইলিয়মস সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতা দেন সর্বশ্রী বিষ্ণু রায়চৌধুরী, শংকরপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রমুখ।

রেলে ডাটা প্রসেসিং কর্মীদের 'দাবি দিবস' পালন

বিভিন্ন দাবিতে বৃহস্পতিবার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলের ডাটা প্রসেসিং কর্মীরা একদিনের প্রতীক 'দাবি দিবস' পালন করেন। তাঁদের দাবি: মাসিক পঞ্চাশ টাকা মেশিন ভাতা বর্ধিত করা, মেশিনে উচ্চতর পদ ওই বিভাগের কর্মীদের দ্বারা পূরণ, কর্মীদের সিনিয়রিটি রক্ষা প্রভৃতি। এদিন কর্মীরা সকলে 'দাবি ব্যাজ' পরিধান করেন।

এদিন ভারতীয় রেলের সমস্ত শাখার ডাটা প্রসেসিং কর্মীরা একই দাবিতে অনুরূপ দাবি দিবস পালন করেন। এদিন সারা ভারত ডাটা প্রসেসিং অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহক সভাপতি শ্রী কে এন ভট্টাচার্য জানান যে ওই সমস্ত দাবির অনুলিপি রেলমন্ত্রী রেল বোর্ড-এর চেয়ারম্যানের কাছে তারবার্তা করে পাঠানো হয়েছে।

কলিকাতা করপোরেশন

শেষ তারিখ ২৭-১-৭১' কথাগুলি যথাযথভাবে উপরে লিখিত সীলকরা খামে দুই প্রস্থে প্রস্তাব আহবান করা হইতেছে।

প্রস্তাব ২৭-১-৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টার পূর্বে সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসে ২য় ডেঃ কমিশনারের নিকট [illegible]

বিবেকানন্দ কলেজ দ্বিতীয় রাউনডে

স্টাফ রিপোর্টার

শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে অন্তঃ কলেজ নক আউট অর্থাৎ অধ্যক্ষ এস রায় শীলডের প্রথম রাউনডের খেলায় বিবেকানন্দ কলেজ ২ উইকেটে মৌলনা আজাদ কলেজকে পরাজিত করে দ্বিতীয় রাউনডে উঠেছে। মৌলনা আজাদ কলেজের এ দাস ৫৫ ও এম [illegible] ৪৪ রানে ৫টি করে উইকেট পান। বিবেকানন্দ কলেজের এম বিশ্বাস ৪৩ রানে নট আউট থাকেন।

ফুডগ্রেন স্টোরেজ'তে ট্রেনিং কোর্স

(ভারত সরকারের ডিপার্টমেণ্ট অফ ফুড, মিনিস্ট্রি অফ ফুড, এগ্রিকালচার, কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট অ্যাণ্ড কো-অপারেশন'এর সেভ গ্রেন ক্যাম্পেন স্কীম অধীনে)

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে তিন সপ্তাহ কালের জন্য হাপুর (উঃ প্রঃ)স্থিত ফুড ডিপার্টমেণ্টের গ্রেন স্টোরেজ রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং সেণ্টারে খাদ্যশস্যের বৈজ্ঞানিক স্টোরেজ ও পেস্ট কনট্রোল টেকনিকে যে ট্রেনিং দেওয়ার কথা আছে তাহার জন্য আগ্রহী ব্যক্তিদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহবান করা হইতেছে। এই ট্রেনিং কোর্স কৃষক, ব্যবসায়ী ও কো-অপারেটিভের কর্মীদের জন্য।

দরখাস্তকারিগণকে এগ্রিকালচারে বা বিজ্ঞানে অন্ততঃপক্ষে হাইস্কুল পরীক্ষা বা সমতুল উত্তীর্ণ হইতে হইবে এবং ইংরেজি বা হিন্দীতে যথাযথ কার্যকর জ্ঞানসম্পন্ন হইতে হইবে। টিউশন ফী চার্জ করা হয় না। সেণ্টারের হস্টেলে মাসিক ১০ টাকা হারে থাকার সুবিধা পাওয়া যায়। ট্রেনিং কোর্স শেষ হওয়ার পর যে পরীক্ষা হইবে তাহাতে যে সকল প্রার্থী যোগ্যতা অর্জন করিবেন তাঁহাদের প্রত্যেককে সার্টিফিকেট ছাড়াও ৫০ টাকার স্টাইপেণ্ড মঞ্জুর করা হইবে। অন্য কোন ভাতা দেওয়া হইবে না। প্রার্থিগণকে ৩১শে জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ অপরাহ্নে হাপুরে ট্রেনিং'এর জন্য হাজির হইতে হইবে। হাপুর পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য কোন রাহাখরচ দেওয়া হইবে না।

নাম, পুরা ঠিকানা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বর্তমান পেশা উল্লেখে প্রার্থীর স্বহস্তলিখিত দরখাস্ত জয়েণ্ট ডিরেক্টর, (সেভ গ্রেন ক্যাম্পেন ইউনিট), মিনিস্ট্রি অফ ফুড, এগ্রিকালচার, কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট অ্যাণ্ড কোঅপারেশন (ডিপার্টমেণ্ট অফ ফুড), কৃষি ভবন, নয়াদিল্লী সমীপে এমনভাবে পাঠাইতে হইবে যাহাতে তাহা ২৪শে জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে তাঁহার নিকট পৌঁছে। প্রার্থী যদি তপসীলী জাতি/উপজাতির অন্তর্ভুক্ত হন তবে তাহা পরিস্কারভাবে উল্লেখ করিয়া দিতে হইবে এবং যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট দ্বারা ইহা সমর্থিত হওয়া চাই।

ডি এ ভি পি—৫৩৭(১৭৫)/৭০

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

টেণ্ডার নোটিস

সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার, দামোদর ইরিগেশন সার্কেল, কানাইনাটসাল, পোঃ অঃ বর্ধমান—নিম্নবর্ণিত কাজের জন্য নির্ভরযোগ্য অভিজ্ঞ ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন ঠিকাদারদের নিকট হইতে মুদ্রিত টেণ্ডার ফরমে সীল করা টেণ্ডার আহবান করিতেছেন:—

যে ডিভিশনের সহিত কাজটি সম্পর্কিত, তাহার নাম সহ কাজের নাম	অনুমিত ব্যয়	বায়নার পরিমাণ
১। পুরুলিয়ার পুরুলিয়া ইরিগেশন ডিভিশন অধীন আসরা থানার (পুরুলিয়া) কুলবোর ইরিগেশন স্কীমের সহিত সম্পর্কিত উইয়ার, অ্যাবাটমেণ্ট, ডাইক ইত্যাদি নির্মাণ	২,৫১,৪৪০, টাকা	৫,০২৯ টাকা
২। ঐ ডিভিশন অধীন খালদা থানার (পুরুলিয়া) রূপাই ইরিগেশন স্কীমের সহিত সম্পর্কিত হেডওয়ার্কস সাইটে হার্ডস্টোন বোল্ডার সরবরাহ ...	৩,০০,০০০, টাকা	৬,০০০, টাকা
৩। ঐ ডিভিশন অধীন কাশীপুর থানার (পুরুলিয়া) মাজরা ইরিগেশন স্কীম সম্পর্কে ঐ ...	৬৭,৫০০, টাকা	১,৬৮৪, টাকা
৪। ঐ ডিভিশন অধীন আসরা থানার (পুরুলিয়া) কুধু ইরিগেশন স্কীম সম্পর্কে ঐ ...	২,৪০,০০০, টাকা	৪,৮০০, টাকা
৫। ঐ ডিভিশন অধীন পুরুলিয়া জেলার কুমারী ইরিগেশন স্কীম সম্পর্কে স্পিলওয়ে এবং স্পিলওয়ে চ্যানেল খনন ...	৫,১৩,১০০, টাকা	১০,২৬২, টাকা
৬। বর্ধমানের বর্ধমান ইরিঃ ডিভিঃ অধীন সংশ্লিষ্ট স্ট্রাকচার (অবশিষ্ট অংশ) সহ ওয়াটারকোর্স এল/৩এ এবং উহার ব্রাঞ্চ এল/৩৪/১ নির্মাণ	১,২৪,০৮০, টাকা	৩,১১০, টাকা
৭। ঐ ডিভিশন অধীন যথাক্রমে চেঃ ৭৫.৫০, ১০৪.৫০ হইতে এবং ব্রাঞ্চ নং ২ হইতে ব্রাঞ্চ নং ১, ২ এবং২এ বরাবর ডি বি সি-এর চেঃ ৬৪৭.০০ (আর বি) হইতে ঐ	১,৪৬,৬৫৬, টাকা	৩,৬৮৪, টাকা
৮। চাঁপাডাঙ্গা ইরিঃ সাব-ডিভিশন অধীন (লোয়ার দামোদর ইরিঃ ডিভিঃ, পি-১২, সি আই টি রোড, কলিকাতা-১৪) একটি খালাসী শেড নির্মাণ সহ ডি/২-এর ৩৪০.০০ চেঃ-তে রেগুলেটর-কাম কার্ট ব্রিজ নির্মাণ ...	৫৮,৬৩৪, টাকা	১,৪৬৮, টাকা
৯। রাইট ব্যাঙ্ক ইরিঃ ডিভিঃ পোঃ অঃ সোনামুখী, জেলা বাঁকুড়া অধীন বারজোড়া (বাঁকুড়া) থানায় শালি রিজার্ভয়েরের স্কীম সম্পর্কে হেড ওয়ার্কস সাইটে হার্ডস্টোন বোল্ডার সরবরাহ ...	৭৪,১২৫, টাকা	১,৯৫৩, টাকা
১০। ঐ ডিভিশন অধীন বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি থানায় শালি রিজার্ভয়েরের স্কীম সম্পর্কে ঐ ...	১,৫০,০০০, টাকা	৩,৭৫০, টাকা

যে নির্ধারিত টেণ্ডার ফরম ব্যবহার করিতে হইবে: ১ এবং ৫ হইতে ৯নং কাজের জন্য বি এফ নং ২৯১১(২) এবং অন্যান্য কাজের জন্য বি এফ নং ২৯০৮।

কাজ সমাপ্ত করার জন্য প্রদত্ত সময়: ১, ২, ৪, এবং ৭নং কাজের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটির জন্য ছয় মাস, ৩, ৬ এবং ৮ হইতে ১০নং কাজের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটির জন্য তিন মাস এবং ৫নং কাজের ক্ষেত্রে ১৮ মাস।

টেণ্ডার ফরম ও অন্যান্য কাগজপত্রের মূল্য (প্রতি প্রস্থ): ১, ৫ হইতে ৮ এবং ১০নং কাজের ক্ষেত্রে ১০, টাকা; ২ হইতে ৪ এবং ৯নং কাজের ক্ষেত্রে ৪, টাকা।

বিস্তারিত টেণ্ডার নোটিস এবং অন্যান্য কাগজপত্র উপরোক্ত সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার বা কাজ সংশ্লিষ্ট একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের অফিসে দেখা যাইবে। টেণ্ডার ফরম সহ টেণ্ডারের কাগজপত্র ১৯ জানুয়ারী, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত নির্ধারিত ফী (অফেরৎযোগ্য) আদায় দিয়া বর্ধমানের কানাইনাটসাল-স্থিত ঐ একই বিল্ডিংয়ে উপরোক্ত সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ারের অফিস সংলগ্ন বর্ধমান ইরিগেশন ডিভিশনের একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের অফিসে ক্রয় করা যাইবে। রুল অনুযায়ী আই অ্যাণ্ড ডব্লিউ ডি-এর যথোপযুক্ত শ্রেণীর তালিকাভুক্ত ঠিকাদারগণ আবশ্যক টেণ্ডারের কাগজপত্র পাইবেন; কিন্তু আই অ্যাণ্ড ডব্লিউ ডি-এর তালিকাভুক্ত নহেন, এরূপ ঠিকাদারগণকে টেণ্ডারের কাগজপত্র ক্রয়ের পূর্বে উপরোক্ত সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার বা এই ডিভিশনের একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারকে (যাঁহাদের অধীনে কাজ করিতে হইবে) তাঁহাদের পরিচয়পত্র এবং আই টি এবং এস টি পরিশোধের সার্টিফিকেট দেখাইতে হইবে এবং তাঁহাদের যে কাহারও নিকট হইতে লিখিত অনুমতি লইতে হইবে।

টেণ্ডার ১৯৭১ সালের ২০ জানুয়ারী বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং উহার অব্যবহিত পর প্রকাশ্যে খোলা হইবে।

ডব্লিউ বি/আইপিআর৮৭(৩)/৭০

দলীপ ট্রফি ফাইনাল

গোপাল বসুর ১১৩ ও সাকসেনার ৯০ রান

বোমবাই, ৯ জানুয়ারি—দলীপ ট্রফির ৪ দিনব্যাপী ফাইনাল খেলার প্রথম দিনে পূর্বাঞ্চল দল ৫ উইকেটে ৩২৩ রান তুলেছে।

গোপাল বসুর শক্ত হাতের সেনচুরি (১১৩ রান), অধিনায়ক রমেশ সাকসেনার দর্শনীয় ৯০ রান এবং এই দুই ব্যাটসম্যানের তৃতীয় উইকেট জুটিতে ১৬৮ মিনিটে ১৭৭ রান সংগ্রহের ফলে পূর্বাঞ্চলের এই সন্তোষজনক অবস্থা। দু'জনই অবশ্য প্রথম দিকে একটি ক'রে চান্স দিয়েছেন। কিন্তু তারপর পেস ও স্পিন বোলারদের কোনরকম সমীহ না করে হাত খুলে ব্যাট চালিয়েছেন।

পূর্বাঞ্চল—১ম ইনিংস

রবীন মুখার্জি ক প্রসন্ন ব গোবিন্দরাজ	১৬
পি সি পোদ্দার ব চন্দ্রশেখর	৩৫
গোপাল বসু ক বেগ ব গোবিন্দরাজ	১১৩
রমেশ সাকসেনা ব জয়সীমা	৯০
দলজিৎ সিং ব গোবিন্দরাজ	২৬
অম্বর রায় ব্যাটিং	১৬
এ শুক্লা ব্যাটিং	৭
অতিরিক্ত	২০
মোট (৫ উইঃ)	৩২৩

উইকেট পতন:—১।৪১, ২।৮১, ৩।২৫৮, ৪।২৮৬, ৫।৩০৪

বোলিং:—গোবিন্দরাজ ২১-১-৯২-৩; আবিদ আলি ১৩-০-৫০-০; জয়সীমা ৮-৩-১৭-১; প্রসন্ন ১৪-৫-২৮-০; চন্দ্রশেখর ২৩-৫-৭৩-১; ভেঙ্কটরাঘবন ১৭-৪-৪৩-০।

—পি টি আই

কলকাতা রেস

পক্ষীরাজসহ ৪টি ঘোড়া অশ্বঘোষিত

অশ্বঘোষ

গত শনিবারের রেসে অশ্বঘোষণা মোটামুটি সফল হয়েছে। ৭ বাজীর রেসের মধ্যে ৪ বাজীর ঘোড়া সরাসরি অশ্বঘোষিত। এছাড়াও মিলেছে দুটি কুইনেলা।

ফলাফল

১ম বাজী ॥ মেরি জান, ব্ল্যাক প্রিন্স, গোল্ড মেডেল। উঃ ১৯ টাঃ, কুইঃ ২৩.৫০ পঃ

২য় বাজী ॥ টিউডার রোজ, মিস মরিশাস, নিয়ারচেনো। উঃ ২২ টাঃ, কুইঃ ৩২ টাঃ

৩য় বাজী ॥ ট্যাবার্ড, জেম অফ জেমস, বিগ বয়। উঃ ১৮ টাঃ, প্লেঃ ১২ টাঃ, ১৭ টাঃ, কুইঃ ২৪ টাঃ

৪র্থ বাজী ॥ রয়েল চ্যালেঞ্জ, নামচা, উইলসাম। উঃ ১৫ টাঃ, প্লেঃ ১৩ টাঃ ১০ টাঃ ২৫ টাঃ, কুইঃ ১৮ টাঃ

৫ম বাজী ॥ অমৃতা, কার্টেন কল, কুবেরা। উঃ ৭০ টাঃ, প্লেঃ ২০ টাঃ ১২ টাঃ ১৩ টাঃ, কুইঃ ৮৪.৫০ পঃ

৬ষ্ঠ বাজী ॥ বিশাল, ফাইভ স্টার, রোজি ল্যাম্প। উঃ ৭০ টাঃ, প্লে ২০ টাঃ ১২ টাঃ ১১ টাঃ, কুইঃ ১৩৬.৫০ পঃ

৭ম বাজী ॥ রোমান স্টার, ব্রীজ, গ্রে রিবন। উঃ ১৭ টাঃ, প্লেঃ ১০ টাঃ ১৮ টাঃ কুইঃ ২৯.৫০ পঃ

১ম ডাবল ॥ ২২.৫০ পঃ, ২য় ডাবল : ৪৪ টাঃ, ৩য় ডাবল : ৫১ টাঃ

টি টি : ১০৫ টিকিটে ৮৯৬ টাঃ

জ্যাকপট - ৫৩ টিকিটে ৩৭৮০ টাঃ।

ইংলিশ স্কুল বয়েজ ক্রিকেট দলের ৯ উইঃ ডিঃ ৩২২

বাঙ্গালোর, ৯ জানুয়ারি—ইংলিশ স্কুল বয়েজ ও দক্ষিণাঞ্চল স্কুল বয়েজ ক্রিকেট দলের তিনদিনব্যাপী খেলার প্রথম দিনে ইংলিশ স্কুল বয়েজ ক্রিকেট দল ৯ উইকেটে ৩২২ রানে ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণার পর দক্ষিণাঞ্চল স্কুল বয়েজ দল বিনা উইকেটে ৯ রান তোলে। জে সি ফোর্ট ১৪৮ রান করে ব্যাটিং-এ অপূর্ব দক্ষতা দেখান।

গোপাল বসু

মোহন বাগান ক্লাবের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

স্টাফ রিপোর্টার

মোহনবাগান ক্লাবের দুদিনব্যাপী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শনিবার থেকে শুরু হয়েছে। প্রথম দিনে ১২টি বিষয়ে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়। দল হিসেবে মোহনবাগান ক্লাব পুরুষ বিভাগে ৩০ পয়েন্ট পেয়ে প্রথমে আছে। মহিলা বিভাগে এরিয়ান ১০ পয়েন্ট পেয়ে এবং জুনিয়র বিভাগে বাটা ৮ পয়েন্ট পেয়ে প্রথমে আছে।

রবিবারের ক্রিকেট খেলা

প্রথম ডিভিসন লীগ—এরিয়ান : হোয়াইট বরডার; হাওড়া ইউনিয়ন : ভৃকৈলাস; ডালহাউসী : ইস্টবেঙ্গল : সালকিয়া : অরোরা. হাওড়া স্পোর্টিং : তপন মেমোরিয়াল; পুলিশ : বালিগঞ্জ ইউনাইটেড; পোর্ট কমিশনার্স : অ্যালবার্ট; মিলন সমিতি : ইউনিয়ন স্পোর্টিং. একসসেলসিয়ার : বি এন আর।

দ্বিতীয় ডিভিসন—আনন্দবাজার : বাটরা; উয়াড়ি : গৌরীবাড়ী; সত্যসন্ধি : ভিক্টোরিয়া; ন্যাশনাল এ সি : ডবলিউ বি পুলিশ. বাটা : ইনটারন্যাশনাল।

জাপান ৫-০ খেলায় জয়ী

ত্রিবান্দ্রাম, ৯ জানুয়ারি—ভারত ও জাপানের তৃতীয় টেবল টেনিস টেস্টে জাপান ৫—০ খেলায় জয়ী হয়েছে।

ডুরানডের কোয়ার্টার ফাইনালে মফৎলাল

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি—বোমবাইয়ের মফৎলাল গ্রুপ আজ সেকেন্দরাবাদের আরমি অরডন্যানস কোরকে ৪—১ গোলে হারিয়ে ডুরানড ফুটবল কাপের কোয়ারটার ফাইনালে উঠেছে। মফৎলাল পরের খেলায় জলন্ধরের বরডার সিকিউরিটি ফোরস ও কলকাতার বি এন আরের বিজয়ীর সঙ্গে খেলবে। মফৎলাল প্রথমার্ধে ২—১ গোলে এগিয়েছিল।

খেলার সূচনায় বিজয়ী দলের রাইট ইন ভূপিন্দর রাওয়াত পরপর দুটি গোল করেন। দু গোলে পিছিয়ে থেকে এ ও সি দল গোল শোধের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। বিরতির আগে এ ও সি দলের লেফট ইন অলফোনস একটি গোল পরিশোধ করেন।

দ্বিতীয়ার্ধে মফৎলাল দলের রণজিত থাপা তৃতীয় গোল এবং ভূপিন্দার দর্শনীয়ভাবে দলের শেষ গোল করেন।

অবশ্যপাঠ্য হোমিও পুস্তকাবলী

DR. J. T. KENT
REPERTORY Rs. 65/-
MATERIA MEDICA Rs. 24/-
NEW REMEDIES Rs. 20/-
PHILOSOPHY Rs. 18/-

DR. H. C. ALLEN
NOSODES Rs. 15/-
KEY NOTES Rs. 8/-

DR. E. B. NASH
LEADERS Rs. 9/-

DR. LILIENTHAL
THERAPEUTICS Rs. 45/-

প্রকাশক
শেঠ, দে এণ্ড কোং
অরিজিন্যাল হোমিও ফার্মেসী
৪০এ স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-১

ইংলনডের ৭ উইকেটে ২৬৭ রান

চা পানের পর বিপর্যয়

সিডনী, ৯ জানুয়ারি—ইংলনড ও অসট্রেলিয়ার চতুর্থ টেসটের প্রথম দিনের শেষে ইংলনড ৭ উইকেটে ২৬৭ রান তুলেছে। চা পানের সময় তাদের ২ উইকেটে ১৯৫ রান ছিল। তারপর ৬৫ রানের মধ্যে আরও ৫টি উইকেট পড়ে যায়। এক সময়ে পড়ে মাত্র ১৪ রানে ৪টি উইকেট।

স্কোর

ইংলনড—প্রথম ইনিংস

জি বয়কট ক গ্লীসন ব কনোলি	৭৭
লাকহারসট এল বি ডবলিউ ব গ্লীসন	৩৮
জে এডরিচ ক গ্লীসন ব জি চ্যাপেল	৫৫
কে ফ্লেচার ক ওয়ালটারস ব ম্যালেট	২৩
বি ডলিভেরা ক কনোলি ব ম্যালেট	০
আর ইলিংওয়ারথ ব গ্লীসন	২৫
এ নট স্ট্যাম্পড মারস ব ম্যালেট	৬
জে স্নো নট-আউট	২৫
পি লেভার নট-আউট	১
অতিরিক্ত	১৭
মোট ৭ উইঃ	২৬৭

উইকেট পতন—১।১১৬, ২।১৩০, ৩।২০১, ৪।২০৫, ৫।২০৮, ৬।২১৯, ৭।২৬২।

বোলিং — ম্যাকেনজি ১১-২-৫৫-০, কনোলি ১৩-২-৪৩-১, গ্লীসন ২৩-৬-৬৬-২, জি চ্যাপেল ১১-৪-৩০-১, ম্যালেট ১৪-৫-২৯-৩, ওয়ালটারস ৩-১-১১-০, স্ট্যাকপোল ৬-২-১৬-০। —রয়টার

লীগ ক্রিকেট

দেব মুখার্জী ও তাপস রায়ের সেনচুরি

স্টাফ রিপোর্টার

শনিবার ময়দানে সিনিয়র ডিভিসন লীগের চারটি খেলার মধ্যে তিনটি খেলার মীমাংসা হয়ে যায়। একটি খেলা অমীমাংসিত থাকে।

লীগে অপরাজিত মোহনবাগান এইদিন রেনজারসের সঙ্গে অমীমাংসিত অবস্থায় খেলা শেষ করে প্রথম পয়েনট নষ্ট করে। মোহনবাগানের দুই ওপেনার তাপস রায় ও দেব মুখারজি ১১৭ ও ১১৯ করে দু'জনই নট আউট থাকেন। রাজস্থান ৬ উইকেটে দক্ষিণ কলকাতাকে, পোরট কমিশনারস ৮ উইকেটে ইউনিয়ন স্পোরটিংকে এবং বালীগঞ্জ ইউনাইটেড ৭৪ রানে একসসেলসিয়ারসকে পরাজিত করে।

MOTORISTS

মোটর গাড়ীর মালিকদের জন্য শুভ সংবাদ

আপনার প্রিয় সার্ভিস স্টেশনে Arol এর গাড়ী পালিশ ব্যবস্থার খোঁজ করুন।

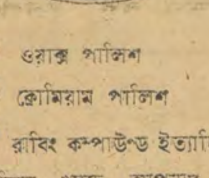

Arol ওয়াক্স পালিশ
Arol ক্রোমিয়াম পালিশ
Arol রাবিং কম্পাউন্ড ইত্যাদি দিয়ে বিনা খরচে আপনার গাড়ী পালিশ করা হবে।

এর সঙ্গে
RANK FILTER
বিনা খরচে আপনার ফিলটার পরিষ্কার করে দেবেন।
এ. আর. প্রাইভেট লিঃ
৫৯, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট
পোস্ট বক্স ২২৭৩ কলিকাতা-১
(৪৫৬১ এ

শীতবস্ত্র

শীতের শাল, আলোয়ান, সোয়েটার, কম্বল, উলেন, টেরিউল, টেরিকটন শার্টিং সুটিং ও তৈয়ারী পোষাক

বিবাহের বেনারসী ও জোড়

বস্ত্র ও পোষাকের অনন্যসাধারণ বিপণি

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

২১৩নং মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার : কলিকাতা—৭ ফোন : ৩৩-২৩০৩

আমাদের নতুন প্রচেষ্টা :
আয়ুর্বেদীয় উপাদানে প্রস্তুত
SKIN - 4
ব্যবহারে হাজা, পোড়া ঘা, কাটা ঘা সারে।
প্রস্তুতকারক :—
রামকানাই ফার্মাসিউটিক্যাল, আগরতলা

স্থানীয় বিক্রেতা :—এম, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ; রামকানাই মেডিক্যাল স্টোর্স; দেজ মেডিক্যাল স্টোর্স; জয়ার ফার্মেসী, কলিকাতা এবং জয় ফার্মেসী যাদবপুর।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ডিরেকটরেট অব ডেয়ারি ডেভেলপমেণ্ট

রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১

দুগ্ধ সরবরাহ

মিল্ক কমিশনার বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে, গ্রাহকবর্গকে দুগ্ধ সরবরাহ অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে স্থির করা হইয়াছে যে, বর্তমান কার্ডের যে সমস্ত হোল্ডার ১৯৭১ সালের জানুয়ারি দুগ্ধ মাসের নিমিত্ত তাঁহাদের কার্ড রিনিউ করিবেন, তাঁহাদিগকে ১০-১-৭১ তারিখের পর (কার্ড রিনিউ না হওয়া পর্যন্ত) টাকা না লইয়াই বর্তমানে (ডিসেম্বর, '৭০) কার্ডের উপর এন্ডোর্সমেন্ট করিয়া দুগ্ধ সরবরাহ করা হইবে। ডিপো অ্যাসিস্ট্যাণ্ট দুগ্ধ সরবরাহের নিদর্শন হিসাবে সরবরাহের প্রত্যেক দিনে কার্ডের উপর স্বাক্ষর করিয়া দিবেন।

১৯৭১ সালের জানুয়ারি দুগ্ধ মাসের জন্য অর্থ জমা দেওয়ার ব্যবস্থাদি শীঘ্রই ঘোষণা করা হইবে।

অনুগ্রহ করিয়া ডিপো কর্মীদের সহিত সহযোগিতা করার জন্য গ্রাহকবর্গকে অনুরোধ করা হইতেছে।

এ কে মিত্র
মিল্ক কমিশনার, পশ্চিমবঙ্গ

ডব্লিউ বি (আই অ্যান্ড পি আর) ১৪০/১২/৭১

টেণ্ডার নোটিস

নিম্নোক্ত দ্রব্যগুলি গ্রুপ এ, বি ও সি হিসাবে লটে 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রয়ের জন্য সীলকরা দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে। প্রস্তাব নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ৬, গণেশ চন্দ্র অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-১৩ ঠিকানাস্থিত তাঁহার অফিসে ২৯ জানুয়ারি, ৭১ তারিখ বিকাল ৪টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে। প্রস্তাব গ্রাহ্য হওয়ার পর, সংবাদ প্রাপ্তির ৬টি কাজের দিনের মধ্যে প্রস্তাবের ২৫% পরিমিত টাকা নগদ আদায় দিতে হইবে এবং বকী টাকা উহার পর ১৫ দিনের মধ্যে দিতে হইবে। সীলকরা খামের উপর 'ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্যাদির জন্য দরপত্র' কথাগুলি লিখিয়া দিতে হইবে।

মালগুলি ২৮ জানুয়ারি, ৭১ তারিখ পর্যন্ত কাজের সময়ে দেখা যাইবে।

গ্রুপ এ—সিলিং ফ্যান (ডি সি) বিভিন্ন সাইজের ... ১৫টি
গ্রুপ বি—লাইট ফিটিংস ... ৬৭টি
গ্রুপ সি—(ক) এয়ার কন্ডিশনার 'ভোল্টাস' —ডি সি—১ টন ... ৬টি
(খ) ওয়াটার কুলার 'সেঞ্চুরি'—ডি সি— ২০ গ্যালন ক্যাপাসিটি ... ১টি

লেঃ কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত)
(এস কর)
ম্যানেজার,
দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যাণ্ট
কলিকাতা ব্রাঞ্চ অফিস।

(৪৪৭৩)

ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি

বম্বে, দিল্লী, কানপুর, খড়গপুর ও মাদ্রাজ

ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

৪ঠা ও ৫ই মে, ১৯৭১ তারিখে যে যুক্ত প্রবেশিকা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে তাহার ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া এরোনটিক্যাল, এগ্রিকালচার, কেমিক্যাল, সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল (পাওয়ার ও কমিউনিকেশনস), ইলেকট্রনিক ও ইলেকট্রিক্যাল কমিউনিকেশনস, মেকানিক্যাল, মেটালার্জিক্যাল, মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেক্সটাইল টেকনোলজিতে ৫ বৎসরের ডিগ্রী কোর্সে এবং আর্কিটেকচার ও নেভাল আর্কিটেকচার-তে ৫২ বৎসরের ডিগ্রী কোর্সের প্রথম বর্ষে ভর্তি করা হইবে।

যে সকল প্রার্থী গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র লইয়া প্রি-ইউনিভার্সিটি / ইণ্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট / হায়ার সেকেণ্ডারি / প্রি-ডিগ্রী পরীক্ষা অথবা আই-আই-টি কর্তৃক তৎসমতুল বলিয়া স্বীকৃত অন্য কোন পরীক্ষা পাস করিয়াছেন বা দিবেন তাঁহারা এই যুক্ত প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার যোগ্য।

প্রার্থীর বয়স ১লা অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখে অবশ্যই ২১ বৎসরের বেশী না হওয়া চাই। ২রা অক্টোবর, ১৯৫০ তারিখের পূর্বে ভূমিষ্ঠ প্রার্থিগণ ভর্তির জন্য দরখাস্ত করিবার যোগ্য নহেন। তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতির প্রার্থীদিগের ক্ষেত্রে উচ্চতর বয়ঃসীমা তিন বৎসর শিথিল করা যাইতে পারে।

দরখাস্ত ফরম ইস্যু করার শেষ তারিখ : ২০-২-১৯৭১
পূরণ করা দরখাস্ত ফরম গ্রহণের শেষ তারিখ : ১-৩-১৯৭১

স্বয়ং আসিলে অথবা স্বনামঠিকানা লেখা ৪৫ পয়সার ডাকটিকিটযুক্ত অন্তত ২৮ × ১৩ সি এম সাইজের খাম পাঠাইলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় বিস্তারিত নির্দেশ-পত্র ও দরখাস্ত ফরম পাওয়া যাইবে।

১। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট রেজিস্ট্রার (অ্যাকাডেমিক), ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী, খড়গপুর, পোঃ অঃ খড়গপুর টেকনোলজী, জেলা মেদিনীপুর (পঃ বঙ্গ)
২। ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী, খড়গপুরের কলিকাতা অফিস, ৫, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলিকাতা—১
৩। ডেপুটি এডুকেশন্যাল অ্যাডভাইজার (টেকনিক্যাল), মিনিস্ট্রি অব এডুকেশন অ্যান্ড ইয়ুথ সার্ভিসেস-এর পূর্বাঞ্চলিক অফিস, ৫, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলিকাতা—১

ডিএভিপি-৭৭৩(১৪)/৭০

উত্তর প্রদেশ স্টেট লটারি

১৯৭১ সালের ৮ জানুয়ারী লক্ষ্ণৌয়ে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ খেলার ফলাফল

প্রথম পুরস্কার......৭,৫০,০০০ টাকা টিকিট নং H-278243

"T" SERIES

দ্বিতীয় পুরস্কার : ১,০০,০০০ টাকা টিকিট নং 675261
তৃতীয় পুরস্কার : ১৫,০০০ টাকা টিকিট নং 433384
১০টি চতুর্থ পুরস্কার : প্রত্যেকটি ১০০০ টাকা
013588 035563 199408 349730 545276 562067 828484 904013 952601 968096
৫০০টি সান্ত্বনা পুরস্কার : প্রত্যেকটি ১০০ টাকা
"T" Series-এর যে সমস্ত টিকিট নম্বরের শেষ চারটি সংখ্যা নিম্নরূপ, তাহাদের প্রত্যেকটি ১০০ টাকার একটি করিয়া পুরস্কার পাইবে।
1378 1530 1620 3967 6546

"U" SERIES

দ্বিতীয় পুরস্কার : ১,০০,০০০ টাকা টিকিট নং 312647
তৃতীয় পুরস্কার : ১৫,০০০ টাকা টিকিট নং 571247
১০টি চতুর্থ পুরস্কার : প্রত্যেকটি ১০০০ টাকা
020685 124085 148796 145549 184951 208849 441596 788324 944906 973809
৫০০টি সান্ত্বনা পুরস্কার : প্রত্যেকটি ১০০ টাকা
"U" Series-এর যে সমস্ত টিকিট নম্বরের শেষ চারটি সংখ্যা নিম্নরূপ, তাহাদের প্রত্যেকটি ১০০ টাকার একটি করিয়া পুরস্কার পাইবে।
0083 1573 2426 3816 4931

"W" SERIES

দ্বিতীয় পুরস্কার : ১,০০,০০০ টাকা টিকিট নং 781933
তৃতীয় পুরস্কার : ১৫,০০০ টাকা টিকিট নং 440292
১০টি চতুর্থ পুরস্কার : প্রত্যেকটি ১০০০ টাকা
044114 242030 334415 627224 715584 742037 814471 902671 979930 995499
৫০০টি সান্ত্বনা পুরস্কার : প্রত্যেকটি ১০০ টাকা
"W" Series-এর যে সমস্ত টিকিট নম্বরের শেষ চারটি সংখ্যা নিম্নরূপ, তাহাদের প্রত্যেকটি ১০০ টাকার একটি করিয়া পুরস্কার পাইবে।
3809 5069 5657 5699 7985

প্রত্যেকটি ১,০০০ টাকার বিশেষ পুরস্কার — প্রত্যেকটি ৫০০ টাকার বিশেষ পুরস্কার
T278243 U278242 U278244 W278243 T675260 T675262 U312646 U312648 W781932 W781934

প্রত্যেকটি ২৫০ টাকার বিশেষ পুরস্কার
T433383 T433385 U571246 U571248 W440291 W440293

ত্রয়োদশ খেলায় যে সব এজেন্ট বিশেষ পুরস্কার পাওয়ার অধিকারী, তাঁহাদের তালিকা

	বিক্রীত টিকিটের সংখ্যা
১। মেসার্স ইন্দ্রকুমার চাওলা, ৩, খুরসীদ মার্কেট, সদর বাজার, দিল্লি	২,২৬,৯৫০
২। মেসার্স নূতন বুক ডিপো, জৈন গেস্ট হাউস, ৬এম, ভগত সিং মার্কেট, নয়াদিল্লি	১,৭২,০০০
৩। মেসার্স ইউ পি লটারি এজেন্সী, কানপুর	১,৪০,২৫০
(ক) শ্রীবদ্রীপ্রসাদ গোয়েন্কা, ৬৭/৬, হুলাগঞ্জ, কানপুর, ফোন : ৬৮৮১৮	
(খ) শ্রীশ্যামলাল আগরওয়াল, "ওডিওন" সিনেমার পিছনে, লক্ষ্ণৌ, ফোন : ২৮২৬৬	
(গ) শ্রীচমনলাল অরোরা, অরোরা লটারি হাউস, ২৭-২৮/পি, মোহন মার্কেট, আমীনাবাদ, লক্ষ্ণৌ ফোন : ২৭৪১৪/২৬৬৫৪	
(ঘ) শ্রী এস মিট্টাল, কস্তুরী লটারি হাউস, ৯৬/১২, প্যারেড, কানপুর, ফোন : ৬০০৫৬	
(ঙ) শ্রীইকবালচাঁদ খুরানা, ৩, খুরসীদ মার্কেট, সদর বাজার, দিল্লি	
৪। মেসার্স অজয়রাজ লটারি এম্পোরিয়াম, সিসামৌ বাজার, কানপুর-১২	১,২১,৯৫০
(ক) শ্রীঅনুপকিশোর শর্মা, এস/ও শ্রী জে এন শর্মা, শর্মাজী কা স্টল নং ১, সিসামৌ বাজার, কানপুর-১২, স্টল নং ১১, রাওয়াতপুর স্টেশন কানপুর।	
(খ) শ্রীমহেশচাঁদ গুপ্ত, মহেশ লটারি টিকিট হাউস, ১০/১২১, খালাসী লেন, কানপুর	
(গ) শ্রীমুরলীলাল গুপ্ত ফ্রেণ্ডস লটারি এম্পোরিয়াম, টোঙ্গা স্ট্যান্ড, প্যারেড কানপুর	
(ঘ) শ্রীশ্যামসুন্দর ভাটিয়া লটারি সেণ্টার, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার বিপরীত দিকে, চারবাগ, লক্ষ্ণৌ	
(ঙ) শ্রী এ সি শর্মা, ইন্টার স্টেট লটারি এজেন্সী, পার্কি সরাই, এটোয়া	
(চ) শ্রীরামনিবাস গুপ্ত, ১৩/১৫৬, আনোয়ারগঞ্জ, কানপুর সেল ডিপো, ৬১/১১৬, হুলাগঞ্জ, কানপুর	
৫। নিউ ইণ্ডিয়া লটারি এজেন্সী, লক্ষ্ণৌ	১,৩৮,৭৫০
(ক) শ্রীঅমরিক সিং, ৪৪, আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ, ফোন : ২৬১৩৪	
(খ) শ্রীবগপাল সুরী, স্টল নং ২৮, রেলওয়ে স্টেশন রোড গোরক্ষপুর	
(গ) শ্রীগিরিবর লাল নাগরথ লটারি হাউস, মালব্য রোড, দেওরিয়া	
(ঘ) শ্রী এম এল আগরওয়াল, মারোয়াড়ী স্টোর, মালব্য রোড, দেওরিয়া	
(ঙ) মেসার্স এস পাল ১৩/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা	
৬। মেসার্স ভগত গুড লাক লটারি এজেন্সী কানপুর	১,০১,৬৫০
(ক) শ্রী এস মিট্টল, কস্তুরী লটারি হাউস, ৯৬/১২, প্যারেড, কানপুর	
(খ) শ্রীরামশঙ্কর গুপ্ত, গুপ্ত লটারি এম্পোরিয়াম, ৬৭/৬, হুলাগঞ্জ, কানপুর	
(গ) শ্রীনন্দলাল ভগত, ভগত লটারি এজেন্সী, ১১১এ/১১৫, অশোকনগর, কানপুর।	
৭। মেসার্স ভি কুমার, ১২এ, মালাবল বিল্ডিং, এ-ব্লক, কনট প্লেস, নয়াদিল্লি	২৮,৫০০
৮। শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ ট্যাণ্ডন, ৩৫/২৭, বেঙ্গলি মহাল, কানপুর	২৭,১০০
৯। শ্রী বি এন ধর, ১৪৭/১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯	২৫,৫০০
১০। মেসার্স ভূপাল লটারি এজেন্সী, সাজাত কলোনি, মন্দির কমলী রোড, ভূপাল	১৫,৪৫০

দ্রষ্টব্য : (১) ক্রমিক নং ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৮-তে উল্লেখিত এজেন্টগণ যাঁহারা ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম হইয়াছেন ও যাঁহাদের ব্যবসারের অফিস উঃ প্রঃ-তে রহিয়াছে এবং উঃ প্রঃ-স্থিত ইস্যু অফিস হইতে টিকিট লইয়াছেন, তাঁহাদিগকে যথাক্রমে ১,৫০০ টাকা, ১,০০০ টাকা, ৭৫০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ২৫০ টাকা দেওয়া হইবে।

(২) ক্রমিক নং ১, ২, ৭, ৯ ও ১০-তে উল্লেখিত এজেন্টগণ যাঁহারা ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম হইয়াছেন ও যাঁহাদের ব্যবসারের অফিস উঃ প্রঃ-এর বাহিরে রহিয়াছে, তাঁহাদিগকে যথাক্রমে ১,৫০০ টাকা, ১,০০০ টাকা, ৭৫০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ২৫০ টাকা দেওয়া হইবে।

অন্যান্য প্রধান এজেন্টগণ

১। শ্রীভগবান দাস, মোরাদাবাদ।
২। মেসার্স এস এস মারোয়া (বেবি), ১০২ মোহন সিং প্যালেস, আরউইন রোড, নয়াদিল্লি।
৩। শ্রীহরিশচাঁদ ভাট, ২২ কর্নেলগঞ্জ, এলাহাবাদ।
৪। শ্রীবালাবিনোদ, এলাহাবাদ।
৫। শ্রী পি সি কাপুর, গভঃ লটারি টিকিট এম্পোরিয়াম, ৫ রাজপুর রোড, দেরাদুন।
৬। শ্রীধরমপ্রকাশ আগরওয়াল, কেঃ/অঃ মডার্ন পাবলিশিং হাউস, রেলওয়ে রোড, আলিগড়।
৭। শ্রীমতী দ্রৌপদী দেবী, মোরাদাবাদ।
৮। শ্রীরাম অবতার—পোঃ মহালক্ষ্মী লটারি, স্টেশন রোড, বালিয়া।
৯। শ্রীমতী প্রকাশবতী, মুজাফফরনগর।
১০। শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী আগরওয়াল, কাচী টোলা, আজমগড়।

১৪শ খেলায় আনুমানিক ১৩ লক্ষ টাকার আকর্ষণীয় পুরস্কার

১ম পুরস্কার—৮,০০,০০০ টাকা
২য় পুরস্কার—২৫,০০০ টাকা প্রতি সিরিজে এবং
অন্যান্য ২৫১৪টি আকর্ষণীয় পুরস্কার
খেলার তারিখ—৯ মার্চ, ১৯৭১, লখনউ-তে

উঃ প্রঃ-স্থিত সমস্ত ট্রেজারিতে, অন্যান্য রাজ্যে গভর্নমেন্ট ইউ পি হ্যাণ্ডিক্রাফট এম্পোরিয়ামসমূহে টিকিট বিক্রয় হইতেছে।

এজেন্ট ও বিক্রেতাগণকে বোনাস যথাক্রমে ৭২% ও ২২%

দ্রষ্টব্য : সংবাদপত্রসমূহকে মুদ্রণের পূর্বে নম্বরগুলি সতর্কতার সহিত মিলাইয়া লইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু কোন কারণে ভুল নম্বর মুদ্রিত হইলে উত্তরপ্রদেশ স্টেট লটারি দায়ী হইবেন না।

ডিরেক্টর, স্টেট লটারি,
উঃ প্রঃ, লখনউ
ফোন : ২৩৬৪২

টেলকো দিচ্ছে এক নতুন মডেল ১২১০-এ

এল. পি. ১২১০-এ বাসের চ্যাসিস
এল পি টি-১২১০-এ ট্রাকের চ্যাসিস

টেলকো, আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সমতা রেখেই চলেছে এবং বাণিজ্যিক গাড়ীর এক নতুন মডেল দিচ্ছে—দুটো বিশেষ রূপে : এল. পি. ১২১০-এ বাসের চ্যাসিস; এল. পি. টি. ১২১০-এ ট্রাকের চ্যাসিস।—টেলকোর—এই নতুন মডেল একেবারে অর্থমূলক। নানান কাজে এর বৈশিষ্ট্যতাক অনস্বীকার্য।

নিরাপত্তা
- নতুন ধরণের ...
- আধুনিক ডিজাইনের ...
- নতুন ধরণের ...
- মজবুত, ফ্রন্ট ...
- বাতাস চলাচলের বাড়তি ব্যবস্থা ...

ডিজাইন
- অপেক্ষাকৃত বড় ...
- অপেক্ষাকৃত বড় ...
- সার্ভিসিং-এর জন্য সহজে ...
- সুবিধাজনক ...

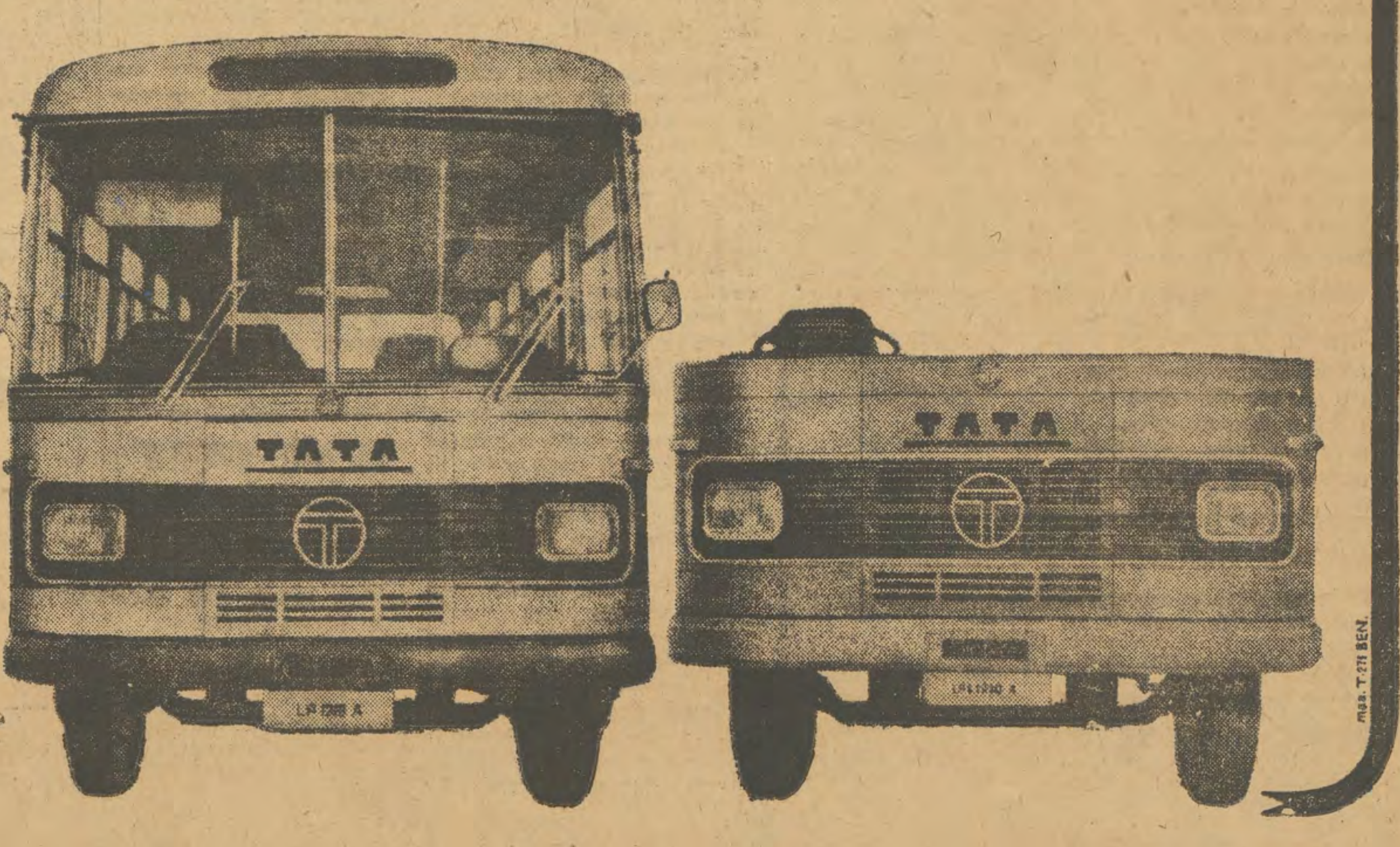

টাটা ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড লোকোমটিভ কোম্পানী লিমিটেড

ব্যাংক ডাকাতির আর কোন হদিস পাওয়া যায়নি

নিজস্ব সংবাদদাতা

আসানসোল, ৯ জানুয়ারি—চিত্তরঞ্জনে ব্যাংক ডাকাতির ব্যাপারে আজ নতুন কোন হদিস পাওয়া যায়নি। সারকেল ইনসপেকটার জানান, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অ্যামবাসাডার গাড়িটির চালক কুলটি থানায় আত্মসমর্পণ করেন। তাঁর নাম বলতে তিনি অস্বীকার করেন। চালক জানিয়েছেন, গাড়িটি (ডবলু বি জি ১২৮১) কলকাতা এলাকার। আসানসোলে আসার জন্য আরোহীরা এটি ভাড়া করেন। কুলটির কাছাকাছি তাঁরা চালককে একটি হোটেলে রেখে বেড়ানোর জন্য মোটরটি নিয়ে বের হয়।

চালকের কথামত পুলিশ কয়েকটি স্থানে তল্লাসি করেছে। পুলিশ মনে করে, কিছুকাল পরে এই ডাকাত দলের খোঁজ পাওয়া গেলেও টাকা ফিরে পাবার আশা সুদূর পরাহত।

জগদীশচন্দ্র দাশগুপ্তের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানির অন্যতম ডিরেক্টর ও ওয়ারকস ম্যানেজার স্বর্গত জগদীশচন্দ্র দাশগুপ্তের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সোমবার ১১ জানুয়ারি ১।৩এ বালিগঞ্জ প্লেস ইসট, কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে। ওই অনুষ্ঠানে বন্ধুবান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষীদের উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানিয়েছেন পুত্র দিব্যেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত ও কন্যা মধুচ্ছন্দা দাশগুপ্ত।

বিবাহে কিংবা উৎসবে

ন্যায্যমূল্যে মাছ!

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ট্রেডিং সেণ্টার

(ফিস ডিপার্টমেণ্ট), কলিকাতা—১

বিবাহ ও উৎসবে ন্যায্যমূল্যে মাছের জন্য শুধুমাত্র আমাদের নিম্নলিখিত অনুমোদিত এজেণ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করুনঃ—

উত্তর কলিকাতা — ফোন ৫৫-৩২০৬
মিঃ এস. এন. মজুমদার, C/o. "ট্রেডার্স ব্যুরো", শ্যামবাজার ১২নং ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৪

দক্ষিণ কলিকাতা—ফোন : ৪৭-৬৫৫২
মিঃ এস. এন. দত্ত ও মিঃ এস. ভদ্র, C/o. নিরালা রেস্তোরাঁ,—শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হিন্দুস্থান মার্ট, গড়িয়াহাট, ১৫৯/১এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলি-২৯

মধ্য কলিকাতা — ফোন ৪৪-১২৬৫
মিঃ এস্. এন্. মিত্র, C/o. জি. মেকাঞ্জি এণ্ড কোং (১৯১৯) প্রাঃ লিঃ, ২৪বি, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

বরানগর — ফোন : ৫৬-৩৯৭৫
মিঃ ডি. কে. চ্যাটার্জি, ৪১/১, কাশীপুর রোড (৪নং বাস স্ট্যাণ্ড), কলি-৩৬

দমদম — ফোন : ৫৭-৩৬৬৯
মিঃ কে. বসাক ও মিঃ এন. নস্কর, C/o. 'মুখারজি ডেকরেটরস", সাতগাছি মোড়, ৯৯/৫১, যশোহর রোড, কলিকাতা-২৮

(সি ৫৯৮৯)

বেতারবার্তা

রবিবার—১০ জানুয়ারি

১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্; ৬-৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি ৬-৩০ সমরেশচন্দ্র মজুমদার—গীটার; ৬-৪০ ইং সংবাদ- ৬-৪৫ দেশবন্দনা; ৬-৫৫ সুবোধ সংগীত—খেয়াল ও ভজন, অপর্ণা চক্র ও অমজেদজান থিরাকুওয়া; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ মঞ্জুষা সরকার—ভজন; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং) ৭-৪৫ ঋতু গৃহ—রবীন্দ্রসংগীত; ৮টা অনিল ভট্টাঃ ও সহশিল্পিবৃন্দ—লোকগীতি; ৮-১৫ অনুপ ঘোষাল—আধুনিক ৮-৩০ শিখা বসু—অতুলপ্রসাদের গান; ৮-৪৫ প্রসূনকুমার বন্দ্যোঃ—ঠুংরী; ৯টা বাংলা সংবাদ; ৯-৫ সংগীত শিক্ষার আসর পরিচালনা—পঙ্কজকুমার মল্লিক; ৯-৩০ শিশুমহল; ৯-৪৫ শ্যামল ভট্টাঃ—আধুনিক (শরট ওয়েভে); ১০টা চিত্তরঞ্জন ভট্টাঃ—সেতার; ১০-৩০ প্রসূনকুমার বন্দ্যোঃ—খেয়াল; ১১টা সমাপ্তি। **২য় অধিঃ**—২-৩০ সময় সংকেত, রবীন সেন—শ্যামাসংগীত; ১২-৪৫ সমরেশচন্দ্র মজুমদার—গীটার; ১টা উৎসবের দিন : বাংলা নাটিকা, রচনা—কিরণ মৈত্র (ওহেনরী রচিত কাহিনী অবলম্বনে); ১-৩০ সুগম সংগীত—শান্ত সাকসেনা; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ সমরেশচন্দ্র মজুমদার—গীটার (লঘু সুর); ২টা শাস্ত্রীয় সংগীত; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ অনুরোধের আসর; ৩-৩০ সমাপ্তি। **৩য় অধিঃ**—৫টা সময় সংকেত, দীপ্তি মুখোঃ—খেয়াল; ৫-৩০ গল্পদাদুর আসর; ৬টা সমরেশচন্দ্র মজুমদার—গীটার; ৬-৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং); ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ রেখা ঘোষ—লোকগীতি; ৬-৪০ রোগ প্রতিরোধে : হৃদ রোগ—কথিকা; ৬-৫০ রবীন সেন—শ্যামাসংগীত; ৭টা কৃষিকথা; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪৫ সমীক্ষা; ৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৮টা সবিনয় নিবেদন (শ্রোতাদের চিঠির উত্তর); ৮-১৫ এ মাসের গান : সমবেত কণ্ঠে, 'এক মুঠো ধুলো তুলে নাও, সে যে আমার দেশের মাটি', রচনা—শিবদাস বন্দ্যোঃ; ৮-২০ সমরেশচন্দ্র মজুমদার—গীটার; ৮-৩০ অনিল ভট্টাঃ ও সহশিল্পিবৃন্দ—লোকগীতি; ৮-৪৫ শিখা বসু—রবীন্দ্রসংগীত; ৯টা প্রসূনকুমার বন্দ্যোঃ—খেয়াল; ৯-৩০ ছায়াছবির গান; ১০টা সংবাদ পরিক্রমা, ১০-৫ বাংলা সংবাদ; ১০-১৫ সংবাদ বিচিত্রা, রেখা ঘোষ—লোকগীতি (শরট ওয়েভে), ১০-৩০ অনুপ ঘোষাল—নজরুলগীতি; ১০-৪৫ ঋত গুহ—রবীন্দ্রসংগীত; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : ৭ম অধিঃ—৭-৩০ কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ৮টা হিন্দী সংবাদ; ৮-৩০ সংস্কৃত শিক্ষা; ৮-৪৫ ইউ এন পরসপেকটিভ; ৯টা সমাপ্তি। **২য় অধিঃ**—১২-১৫ সময় সংকেত কলিং অল চিলড্রেন; ১২-৪৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ, সং; ১টা পাশ্চাত্য সংগীত সং ১-৪০ মিউজিক্যাল ব্যান্ড বকস; ২-৩০ মন্থর গতিতে পঠিত ইংরেজী সংবাদ; ৩টা সমাপ্তি। **৩য় অধিঃ**—৬টা ইং সংবাদ, ৬-৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (ইং); ৬-১০ চিত্তরঞ্জন ভট্টাঃ—সেতার; ৬-৩০ দীপ্তি মুখোঃ—খেয়াল; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান, ৭টা সাঁওতালী অনুষ্ঠান—নাগরিক অনুষ্ঠান : সাঁওতালী কথিকা—ম্যাথিয়াস হেমব্রম, সাঁওতালী লোকগীতি—বাবুলাল মুরমু ও সহশিল্পিবৃন্দ; ৭-১৫ ইংরেজী কথিকা, সং; ৭-৪৫ কলকাতা ক-এর অন্তত সত্যিই যারা কিছু করতে চায়। অনুরূপ; ৭-৫০ শ্যামলাল ভট্টাঃ—শ্যামাসংগীত, ৮টা মঞ্জুলা সরকার—গীত; ৮-১৫ দীপ্তি মুখোঃ—খেয়াল; ৮-৩০ চিত্তরঞ্জন ভট্টাঃ—সেতার; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান—অবকাশরঞ্জন (দিল্লি থেকে), ৯-৩০ ঘটনা প্রবাহ (দিল্লি থেকে); ১০টা পাশ্চাত্য সংগীত, সং; ১০-৩৫ অনুরোধের আসর (উচ্চাঙ্গ সংগীত); ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি। অন্যান্য অনুষ্ঠান কলকাতা ক-এর অনুরূপ।

বিবিধ ভারতীর অনুষ্ঠান

সকাল ৭—৯-৩০ মিঃ বেলা ১০-১৫ মিঃ—১টা, দুপুর ২টা—রাত ১১-১০ মিঃ।

দিনপঞ্জিকা

আজ চতুর্দশী পূর্ণিমার নিশিপালন

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

রবিবার, ২৫ পৌষ ১৩৭৭ (২০ পৌষ ১৮৯২ শক), ১০ জানুয়ারি ১৯৭১, ১২ জেলকদ। চতুর্দশী সন্ধ্যা ঘঃ ৫।৫৭ মিঃ পর্যন্ত। আর্দ্রানক্ষত্র শেষ রাত্রি ঘঃ ৫।২ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।২২।৪৫ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৫।৫ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি রিক্তা ও নক্ষত্রাদিদোষ। পূর্ণিমার নিশিপালন। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র পৌষ (শুক্লপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

রবিবার, ২৫ পৌষ ১৩৭৭ (২০ পৌষ ১৮৯২ শক), ১০ জানুয়ারি ১৯৭১, ১২ জেলকদ। চতুর্দশী সন্ধ্যা ঘঃ ৬।০।২৩ সেঃ পর্যন্ত। আর্দ্রানক্ষত্র শেষ রাত্রি ঘঃ ৫।১০।৩৯ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।২৩।৪৯ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৩।৪৩ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি নক্ষত্রাদিদোষ। পূর্ণিমার নিশিপালন। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র পৌষ (শুক্লপক্ষ)।

গঙ্গার জোয়ার ভাটা

	দিবা জোয়ার আরম্ভ	রাত্রি জোয়ার আরম্ভ	দিবা ভাটা আরম্ভ	রাত্রি ভাটা আরম্ভ
রবিবার	৯-৩	৯-২১	১-২৯	১-২৪

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখ না থাকলে সূচিত সময় বিকাল বা সন্ধ্যা বোঝাবে।]

রামগোবিন্দ নাথ স্মরণসভা : ৩টায় কলকাতা ইউনিভারসিটি ইনসটিটিউট হলে। সভাপতি—শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী, উদ্যোক্তা আসাম-বঙ্গ যোগ সম্মিলনী ও যোগ-ছাত্র শিক্ষা পরিষদ। **রামকৃষ্ণ মঠ :** (বেলুড়) ৪টায় স্বামী ভূতেশানন্দের 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা। **প্রেমমন্দির আশ্রম (রিষড়া) :** আজ ও কাল সারাদিনব্যাপী প্রতিষ্ঠাতিথি উৎসব। **অনংগমোহন হরিসভা :** (১৮ ডবলিউ সি ব্যানারজি স্ট্রীট) উদয়াস্ত নাম সংকীর্তন। **সিঁথি রবীন্দ্র সাহিত্য চক্র :** সাড়ে ৬টায় ১।২, গোপাল বসু লেনে মাসিক অধিবেশনে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা। বক্তা : শ্রীবিমল কর। **শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর কীর্তন সমাজ :** ৬টায় ৪২ মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে কীর্তন। **সর্বোদয় শান্তিপদযাত্রা :** সকাল সাড়ে ৭টায় ইনটালী বাজার থেকে আচার্য জগদীশ বসু রোড, বেনিয়াপুকুর লেন, বেনিয়াপুকুর রোড, ক্রিমেটোরিয়াম রোড, পারক স্ট্রীট, মৃগেন্দ্রলাল মিত্র রোড, নাসিরুদ্দিন রোড ও কংগ্রেস এক্‌জিবিসন রোড হয়ে পারক সারকাস ময়দান। **চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার :** বেলা ২টায় আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, ৭টায় বিতর্ক পরিষদের বিতর্ক প্রতিযোগিতা। **সংগীতচক্র :** সকাল সাড়ে ৯টায় রবীন্দ্র সদনে অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধীরেন বসুর একক রবীন্দ্র ও নজরুল সংগীত। **পঃ বঃ বেকার ডিপ্লোমা ইনজিনিয়ারদের সম্মেলন :** বেলা ১টায় কলকাতা ময়দানস্থিত প্রেস ক্লাব তাঁবুতে। **পুনর্মিলন উৎসব**—৩টায় ভিকটোরিয়া ইনসটিটিউশনের কলেজ হলে অনুষ্ঠান।

জনসভা—নিম্নদামোদর সংস্কারের দাবিতে আজ বিকাল ৩টায় আমতা নিত্যানন্দ হাই স্কুল মাঠে জনসভা। সভাপতি—শ্রীপরিমল ঘোষ। প্রধান অতিথি—শ্রীঅজয়কুমার মুখারজি।

স্থগিত

যতীশ্বরানন্দ পাঠচক্রের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে, এ বছর স্বামী যতীশ্বরানন্দ মহারাজের পুণ্য ৮৩তম জন্মতিথি উপলক্ষে কোনও উৎসব অনুষ্ঠান হচ্ছে না।

পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ

৩০তম খেলার ফলাফল— ৮ জানুয়ারি ১৯৭১

নং পি এস এল—এফ ডি—এল ৫—২/৭১/১১৪/চণ্ডীগড়ের সেক্টর ১৮-তে টেগোর থিয়েটারে অনুষ্ঠিত পাঞ্জাব স্টেট লটারীজের ৩০তম খেলার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল :

একটি প্রথম পুরস্কার— ৩,০০,০০০ টাকা M-004295
একটি দ্বিতীয় পুরস্কার—২৫,০০০ টাকা E-080923
একটি তৃতীয় পুরস্কার— ১০,০০০ টাকা A-073931

প্রত্যেক সিরিজের নিম্নোক্ত ১৫টি সংখ্যার প্রত্যেকটি ১০০ টাকার পুরস্কার পাইবে (সিরিজ A হইতে O) :
073841 063208 074420 016191 040044 079411 046747 097597 021779 071097 084972 039292 043506 097223 071314

দ্রষ্টব্য : মুদ্রণের পূর্বে নম্বরগুলি সতর্কতার সহিত মিলাইয়া দেখা হইয়াছে কিন্তু যে কোন কারণেই হউক ভুল নম্বর মুদ্রিত হইলে তজ্জন্য ডিরেক্টরেট অব পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ দায়ী হইবেন না।

পাঞ্জাব স্টেট লটারীজের নিম্নোক্ত এজেণ্টগণ তাঁহাদের টিকিট বিক্রয়ের জন্য ১ম, ২য় এবং ৩য় পুরস্কার লাভ করিয়াছেন:—

ভারতের অগ্রণী এজেণ্টগণ

১। মেসার্স নূতন বুক ডিপো — ১০০০ টাকা
৬-এম, ভগৎ সিং মার্কেট, নয়াদিল্লি

২। মেসার্স খুরানা ব্রাদার্স — ৫০০ টাকা
ডাঃ পি. সি. খুরানা, রৈনিক বাজার, জলন্ধর সিটি; শ্রীইকবাল চাঁদ খুরানা, ৩, খুরশীদ মার্কেট, সদর বাজার, দিল্লি

৩। মেসার্স ডি. কুমার — ২৫০ টাকা
১২-এ, মুলোমল অমরনাথ এস্টেট, কনট সার্কাস, মেরিনার পিছনে, নয়াদিল্লি

সর্বোচ্চ টিকিট বিক্রয়কারী পাঞ্জাবের এজেণ্টগণ:—

১। মেসার্স নিউ পাঞ্জাব লটারী এজেন্সী — ৫০০ টাকা
মেসার্স ওম প্রকাশ গণেশ দাস, ক্লক টাওয়ার, লুধিয়ানা। শ্রী এন এন আনন্দ, রেলওয়ে রোড, আম্বালা ক্যাণ্ট; শ্রী ভি কে সারীন, সারীন নিউজ এজেন্সী, হল বাজার, অমৃতসর; শ্রী এম পি কালিয়া, লাকী লটারী হাউস, এস সি এফ ১৭, সেক্টর ১৭, চণ্ডীগড়; শ্রী এইচ এস চাধা অ্যাণ্ড শ্রীমোহনলাল অরোরা, হিন্দী ভবন, ৭, কনট প্লেস, নয়াদিল্লি; শ্রী বি পি আগরওয়াল অ্যাণ্ড ব্রাদার্স, দি মল, পাতিয়ালা; শ্রী কে এল কাটিয়াল, হরবংশপুরা, লুধিয়ানা; শ্রীতিরথ রাম সুরি, গেট নং ১৪-এর নিকট, সব্জি মণ্ডি, দিল্লি; শ্রী টি এস আনন্দ, দুন লটারী এজেন্সী, ১০৯, পল্টন বাজার, দেরাদুন; শ্রীদেবীন্দর সিং মাড়োয়া, ৫৩২৫-এ, শোরা কোঠি, পাহাড়গঞ্জ, নয়াদিল্লি

২। মেসার্স খুরানা ব্রাদার্স — ২৫০ টাকা
ডাঃ পি. সি. খুরানা, রৈনিক বাজার, জলন্ধর সিটি; শ্রীইকবাল চাঁদ খুরানা, ৩, খুরশীদ মার্কেট, নয়াদিল্লি

৩। শ্রীখুসপাল সিং গম্ভারাম — ১৫০ টাকা
রাথা রাম, মার্কেট বাজার, খারা সাহিব, অমৃতসর

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কারবিজয়ী টিকিটধারীকে তাঁহাদের টিকিট স্বয়ং আসিয়া দাখিল করিতে হইবে এবং অন্যান্য পুরস্কারবিজয়ীগণকে তাঁহাদের পুরা ঠিকানা-সহ টিকিটের উল্টা পিঠে নাম দস্তখত করিয়া স্ট্যাম্পযুক্ত ও যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত অগ্রিম রসিদ-সহ তাঁহাদের টিকিট ৯, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ তারিখে বা তাহার পূর্বে ডিরেক্টর, পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ অ্যাণ্ড জয়েণ্ট সেক্রেটারি টু গভর্নমেণ্ট, পাঞ্জাব, ফাইন্যান্স ডিপার্টমেণ্ট, অমর বিল্ডিং, সেক্টর-১৭, চণ্ডীগড়-এর নিকট রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

জরুরী ঘোষণা

নববর্ষের বিরাট পুরস্কার

খেলার তারিখ : ১৫, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

প্রথম পুরস্কার	১১,০০,০০০ টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার	৩,০০,০০০ টাকা

বিক্রীত বা আংশিক বিক্রীত প্রত্যেক বর্ণানুক্রমিক সিরিজে

তৃতীয় পুরস্কার	১টি	২০,০০০ টাকা
৪র্থ পুরস্কার	১টি	১,০০০ টাকা
৫ম পুরস্কার	৫০টি	১০০ টাকা (প্রতিটি)

প্রাত্যহিক খেলা

প্রথম পুরস্কার	১টি	৫,০০০ টাকা
২য় পুরস্কার	২০টি	৫০ টাকা (প্রতিটি)
রবিবারে বিশেষ পুরস্কার	১টি	১০,০০০ টাকা

খেলার সীমিত সময়হেতু পৃষ্ঠপোষক/এজেণ্টদিগকে হতাশা এড়াইবার জন্য অগ্রিম বুক করিতে আহ্বান জানান হইতেছে।

ডিরেক্টর, পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ
অ্যাণ্ড জয়েণ্ট সেক্রেটারি টু গভর্নমেণ্ট পাঞ্জাব,
ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট

NESTLÉ

অভিনন্দন জানাই "মিল্কমেড সঙ্গীত প্রশ্নমালা" প্রতিযোগিতার বিজেতাদের

২৭শে ডিসেম্বরের প্রতিযোগিতা

মোট ২০০০ টাকার পুরস্কার আপনাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে!

অমিতা মুখার্জী, কলিকাতা-৬
অনিন্দিতা চ্যাটার্জী, কলিকাতা-৩২
অনুভা সিমলাই, পোঃ জনাই, হুগলী
অমিত পাল, কলিকাতা-৫১
অমল কুমার গুহ, সোদপুর, ২৪ পরগণা
অমিল কুমার নাথ, পোঃ বাদরাল, ২৪ পরগণা
অর্চনা চৌধুরী, কলিকাতা-৫০
অজয় চ্যাটার্জী, কলিকাতা-৩২
অতনু কুমার পাল, কলিকাতা-৫
বিধান চন্দ্র সাহা, কলিকাতা-৪১
বি, কে, চ্যাটার্জী, কলিকাতা-৩৩
বিপ্লব সমাজপতি, কলিকাতা-৪০
ভুজঙ্গ চক্রবর্তী, কলিকাতা-৩৩
চন্দ্রনাথ গুপ্ত, কলিকাতা-৬
চন্দন ব্যানার্জী, পোঃ মাইথন ড্যাম, বিহার
গোপা সিংহ, কলিকাতা-৪
হরিদাস চ্যাটার্জী, কলিকাতা-৩৭
ইন্দ্রাণী বসু, কলিকাতা-৬
জিতেন্দ্র দত্ত, কলিকাতা-৬
যতীন্দ্র নাথ সাধু, কলিকাতা-৪
মুকুন্দ নারায়ণ চক্রবর্তী, কলিকাতা-৩৩
মনতাজ হোসেন, পোঃ কোন্নগর, হুগলী
মধুমিতা ব্যানার্জী, কলিকাতা-১৯
মিনতি মুখার্জী, পোঃ বার্ণপুর, বর্ধমান
মিহির রায়, কলিকাতা-৩২
মুরারি মোহন বোস, কলিকাতা-৩৩
এম, রায়চৌধুরী, পোঃ চুঁচুড়া, হুগলী
নির্মল নাথ, কলিকাতা-২৬
নূপুর চ্যাটার্জী, কলিকাতা-১৪
নীলাঞ্জনা গোস্বামী, কলিকাতা-৬
নীতা ঘোষ, পোঃ রহড়া, ২৪ পরগণা
নলিনীবালা দত্তগুপ্ত, কলিকাতা-৩১
পঞ্চানন মণ্ডল, পোঃ ভদ্রকালী, হুগলী
পুতুল চক্রবর্তী, কলিকাতা-৪০
রুমা চৌধুরী, কলিকাতা-২০
রমা দাস, কলিকাতা-২৭
রথীন্দ্র নাথ ভাওয়াল, কলিকাতা-১
রুবি দে, কলিকাতা-৩৬
রেখারাণী ঘোষ, কলিকাতা-৬
রিতা দত্ত, কলিকাতা-২৬
সুমনা রায়, কলিকাতা-৩৭
শুক্লা সেনগুপ্ত, কলিকাতা-৪০
সুবোধ ভট্টাচার্য, পোঃ অশোক নগর, ২৪ পরগণা
সঞ্জীব কুমার লাহা, কলিকাতা-১২
এস, পি, মুখার্জী, কলিকাতা-৩২
শ্যামলী মুখার্জী, কলিকাতা-৯
সঞ্জীব দত্ত, কলিকাতা-৩৩
স্বপন কুমার সিংহ, কলিকাতা-২
সুনীল কুমার পাল, কলিকাতা-৫
শিপ্রা মজুমদার, কলিকাতা-২৫
সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা-৩০
সাধন কুমার দাস, কলিকাতা-৬
তপতী দেবী, কলিকাতা-২৬
তপন চ্যাটার্জী কলিকাতা-২৬
তপন কুমার ব্যানার্জী, পোঃ ভদ্রকালী, হুগলী

আপনাদের পুরস্কারের টাকা মনিঅর্ডার যোগে পাঠানো হবে।

প্রশ্ন পাঁচটির সঠিক উত্তর নীচে দেওয়া হলো :

(১) চিত্রনাট্যকারের নাম—ইন্দর সেন
(২) ছবির নাম—পান্না-হীরে-চুণী
(৩) ছবির চরিত্রের নাম—মন্দিরা
(৪) গল্প লেখকের নাম—তীর্থ চ্যাটার্জী
(৫) নায়িকার নাম—দেবীকা রাণী

পছন্দ অনুযায়ী সাজানোর ক্রম :

(১) মন নিয়ে (২) পান্না-হীরে-চুণী (৩) প্রথম কদম ফুল (৪) বিবাহ বিভ্রাট (৫) বালুচরী

অনুগ্রহ ক'রে মনে রাখবেন যে এ ব্যাপারে আমাদের পক্ষে কোনরূপ পত্রালাপ করা সম্ভব নয়।

প্রত্যেক রবিবার দুপুর ১-৩০মিনিটে 'বিবিধ ভারতী'থেকে আপনাদের জন্যে 'মিল্কমেড সঙ্গীত প্রশ্নমালা' পরিবেশন করছেন নেস্‌লেজ প্রোডাক্টস্ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড।

NPM 6379

এ সপ্তাহে

আপনার রাশিফল

শ্রীভাস্কর

সৌর জগতে বর্তমান গ্রহ পরিস্থিতি এই রকমঃ—বক্রী শনি মেষে (শুক্রবার শনি বক্র ত্যাগ করবে)। কেতু সিংহে। মঙ্গল তুলায় (শুক্রবার মঙ্গল বৃশ্চিকে সরে যাবে)। বৃহস্পতি ও শুক্র বৃশ্চিকে। বুধ ও রবি ধনুতে (বুধবার রবি মকরে সরে যাবে)। রাহু কুম্ভে। চন্দ্র আজ আছে মিথুনে। সোমবার রাত্রে চন্দ্র যাবে কর্কটে। বৃহস্পতিবার চন্দ্র যাবে সিংহে। শনিবার রাত্রে চন্দ্র কন্যায় সরে যাবে।

রাষ্ট্রীয় কথা : ভারতে অভ্যন্তরীণ অশান্তি ও উদ্বেগজনক পরিস্থিতির ইংগিত পাওয়া যায়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যসমূহে অন্তর্বিরোধের অশান্তি চলবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ঘটনা অসম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধী দল ক্ষমতালাভের জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গে বিক্ষোভ ও সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলবে। রাজ্যে অস্বস্তিকর আবহাওয়া ও অশান্তি জনগণের মানসিক শান্তির অন্তরায় হতে পারে। শিক্ষা ও শিল্পক্ষেত্রে অনিশ্চিতভাব চলবে।

আজ থেকে আগামী শনিবার পর্যন্ত ব্যক্তিগত রাশি অনুযায়ী সম্ভবপর ফলাফল দেওয়া হল।

মেষ—আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হতে পারে। ব্যবসাক্ষেত্রের ফল আংশিক আশাজনক। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো ভ্রাতা বা নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। বৈষয়িক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। স্বাস্থ্য ভালোই চলবে।

বৃষ—আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রের ফল আশাপ্রদ। চাকুরিস্থলে সুনাম অর্জন করবেন। ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর অনুগ্রহ লাভ করতে পারেন। বেকার ব্যক্তির চাকুরি লাভ হতে পারে। মনের কোনো আশা ফলবতী হতে পারে। স্বাস্থ্য খুব ভালো চলবে না।

মিথুন—ব্যয়বাহুল্যের চাপে আর্থিক অবস্থা ভালো চলবে না। ব্যবসাপত্তর ঢিমে তালে চলবে। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। শত্রু নিন্দা প্রচার করতে পারে। কোনো ব্যাপারে ভুলের ফলে পরে মনস্তাপ হতে পারে। পারিবারিক শান্তির আশা কম। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

কর্কট—আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রে নিতান্ত মন্দ লাভ হবে না। চাকুরিস্থলে মন কিছুটা বিক্ষিপ্ত থাকতে পারে। কোনো বিষয়ে নিজ গুণে সম্মানলাভ করতে পারেন। কোনো ভ্রাতার দ্বারা বিরুদ্ধাচরণের আশংকা দেখা যায়। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

সিংহ—আর্থিক সমস্যায় বিব্রত হতে পারেন। ব্যবসাপত্তর ঢিমেতালে চলবে। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। কোনো বিষয়ে সম্মানলাভ করতে পারেন। কোনো ভ্রাতার ব্যাপারে মানসিক উদ্বেগ হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

কন্যা—ব্যয়বাহুল্যের চাপে আর্থিক অবস্থা ভালো চলবে না। ব্যবসা প্রচেষ্টায় বাধার সৃষ্টি হতে পারে। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো সন্তানের ব্যাপারে মানসিক উদ্বেগ হতে পারে। মনের কোনো আশা ফলবতী হতে পারে। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। স্বাস্থ্য ভালোই চলবে।

তুলা—আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রে নিতান্ত মন্দ লাভ হবে না। চাকুরিস্থলে বড় রকমের চিন্তার কোনো কারণ দেখা যায় না। কোনো বিষয়ে ভুলের ফলে পরে মনস্তাপ হতে পারে। কোনো ভ্রাতার সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো চলবে না।

বৃশ্চিক—আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রে আয়বৃদ্ধি হতে পারে। চাকুরিস্থলে পদমর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। কোনো বিষয়ে সম্মান লাভ করতে পারেন। শত্রু বশ্যতা স্বীকার করবে। সম্পত্তি বা বাসগৃহ সমস্যার ইংগিত পাওয়া যায়। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

ধনু—ব্যয়বাহুল্যের চাপে আর্থিক অবস্থা ভালো চলবে না। ব্যবসাক্ষেত্রে নিতান্ত মন্দ লাভ হবে না। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো সহযোগীর সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। বৈষয়িক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো চলবে।

মকর—আর্থিক ইংগিত অনুকূল। ব্যবসাক্ষেত্রে আয়বৃদ্ধি হতে পারে। চাকুরিস্থলে সুনাম অর্জন করবেন। ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর অনুগ্রহ লাভ করতে পারেন। কোনো বন্ধু বা সহযোগীর সংগে মনোমালিন্য হতে পারে। বৈষয়িক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

কুম্ভ—ব্যয়বাহুল্যের চাপে আর্থিক অবস্থায় টান পড়তে পারে। নতুন খরচের চাপ এসে যেতে পারে। ব্যবসাপত্তর ঢিমেতালে চলবে। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো ভ্রাতা বা আত্মীয়ের দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। স্বাস্থ্য ভালোই চলবে।

মীন—আর্থিক ইংগিত শুভ। ব্যবসাক্ষেত্রের ফল আশাপ্রদ। চাকুরিস্থলে সুনাম অর্জন করবেন। বেকার ব্যক্তির চাকুরিলাভ হতে পারে। কোনো বিষয়ে নিজগুণে সম্মানলাভ করতে পারেন। সম্পত্তি বা বাসগৃহ সংক্রান্ত সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

'আসল গ্রহরত্ন'

১০ হাজার টাকা গ্যারাণ্টিযুক্ত আসল ও উচ্চশক্তিসম্পন্ন গ্রহরত্ন আমরা বিক্রয় করিয়া থাকি। আমাদের এখানে প্রখ্যাত জ্যোতিষীর দ্বারা বিনামূল্যে রত্নধারণের ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়। সময়—বিকাল ৪টা হইতে ৭টা

রত্নাগার

৫৫।৮, গ্রে স্ট্রীট (হাতিবাগান জংসন)
শাখা—লাখটোকিয়া রোড, গৌহাটি-১

(সি ৬০৩০)

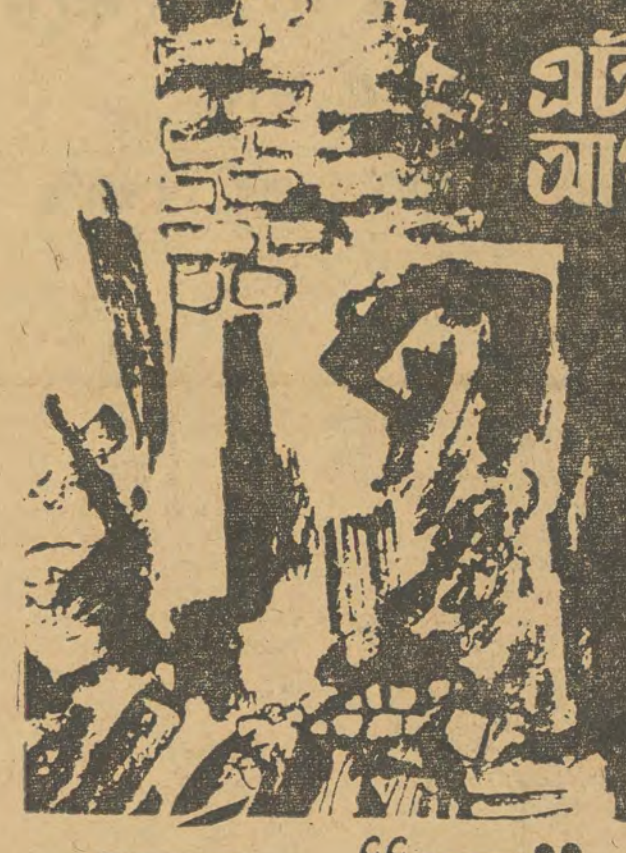

এটা যদি আপনার বাড়ী হ'ত...?

আগুনের লেলিহান শিখা আপনার ঘরবাড়ী গ্রাস করছে—আর আপনি অসহায় দর্শক। বহুদিনের প্রিয়, কত সুখ স্মৃতি জড়ানো আদরের জিনিষ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। প্রাণফাটা হাহাকার, চাপা কান্নায় গলায় দলা বেঁধে আসে—জীবন মূল্যহীন মনে হয়...

কত লোকের যে এ সর্বনাশ হয়েছে কে তার হিসেব রাখে। এ বিপদ আপনার, আমার—আমাদের সবার ওপর ঘনিয়ে আসতে পারে।

সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা বা কোন রকম গোঁড়ামী দাঙ্গা হাঙ্গামা বা হানাহানির অজুহাত হতে পারে না।

আপনি কি করতে পারেন...

পাড়ায় পাড়ায় প্রতিরোধ সমিতি গড়ে তুলুন ● হানিকর গুজব বন্ধ করুন ● পাড়া পড়শীর সঙ্গে সদ্ভাব গড়ে তুলুন ● আপনার সন্তানকে মানব- সাম্যে বিশ্বাসী ক'রে তুলুন।

দাঙ্গা "বন্ধ" অভিযানে নামুন

davp 70/509

আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার

রবিবাসরীয় আলোচনী

অস্থায়ী পলায়ন

মতি নন্দী

শীতে কলকাতায় ক্রিকেট শুরুর সঙ্গে সঙ্গে অনাদিও ময়দানে বেরিয়ে পড়ে। খেলোয়াড়দের মত সাদা ট্রাউজার্স, সাদা শার্ট আর সাদা কেডস পরে হাতে কিট ব্যাগ ঝুলিয়ে সে এমাঠ ওমাঠ ঘুরে বেড়ায় আর সুযোগ পেলেই চুরি করে। ওর চাল-চলন ও কথায় কেউ সন্দেহ করে না। সহজভাবে খেলোয়াড় বা কর্মকর্তাদের সঙ্গে মেশে, টেণ্টের মধ্যে ঢুকে যায়। যখন মাঠে খেলা চলে এবং দু-দলের লোকেরা মাঠের ধারে খাটানো সামিয়ানার নীচে, বা টেণ্টের মধ্যে যখন ঢিলেঢালা পাহারা, অনাদি তখন কাজ হাসিল করে। হাতঘড়ি, ফাউণ্টেন পেন, মানিব্যাগ, টেরিলিন শার্ট বা ট্রাউজার্স, দামী ব্যাট, জুতো যা পায় হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়ে।

সেদিন অনাদি ব্যাগ হাতে একটু ব্যস্ততার সঙ্গে মালিকে জিজ্ঞেস করল, "এটা কোন ক্লাবের মাঠ?"

"ইউনাইটেড ক্লাবের।"

"এ মাঠে আজ হাতিবাগান স্পোরটিংয়ের খেলা না?"

মালি ঘাবড়ে গেল, তারপর বিরক্ত হয়ে বলল "কি জানি, বাবুদের জিজ্ঞাসা করুন।" চনগোলা বালতি নিয়ে মালি মাঠের দিকে চলে গেল। অনাদি লক্ষ করল, টেণ্টের দরজায় দাঁড়িয়ে ধুতির মধ্যে শার্ট গোঁজা টাক-মাথা এক মাঝবয়সী লোক খুবই উৎকণ্ঠিত হয়ে এধার ওধার তাকাচ্ছে। টেণ্টের মধ্যে বুট পরে সিমেণ্টের মেঝের উপর চলাফেরার শব্দ হচ্ছে খড়মড় খড়মড়। ড্রেস-করা একজন ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে টাকমাথাকে কি যেন বলতেই লোকটি রেগে উঠে চেঁচিয়ে বলল "আসবে কি আসবে না, সেটা ঠিক করে বললেই তো পারত। এখনি তো টিমের নাম সাবমিট করতে হবে।"

টেণ্ট এবং তার সংলগ্ন কাঠা তিনেক জমি নিচু ফেন্সিং-এ ঘেরা। তার মধ্যে রয়েছে ঘাসে ঢাকা একফালি জমি। কিছু গাঁদাফুলের গাছ। দুটো বেঞ্চ। টিউবওয়েল। অনাদি এগিয়ে গেল টাকমাথা লোকটির দিকে।

"আচ্ছা আজ কি এখানে হাতি-বাগানের খেলা আছে?"

"হাতিবাগান!" লোকটি অবাক হয়ে গেল। "ও নামের কোন ক্লাব খেলে নাকি?"

"তাতো জানি না।" আমতা-আমতা করে অনাদি বলল "আমার এক বন্ধু বলেছিল......কিন্তু খেলাটা যে কোন মাঠে সেটাই ভুলে গেছি। লীগের নয়, এমনি ফ্রেণ্ডলি খেলা।"

"তাহলে এতবড় গড়ের মাঠে আর কি করে বার করবেন।" লোকটিকে অনাদির থেকেও বেশি হতাশ মনে হল। "আপনি খুঁজছেন ক্লাব, খেলবেন বলে, আর আমার ক্লাব খুঁজছে তার প্লেয়ারদের! কাল তিনজন এক সঙ্গে বরযাত্রী গেছে রানাঘাটে, বলে গেছে ঠিক সময় মাঠে পোঁছব। আর এখন দশটা বাজতে......"

টেণ্টের মধ্যে থেকে শাদা কোট-পরা আম্পায়ারকে বেরিয়ে আসতে দেখে টাকমাথা চুপ করে গেল। "আর দু-মিনিট স্যার। আমি আপনার হাতে লিস্ট দিয়ে আসব। জাস্ট দু-মিনিট। বুঝতেই তো পারছেন কি মুশকিলে পড়েছি।"

আম্পায়ার হাতঘড়ি দেখে আবার ভিতরে ঢুকে গেল। লোকটি কিছুটা আপন মনে কিছুটা অনাদিকে উদ্দেশ করে কাতর স্বরে বলল, "সাত সকালে মাংস রান্না করে, হাঁড়ি-কুঁড়ি, কাপ-ডিস-প্লেট, খেলার ব্যাট-প্যাড—এত লটবহর নিয়ে যদি ইছাপুর থেকে আসতে পারি, আর বাবুরা নেমন্তন খেয়ে......ঘণ্টু ছাড়া তো মোটে নজন হাজির হয়েছে, ঘণ্টু স্কোর লিখবে, আর......দ্যেৎ এভাবে কি ক্লাব চালান যায়!"

টেণ্ট থেকে চারটি ছেলে ব্যাট আর বল নিয়ে বেরিয়ে গাঁদাগাছের পাশে খুটখাট প্র্যাকটিস শুরু করল। মাঠের ধারে খাটানো সামিয়ানার পাশে কয়েকজন বল লোফালুফি করছে। পাশের মাঠের সাইট স্ক্রীন বাতাসে দুলে বাঁশে ঝুলছে। পাশের টেণ্ট থেকে ভারী গলায় মালিকে ধমক দেবার শব্দ এল। অনাদির শীত করছে। রোদ্দুরে, মাঠের ধারে ঘাসের উপর এখন উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে আরাম।

"বকুদা, তাহলে কি হবে?" কাগজ আর কলম হাতে, বুটের খড়মড় আওয়াজ তুলে একজন এসে দাঁড়াল। "ইউনাইটেড তো অনেকক্ষণ টিম সাবমিট করে দিয়েছে।"

অনাদি এগিয়ে গেছে খানিকটা। টাকমাথা লোকটি অর্থাৎ বকুদা ছুটে এসে ওর হাত ধরল। "কোথায় আর হাতিবাগান স্পোরটিংকে খুঁজে বেড়াবেন, তার চেয়ে আজ আমাদের হয়েই খেলে যান। নামটা কি বলুন তো, লীগে আর কোন ক্লাবের হয়ে খেলেননি তো? আর খেললেই বা কেউ ধরতে পারবে না। বরং একটা ফলস নামেই খেলুন, কেমন?"

অনাদিকে কথা বলার কোন সুযোগ না দিয়ে বকুদা ঘষঘষ করে কাগজে নাম লিখে "অঞ্জন বিশ্বাস, কেমন? তবু তো দশজন হল।" বলতে বলতে ছুটে টেণ্টের মধ্যে ঢুকল।

ইউনাইটেড ১৫৭ রান তুলল চার উইকেটে। অনাদি প্রথম আধ ঘণ্টার মধ্যেই তিনটি ক্যাচ ফেলল। প্রথমটি স্লিপে, দ্বিতীয়টি মিড-অনে, তৃতীয়টি ডীপ স্কোয়ার-লেগে। পাড়ার রাস্তায় ক্যাম্বিস বলে ক্রিকেট খেলার বেশি অনাদি আর খেলেনি। এ রকম একটা পরিস্থিতিতে পড়তে হবে কখনো ভাবেনি সে। তার দলের প্রত্যেকের মুখের বিস্ময়, অসহায় বিরক্তিতে রূপান্তরিত হল। মাঠের বাইরে দুটো চ্যাংড়া ছেলে কিছুক্ষণ ওর পিছনে লেগে অবশেষে একঘেয়ে বোধ করে চলে গেল। অনাদিকে কোথায় যে দাঁড় করাবে, ভেবে পাচ্ছে না অধিনায়ক। লং লেগ থেকে লং অন, তারপর ডীপ একস্ট্রা কভার, অবশেষে ডীপ থার্ড-ম্যান। উবু হয়ে ভয়ে ভয়ে দুহাতে থাবড়ে বল আটকাতে গিয়ে আটটা বাউণ্ডারী দিল অনাদি। ওর কাছে বল গেলেই ব্যাটসম্যানরা নির্ভাবনায় রান নেয়। মাঠের বাইরে ইউনাইটেডের লোকেরা তখন হৈ-চৈ, হাসাহাসি করে। মাঠের মধ্যে একজন, ওভার শেষে অনাদিকে শুনিয়েই বলল, "বকুদা আর লোক পেল না, একটা পাঁঠাও যে এর থেকে ভাল ফিল্ডিং দেবে।" শুনে হাসি লুকোবার চেষ্টাও করল না বোলারের দিকের আম্পায়ার। একজন ব্যাটসম্যান খুবই সহানুভূতির সঙ্গে উইকেটকীপারকে বলল, "এখন আর কিছু বলবেন না দাদা, তাহলে আরো ঘাবড়ে যাবে।"

এরপর অনাদি ক্ষ্যাপার মত ছোটাছুটি শুরু করল। বুক দিয়ে হাঁটু দিয়ে, এমনকি ঝাঁপিয়ে মাথা দিয়েও বল আটকাল এবং সবাইকে তাজ্জব বানিয়ে রান আউটও করল প্রায় ত্রিশ গজ দৌড়ে এসে, কভার থেকে সোজা উইকেটে বল মেরে। তিন চারজন ফিল্ডার ছুটে এসে ওর পিঠ চাপড়াল, আউট হওয়া ব্যাটস-ম্যানটিও হেসে "গুড থ্রো' বলে গেল। অনাদি অভিভূত হয়ে বোকার মত হাসল মাত্র এবং পরের ওভারেই অতি সহজ ক্যাচটি ফেলে দিল। মাঠের নয়-জনের কণ্ঠ থেকে চাপা একটা আর্তনাদ উঠেই সেটা ক্রুদ্ধ গর্জনে পরিণত হল। ওভার শেষে অধিনায়ক অনাদির কাছে এসে উঁচু গলায় বলল, "দেখি তো, আপনার আঙুলে বোধহয় লেগেছে।" ওর হাতটা তুলে আঙুল পরীক্ষা করতে করতে তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "আমরা ন-জনেই খেলব, আপনি দয়া করে বেরিয়ে যান।"

মাথা নামিয়ে মুখটা কালো করে অনাদি মাঠ থেকে বেরিয়ে এল, সবাই ওর দিকে তাকিয়ে। মুখ টিপে কেউ কেউ হাসল, বকুদা শুকনো স্বরে বলল, "চলে এলেন কেন?"

অনাদি বলল, "আঙুলে লেগেছে, খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।"

বকুদা মুখ ফিরিয়ে মাঠের দিকে তাকাল। অনাদি ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরে গেল। টেণ্টের বাইরে দাঁড়িয়ে রান আউট হওয়া ব্যাটসম্যানটি এক সুরূপা তরুণীর সঙ্গে হাসাহাসি

মুখ লাল করে আবার ব্যাট হাতে দাঁড়াচ্ছে

করছে। একটি বছর দশেকের ছেলে ওর ব্যাটটি নিয়ে হাওয়ায় ড্রাইভ করায় ব্যস্ত। অনাদি আর টেণ্টের দিকে গেল না।

লাঞ্চের পর ইছাপুর ব্যাট করতে নামল। চটপট ১৯ রানে তিনটে উইকেট পড়ে যাবার পরই, জেতবার আশা ছেড়ে, ড্র-এর জন্য খেলতে লাগল। চতুর্থ উইকেটের দুই ব্যাটস-ম্যান সওয়া ঘণ্টা কাটিয়ে ৪৩ রান তুলেছে। অনাদির নাম সবার শেষে দশ নম্বরে। ইতিমধ্যে ও ঠিক করে ফেলেছে, চলে যাবে ব্যাট না করেই। লাঞ্চের সময় দেখে রেখেছে একটা সোয়েটার, যার দাম অন্তত আশি-নব্বুই টাকা। প্রাকৃতিক কাজের ছুতোয় টেণ্টের মধ্যে বার দুয়েক ঘুরে এসে গাঁদাগাছের ধারে বেঞ্চে বসে অপেক্ষা করতে করতে অনাদি ভিতরে নজর রাখল। মাঠে তখন লড়াই জমতে শুরু করেছে। কাজ হাসিল করে এইবার পালাতে হবে।

তখন সেই তরুণীটিকে টানতে টানতে বাচ্চা ছেলেটি ব্যাট হাতে হাজির হল। অনাদি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেও কৌতূহলে তাকিয়ে রইল। ওকে দেখে তরুণীটি ঈষৎ বিব্রত হয়ে ছেলেটিকে বলল, "বুলু অসভ্যতা কোরো না। হাত ছাড়ো, বলেছি তো খেলব।"

"আগে তুমি ব্যাট করো।"

তরুণী তার হাতের ব্যাগটি কোথায় রাখবে ভেবে চারিদিকে তাকিয়ে ইতস্তত করছে; ছেলেটি ছোঁ মেরে তার হাত থেকে নিয়ে ছুটে অনাদির কাছে এসে বলল, "দিদির ব্যাগটা রাখুন তো।"

"আমি যে এখুনি যাব ব্যাট করতে।" অনাদি ঝটঝামেলা এড়াবার জন্য বলল। ছেলেটি ওর কথায় কর্ণপাত করল না। ঘাড় ফিরিয়ে অনাদি খুবই বিরক্ত চোখে ওদের এলেবেলে খেলা দেখতে লাগল। তরুণী ছেলেটির প্রত্যেকটি বলই ফস্কে যাচ্ছে, কুড়িয়ে আনছে, মুখ লাল করে আবার ব্যাট হাতে দাঁড়াচ্ছে। দেখতে দেখতে অনাদি অন্যমনস্কের মত ব্যাগটির ঢাকনার স্প্রিং-এ চাপ দিতেই মুখটা ফাঁক হয়ে গেল। চমকে সে ঢাকনাটা বন্ধ করে এধার-ওধার তাকাল। কেউ দেখছে না তাকে, তবু দুরুদুরু করে উঠল ওর বুকের মধ্যে। অবশ হাতে ব্যাগটা কোলের উপর রেখে অনাদি ওদের খেলার দিকে তাকিয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরই তার আঙুলগুলো কেঁপে উঠল। ঢাকনার স্প্রিং টিপল সন্তর্পণে। রুমাল, চিরুনী ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তার আঙুল দ্রুত ব্যাগের তলদেশে পৌঁছল। বৃত্তাকার, কঠিন একটি জিনিসের স্পর্শ পেতেই তার মনে হল, নিশ্চয় আংটি! দুই আঙুলে সেটিকে চিমটের মত ধরে, তরুণী ও ছেলেটির খেলার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে, টেনে বার করে এনেই ট্রাউজার্সের পকেটে রেখে ব্যাগটি বন্ধ করল। তারপর সতর্ক দৃষ্টিতে চার-ধারে তাকিয়ে আশ্বস্ত বোধ করতে করতে উত্তেজনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। খেলার মাঠ থেকে সোরগোলের যে শব্দটা অনাদি এতক্ষণ শুনতে পাচ্ছিল না, ক্রমশ সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

"একি, আপনি এখানে!" হন্তদন্ত হয়ে বকুদা হাজির হল। "ছটা উইকেট পড়ে গেছে জানেন না? এখনো প্যাড পরেননি!"

"হ্যাঁ এই যাই", অনাদি ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। "খোকা ব্যাগটা রইল।"

সামিয়ানার তলায় প্যাড পরতে পরতে অনাদি খুব ঝরঝরে বোধ করল। বকুদা ওর পাশে বিড়বিড় করে যাচ্ছে—"আর কুড়ি মিনিট বাকি। কাটিয়ে দাও মদনমোহন। বুঝলেন, রানের কোনো দরকার নেই। কোনো রিস্ক নেবেন না। স্ট্যাম্পের বাইরের বলে একদম ব্যাট ঠেকাবেন না। হে মদন-মোহন আর আঠারো মিনিট। অনেকক্ষণ টাইম নেবেন ফিল্ড দেখার জন্য, মাঝে মাঝে প্যাডের বকলেশ ঠিক করবেন, বদলাবার জন্য ব্যাট চাইবেন। আর—" মাঠের মধ্যে হঠাৎ একটা বীভৎস চীৎকার ওঠায় বকুদার কথা থেমে গেল। ইছাপুরের সপ্তম উইকেটটি পড়ল লোপ্পাই ক্যাচ দিয়ে। নবম ব্যাটসম্যান নামতে চলেছে, বকুদা ভগ্নস্বরে বলল, "আর পনেরোটা মিনিট আছে রে!"

অনাদি দেখছিল: আড়ষ্ট পায়ে, ভীত চোখে এধার-ওধার তাকাতে তাকাতে কেমন করে ব্যাটসম্যানটি উইকেটের দিকে চলেছে। ওর হাসি পেল। ভাবল, আমার তো আসল কাজ হয়েই গেছে। উইকেটে যাব আর চলে আসব। হার-জিত নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। আসলে ব্যাট করবে তো অঞ্জন বিশ্বাস। স্কোর-বুকে ওই নামই তো লেখা আছে।

"আমার স্পষ্ট মনে আছে, ব্যাগের মধ্যেই রেখেছিলাম।"

অনাদি চমকে উঠল, পিছন থেকে বলা সেই তরুণীর কণ্ঠস্বরে।

"তাহলে যাবে কোথায়!" ভারী একটি পুরুষ কণ্ঠ উদ্বেগ ও বিরক্তি সহকারে বলল, "আর একবার ভাল করে ব্যাগটা দেখ্।"

"তিন-চারবার তো দেখলাম।"

"ব্যাগটা কোথাও রেখেছিলিস??"

অনাদি মূর্তির মত বসে। ওর মনে হল, একজোড়া চোখ তার দিকে তাকাচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকালেই চোখাচোখি হবে। চোখ দুটো নিশ্চয় তাকে সন্দেহ করছে। এইবার হয়তো বলবে, উঠে আসুন তো, আপনাকে আমরা সার্চ করবো। আপনি ছাড়া আর কে নিতে পারে? তারপর ওরা, শেষ ব্যাটসম্যানকে যেভাবে ফিল্ডাররা ঘিরে ধরে, সেইভাবে গোল হয়ে ঘিরে ধরবে। তারপর ওদের একজন এগিয়ে আসবে।

পালাতে হবে। এই মুহূর্তে এখান থেকে পালাতে হবে। অনাদির মাথার মধ্যে শুধু এই কথাটিই পাগলাঘণ্টির মত বেজে চলল। কিন্তু কোন দিক দিয়ে, কিভাবে পালাবে! এতদিন এক-বারও সে ধরা পড়েনি।

মাঠে আবার একটা হিংস্র উল্লাস ফেটে পড়ল। বকুদা অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে বলে উঠল, "আর বারোটা মিনিট মাত্র।" অনাদি ছিটকে উঠে দাঁড়াল। ব্যাটটা হাতে তুলে নিয়ে, শুধু সামনের দিকে তাকিয়ে, মাঠের মাঝখানে যাবার জন্য সে প্রায় ছুটতে শুরু করল।

ওভারের চারটি বল বাকি ছিল। বুক এবং পেট দিয়ে দুটি বল সে আটকাল এল বি ডবলু-র ফাঁড়া কাটিয়ে। তৃতীয় বল ওর ব্যাট ছুঁয়ে দুজন স্লিপ ফিল্ডারের মধ্য দিয়ে গলে যেতেই অপর ব্যাটসম্যানের নিষেধ অগ্রাহ্য করেই ছুটল এবং অল্পের জন্য রান আউট হওয়া থেকে বাঁচল। চতুর্থ বলটি স্ট্যাম্পের বাইরে ছিল, খেলার চেষ্টা হল না।

এরপরই অবিশ্বাস্য এবং হাস্যকর ব্যাপার ঘটে গেল। অনাদি তেত্রিশ রান করল এই ওভারে। পাঁচটি ওভার বাউণ্ডারি ও একটি তিন। পরের ওভারে ত্রিশ রান। পাঁচটি ওভার বাউণ্ডারি। শেষ বলটি ব্যাটে লাগেনি এবং উইকেটকীপারও ফস্কায়, তাইতে ওরা একটি বাই রান নেয়। খেলার শেষ ওভারে অনাদি আরো দুটি ওভার

৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

আমরা কতদূর এগোলাম

বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের যে জোরদার আন্দোলন, শুরু হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় জনসংখ্যাবৃদ্ধির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। জন্মহার ও মৃত্যুহারের মধ্যে পার্থক্যই জন-সংখ্যাবৃদ্ধির গতি নির্ণয় করে। ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সালের জনসংখ্যার শতাংশ বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি এইজন্য যে, ওই দশকে জন্মহার অন্যান্য দশকের তুলনায় মোটামুটি স্থির থাকলেও মৃত্যুহার অনেক কমে গেছে। গত দশকের হিসাবে জন্মের হার ছিল বছরে প্রতি হাজারে প্রায় ৪২ জন। তার আগের দশকে ওই হার ছিল বছরে প্রতি হাজারে ৪০ জন। অপর দিকে গত দশকে মৃত্যুহার ছিল বছরে প্রতি হাজারে ২৩ জন আর তার আগের দশকে বছরে প্রতি হাজারে ২৮ জন। কাজেই গত দশকে যেখানে বছরে প্রতি হাজারে ১৮ জন করে লোক-সংখ্যা বেড়েছে, সেখানে তার আগের দশকে বছরে প্রতি হাজারে বেড়েছে মাত্র ১২ জন। সাধারণ মৃত্যুহারই যে কেবলমাত্র আমাদের দেশে কমে চলেছে তা নয়, শিশু-মৃত্যুহারও খুব দ্রুত হারে কমছে এখন। এ শতাব্দীর শুরুতে যেখানে হাজারে প্রায় ২৫০টি শিশু প্রতি বছরে মারা যেত, ১৯৫৮ সালের হিসাবে সেটা দাঁড়িয়েছে হাজারে ১৪৬।

রাজ্য হিসেবে ভাগ করে গত দশকে জন্মহার ও মৃত্যুহার দুই-ই সবচেয়ে বেশি ছিল আসামে, আর সবচেয়ে কম জন্মহার ছিল তামিলনাড়ুতে ও সবচেয়ে কম মৃত্যুহার কেরালায়।

গ্রামের তুলনায় শহরে বাস করার প্রবণতা যে আমাদের অনেক বেড়েছে তা আর একটি তথ্য থেকে বোঝা যায়। ১৯৩১ সালে যেখানে গ্রামে বাস করতো মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮৮ ভাগ আর শহরে শতকরা ১২ ভাগ, সেখানে ১৯৬১ সালের হিসাবে শহরে বাস করছেন মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৮ ভাগ আর গ্রামে শতকরা ৮২ ভাগ। শিল্পে অগ্রগতির এটাও একটা পরিচয়।

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের পুরুষ ও নারীদের গড় আয়ুষ্কাল সম্বন্ধেও কিছু তথ্য আলোচনা করা দরকার। ১৯৫১ সালে পুরুষদের ও নারীদের গড় আয়ুষ্কাল যেখানে ছিল যথাক্রমে প্রায় ৩৩ বছর এবং ৩২ বছর সেখানে এটা বেড়ে ১৯৬১ সালে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে প্রায় ৪২ বছর ও ৪১ বছর।

এর থেকেই বোঝা যায় আমাদের গড় আয়ুষ্কাল বেশ দ্রুতই বেড়ে চলেছে। ভারতীয় নারীদের আয়ুষ্কাল বেশি বলে যে সব পুরুষরা এতদিন ব্যঙ্গোক্তি করতেন এখন কিন্তু তাঁরা সাবধান হয়ে যাবেন। কেননা তথ্য অনুসারে দেখা যাচ্ছে এদেশে পুরুষদের আয়ুষ্কালই নারীদের চেয়ে বেশি—যদিও খুব সামান্য। অঞ্চল হিসেবে উত্তরাঞ্চলের লোকেদের আয়ু সবচেয়ে বেশী আর পূর্বাঞ্চলের লোকেদের আয়ু সবচেয়ে কম।

এবার এই জনসংখ্যার আর দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করা যেতে পারে। ধর্ম হিসাবে সবচেয়ে বেশি লোক হিন্দু, তারপর মুসলিম, তারপর খ্রীষ্টান, তারপর শিখ এবং তারপর যথাক্রমে বৌদ্ধ, জৈন এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ। ভাষা হিসাবে সবচেয়ে বেশি লোক হিন্দীভাষী এবং সবচেয়ে কম লোক সংস্কৃত-ভাষী অথচ ভারতীয় সব ভাষাই সংস্কৃত ভাষার কাছে কোন-না-কোনভাবে ঋণী।

—কুমারেশ ঘোষ

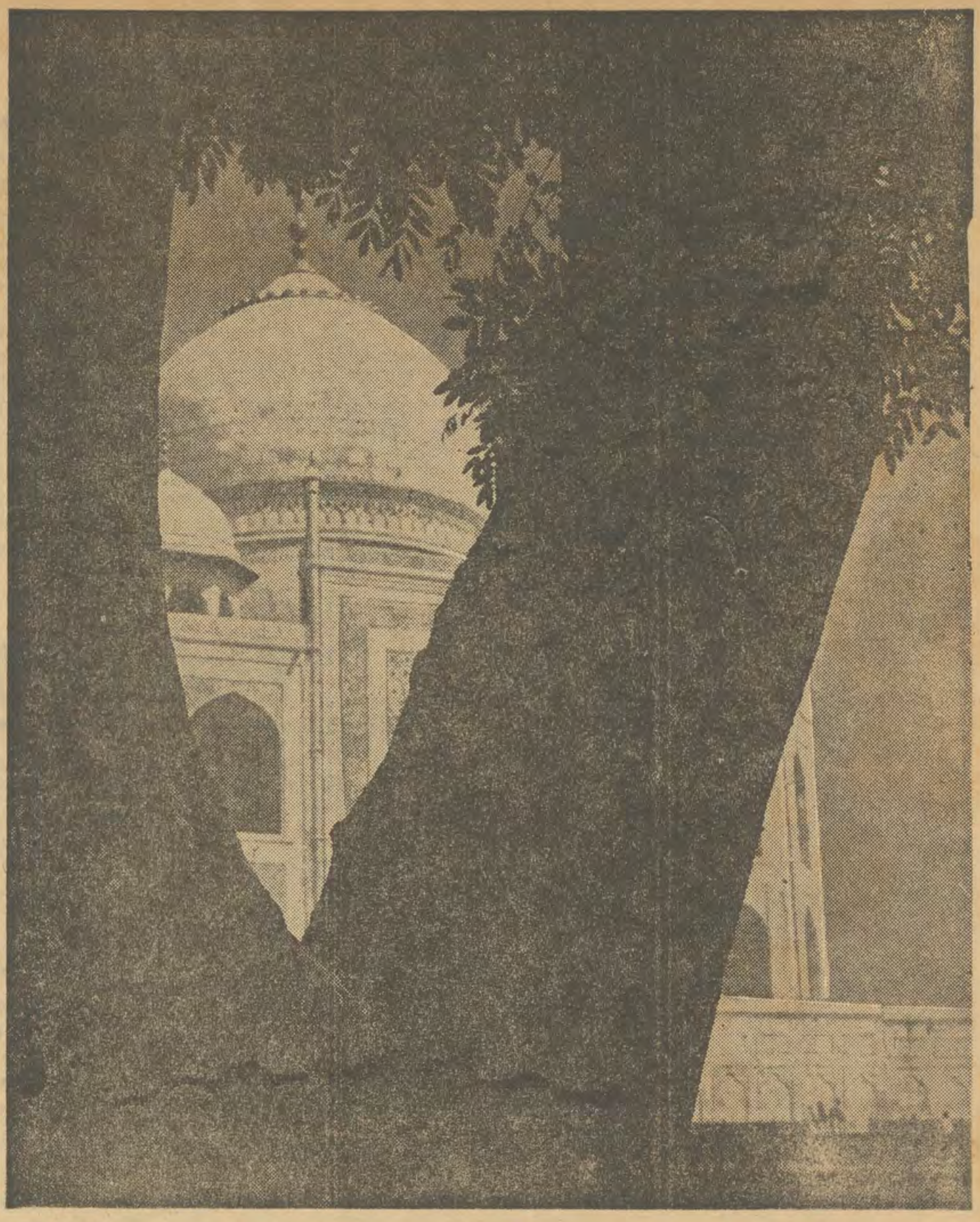

জানালা

আলোকচিত্র : অজিত মণ্ডল

আলিপুরের এপিটাফ ও চার্লস ডিকেন্স

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

কোথায় আমাদের আলিপুর, আর কোথায় প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ডিকেন্স।

জীবনে অনেক অভাবিত ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিলেন লেখক চার্লস ডিকেন্স—পথে পথে গান গেয়ে অর্থ উপার্জন করেছেন, অপরিচ্ছন্ন ফ্যাক্টরিতে বোতলের গায়ে লেবেল এঁটে জীবিকা সংগ্রহ করেছেন, উকিলের কেরানী হয়েছেন, পার্লামেণ্টের রিপোর্টার হিসাবে কাজ করেছেন। আর বহু অভাবিত ঘটনার ছবি এঁকেছেন তিনি তাঁর উপন্যাস সাহিত্যে। কিন্তু একদিনের জন্যও তিনি ভাবতে পারেন নি যে সাতসমুদ্দুর তের নদীর পারের বাঙলাদেশের একটি সহরের এক কবর-খানার একটি সমাধি ফলকে তাঁকে লিখতে হবে! উইলিয়ম মেকপিস থ্যাকারের জন্মস্থান হিসাবে ইংরেজি ভাষার পাঠকদের কাছে আলিপুর অপরিচিত ছিল না, কিন্তু তার সঙ্গে চার্লস ডিকেন্সের জীবনেও যে যোগ হয়ে যাবে তা কে জানত!

ঔপন্যাসিকের পুত্র ওয়ালটার ল্যানডর ডিকেন্সই এ অঘটন ঘটিয়ে-ছিল। ওয়ালটার পুত্র হিসাবে ছিল দ্বিতীয়। তবে সন্তান হিসাবে চতুর্থ। ডিকেন্সের পারিবারিক জীবনের ইতিহাসে এই সন্তানটির একটি বিশেষ স্থান ছিল। স্নেহময় পিতা এ ছেলেটিকে বড়োই ভালোবাসতেন। এবং ঐই ছেলেটি একদিন তরুণ যৌবনে কোমপানির চাকরি নিয়ে এসেছিল এদেশে। এ দেশের কয়েকটি বসন্ত তার দেহমনকে করেছিল সঞ্জীবিত। তখন কে জানত যে এদেশের মাটিতেই সে ঘুমিয়ে পড়বে? একটি শীতের সন্ধ্যা তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে এ পৃথিবী থেকে!

সেবার আঠারোশ একচল্লিশ সাল। ডিভনশায়ার টেরাসের বাড়িতে এক শীতের সকাল খুশির হাওয়া বহন করে আনল। সেদিনের তারিখ হল আটই ফেব্রুয়ারি। উনত্রিশ বছরের তরুণ লেখক চার্লস ডিকেন্স আনন্দে আপ্লুত হলেন নবজাত পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে। পুত্রের পিতা হিসাবে অনেক উদ্বেগ ও অস্থিরতার মুহূর্ত কেটেছিল তাঁর। লিখতে গিয়ে লিখতে পারেননি। পড়তে গিয়ে পারেননি পড়তে। এমন অনেকদিন গেছে যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেছে—কেবল বই কোলে করে বসে থেকেছেন। পাতা ওল্টাতে পারেন নি একটিও। শিশু জন্মাবার দিন দশ আগেকার অবস্থা বিবৃত করতে গিয়ে লিখেছেন, 'আই ডিড নট্ স্টার আউট ইয়েসটার-ডে'। ইচ্ছে করেনি একটু নড়ে চড়ে বসতে। কেবল বসেই থেকেছি, বসেই থেকেছি—আর ভেবেছি—'স্যাট্ অ্যান্ড থট্ অল-ডে। নট্ রাইটিং এ লাইন'—

আর যদি বা লিখেছেন, ভুলে গেছেন 'টি'-এর মাথা কাটতে এবং 'আই'য়ের মাথায় ফুটকি দিতে। বাবা হিসাবে ডিকেন্সের মন কেমন যেন সর্বদা ভীতু হয়ে উঠত। আর ঐ ভীতু মনকে সাহসী করার জন্য খুব তেজী লেখা পড়তে ইচ্ছে করত তাঁর।

সেবারের আটই ফেব্রুয়ারি অবশ্য সব সমস্যার সমাধান করে দিল। নবজাত শিশুর মুখ দেখে ডিকেন্সের সব দুঃখ দূর হল। নয় তারিখের রোজনামচায় লিখলেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। সব শুভ।'

সেকালে নবজাত শিশুর খ্রীষ্টীয়-করণ উৎসবে নানারকম সংস্কার ছিল। ধর্মপিতা রাখা তার ভেতর একটি। ইংরেজিতে এ বাবাকে বলা হত, 'গড-ফাদার'। সে সময় 'বাথ' সহর ছিল আধুনিকতার ও শৌখিনতার পয়লা নম্বর ঘাঁটি। সেখান থেকে ওয়ালটার স্যাভেজ ল্যানডর নামে এক গড-ফাদারের আবির্ভাব হল ডিকেন্সের গৃহে। আগে ঠিক ছিল শিশুটির নাম-করণ করা হবে, 'এডগার'। সে পরি-কল্পনা পরিত্যক্ত হল। গড-ফাদারের নামের দুটি শব্দ যোগ হয়ে গেল নবজাত শিশুর নামের সঙ্গে। পুরো নাম হল, ওয়ালটার ল্যানডর ডিকেন্স্। অবশ্য এ নামে একটি অর্থের ইংগিত ছিল। এবং তা হল, অন্যায় বা অসৎ কাজে এ ছেলে কোনোদিনই ব্রতী হবে না।

ছেলেটি দিনে দিনে বড়ো হল। দেখা গেল, শিশুর চোয়ালের হাড় দুটি উঁচু। বেশ দৃঢ়তার ছাপ। এ ছেলে কি কখনো অসৎকাজ করতে পারে?

আরো পাঁচটা ছেলের মত সে খেলা করে বেড়াতে খুবই ভালোবাসত। তবে সব থেকে ভালোবাসত অসম্ভব কিছু ভাবতে এবং অসম্ভব কিছু দেখতে। আর সত্যিসত্যিই সে অনেক রকম ভবিষ্যতের জিনিস দেখতে পেত। পরে মিলিয়ে দেখত সব যেন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। একবার সে স্বপ্নের মত একটি জাহাজ ডুবে যেতে দেখেছিল। তখন বছর ছয় বয়স। এই অসম্ভব দৃশ্যের বিবরণটা বলেছিল অনেককে। কেউ বিশ্বাস করেছিল। কেউ করেনি। যারা করেনি, তারা তাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপে বিব্রত করতে ছাড়েনি। কিন্তু পরে দেখা গিয়েছিল ব্যাপারটি সত্যি। ভীষণভাবে সত্যি।

ওয়ালটারের বয়স যখন বারো-তেরো, তখন তার প্রশংসা সকলের মুখে মুখে। ঘরে-বাইরে সুনাম। ডিকেন্স এই

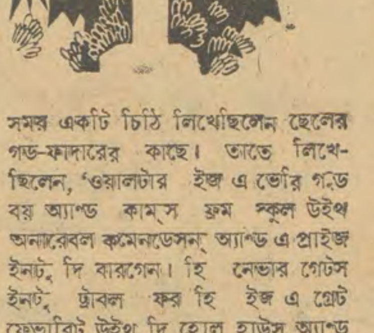

সময় একটি চিঠি লিখেছিলেন ছেলের গড-ফাদারের কাছে। তাতে লিখে-ছিলেন, 'ওয়ালটার ইজ এ ভেরি গুড বয় অ্যান্ড কামস্ ফ্রম স্কুল উইথ অনারেবল কমেনডেসন্ অ্যান্ড এ প্রাইজ ইনটু দি বারগেন। হি নেভার গেটস ইনটু ট্রাবল ফর হি ইজ এ গ্রেট ফেভারিট উইথ দি হোল হাউস অ্যান্ড ওয়ান অব দি মোস্ট অ্যামিয়েবল বয়েজ ইন দি বয়-ওয়ার্ল্ড'।—অর্থাৎ কিশোর ছেলেদের ভেতর এমন একটি সুন্দর ব্যবহারের ছেলে খুব কম দেখা যায়! খুব কম। আর এ কারণে পুত্র গৌরবে পিতা ছিলেন গৌরবান্বিত।

এইভাবে দেখতে দেখতে আরো কয়েকটি বছর গড়িয়ে গেল। ওয়ালটার ষোলোয় পা দিল। সেকালে ইংরেজ সন্তানরা নানা জীবিকা নিয়ে আসতেন ভারতে। অনেকে অনেক সৌভাগ্য তৈরী করে নিয়ে গিয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে বসে খাচ্ছেন নবাব-বাদশার মতন।

চার্লস ডিকেন্সও নিজের ছেলেকে পাঠালেন এই ভারতে। কোমপানির সৈন্য বিভাগে কাজ যোগাড় করে দিয়ে। অবশ্য এই কাজ যোগাড় করে দিয়ে-ছিলেন এক মহিলা। এই মহিলার নাম ছিল, মিস্ 'অ্যাঞ্জেলা বারডেট্ কাউট্স্'। পরে ইনি 'ব্যারনেস' হয়ে-ছিলেন। যাইহোক, এই মহিলার প্রচেষ্টা আর উদ্যোগে সরাসরি নিয়োগ-পত্র পেয়ে গেল ওয়ালটার। ছাব্বিশ নম্বর নেটিভ ইনফ্যানট্রিতে মিলিটারী-ক্যাডেট হয়ে ওয়ালটার ভারতের পথে পা বাড়াল।

এ সময় একটি চিঠিতে ডিকেন্স মিসেস কাউট্স-কে জানিয়েছিলেন, 'শীগগির ইস্টারের ছুটির পর ওয়ালটার হয়ত চলে যাবে। বেঁচে থাকা কাকে বলে এবং সে বেঁচে আছে কি না এসব জানার আগেই বেচারি গিয়ে পড়বে অচেনা ও অজানা রহস্যময় দেশে।'

হ'লও তাই। সেবার আঠারোশ সাতান্ন সাল। জুন মাসের একটি সুন্দর দিনে ইংলণ্ড থেকে সে রওনা দিয়েছিল ভারতের পথে।—ভারতে সেদিন কিন্তু প্রলয়কাণ্ড চলেছিল। সারা উত্তর ভারত জুড়ে বহ্নিবন্যা। বারুদের ধোঁয়ায় আকাশ বাতাস ভারি। সিপাহীদের আকস্মিক আক্রমণে প্রথমে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল কোমপানি। অনেক সাদা সাহেব সেদিন লুটিয়ে পড়ল ভারতের মাটিতে। অনেক শিশু ও নারীর রক্তে ভিজে গেল ভারত-ভূমি।

তবে ধীরে ধীরে ঘটনার মোড় ফিরল। আরম্ভ হল উল্টো মার। কবি ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা দিয়ে বলা যায়—

ছোরা মেরে গোরাগণ ছুটিল যখন।
সামাল সামাল রব উঠিল তখন॥
পলাতে না পথ পায় নাহি সয়
ব্যাজ।
উঠে ছুটে পলাইল মুখে করে
ল্যাজ॥

এই রকম যখন প্রায় অবস্থা, সিপাহীরা যখন মুখে লেজ ভরে দৌড় দিচ্ছে, সেইরকম এক শীতের অপরাহ্নে ভারতের মাটিতে পা দিল ওয়ালটার। হয়ত ফোর্ট উইলিয়মে এসেই হাজিরা দিল। তবে যা দেখল তাতে চোখ চড়ক-গাছ। যে ছাব্বিশ নম্বরের জন্য সে এসেছিল, দেখা গেল সে পদাতিক বাহিনী সিপাহীরা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। মীঞা মীর নামে যে ব্যক্তি এ বাহিনীর প্রধান ছিলেন, তিনি এটিকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন। শুধু কি ছাব্বিশ নম্বর? আঠারো নম্বরেরও ঐ এক অবস্থা। সেও খতম। ওয়ালটার এ সব দেখে থ। একবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল।—না, কোমপানি তাকে ফিরিয়ে দিল না। বিয়াল্লিশ নম্বর হাইল্যাণ্ডার্সে তাকে নিয়ে নেওয়া হল। সতেরো বছরের ওয়ালটার এখানে লেফ্‌টেনান্ট হিসাবে সৈনিক জীবন আরম্ভ করল।

তারপর? তারপর গড়িয়ে গেল কয়েকটি বছর। এক এক করে প্রায় ছ বছর। এই ছ বছরে ভারত-ইতিহাসে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেল। কোম-পানির কাল ফুরিয়ে গেল। রানী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার তুলে নিলেন নিজের হাতে। নীলকরদের নিয়েও কাটল অনেক দুঃস্বপ্নের রাত। ডিকেন্স অনেক লেখা লিখলেন। আর তরুণ ওয়ালটার তেইশে গিয়ে পৌঁছল।

আর সেবার লম্বা ছুটি পেল ওয়ালটার। দেশে ফেরবার ছুটি। তখন ডিসেম্বর মাস। ঠিক হল, আঠারোশ তেষট্টি সালের একত্রিশে ডিসেম্বর ওয়ালটার পাড়ি দেবে ইংলণ্ড। বাঁধা-ছাঁদা প্রস্তুত। সংবাদ চলে গেল বাবার কাছে। সেবারের ক্রিসমাস এখানেই কাটল। দেখতে দেখতে এসে গেল যাবার দিন।

না, যেতে আর পারল না ওয়ালটার। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। ভীষণ অসুস্থ। জাহাজের বদলে তাকে নিয়ে গিয়ে তোলা হল হাসপাতালে। আলিপুরের সামরিক হাসপাতালে। সেখানে বেশ কয়েকবার রক্তবমন করল

৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ইয়ার্কি বা কানের চাবি

ট্রামে আমার সামনের আসনে বসে ছিলেন একজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা। দেখে মনে হল স্বামী স্ত্রী। স্বামী জানলার দিকে বসেও মাথা নিচু করে কাগজ পড়ছেন আর স্ত্রী অনর্গলভাবে তাঁকে কী যেন বলে যাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পরে স্ত্রীর সন্দেহ হলো যে স্বামী তাঁর কথাগুলো শুনছেন না। কাগজটা কেড়ে নিয়ে [illegible] এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বের করে দিচ্ছ?' বলে উঠলেন যে, ট্রামের শব্দ ছাপিয়েও তাঁর কথা পিছনের সীটে বসে পরিষ্কার শুনতে পেলেম।

স্বামী ভদ্রলোকটি অপ্রস্তুত হয়ে জানালেন তিনি সব শুনেছেন। কিন্তু স্ত্রীর জেরার মুখে এতক্ষণ যা শুনেছেন তা পুনরাবৃত্তি করতে গিয়েই চিত্তির। তখন কুপিতা নারী বললেন, 'আচ্ছা তুমি কী? তোমার কানের ভিতর কি আমার কথা ঠেকাবার কোনও চাবি আছে?'

ভদ্রলোক [illegible] কী বললেন, বোঝা গেল না। ভদ্রমহিলা এক ট্রাম লোকের সামনে [illegible] আরও কয়েকটা কড়া কড়া কথা বলতে বলতে হঠাৎ সীট ছেড়ে উঠে পড়ে দরজার দিকে এগোলেন। স্বামী তাঁর আঁচল ধরার চেষ্টা করেও ধরতে পারলেন না। অগত্যা তিনিও এগোলেন দরজার দিকে এবং সম্ভবত গন্তব্য স্থানের আগেই কোনও স্টপে দুজনে নেমে পড়লেন।

স্বামী-স্ত্রীর কথা কাটাকাটির মধ্যে [illegible] যখন দুজনেই অপরিচিত। কিন্তু [illegible] শ্রোতা হবার ভাগ্য হয়তো অনেকেরই হয়েছে এবং অনেকে হয়তো এরকম আলোচনার কোনও একটা পক্ষও নিয়ে থাকতে পারেন। তাই একটা কথা জেনে রাখা [illegible] শ্রুতি-গ্রাহক যন্ত্র বলে যাকে আমরা জানি তার সত্যিই চাবি দেওয়া বা না দেওয়ার একটা ব্যবস্থা আছে।

গ্রামোফোন, রেডিয়ো অথবা সিনেমার জন্যে শব্দ গ্রহণের আলাদা এক ধরনের ঘর থাকে। এই ঘর এমন-ভাবে তৈরি যেখানে বাইরের থেকে [illegible] পারে না এবং যে-ঘরে কোনও প্রতিধ্বনিও ওঠে না। কারণ এইসব উদ্দেশ্যে যে-রেকর্ড করা হয় তাতে বাইরের বা ঘরের ভেতর এমন ক্ষীণ শব্দও ধরা পড়ে যায় যা মানুষের খোলা কানে সাধারণত ধরা পড়ে না। যাঁদের টেপ রেকর্ডিঙের শখ আছে তাঁরাও নিশ্চয় লক্ষ করেছেন যে তাঁদের গতীত শব্দের সঙ্গে আরও অনেক রকম অস্ফুট শব্দ এসে পড়ে যা অভিপ্রেত শব্দকে কিছুটা অস্পষ্ট করে তোলে।

এর থেকেই বোঝা যাবে যে রেকর্ডিঙের যন্ত্র যেমন শব্দকে ধরে, মানুষের শ্রুতিযন্ত্র সেসব শব্দকে ধরে না। এমনও মনে করা যেতে পারে ওইসব রেকর্ডিঙের যন্ত্র মানুষের শ্রুতিযন্ত্রের চাইতে অনেক বেশি উন্নত ও নিখুঁত সেজন্য সব রকম শব্দকেই তা ধরতে পারে। মানুষের শ্রুতিযন্ত্র যদি সাউন্ড রেকর্ডিং যন্ত্রের মতো হতো তাহলে ওই স্বামী ভদ্রলোকটিও স্ত্রীর সব কথা শুনতে পেতেন ও দরকারের সময় হুবহু পুনরাবৃত্তি করতে পারতেন।

সোজা কথা এই যে, বায়ুমণ্ডলে সর্বদা হরেক রকম শব্দ ভেসে বেড়াচ্ছে, মানুষের হাতে তৈরি শব্দগ্রাহক যন্ত্র সেই শব্দগুলোকে গ্রহণে সক্ষম হলেও মানুষের নিজের শরীরের শব্দগ্রাহক যন্ত্র সেগুলোকে গ্রহণে অক্ষম! এরপরেই প্রশ্নটা আসে : তবে কি শব্দগ্রাহক যন্ত্র হিসেবে মানুষের হাতে তৈরি যন্ত্রটাই শ্রেষ্ঠ?

একটু তলিয়ে বিবেচনা করলেই বোঝা যাবে যে, ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। মানুষের হাতে তৈরি যন্ত্র আসলে অনেক নিকৃষ্ট বা ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্র সেজন্যে অপ্রয়োজনীয় শব্দকে বাদ দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই বায়ুমণ্ডলের সমস্ত শব্দকেই তা নির্বিচারে গ্রহণ করে। সেজন্যেই ওরকম যন্ত্রে শব্দগ্রহণের জন্যে মানুষকে শব্দনিরোধক ঘরও গড়তে হয়েছে যাতে অপ্রয়োজনীয় শব্দকে শব্দ-গ্রাহক যন্ত্রের [illegible] রাখা যায়।

আর আমাদের কান কী রকম যন্ত্র? কানকে নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের মস্তিষ্ক। তার ফলে মস্তিষ্ক যেসব শব্দকে নিতে চায় না সেসব শব্দকে কান সহজেই [illegible] মস্তিষ্কে ঢোকার আগেই ঠেকিয়ে দেয়। এর ফলে পথে-ঘাটে বাজারে, রেলওয়ে স্টেশনে—যেসব জায়গায় অনেক লোক জমায়েত হয়ে কথাবার্তা বলে এবং যেসব জায়গায় আরও নানারকম শব্দ বাতাসে ভেসে বেড়ায় সেসব জায়গাতেও দুজন একান্ত হয়ে কথাবার্তা কইতে পারে, পরস্পরের কথা শুনতে পায়।

ট্রামের ওই ভদ্রলোকের মস্তিষ্ক খবরের কাগজের প্রতিই তখন বেশি আকৃষ্ট ছিল পার্শ্ববর্তিনীর কথা শোনার জন্যে তাঁর মস্তিষ্ক সেসময় নিশ্চয়ই উৎসুক ছিল না। [illegible] হয়তো জানতেন না বা এখনও [illegible] অর্থে না হলেও ব্যঞ্জনার্থে চাবি লাগানো এমন ব্যবস্থা আছে যাতে যে-শব্দ [illegible] শুনতে চান না সে-শব্দ আপনিই ফেরত চলে যায়। জানলে হয়তো তিনি সচেতনভাবে কান খুলে রেখে স্ত্রীর কথা শুনতেন, এক ট্রাম লোকের সামনে অপ্রস্তুত হতেন না।

—লোকেশ বসু

অঙ্গ-বিস্তর

শিবরাম চক্রবর্তী

নির্বাচনের ফলে যুক্ত পাক জাতীয় পরিষদে পূর্বাঞ্চলীয় বাঙালী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পশ্চিমা কড়া প্যাকের জনাব জবরদস্ত ভুট্টো নাকি দারুণ আতঙ্কিত হয়েছেন জানা গেল।

নিজের ভূত দেখছেন বোধ হয়?

✻

এক দক্ষিণপন্থী নেতার বিবেচনায় আগামী নির্বাচন একটা প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নাকি হবে না।

হেসে উড়িয়ে দেবার মতই, আজ্ঞে?

✻

সৈন্যবাহিনীর দন্তচিকিৎসকের কাজে অতঃপর মহিলা নিয়োগ করা হবে বলে খবর।

স্বভাবতই মিলিটারি স্বভাবের মেয়েরা ছাড়া মিলিটারির সম্মুখীন হয়ে তার দাঁত ভাঙা আর কারো কর্ম নয় মহাশয়!

✻

ক্ষুদ্র একদল অদক্ষ শ্রমিক ক্রমাগত বাধা সৃষ্টি করতে থাকায় পশ্চিমবঙ্গে তৈল সন্ধানের কাজ গুরুতর ব্যাহত হয়েছে বলে সরকারী বিজ্ঞপ্তি।

কিন্তু অদক্ষ কি করে? বাধাদানে বেশ দক্ষই ত?

✻

মেয়র পদের নির্বাচন প্রার্থী হয়ে একাধিক ব্যক্তি দাঁড়ালেও শহরবাসীর বড় সৌভাগ্য যে তাঁদের একজনই মাত্র মেয়র হতে পারেন? —শ্রীতথাগত চক্রবর্তী।

নইলে বুঝি আর রক্ষা থাকত না?

✻

সুন্দর মেয়েদের যে কোনও সাজসজ্জাতেই বেশ সুন্দর দেখায়। এমন কি, বিনা কোন সজ্জায় আরো বেশি মশাই!

✻

আমাদের সম্বন্ধে আপনাদের খবর কাগজে কেবল মিথ্যা কথাই আপনারা ছাপিয়ে থাকেন—এক রাজনীতিবাজ নেতার অভিযোগ।

কিন্তু সত্য কথাটা প্রকাশ করলে কী দশা হত বলুন ত?

✻

শ্রীমতী সরস্বতী (পুতুল) মিত্র :

'ফলম-অধিনায়ক শ্রী আই এস জহর (সংবাদপত্র পাঠে শুনলাম) এবার তাঁর সিনেমাস্টারদের নিয়ে সদলবলে শতাধিক আসনে লোকসভার নির্বাচনে দাঁড়াবেন বলে জাহির করেছেন। কিন্তু মুশ্কিল আছে যে! সেটা বোধ করি তিনি খতিয়ে দেখেননি। ক'জন তারকা তাঁর এই জহরব্রতে যোগ দেবেন কে জানে। লোকসভায় দাঁড়াতে হলে অন্যূন পঁচিশ বছর বয়স হওয়া চাই, কিন্তু তারকারা পঁচিশ পার হয়েছেন স্বীকার করতে চাইবেন কি?"

ফর অ্যাডাল্টস্ ওনলি?

✻

শ্রীগোবিন্দ মল্লিক : "আমাদের দত্ত কোম্পানির এই ওষুধের দোকানে এক খদ্দের এসে চালমুগরার তেল চাইতে তা তাঁকে দেওয়া হল তখন তিনি শুধালেন, 'এর কোনো বিকল্প কি নেই?' 'কোনও ডালমুগরা? আজ্ঞে না।' 'না মশাই, এর বিলিতি কি পাওয়া যায় না? তাই জানতে চাইছিলাম।' শুনে ত আমি তাজ্জব।'

এর পর হয়ত বিলিতি গঙ্গাজলও চেয়ে বসবে কেউ বা!

✻

শ্রীকৃপাসিন্ধু হাইত :

'হাইকোর্টের ছুটিতে ফ্রেজারগঞ্জে বেড়াতে গেছি আশা নিয়ে সমুদ্রের ধারে অজস্র মাছ আর কাঁকড়া পাব। হতাশ হতে হল। মাছও পেলাম না। কাঁকড়াও চোখে পড়ল না। বোধ হয় সরকার ফ্রেজারগঞ্জ পরিকল্পনা বাতিল করে বকখালিতে নতুন পরিকল্পনা নেওয়ায় এমনটি হয়েছে, এই ভেবে বকখালিতে গিয়ে কী দেখলাম বলতে পারেন?'

খালি বক?

✻

শ্রীসাধনচন্দ্র মণ্ডল :

'ট্রেনে যেতে যেতে আমার বন্ধুকে বোঝাচ্ছিলাম—তানসেন কত বড় গায়ক ছিলেন। সে বললে, বাজে কথা! ওই ত, কী বলছে হকারটা শোন না! তানসেনের গুলি খেলে সর্দি কাশি গলাবাথা সব সেরে যায়। তোর যত গুল! আমিও অবাক হলাম ফেরিওলার ফেরেববাজিতে—গাইয়ে তানসেনের গুলি কী করে হয়!'

আশ্চর্য নয়, গাইতে গাইতে স্বভাবতই কাশিতে ধরে। গানের গোলা ছোড়ার পর কাশির গুলি ছেড়েছিলেন মিঞা তানসেন!

শ্রীদীপক (দীপু) গুর : আমার বন্ধু বিমলকে রাস্তায় পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কিরে, বি এস-সি পাশ করেছিস? সে জবাব দিল, কবে! অনেক দিনই ত বাটা শু কোম্পানীর দোকানে লেগেছি ভাই!'

অন্নবস্ত্রের দুঃখ ত মিটেছেই, পায়েরও আর কোন অভাব নাই এবার।

✻

শ্রীসনৎ ভট্টাচার্য :

'আমার ভাই পাশ করেছে সি-এ
চাকরি পেয়েছে, কার যেন সে পি-এ
মাইনের সাথে আছে মোটা ডি-এ
তাছাড়া ফি মাসে ভালো টি-এ
তবুও সে করবে না যে বিয়ে—
বলুন ত কী করি তাকে নিয়ে?'

সে বুঝি চায় করতে একটু...ইয়ে?

আলোচনা

শ্রীযুক্ত প্রদীপ সরকার আমার 'ডাইনোসর' প্রবন্ধে (১৩-১২-৭০) যে 'মারাত্মক তথ্যের প্রমাদ' পেয়েছেন সে বিষয়ে আমার কিছু বলার আছে।

Sir Arthur Keith-এর মতে 'মানব-সদৃশ' প্রাণীর আবির্ভাব হয় আট-দশ লক্ষ বছর আগে। শ্রীসরকারের মতে ওটা চার-পাঁচ লক্ষ বছর মাত্র। এই তথ্য উনি কোথায় পেয়েছেন তা জানালে ভালো হ'ত। আমার প্রবন্ধে কিন্তু 'মানুষ' শব্দটাই ব্যবহৃত হয়েছে,—'মানব-সদৃশ' প্রাণীর কথা আমি কোথাও বলিনি।

এবার তাহলে মানুষের কথায় আসা যাক। যদিও 'মানুষ' কথাটির নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদ রয়েছে,—তবু এ তথ্য সর্বজনবিদিত যে, বিখ্যাত Neanderthal Man-রা পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়ে যায় পনেরো হাজার বছর আগে। এদের অভ্যুদয় কোথায় এবং কবে হয়, তা এখনও অজ্ঞাত,—তবে এদের আমলে এরাই ছিল সবচেয়ে মানব-সদৃশ প্রাণী। কিন্তু এদের কি মানুষ বলা চলে?

—বোধ হয় না। কারণ—এরা আগুনের ব্যবহার জানতো বটে, কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়াতে এবং দৌড়োতে পারতো না। মাথার গঠনও ঠিক মানুষের মতো ছিল না। তাছাড়া আধুনিক বিশেষজ্ঞরা কিন্তু হাসতে জানাটাকেও মানুষের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন বলে মনে করেন। Neanderthal Man-রা হাসতেও জানতো না। গলার অস্তিত্বও প্রায় ছিলো না,—ফলে পাশের দিকে তাকাতে হলে গোটা শরীরটাকেই ঘোরাবার দরকার হ'ত [ডোনাল্ড ম্যাকেনজী-র Footprints of Early Man, Gresham Publishing Co., London দ্রষ্টব্য।]। এই সমস্ত কারণে এদের 'মানুষ' বলা অনুচিত, যদিও Man শব্দটা নামের সঙ্গে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ গিনিপিগের কথা তোলা যেতে পারে—এরাও কিন্তু 'শুয়োর' নয়।

নিয়ানডারটাল মানুষের অবলুপ্তির পরে আকস্মিকভাবে দেখা দেয় Cro-Magnon মানুষ। এরা সোজা হয়ে হাঁটতে এবং দৌড়তে পারত এবং হাসতেও পারত। হাতের বুড়ো আঙুল ভাঁজ করার ক্ষমতাও এদের ছিল,—যা ছিল না পূর্ববর্তী কোন প্রাণীর। এদের অভ্যুদয় হয় প্রায় বারো হাজার বছর আগে, এবং এরাই আমাদের পূর্বপুরুষ। এ কথা আবার উল্লেখ করতে চাই যে, Cro-Magnon মানুষেরা দেখা দেয় হঠাৎ—বিবর্তনবাদের কোনো পরোয়া না করেই। কারণ, এদের পূর্বপুরুষের মর্যাদা দাবি করতে পারে এমন প্রাণীর কঙ্কাল আজও পাওয়া যায়নি। এই সব বিবেচনা করেই আমি মূল প্রবন্ধে লিখেছিলাম: সবশেষে মানুষ আসে মাত্র দশ-বারো হাজার বছর আগে।

পরিশেষে—আমার প্রবন্ধটি মন দিয়ে পড়েছেন বলে শ্রীসরকারকে ধন্যবাদ জানাই। —প্রসাদ সেনগুপ্ত

সুভাষ! তুমি আমার যে বইটা পড়তে নিয়েছিলে, সে বইটা আমার দারুণ দরকার—শিগগীর ফেরত দেবে।" কথাটা মানব মিত্তির মশাই মাস তিনেক আগে রাস্তায় একজনকে বলেছিলেন। কথাটা আমি শুনেছিলাম, তারপর ভুলেও গিয়েছিলাম। ভুলে যাবার কারণ, সুভাষকে আমি চিনি না, আর মানব মিত্তির মশাই তাকে কি বই দিয়েছিলেন, তা-ও জানি না। তাছাড়া, অন্য লোকেরা কি বই নিয়ে ফেরত দেয় না, আমি জানি না। এক-একজনের এক-এক রকম অভ্যেস। আমার যেমন আছে, প্রচুর ভুলে ভর্তি বই সংগ্রহ করা। ছাপার ভুল নয়—লেখকের ভুল। এরকম বই কারুর কাছে পেলে পড়তে নিই, তারপর ফেরত দিই না। আমার এক বন্ধু আছেন, তিনি পুরনো কলকাতার বই পড়তে নিয়ে ফেরত দেন না, আমার এক মামা আছেন, তাঁর রোখ হল পোকা-মাকড় সম্বন্ধে বই ফেরত না দেওয়া! এই-ভাবেই ভাল ভাল অনেক লাইব্রেরী আমাদের দেশে গড়ে উঠেছে।

কথাটা আবার মনে পড়ল—কেননা, আমি আর মানব মিত্তির মশাই বালী ব্রিজে একদিন হাওয়া খেতে গিয়ে আবার তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মানব মিত্তির মশাই তখন বললেন, "এই যে সুভাষ, দিব্যি তো হাওয়া খেয়ে বেড়ানো হচ্ছে, বলি আমার বইখানা ফেরত দেবে কি দেবে না?"

তখন সুভাষ বলল, "দেব মিত্তির মশাই দেব! তবে কিনা এখনো সবটা শেষ করে উঠতে পারিনি। পড়ছি—দারুণ দারুণ সব জিনিস আছে বইটায়। খুব চেষ্টা করছি তাড়াতাড়ি শেষ করতে।"

মানব মিত্তির মশাই বললেন, "ওসব কথা শুনছি না—সাত দিনের মধ্যে যদি তুমি বইটা ফেরত না দাও তো ফোন করব কিন্তু তোমাকে!"

শুনে সুভাষ কিরকম মিইয়ে গেল। কেমন আমতা আমতা করতে লাগল। নিজের কান দুটো আঙুল দিয়ে ডলতে লাগল। তারপর বলল, "আপনার পায়ে ধরছি মিত্তির মশাই আমাকে আপনি আর কিছু করতে চান করুন, অপমান করতে চান তাতেও রাজী, কিন্তু মশাই, ফোন করবেন না!"

শুনে মানব মিত্তির মশাই বললেন, "বেশ—তা হলে সেই কথাই রইল, সাত দিন! সাত দিনের এক সেকেণ্ড দেরি হলেই কিন্তু আমি তোমায় ফোন করব বলে দিলুম—একবার নয় দিনে পাঁচবার!"

"পাঁচবার!" সুভাষ মুখখানাকে এমন করে ফেলল যেন মনে হল বিচারপতি তাকে প্রাণদণ্ডের হুকুম দিয়েছে, তা-ও অতর্কিতে। 'না দাদা, আমার অন্যথা হবে না, আজই বইখানা পাঠিয়ে দিচ্ছি।" বলে সুভাষ চলে গেল এক দিকে মাথা নিচু করে ভাবতে ভাবতে। এদিকে গঙ্গার হাওয়া খেতেই বোধ হয় ভুলে গেল।

সুভাষ চলে গেলে আমি মানব মিত্তির মশাইকে জিজ্ঞেস করলাম, "ও ফোনের কথা শুনে অমন ঘাবড়ে গেল কেন?" মানব মিত্তির মশাই বললেন, "ঘাবড়ে যাবে না? ওর চোদ্দ পুরুষ ঘাবড়ে যাবে অমন কথা শুনলে!" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কি ব্যাপার?" মানব মিত্তির মশাই বললেন. "তাহলে শোনো—ও আসলে বইখানাকে মেরে দেবারই চেষ্টা করছিল, নইলে কেউ অভিধান প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত উপন্যাসের মত পড়ে না। অথচ ও বলছিল, ও প্রায় শেষ করে এনেছে। এটা অতি বাজে কথা।"

আমি বললাম, "সে তো বুঝলাম, কিন্তু টেলিফোনের ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। দিনে কত লোককে তো আপনি ফোন করেন, কিন্তু তারা তো ভয় পায় না? মানে, আমি তো দেখেছি লোকেরা সামনাসামনিই ভয় বেশি পায়, টেলিফোনে আবার ভয় কি?"

মানব মিত্তির মশাই বললেন, "ভয় কি? বলছি। সুভাষ থাকে হ্যারিসন রোডের একটা হোটেলে।"

আমি বললাম, "তাতেই বা কি হয়েছে—হোটেলে তো অনেকেই থাকে!"

মানব মিত্তির মশাই বললেন, "বলছি শোনো—ও থাকে পাঁচতলায়, আর টেলিফোন রয়েছে একতলায়। ইয়া খাড়া সিঁড়ি, ঐটুকু পথ একবার ওঠানামা দিনে হয়ত করা যায়—আস্তে আস্তে, কিন্তু পাঁচবার তাকে ফোন করলে কি হবে বুঝেছ?"

আমি বললাম, বুঝেছি। সুভাষকে যেমন মোটাসোটা দেখলাম—পাঁচবার ওঠানামা করলে হার্ট......!"

মানব মিত্তির মশাই বললেন, "ঠিক বলেছ!"

আত্মবিস্মৃতি // নন্দিতা দত্ত

গড়িয়াহাটে ছেলেমেয়েদের নতুন ক্লাসের নতুন বই-খাতা কিনতে গিয়ে হঠাৎই মঞ্জুলিকার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কতদিন ধরে ওর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি—একই কলেজে একসঙ্গেই আমরা পড়তাম। —সেই মঞ্জুলিকাই এখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে।

ও আমায় প্রথম দেখে চিনতে পেরে জিজ্ঞাসা করল, 'কি রে, চিনতে পারছিস?' মুখের আদল পুরোপুরি পরিবর্তন না হওয়ার জন্যই বোধ হয় আমরা দুজন দুজনকে চট্ করে চিনে নিয়েছিলাম। একথা সেকথার পর আমায় জিজ্ঞাসা করলে, 'ছেলেমেয়েদের কোথায় পড়াচ্ছিস?'

বললাম, 'মেয়ে তো বেশ ভাল একটা ইংরেজী মিডিয়ম মিশনারী স্কুলে পড়ছে। মুশকিল হয়েছে ছেলেটাকে নিয়েই। ছেলেটা এমনিতে স্থানীয় একটা বাংলা স্কুলে পড়ে, কিন্তু মোটেই Smart নয়। —ইংরেজীতে কথা বলতে পারে না বলে বোনের কাছে Inferiority Complex-এ ভুগছে। আর সত্যি বাংলা স্কুলগুলোতে ইংরেজী ভাষার ওপর মোটেই গুরুত্ব দেয় না।'

মঞ্জুলিকা বেশ চিন্তিত হয়েই আমায় প্রশ্ন করলে, 'কেন ছেলের স্কুলটাতে বুঝি ভাল পড়াশোনা হয় না।'

বললাম, 'না, না, সেকথা নয়। ব্যাপারটা হল বাংলা স্কুল তো—ইংরেজীতে তেমন চাপ দেওয়া হয় না।'

মঞ্জুলিকা আমার হাত দুটো ধরে বললে, 'রাগ করিস না ভাই—একটা কথা বলব?' ওকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'বল্ না।'

ও বললে, 'আমাদের সমাজে এই একটা ফ্যাসান হয়েছে। ইংরেজীতে কথাবার্তা বলতে পারলেই আমরা তথাকথিত মা-বাবারা মনে করি—বাঃ—বেশ, আমার ছেলেমেয়ে ইংরাজী কথা বলছে, ইংরেজী আদবকায়দা ভাল রপ্ত করছে, আর ভাবনা কি? এদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।'

ও বললে, পাশ্চাত্ত্য দেশের সামাজিক আদবকায়দা ও শিক্ষা পদ্ধতির সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পেয়েছিলাম। সেই সূত্রে একটা জিনিস লক্ষ করেছি, আমাদের সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও শিক্ষা দীক্ষা ও দেশের সামাজিক আচার-ব্যবহারের তুলনায় কোন অংশে খারাপ তো নয়ই, বরং আরও ভাল। বর্তমান যুগে ও দেশের সমাজের মানুষেরা পেটের ক্ষুধা থেকে বরং মনের ও দেহের ক্ষুধায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের সমাজে কিন্তু ঠিক তার উলটো। পেটের ক্ষুধার তাড়নায় আমরা ব্যস্ত। সেইজন্য আমরা যেমনি করেই হোক লেখাপড়া শেষ করে—চাকরিতেই ঢুকি। চাকরিতে ঢুকতে গেলেই ইংরেজী শিক্ষার মানদণ্ডে খুব পোক্ত হওয়া দরকার, সুতরাং আমাদের ছেলেমেয়েদের মুখে বুলি ফোটবার আগেই ওদের দিয়ে ইংরেজী ভাষা রপ্ত করাবার জন্য উঠে পড়ে লাগি। তা বলে ভাবিস না ইংরেজী শিক্ষার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ। ইংরেজী ভাষা অবশ্যই শেখাব—তার প্রয়োজন প্রাত্যহিক ব্যবহারিক জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ। শুধু ইংরেজী ভাষা কেন, একটু ওপরের Class-এ আরও ২।১টা বিদেশী ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা থাকলে—আমাদের ও ভবিষ্যৎ ছেলেমেয়েদের অনেক কাজে আসবে। কিন্তু একদম নিচু Class থেকে ইংরেজী আদবকায়দা ও ইংরেজীতে কথাবার্তা-বলা শেখানো আমার কিন্তু ভাল লাগে না।

আর আচার-ব্যবহারের কথা বলছ? পৃথিবীর অন্য কোন দেশ নিজের আদবকায়দাকে বিসর্জন দিয়ে ভিন্-দেশীয় আদবকায়দা রপ্ত করতে উৎসুক নয়।

ছেলের Inferiority Complex-এর কথা বলছ? এর জন্য তো আমরা অভিভাবকরাই মূলত দায়ী। —সে যে ইংরেজী ভাল জানে না—তা তো আমরা অভিভাবকরাই সমর্থন জানাচ্ছি এবং তাকে এর জন্য অনেক অবান্তর কথাও শুনতে হয় তার নিজের স্কুল সম্বন্ধে। সেজন্যই তার নিজের স্কুল ও নিজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে দিন দিন আস্থা হারাচ্ছে।

ক'টা বাঙালী পরিবারে আজকাল খুব ছোটবয়সে রামায়ণ মহাভারতের গল্পের বই পড়ে শোনানো হয়? ঠাকুরমার ঝুলির বই বা কতজনের বাড়িতে আছে জানতে ইচ্ছে করে। ইদানীং আবার রুশ সাহিত্যের ছোট ছোট বাংলা অনুবাদের গল্পের বই বেরিয়েছে, কিন্তু আমি ভাবি—আমাদের বাংলা সাহিত্য-জগতে কি শিশু সাহিত্যের আকালপ্রাপ্তি ঘটল?

এর ফল কি দাঁড়াচ্ছে? আজকের শিশু কালই যখন সুসভ্য নাগরিক হচ্ছে, তখন সে ভুলে গেছে নিজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে। আমাদের দেশনেতাদের সম্বন্ধে খুব সহজ সরল ভাষায় লেখা বইও খুবই স্বল্প। সুতরাং যে বয়সে মনের মধ্যে চিন্তাধারার পাকাপাকি ছাপ পড়ে, সে বয়সে শিশুর মনরাজ্য বিদেশী চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন।

আজকের পাশ্চাত্ত্য জগতে দেখছি সেখানকার লোকেরা মনের শান্তি ভিক্ষে করছে প্রাচ্যের কাছে, কিন্তু প্রাচ্য সব খুইয়ে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় মেতে উঠেছে। সেজন্যই আজকের নাগরিকরা এত বেপরোয়া, নিজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে এত উদাসীন।'

মঞ্জুলিকার কথা শুনে মনে মনে চিন্তা করলাম, তাই তো, তেইশ বছর হল আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। কিন্তু এই তেইশ বছরে আমাদের চিন্তাধারায় কি খুব একটা পরিবর্তন এসেছে? বোধ হয় না, তা না হলে বিদেশী ভাবধারাকে বোধ হয় এতটা আঁকড়ে ধরে রাখতাম না।

ক পৃষ্ঠার পর

বাউণ্ডারি মারার পরই দেখল মাঠের বাইরে থেকে ইছাপুরের খেলোয়াড়রা তার দিকে ছুটে আসছে পাগলের মত চীৎকার করতে করতে।

ওরা কাঁধে করে অনাদিকে টেণ্টে আনল। ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় বকুদার চোখ দিয়ে শুধু জল ঝরছে। ইউনাইটেডের খেলোয়াড়রা অবাক চোখে বার বার এখনো তার দিকে তাকাচ্ছে, আর খেলার প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে নিজেদের মধ্যে আবোল-তাবোল কথা বলে যাচ্ছে। ওরা এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না ব্যাপারটা। কে একজন বলল, ব্র্যাডম্যানের চব্বিশ বলে সেঞ্চুরী করার রেকর্ডটি নিশ্চয়ই ভাঙতে পারতেন, যদি না উইন হয়ে যেত। আর একজন বলল, এ খেলার গল্প কাউকে করলে বলবে গাঁজায় দম দিয়ে বলছি। ফ্যাণ্টাস্টিক! আজ কার মুখ দেখে যে উঠেছিলুম। সতেরো বলে ছিয়াত্তর রান! অনাদি চুপ করে বসে আছে। বিরাট এক বিস্ময়ের কেন্দ্র মধ্যে অবস্থান করার অনুভব সে বোধ করছে। এক বিচিত্র ঘূর্ণীতে পাক খাওয়ার আনন্দে তার ভিতরটা টলছে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, টেণ্টের বাইরে বেঞ্চে তরুণীটি বিষণ্ণ মুখে বসে, পাশে বাচ্চা ছেলেটি। এরপরই খচখচানি শুরু হল অনাদির মনে। আনন্দের রেশটা ওই বিষণ্ণ মুখ ছিঁড়ে দিচ্ছে। মুখ ফিরিয়ে অন্যত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করেও সে রেহাই পেল না। একটা পাষাণভার ক্রমশই বুকে চেপে বসছে।

অবশেষে অনাদি তরুণীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পকেট থেকে আংটিটি বার করে এগিয়ে ধরে বলল, "এটা কি আপনার?"

অস্থায়ী পলায়ন

"হ্যাঁ, এই তো!" বিষণ্ণতা মুহূর্তে খুশিতে ফেটে পড়ল। "পেলেন কি করে? বাবা বাবা, পেয়েছি।" চীৎকার করে উঠল তরুণী।

"এই বেঞ্চের তলাতেই পড়েছিল। তখনি বলব ভেবেছিলুম, কিন্তু এমন

এটা কি আপনার?

তাড়াহুড়োর মধ্যে ব্যাট করতে যেতে হল যে—"

"ওঃ, কি দারুণ যে ব্যাট করেছেন, ভাবাই যায় না......অকল্পনীয়, সত্যি বলছি আংটির কথাটা তখন একদম ভুলেই গেছলাম।"

বাচ্চা ছেলেটি বলল, "কাল কাগজে আপনার নাম বেরোবে, না?"

অনাদি মাথা নামিয়ে মৃদু মৃদু হাসল, তারপর ফিরে এল। বকুদা চায়ের কাপ এগিয়ে ধরে বলল, "সামনের রোববার শোভাবাজারের সঙ্গে খেলা, আসছেন তো?"

অনাদি উত্তর দেবার আগেই একজন ডাকল, "বকুদা একটুখানি আসুন তো, কাগজের জন্য খবরটা কিভাবে লিখব বলে দিয়ে যান।"

ব্যস্ত হয়ে বকুদা স্থান ত্যাগ করতেই অনাদি আপনমনে হাসল। ভেবেছিল সকলের হাতে ধোলাই খাবে, কিন্তু বদলে পাচ্ছে তারিফ আর আপ্যায়ন। এখন নিজেকে একদম অন্য মানুষ বোধ হচ্ছে, সম্পূর্ণ অপরিচিত। নিজেকে অদ্ভুত রকমের ভাল লাগছে তার। আংটিটা ফেরৎ না দিলে, বিক্রি করে কয়েকটা টাকা পাওয়া যেত বটে, কিন্তু এই অনুভবের মধ্যে মহৎ না হয়ে উপায় কি!

নিজের ব্যাগটা হাতে নিয়ে অনাদি যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল, তখন তার কানে এল বকুদার কথাগুলো—"ভালভাবে রিকোয়েস্ট করে বোলো, যাতে অঞ্জন বিশ্বাস নামটা বোল্ড টাইপে ছাপায়।"

শুনে অবাক হয়ে গেল অনাদি। কে অঞ্জন বিশ্বাস। তারপরই মনে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের সম্পর্কে বিস্ময়জনিত যাবতীয় অনুভব থেকে বঞ্চিত হয়ে সে বোকার মত হাসল এবং নিজেকে শুনিয়ে বলল, 'যাচ্চলে, আমার লোকসান করিয়ে মাঝ থেকে সব ক্রেডিট নিয়ে বেরিয়ে গেল ব্যাটা!'

এরপর অনাদি কাউকে কিছু না বলে টেণ্ট থেকে হনহনিয়ে বেরিয়ে গেল।

আলিপুরের এপিটাফ ও চার্লস ডিকেন্স

(ক পৃষ্ঠার পর)

ওয়ালটার। ডাক্তাররা বললেন, এ অসুখ মারাত্মক। এর নাম, 'হেমাটেমেসিস্'। ব্রিগেড-সার্জেন আর তরু কার্টার এই হাসপাতালের নামকরা চিকিৎসক ছিলেন। তিনি অনেক চেষ্টা করলেন রোগীকে বাঁচাতে। কিন্তু রোগী বাঁচল না। যে বাড়ি ফিরতে চেয়েছিল, সে পথ হারিয়ে কোথায় যেন চলে গেল। সেদিনের তারিখ একত্রিশে ডিসেম্বর। পরের দিনই এলো নতুন বছর। ঐ নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে পৃথিবীতে আর উপস্থিত থাকল না ওয়ালটার।

এদিকে বাবা ডিকেন্স ... কিভাবে এই আশা নিয়ে বসেছিলেন পথ চেয়ে। কিছুদিন পরেই ছেলের জন্মদিন। ... ছিল সাড়ম্বরে পালন করবেন ছেলের জন্মদিন। কিন্তু সে আশা আর সফল হল না। পরিবর্তে পেলেন একটি চিঠি। ব্রিগেড-সার্জেন চিঠি লিখে তাঁকে জানিয়েছেন মৃত্যুসংবাদ।

আলিপুরের সমাধিক্ষেত্রে শায়িত করা হল ওয়ালটারকে। সে এক বিষণ্ণ শীতের সন্ধ্যা। আত্মীয় পরিজন থেকে বহুদূরে সে নিঃসঙ্গভাবেই শুয়ে রইল। সেণ্ট পল ক্যাথিড্রালের রেভারেণ্ড ফেন্ডাউন তার অন্তিম সৎকার সম্পন্ন করলেন। আলিপুরের সমাধিক্ষেত্রে সেদিন কেউ উপস্থিত থাকল না ওয়ালটারের জন্য দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলতে।

ওয়ালটারের সমাধিতে কয়েকদিন পরে একটি ফলক আঁটার প্রয়োজন হল। সে ফলকের জন্য এপিটাফ লিখে পাঠালেন ডিকেন্স স্বয়ং। জীবনে অনেক অভাবিত কাজ করেছেন তিনি, অনেক। পুত্রের সমাধিতে তাঁকেই যে এপিটাফ লিখতে হবে তা তিনি ভাবেন নি। আর ভাবেননি যে বাঙলাদেশের এক সহর সে সমাধি-লিপি ধরে রাখবে। সমালোচকের ভাষায় বলা যায়, ব্যক্তিগত দুঃখের ও ভালোবাসার রেশমী সুতোয় আলিপুরের সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেলেন চার্লস ডিকেন্স্। মহাকাল কোনোদিন এ সূত্রে ছিঁড়তে পারবে না। কোনোদিন না।

ওয়ালটারের সমাধি-লিপি ছোট। মহৎ ছোট গল্প লেখকের যেন সর্বাধিক ছোট একটি গল্প। গল্পের রাজাকে লিখতে হল এক ভীষণ বিষণ্ণ সত্যকাহিনী! ঘরে-ফিরতে-না-পারা তরুণের এক ট্রাজেডি! ডিকেন্স্ লিখলেন,

In memory of
Lieut. Walter Landor Dickens
the second son of
Charles Dickens
who died
At the officer's Hospital, Calcutta, on his way home on sick leave December, 31st 1863
Aged 23 yrs.

এই দুর্ঘটনার পর দুঃখভারে ভারাক্রান্ত ডিকেন্স বেঁচে ছিলেন আর ছয় বছর। আর থ্যাকারে যাঁর সঙ্গে আলিপুরের সম্পর্ক একদা নিবিড় ছিল, তিনিও চোখ বুজে ফেলেছিলেন এবং ওয়ালটারের মৃত্যুর সাতদিন আগে। কেনসিংটন হাসপাতালে যেদিন তিনি চোখ বোজেন, সেদিনও তিনি ভাবতে পারেননি যে আলিপুরের সঙ্গে এমন বিষণ্ণ স্মৃতিতে জড়িয়ে পড়বেন চার্লস ডিকেন্স।

ভারতের ডিকেন্স-স্মৃতির শেষ কিন্তু এখানেই নয়। আরো একটু আছে। ডিকেন্সের সব থেকে ছোট ছেলে চার্লস বালওয়ের লিটন ডিকেন্স এদেশে এসেছিলেন। তবে তা অনেক পরে। তিনি ছিলেন সিমলায়। সেখানকার একটি হোটেলের মালিক হয়ে। লোকজনকে তিনি সাড়ম্বরে নিজের পরিচয় দিতেন, আর দেখাতেন একটি আংটি। সে আংটিটি হাতে নিয়ে সবাই সবিস্ময়ে দেখত যে আংটির ওপর ছোট ছোট করে লেখা আছে,—'আলফ্রেড টেনিসন টু চার্লস ডিকেন্স—১৮৫৪'।

ওয়ালটারের গল্প লিটন করতেন কি না জানা যায় না। এবং করলেও তাঁর চোখ দুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠত কি না, তা কে বলবে?—তবে মাঝে মাঝে নিশ্চয় তার মন উদাস হত। শেষ ডিসেমবরের এক ধূসর সন্ধ্যা নিশ্চয় মাঝে মাঝে তার মনে বিষাদের ছায়া ফেলত!

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার
৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড
৫ পোর্টেবল ট্রানজিস্টর
মাসিক ৫ টাকা কিস্তিতে
প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে
পাঠান যাইতে পারে।
3 BAND
PRICE Rs.165.
TETA AGENCIES
19-F) KAMLA NAGAR
(21) DELHI-7

দুরারোগ্য
রোগের প্রতিকার
৭৫ বৎসরের চিকিৎসা কেন্দ্রের গবেষণালব্ধ নব-আবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা শরীরের বিবিধ রঙের দাগ, শ্বেত-চর্ম একজিমা সোরাইসিস, দূষিত ক্ষত বাতরক্ত, ফুলাসহ আরও অনেক কঠিন ও জটিল রোগ স্থায়ী নিরাময় হয়। সাক্ষাতে অথবা পত্রে বিবরণ জানুন।
হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর
প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ
১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট হাওড়া
ফোন : ৬৭-২৩৫৯
শাখা : ৩৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
(হ্যারিসন রোড)

এলফাভিন
একটি ক্ষয়পূরক শক্তিবর্দ্ধক টনিক
অ্যালফালফা, অশ্বগন্ধা, নাক্সভমিকা, চায়না, হাইড্রাষ্টিস প্রভৃতি ভেষজ পদার্থের হোমিওপ্যাথিক সুরাসারের সহিত কেলিয়াম, ন্যেট্রাম এবং কেলকেরিয়া প্রভৃতি কয়েকটী ঔষধের হোমিওপ্যাথিক বিচূর্ণ সহযোগে আধুনিক উপায়ে প্রস্তুত
ভগ্নস্বাস্থ্যে বিশেষ ফলপ্রদ
মহেশ লেবোরেটরিজ
প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা-১১
MEMBECO
এজেন্টস্—এম্ ভট্টাচার্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১. ফোন-২২-২৫৩৩

বেঙ্গল কেমিক্যালের
পারফেক্টেড্
কোল্ড ক্রীম অব রোজেস
ল্যানোলিন সংযুক্ত
সকল ঋতুতে ত্বক অম্লান ও নিরাপদ রাখে
টিউব এবং
সুদৃশ্য আধারে পাওয়া যায়
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী
Progressive/BC

রাস্তায় যে সব মোটরগাড়ী দেখতে পান
তার প্রায় সবই টি.এম.সি. হেভী ডিউটি
শক অ্যাবজরবার যুক্ত
টি এম সি হেভি ডিউটি শক অ্যাবজরবার্স
কারণ:
এতে চলতি ও মেরামতি খরচ কম হয়
খারাপ রাস্তায় গাড়ী লাফিয়ে উঠে না
ও দুর্ঘটনা কম হয়
এই শক অ্যাবজরবারগুলি এদেশের রাস্তার উপযোগী।
এর প্রস্তুতকারক বহুদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান (টি. এম. সি.)
সকল প্রকার গাড়ীর উপযোগী করেই তৈরী করা হয়।
প্রস্তুতকারক: টেকনো মেকানিক কোং বোম্বে
পূর্বাঞ্চলের পরিবেশক:
লক্ষ্মীদাস প্রেমজী ৮, বহবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
ফোন: ২২-১২৬০ গ্রাম: PANCHLODIA
উড়িষ্যার সাব ডিষ্ট্রিবিউটর:
মুন্দ্রাদাস ডি. ইংরাজ পোঃ কলেজ ষ্ট্রীট, কটক-৩
ফোন: ১৮১১ গ্রাম: MUNDRAI
ব্যারাকস রোড, বহরমপুর (গঞ্জাম) সম্বলপুর

জাপানে বৌদ্ধধর্মের আদিপর্ব

দ্বিজেন্দ্রনাথ বকসি

এক কথায় বলা যেতে পারে যে এশিয়ার বৃহত্তর অংশে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসই বৌদ্ধধর্মের অবদানের ইতিহাস।

বৌদ্ধধর্মকে অবলম্বন করে ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার বিভিন্ন ধারা প্রথম শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই চৈনিক স্থানীয় সভ্যতার অংগীভূত হয়ে পড়ে এবং চীনদেশে এক নূতন সংস্কৃতির উন্মেষ হয়। ফলে, ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম ও কৃষ্টি ধীরে ধীরে চৈনিক রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। কোরিয়ার উত্তরাংশে ৩৭২ খৃীষ্টাব্দ থেকে সর্বপ্রথম যে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে তা হল ভারতবর্ষ ও চীনের দুই উন্নত ভাবধারায় পুষ্ট বৌদ্ধধর্ম। জাপানে এই ধর্মের প্রচার ও প্রসারে প্রথমে কোরিয়ার প্রভাব ঘটলেও পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন উপাদান চীনের সংগে প্রত্যক্ষ যোগসূত্রের মাধ্যমে গৃহীত হয়।

কোরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত কুদারা (বা পেক্চে) রাজ্যের একজন রাজা জাপানের সম্রাট কিম্মেইকে বন্ধুত্ব ও ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ ৫৩৮ খৃীষ্টাব্দে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিয়ে গঠিত এক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন আর উপহার পাঠান ভগবান বুদ্ধের স্বর্ণমূর্তি ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের প্রতিমূর্তি, বৌদ্ধ সূত্রের অনুলিপি ও অন্যান্য প্রতীক ইত্যাদি ধর্মাচরণের আনুষ্ঠানিক উপাদান। এই উপহারগুলির সংগে ছিল সম্রাট কিম্মেই-এর নিকট প্রেরিত একটি বার্তা। বার্তাটিতে লিখিত ছিল, 'এই ধর্ম (হো, সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম) সমস্ত শিক্ষার মধ্যে উৎকৃষ্ট, যদিও পাণ্ডিত্য অর্জন করা দুঃসাধ্য এবং বোধগম্য হওয়া কঠিন; এমন কি চীনের মহাজ্ঞানী ব্যক্তিগণও দেখেছেন যে এই ধর্ম সহজবোধ্য নয়।... এর চর্চার দ্বারা পরম জ্ঞান বা সিদ্ধি (বোধি) লাভ করা যায়।...অধিকন্তু, সুদূর ভারতবর্ষ থেকে এই ধর্ম কোরিয়ায় উপনীত হয়েছে এবং (এই দুই দেশের মধ্যবর্তী দেশগুলিতে) মানুষ অত্যন্ত আগ্রহের সংগে এই ধর্মের শিক্ষা অনুসরণ করছে এবং কেউই এর প্রভাবের বাইরে নয়।'

এই বার্তার বিবৃতি ও সেই সংগে সুন্দর প্রতিমূর্তি ও তার চমৎকারিত্বে পূর্ণ শিল্পকর্ম যেন বিস্ময়কর কোন এক জগতের দ্বার উন্মোচন করে দিল। প্রাচীন জাপানে উন্নত শিল্পকলা বা ধর্মাদর্শের সংগে পরিচয় ঘটল। তদানীন্তনকালে প্রচলিত শিন্তো মতবাদে সূর্যদেবী সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত (জাপানে সূর্য স্ত্রী-দেবতা হিসাবে গণ্য)। শাসকবর্গের পরিবার অর্থাৎ সম্রাট পরিবার সূর্যদেবীর বংশধর। প্রকৃতি উপাসনা, স্থানীয় নানা দেব-দেবীর আরাধনা, রাজপরিবারের পূর্বপুরুষ এবং জনসাধারণের পারিবারিক পূর্বপুরুষদের অর্চনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল শিন্তো আচার-অনুষ্ঠান। তাই বৌদ্ধধর্মের সুমহান আদর্শ, দার্শনিক মতবাদ, শিল্প-নৈপুণ্যে ভরা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এক পরম বিস্ময়ের সৃষ্টি করল।

জাপানে বৌদ্ধধর্মের প্রথম প্রবেশের দিনগুলি খুব বাধা-বিপত্তিহীন ছিল না। প্রথম পঞ্চাশ বৎসর ধরে বৌদ্ধ-বিরোধী পক্ষের সংগে বিবাদ চলতে থাকে। সম্রাট কিম্মেই এই নূতন ধর্মকে গ্রহণ করতে আগ্রহী হন। এ ব্যাপারে রাজসভার মতামত দ্বিধা-বিভক্ত হল। আপাতভাবে যে বিতর্কের সৃষ্টি হল তা হচ্ছে নূতন মূর্তিটির স্থানীয় দেব-দেবী অপেক্ষা মর্যাদায় উৎকর্ষ আছে কিনা! কিন্তু এই বিতর্কের সূত্র ছিল বিভিন্ন দল-গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতাবিষয়ক এবং কোরিয়ার সংগে বিরোধ বা বন্ধুত্বের সম্পর্কের। সামরিক গোষ্ঠীগুলি কর্তৃক ভীতি প্রদর্শন ও বৌদ্ধদের প্রতি আক্রমণ এবং তদুপরি সাধারণ মানুষের মনে স্থানীয় দেব-দেবীর রোষের প্রকোপে পড়বার ভীতি এই নূতন ধর্মের ভবিষ্যৎ কিছুটা অনিশ্চিত করে তুলেছিল। তবে সম্রাট কিম্মেইকে উপহার পাঠাবার পর-পরই কোরিয়া থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও সন্ন্যাসিনীরা বর্ধিত সংখ্যায় দলে দলে জাপানে আসতে লাগল। সেই সংগে এল কারিগর, শিল্পী ও অন্যান্য অনেক শ্রেণীর মানুষ। এইভাবে উত্তরোত্তর বৌদ্ধ-প্রভাব বেড়েই চলল। জাপানের জনমানসে এই নূতন ধর্মের মানবিক আবেদন, সুমহান আদর্শ ও ধর্মীয় দর্শন ক্রমেই পরম আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়াল। অভিজাত পরিবারের অনেকেই এই ধর্মের পথ অনুসরণ করলেন। বিরোধীপক্ষের ভয়ে অনেকে আবার ধর্ম-সাধনা করতে লাগলেন গোপনে। অবশেষে, বৌদ্ধধর্মের প্রতি সমস্ত বিরোধিতার অবসান ঘটল। সম্রাট ইয়োমেই তাঁর রাজত্ব পরিচালনার দ্বিতীয় বৎসর অর্থাৎ ৫৮৭ খৃীষ্টাব্দে ঘোষণা করলেন বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর আন্তরিক বিশ্বাসের কথা। সম্রাট পরিবার অর্থাৎ যাঁরা সূর্যদেবীর বংশধর বলে জাপানে ইতিপূর্বেই দেবত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত, তাঁদের নবধর্মের প্রতি অনুরাগ ও বিশ্বাস এর প্রসারলাভের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করে দিল। শুরু হল জাপানে বৌদ্ধধর্মের জয়যাত্রা। এই বৎসরই ভাস্কর কুরাৎসুকুরিবে-নো-তাসুনা বৌদ্ধ বিশ্বাস অনুসারে নির্মাণ করলেন 'জোরোক' আয়তনের মূর্তি অর্থাৎ শাক্যমুনি অর্জিত উচ্চতা প্রায় ষোল ফুট। সম্রাট সুশানের রাজত্বকালে (৫৮৮ খৃীঃ থেকে) বৌদ্ধ মঠ ও বিভিন্ন বৌদ্ধমূর্তি নির্মাণের ব্যাপারে লক্ষ্য করা যায় এক প্রচণ্ড উৎসাহ। দাতব্য ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলি ধর্মপ্রচারের ব্যাপারে সহযোগিতা করল। ঘটল জাতির হৃদয়-মনের ও ধর্মীয় বিশ্বাসের রূপান্তর আর সভ্যতার পথে অগ্রগতি।

বৌদ্ধধর্মের জয়যাত্রার পথের ভিত্তি এর পর যিনি সুদৃঢ় করলেন তিনি হচ্ছেন জাপানে সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা জ্ঞানবত্তা ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ঋষিকল্প যুবরাজ শোতোকু (৫৭৪-৬২২)। বৌদ্ধধর্মের উচ্চতর আদর্শেই তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠিত। আধ্যাত্মিক ঐক্য এবং নৈতিক উন্নতিসাধনের বৌদ্ধ-শিক্ষায় অনুপ্রেরণাই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল নানান পারিবারিক দল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিন্ন-ভিন্ন জাপানী জাতিকে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করতে। শাসন-ব্যবস্থার জন্য তাঁর রচিত ১৭টি ধারা-সম্বলিত সংবিধানের দ্বিতীয় ধারায় তিনি উল্লেখ করেন যে, বৌদ্ধধর্মকে শ্রদ্ধার সংগে গ্রহণ করতে হবে। অন্যান্য ধারাগুলিও মানবিকতার আদর্শে সমুজ্জ্বল। বৌদ্ধধর্মকে তিনি সরকার-সমর্থিত ধর্ম বা স্টেট্ রিলিজিয়ন হিসাবে ঘোষণা করেন। প্রতিষ্ঠা করেন পূর্ণাঙ্গ বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান চারটি ধারায় সমন্বয়ে—মন্দির, অনাথাশ্রম, হাসপাতাল এবং ঔষধালয়। মন্দিরে আবার কয়েকটি বিভাগ—বৌদ্ধ-ধর্মোপাসনা ছাড়াও বৌদ্ধদর্শন ও বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন বিভাগ, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের নিয়মানু-

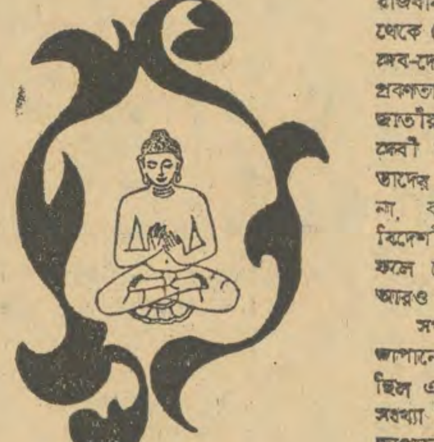

বর্তিতা এবং তাঁদের শিল্পকলা ও আচার-অনুষ্ঠান শিক্ষণ বিভাগ। এই প্রতিষ্ঠানই পরবর্তীকালে নূতন বৌদ্ধ-প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

মানুষের নৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য প্রিন্স শোতোকুর নিরলস কর্ম-প্রচেষ্টা এক পরম বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। বৌদ্ধ আদর্শ প্রচার ও শিক্ষাদানের জন্য রাজপ্রাসাদে ও মন্দিরে বৌদ্ধসূত্র সম্পর্কে তিনি বক্তৃতা দান করতেন। তাঁর বক্তৃতায় বিষয়াবলীর মধ্যে ছিল, বৌদ্ধমতে মোক্ষ বা মুক্তি সম্পর্কে; ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক কালে বৈশালীর মহাযানপন্থী সাধারণ জীবনযাপনকারী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বিমলকীর্তির উপাখ্যান ও তাঁর বিভিন্ন উপদেশমূলক কথোপকথন; এবং ভগবান বুদ্ধের সংগে বারাণসীর রানী শ্রীমালার কথোপকথন। বিমলকীর্তি আদর্শ বৌদ্ধ নাগরিক এবং শ্রীমালা নারীত্বের আদর্শ প্রতিনিধি—এইসব প্রতীক ও উদাহরণের মধ্য দিয়ে বৌদ্ধ আদর্শে জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে তিনি প্রয়াসী হন। তিনটি বৌদ্ধসূত্র হোক্কে-কিয়ো (সংস্কৃতসদ্ধর্ম-পুণ্ডরীক সূত্র), উইমা-কিও (সংস্কৃত-বিমলকীর্তি সূত্র, এটি চীনা ভাষায় কুমারজীব অনুবাদ করেন। কুমারজীব ৪০১ খৃীষ্টাব্দে চীনদেশে এসেছিলেন) এবং শোমন-গিও (সংস্কৃত-শ্রীমালা সূত্র) সম্পর্কে শোতোকুর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতাবলী পুস্তকাকারে চীনা ভাষায় লিপিবদ্ধ করা আছে। এই পুস্তকের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে বৌদ্ধধর্মাদর্শে দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্য শোতোকুর দ্রবীভূত হৃদয়ের পরম ব্যাকুলতা। শোতোকু অহীশির ধর্মনিষ্ঠা তাঁকে প্রায় বোধিসত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেছিল।

এর পর থেকেই বৌদ্ধধর্ম জাপানে প্রধান ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করে। চীনের কনফুসীয় মতবাদের অস্তিত্ব বৌদ্ধধর্মের প্রায় ১০৪ বৎসর আগে থেকেই জাপানে ছিল। আর ছিল জাপানের একান্ত নিজস্ব শিন্তো মতবাদ। শিন্তোবাদকে প্রচলিত অর্থে 'ধর্ম' বলা চলে না। কনফুসীয় মতবাদ অপেক্ষা দেশীয় শিন্তো মতবাদের প্রভাবই ছিল প্রবল। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত কনফুসীয় মতবাদ প্রায় সুপ্ত অবস্থাতেই ছিল। প্রচলিত শিন্তো মতবাদের সংগে বৌদ্ধধর্মের নির্বিরোধ সহাবস্থান লক্ষণীয়। শিন্তো মতবাদ পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম মতের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং বৌদ্ধধর্মের অনেক কিছুই গ্রহণ করে। হেইয়ান যুগে অর্থাৎ নারা শহর থেকে হেইয়ান শহরে (বর্তমান কিয়োতো) রাজধানী স্থানান্তরিত করার সময় থেকে (৭৯৪ খৃীঃ) শিন্তো ও বৌদ্ধ দেব-দেবীর মধ্যে অভেদ কল্পনা করার প্রবণতা দেখা দেয়। সেজন্য জাপানের জাতীয় জীবনে যে সব শিন্তো দেব-দেবী শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল তাদের সংগে বিরোধের অবকাশ রইল না, বরং প্রচলিত বিশ্বাসের সংগে বিদেশী ধর্মের দেব-দেবীর ঐক্যের ফলে বৌদ্ধধর্মের প্রসারলাভের ক্ষেত্র আরও ব্যাপকতর হয়ে উঠল।

সপ্তম শতাব্দীর তৃতীয় দশকে জাপানে ৪৬টি বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং পুরোহিত ও সন্ন্যাসিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১৪ শত। আজকের জাপানে বৌদ্ধ-মন্দিরের সংখ্যা তিরানব্বই হাজারেরও বেশি এবং পুরোহিতের সংখ্যা ১৬ লক্ষ ৩৭ হাজারের উপর। পাশাপাশি, শিন্তো মন্দিরের সংখ্যা হচ্ছে ৮০ হাজার ৮ শত এবং পুরোহিতের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ২ লক্ষ ১৫ হাজার।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মের প্রবেশলাভের পূর্বে শিল্পের বিকাশ তেমন ঘটেনি। জাপানে উৎকর্ষপূর্ণ শিল্পকলার ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয় বৌদ্ধযুগ থেকেই। বৌদ্ধ দেব-দেবী ও অন্যান্য বৌদ্ধমূর্তিকে কেন্দ্র করে যে ভাস্কর্যের বিকাশ ঘটে তার এক পরম বিস্ময়কর পরিণতি অল্পকালের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। ৭৫২ খৃীষ্টাব্দে নারার তোদাইজি মন্দিরে ৩৮০ টন ওজন ও ৫০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট মহান বুদ্ধদেবের (বাইরোচন বুদ্ধ) ব্রোঞ্জমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব্রোঞ্জ-মূর্তি। বৌদ্ধযুগের পূর্বে চিত্রাঙ্কনের চর্চাও বিশেষ ছিল না। কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, বৌদ্ধ বিষয়-বস্তুই ছিল চিত্রাঙ্কনের প্রাণকেন্দ্র। পূর্ববর্তী স্থাপত্যকলাও ছিল সেই প্রাগ্‌-ঐতিহাসিক ধরনের। বৌদ্ধ-রীতির প্রভাবে শিন্তো মন্দিরের স্থাপত্য রীতিও পরিবর্তিত হয়। বৌদ্ধমন্দির নির্মাণকে কেন্দ্র করে জাপানে উন্নত স্থাপত্যকলার প্রবর্তন ঘটে। নারার হরিয়ুজি মন্দিরটি (৬০৪ খৃীঃ) আজও পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পুরাতন কাষ্ঠনির্মিত স্থাপত্যকলার নিদর্শন। মন্দির স্থাপত্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে জাপানের স্থাপত্যকলার বিকাশ লাভ করে। জাপানের ইতিহাসে কয়েক শতাব্দী ধরে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সমস্ত কিছুই ছিল বৌদ্ধদের পরিচালনাধীন। যুবরাজ শোতোকু প্রতিষ্ঠিত হরিয়ুজি মন্দির এবং কোফুকুজি (৭১০ খৃীঃ) মন্দিরের সংগে সম্পর্কিত কলেজ বা মহা-বিদ্যালয়ই সাধারণের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা প্রথম প্রবর্তনের দাবী করতে পারে। জাপানের প্রথম উপন্যাস 'তাকেতোরি মোনোগাতারি' (আঃ ৮১১ খৃীঃ) বৌদ্ধ ভাবধারায় পুষ্ট। এর উপাদান

জাতকের কাহিনী ও বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে গৃহীত। পরবর্তী উপন্যাসেও বিধৃত আছে বৌদ্ধ আচার অনুষ্ঠানের চিত্র। পরের যুগে জাপানী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বৌদ্ধ প্রভাব সুস্পষ্ট। জাপানের নো-নাটক, জুডো, কেন্দো বা অসি-ক্রীড়া, চা-উৎসব, ফুল-সাজান ইত্যাদির আধ্যাত্মিক উপাদান বৌদ্ধ-ধর্ম থেকেই আহৃত।

বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক ও সেবার কাজ, এমন কি পীড়িতের সেবার জন্য হাসপাতাল, শারীরিক পরিচ্ছন্নতার জন্য সাধারণ স্নানগৃহ, উদ্ভিদ উদ্যান রচনা, ভেষজ লতা-গুল্মের সন্ধানকার্য, ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে যোগাযোগ সড়ক সৃষ্টি, নদীর উপর সেতু নির্মাণ ইত্যাদির প্রথম সূত্রপাত হয় বৌদ্ধদের প্রচেষ্টার ফলে।

জাপানী জাতির জীবনধারায় ও মানসিকতায় বৌদ্ধধর্ম যে শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করেছিল তারই উপর ভিত্তি করে স্বীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের সমন্বয়ে জাপানের সংস্কৃতি এক বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছে।

রত্নাবলী-নায়িকা কালীপ্রসন্ন

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন চুঁচুড়ায়। রবীন্দ্রনাথ গিয়েছেন গান শোনাতে। গান শুনে তৃপ্ত শ্রোতা আবেগাপ্লুত মহর্ষি বললেন, এ গান শুনে দেশের রাজার পুরস্কার দেওয়া উচিত—কিন্তু তাঁরা ত দিচ্ছেন না, আমিই গায়ককে পাঁচশ টাকা পুরস্কার দেব। ঘটনাটা স্মরণীয় অন্য প্রসংগে—অযোধ্যার শেষ নবাব তখন মেটিয়াবুরুযে নির্বাসিত। সঙ্গীতপিপাসু নবাবকে গান বাজনা শোনাতে এলেন জনৈক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাসিত নবাব সংগীতে বিভোর হয়ে গেলেন—খাবার সময় গেল পেরিয়ে। তৃপ্ত নবাব বললেন, আমি বন্দী তাই হীরের মালার বদলে দিলাম ফুলের মালা। ফুলের মালা গলা থেকে খুলে কালীপ্রসন্নকে পরিয়ে দিলেন নবাব।

এই হল কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২৪৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ে উত্তর কলকাতার এক ধনী পরিবারে তাঁর জন্ম। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বাবু-সভ্যতার ফসল হিসেবে প্রচলিত লেখাপড়া তাঁর বিশেষ হয় নি। সর্বদাই গান বাজনায় নজর। কোথাও থিয়েটার কিংবা জলসা, কালীপ্রসন্ন ঠিক হাজির। পাকপাড়ার রাজবাড়ীতে তখন আয়োজন করা হচ্ছে বাংলা নাটক অভিনয়ের। রাজার সখ—হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে আমোদের জন্য। সংস্কৃত রত্নাবলী অনুবাদ করে দিলেন রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন। শ্রী হর্ষ রচিত রত্নাবলী। রিহারসাল শুরু হল। বলতে গেলে বাংলা নাট্যমঞ্চেরও সেই রিহারসাল। রামনারায়ণ ত সংগে সংগে নাটকে রামনারায়ণ' হয়ে দাঁড়ালেন। ধনীমহলে নাট্যাভিনয়ের জন্য অর্থ ব্যয়ের প্রতিযোগিতা শুরু হল। রামনারায়ণ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে বললেন 'আপনাকেও রত্নাবলীর মতই নাটক লিখে দেব।'

কিন্তু রত্নাবলী অভিনয়ের জন্য নায়িকা চাই। আবার গাইয়ে হওয়া চাই নায়িকাটির। যতীন্দ্রমোহন তখন পাকপাড়ার রাজাকে এনে দিলেন কালীপ্রসন্ন নামে ষোল বছরের একটি ছেলে। সুকণ্ঠ। ১৮৫৮ সালের একত্রিশে জুলাই শনিবার পাকপাড়ার রাজবাড়ীতে অভিনীত হল রত্নাবলী। নাটকের গানগুলো লিখে দিয়েছিলেন গুরুদয়াল চৌধুরী। গানগুলো নায়িকার ভূমিকায় গাইলেন অভিনয়ের সংগেই কালীপ্রসন্ন। একরাত মঞ্চস্থ করতেই খরচ হল দশহাজার টাকা। সেদিন পাকপাড়ার রাজবাড়ীতে এলেন বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে সবাই। বিদেশী ইংরেজ গণ্যমান্যরাও বাদ যাননি। তাঁদের পক্ষে বাংলা নাটক বুঝবার সুবিধার্থে রাজারা আগে থেকেই রত্নাবলী নাটক ইংরেজিতে অনুবাদ করে ছাপিয়ে রেখেছিলেন। এক রাতের মধ্যে এই দুঃসাধ্য কাজ করেছিলেন মাদ্রাজ থেকে সদ্য আগত এক অখ্যাত বাঙালী খৃষ্টান। নাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বস্তুত এই ছোট্ট ঘটনাটাই বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে পরবর্তীকালে ভীষণ প্রভাব ফেলেছিল। বিদেশী দর্শকের সুবিধার্থে অভিনয়ের নাটক মাইকেল পরেও অনুবাদ করেছেন। দীনবন্ধুর নীলদর্পণ নাটকও তিনি অনুবাদ করেন কিন্তু অনূদিত নাটক প্রকাশিত হয় লং সাহেবের নামে। লক্ষ্যণীয় দুটি ক্ষেত্রেই অনুবাদ বাবদ পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন পাঁচশ টাকা করেই। সেকথা থাক্। রত্নাবলী অনুবাদ করতে গিয়েই নবাগত মাইকেল এই অন্তঃসারশূন্য নাটক অভিনয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। বন্ধু গৌরদাস বসাককে বললেন, এইসব বাজে নাটকের চেয়ে অনেক ভাল নাটক তিনিই লিখে দিতে পারেন। গৌরদাস হেসে বলেছিলেন—লেখ না। এই তর্কেরই ফসল মাইকেলের নাটকগুলো—শর্মিষ্ঠা দিয়ে শুরু।

সে যাক্ রত্নাবলীর অভিনয় ও গান নিয়ে হৈ হৈ পড়ে গেল। হিন্দু প্রেট্রিয়ট সংবাদ প্রভাকর নায়িকার গানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। একে ছোট লাট প্রধান অতিথি—তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা!

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর যেন এখান থেকেই কুড়িয়ে পেলেন তাঁর নতুন আবিষ্কার—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। একশবছর আগে সংগীত পিপাসু ধনী রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর দেশীয় ছাত্রদের জন্য সংগীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। সেখানেই কালীপ্রসন্ন নতুন সহকারী সম্পাদক হলেন। পাকপাড়া রাজবাড়ী থেকে পাথুরেঘাটা রাজবাড়ী। শৌরীন্দ্রমোহনের সংগীত-পিপাসু মন কালীপ্রসন্নকে নতুন আশ্রয় দিল। রাজবাড়ীতে তখন সংগীতাচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। কালীপ্রসন্নও ক্ষেত্রমোহনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এতদিন সংগীত শিল্পীদের মধ্যে সুর ও স্বরলিপি প্রসংগে মতান্তর ছিল প্রচণ্ড। সংগীত গুরু শিষ্যকে সুর শেখান কণ্ঠে। স্মৃতিশক্তির দোষে সুর সর্বত্র অক্ষুণ্ন থাকে না। নানা মুনির নানা মত হয়ে দাঁড়ায়। কালীপ্রসন্নের গুরু ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীরও গুরু লছমীচাঁদ মিশ্রের সহযোগিতায় শৌরীন্দ্রমোহন এক বিরাট জলসা আহবান করলেন। সেখানেই সুরের একটি সামঞ্জস্য বিধান করা হল। এই বিধানই বিধিবদ্ধ করা হল 'সংগীত-সার' গ্রন্থে।

কালীপ্রসন্নের পরিচয় শুধু গানে নয় বাজনাতেও। তিনি ভাল বাজাতেন সেতার ও ন্যাসতরঙ্গ।

১৮৭৫ সালের কথা। এই সেই বিখ্যাত সাল যেবারে বৃটেনের যুবরাজ ভারত দর্শনে এসেছিলেন। কলকাতার বাঙালী সমাজে যেন আলোড়ন পড়ে গেল। যুবরাজ 'হিন্দু জেনানা' স্বচক্ষে দেখবার জন্য বকুলতলার উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপুরে নিমন্ত্রণ পেলেন। হৈহৈ ব্যাপার। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা লিখলেন বাজিমাৎ। থিয়েটারে মঞ্চস্থ করলেন উপেন দাস এক অদ্ভুত প্রহসন, 'গজদানন্দ ও যুবরাজ'। পুলিশের আপত্তিতে নাম বদলে হল 'হনুমান চরিত্র'। এই প্রহসন থেকেই জন্ম নিল সরকারী রোষ যার ফল নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ বিল। নাটক অভিনয়ের আগে অনুমতির জন্য পাণ্ডুলিপি লালবাজারে জমা দিতে হবে। সে অনেক কথা, যুবরাজ যখন কলকাতায় এলেন তখন বাংলা দেশের ধনী রাজা জমিদাররা সংবর্ধনা সভা বসালেন বেলগাছিয়া বাগানবাড়িতে। সম্পাদক যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। জয়পুর যোধপুর গোয়ালিয়র কাশ্মীর পাতিয়ালার রাজারা এলেন সেই সভায়—বড়লাট নর্থব্রুক সহ বহু ইংরেজ উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ ত উপস্থিত ছিলেনই। এই সংবর্ধনা সভায় কালীপ্রসন্ন বাজালেন 'ন্যাসতরঙ্গ' বিভিন্ন রাগে। 'ন্যাসতরঙ্গ-বাদন হঠযোগ-সাধন ব্যতীত সাধারণ সংগীত-সাধকের দ্বারা সাধিত হইতে পারে না।

ন্যাসতরঙ্গেরও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। লা মার্টিনিয়ার কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ জন এলডিস দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন। ইলাসট্রেটেড লণ্ডন নিউসে বিস্তারিত প্রশংসা প্রকাশিত হল। এই বছরেই ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কালীপ্রসন্নকে সম্মান-

সংগীত উপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন

পত্র দেওয়া হয়। ভারতের বড়লাটরা, লর্ড লিটন, রিপন সবাই কালীপ্রসন্নের ন্যাসতরঙ্গ শুনে খুব খুশি। রিপন কালীপ্রসন্নকে তাঁর নিজের একটি ফটো উপহার দিয়েছিলেন। ১৮৮০ সালে বার্লিন থেকে কালীপ্রসন্নকে সোনার মেডেল উপহার দেওয়া হয়। ১৮৮১ সালে ইটালি থেকে, ১৮৮৪ সালে প্যারিস থেকে সোনার মেডেল দেওয়া হয় কালীপ্রসন্নকে। ১৮৮৫ সালে শৌরীন্দ্রমোহনের বংগ সংগীত বিদ্যালয় থেকে কালীপ্রসন্নকে 'সংগীত উপাধ্যায়' 'পদবী প্রদান করা হয়। ১৮৮৬ সালে ইউরোপের 'কিং অফ ভায়োলিন' এডওয়ারড রেমিনি ভারতে এসে কালীপ্রসন্নের ন্যাসতরঙ্গ শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন 'বাবু, তোমাদের দেশের লোক তোমার গুণের সম্যক পরিচয় পায় নাই, তাহারা তোমাকে চেনে নাই। আমি তোমার রাগরাগিণীর আলাপ শুনিয়া এমন পরিতৃপ্ত হইয়াছি যে তাহার সে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছি না।'

কালীপ্রসন্ন নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণের মতই বত্রিশ বছর ধরে বাড়ির জগদ্ধাত্রী দেবীর নিয়মিত পুজো করেছেন। প্রত্যহ জপ পুজো আহ্নিক। কালীপ্রসন্নের মাতৃভক্তি ছিল অতুলনীয়। ১৯০০ সালের ভাদ্র মাসে কালীপ্রসন্ন পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর সংগে সংগে উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে কলকাতার নৃত্যগীত নাটকময় ইতিহাসের অন্যতম নায়কের প্রস্থান হল।

ভোটার তালিকায় আপনার নাম আছে তো?

১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারিতে আপনার বয়স যদি ২১ বছর বা তার বেশি হয়ে থাকে তাহলে আগামী সাধারণ নির্বাচনে আপনার ভোট দেবার অধিকার আছে। ঠিক করে জেনে নিন যে ভোটার তালিকায় আপনার নাম আছে নচেৎ আপনি ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

ভোটার তালিকায় যদি আপনার নাম না থাকে তাহলে আপনি আপনার নির্বাচন ক্ষেত্রের ইলেকটোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারের সঙ্গে এখনই দেখা করুন—কিন্তু কোনো রকমে ১৫ জানুয়ারি ১৯৭১ তারিখের পরে নয়।

ভোটার তালিকায় নামভুক্ত করার জন্য দরখাস্তের ফি এখন মাত্র ১০ পয়সা

সাধারণ নির্বাচন

ডিএভিপি ৭০/৫১৪

ক্রম্পটন যে সেরা পাখা
তৈরি করে সবারই জানা—
সেরা ও নির্ভরযোগ্য
টিউব ও ফিটিংস
তৈরিতেও
ক্রম্পটনের জুড়ি নেই।

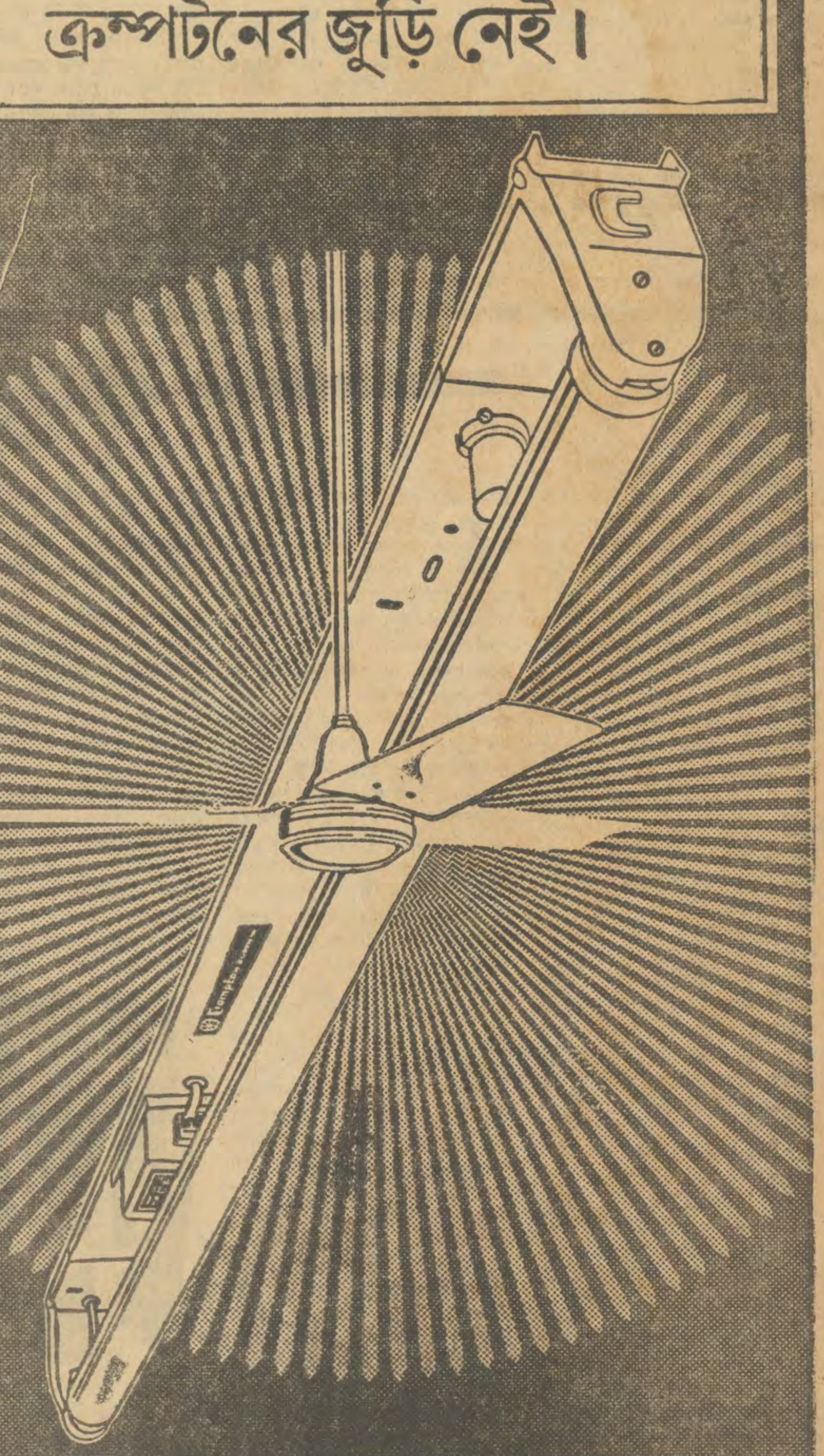

ক্রম্পটনের পাখা গত ৩০ বছর আপনি ব্যবহার করে আসছেন। □ ক্রম্পটনের টিউব ৩০ বছর না চললেও অনেকদিন চালু থাকবে। কারণ এর পেছনে আছে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। যেমন টিউবের আয়ু বাড়ানোর জন্য এর ইলেকট্রোডগুলির ওপর পুরু কোটিং দেওয়া আছে। □ সেরা টিউবের জন্য চাই সেরা ফিটিংস যা ক্রম্পটন নিজেই তৈরি করছে। খুব যত্ন সহকারে প্যাকিং এর জন্য একেবারে ঝকঝকে অবস্থায় আপনার কাছে পৌঁছোয়। □ কোনো টিউব বা ফিটিংস-এর জন্য এত যত্ন নেওয়া হয় না। অবশ্য কোন টিউবেরই ক্রম্পটনের মতো এত সুনামও নেই।

আপনার ইলেকট্রিক মিস্ত্রীই বলবে...
ক্রম্পটন ব্যবহার করুন
Crompton Greaves Limited

CG-77 BN

নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ হারাণ মার্কা
সরিষার খইল ব্যবহারে জমির
উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায় ও অধিক ফসল ফলায়।
প্রস্তুতকারক:— উল্টাডাঙ্গা অয়েল মিলস্
৩৫/৫, ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলিকাতা-৪ • ফোন:৫৫-৫০৮৮

রবিবাসরীয়
আনন্দবাজার পত্রিকা
রবিবার, ২৫ পৌষ, ১৩৭৭

শীতকালেতো খাওয়ার আনন্দ!
নলেন গুড়ের সন্দেশ
গাঙ্গুরাম গ্র্যাণ্ড সন্স
ভবানীপুর - কালীঘাট - চিত্তরঞ্জন এভেন্যু

চিঠিতে খুন

শেখর বসু

আজ থেকে বছর সত্তর আগে কোনো এক শচীকান্ত যদি কোনো এক নীহারিকার প্রেমে হাবুডুবু খায় এবং কোনো এক পশ্চিমদেশীয় হীরালাল 'জিলাসিতে নীল' হয়ে কোনো এক ভাড়াটে 'গোন্ডা' রামতারণকে দিয়ে নীহারিকাকে খুন করায়; খুনের মিথ্যা অভিযোগে 'পোলিষ' যদি শচীকান্তকে থানায় পোরে—আপনি কি একটু-আধটু মর্মাহত হবেন না? আপনার কি কৌতূহল হবে না—তারপর কি হল? আপনি তো শচীকান্ত এবং নীহারিকার গদ্যেপদ্যে লেখা বেশ কয়েকটি প্রেমপত্র পড়েছেন, জানেন ওরা 'এক বৃন্তে দুটি ফুল।' নীহারিকা অবিশ্যি বেশ্যা। 'কিন্তু বেশ্যা বলিয়া কি প্রাণের নীহার ভালবাসিতে পারে না?' শচীকান্ত যদি এত জোর দিয়া বলে—কার সাধ্যি আপত্তি তোলে।

সুতরাং নীহারিকার হত্যা এবং শচীকান্তের বিপর্যয়ে আপনার পক্ষে উদাসীন থাকা কঠিন। আপনাকে পুরো ব্যাপারটাই জানতে হবে। জানতে হলে পড়তে হবে। এক নিশ্বাসে পড়তে হবে 'চিঠিতে খুন'। ১৩০৯ সালে লেখা একটি ডিটেকটিভ উপন্যাস। 'অপার' চিৎপুর রোডের একটি প্রেস থেকে মুদ্রিত।

'চিঠিতে খুন'-এর প্রথম সংস্করণের পাতাগুলো হলুদ, খাস্তা, পোকার কাটা। লেখক 'শ্রীস্' একটি চতুর্দশপদী লিখে বইটি এমন কাউকে উৎসর্গ করেছেন—'শুধু যার কথা শুনি জুড়ায় শ্রবণ/শুধু পেলে যার দেখা তৃপ্ত দু'নয়ন।'

উপন্যাসের শুরুতেই ভয়-ভয় ভাব। মাঝরাতের কলকাতা—'বিস্তৃত রাজপথ পথিক-পরিত্যক্ত হইয়া মূর্চ্ছিতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। রাস্তার দুইধারে সারিসারি গ্যাসালোক জ্বলিতেছে।' এমন সময় এক পাহারাওয়ালা রক্তচিহ্ন দেখে একটা ছ্যাকড়া গাড়ি থামাল। দরজা খুলে দেখল, 'একটি সুন্দরী যুবতী রমণী বৃক্ষ-বিচ্যুত লতা গাছটির মত গাড়ীর মধ্যে লুটাইতেছে। গাত্রে কোনোপ্রকার অলঙ্কার নাই—কণ্ঠদেশে 'ছুরিকার আঘাত।'

এরপর রুদ্ধশ্বাসে উপন্যাসটি না পড়ে ফেলে উপায় নেই। পদে পদে রোমাঞ্চ, প্রেম, প্রতিহিংসা। মাঝেমধ্যে বেশ্যালয়গমনের কুফল সম্পর্কিত তথ্য। কত কথা জানা যাবে। কত কথা ভুলতে হবে। 'মুণ্ডুচুরী'র বিজ্ঞাপন পড়েন নি? তাতে তো এই জাতীয় বই পড়ার গুণাগুণ স্পষ্ট লেখা আছে—'পাঠে জ্ঞানচক্ষু ফুটিবে, সংসারের রহস্য শিক্ষা হইবে, ত্রিতাপ দূরে হইবে। আর হাসিকান্না, সমাজ-কালিমা, নরনারীর কুটীলতা, নিঃস্বার্থ প্রেম এবং মায়ার ধাঁধা সবই বুঝিবেন, শিখিবেন আর শিহরিবেন।'

'চিঠিতে খুন'-এ মুণ্ডচুরি কোথাও নেই। তবে হৃদয়চুরি আছে। ত্রিশ বছরের শচীকান্ত স্ত্রী-পরিবার দেশে রেখে কলকাতায় চাকরী করে। থাকে খায় শ্যামবাজারের মেসে। 'খাঁটি প্রেম অর্থাৎ পরকীয়া প্রেমের' স্বাদ পাওয়ার জন্যেই নীহারিকার বাড়ি যায়। দুচারদিনের মধ্যেই নীহারিকা 'প্রাণের নীহার' হয়ে যায়। গদ্যেপদ্যে বিস্তর প্রেমপত্র লেখে নীহারকে। নীহারও 'প্রাণের S'কে প্রচুর ভালবাসার চিঠি পাঠায়।

শচীকান্তের প্রেমপত্র নেহাৎ খেলো নয়। ভাব, ভাষা, ছন্দ নিখুঁৎ।

'শুভে!
মলয়-ভ্রমর সখি! আসি সাথে দোঁহে
বৃন্তাসনে মালতীরে,—(রসময়ী তুমি
সহজ বুঝিবে মোর এ ইঙ্গিত কথা)

প্রভাতে কতই যেন অপ্রতিভ হিয়া।'
কিংবা............

'প্রিয়তমে,

আমার সে কে? কে সে! যে থাকিলে সমস্ত সুদীর্ঘ রজনী মুহূর্তে প্রভাত হইয়া যায়, যাহার সহিতে কথা কহিতে কহিতে আপন ভুলিয়া যাই—কথা বলিয়া আর ফুরায় না, যাহার নিকট হইতে উঠি উঠি করিয়া আর উঠিতে পারি না।'......

এমন সময় আসরে হীরালালের প্রবেশ। পশ্চিমদেশীয়, ভীষণদর্শন। নীহারিকার প্রেমপ্রার্থী। কিন্তু 'হৃদয় তো বিক্রয়যোগ্য' নয় অতএব ষড়যন্ত্র। শেষে নীহারিকা হত্যা। খুনের দায়ে শচীকান্ত ধৃত। দণ্ডভয় কিংবা লোকভয়ে শচীকান্ত ভীত নয়। 'প্রাণের নীহার' নেই জেনেই তার সে কি দীর্ঘ হৃদয়বিদারক কাতরোক্তি। সুগ্রথিত বিলাপবাক্যের শুরু এবং শেষে 'হা নীহার! হা নীহার!' যা দেখে তাই শচীকান্তের কাছে 'নীহারময়'। —'নীহার তোমার প্রণয়—ইহা বেশ্যার নহে। ঠিক বলিয়াছ—এক হাতে তালি বাজে না। একের প্রাণ এরূপ আকর্ষিত হইলে অন্যে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারে না। নাটাই হইতে সুতা টানিয়া না লইলে তাহা যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া সুতা পরিত্যাগ করে না—তেমনি এক হৃদয় হইতে টান না ধরিলে অন্যে প্রাণ ঢালিয়া দেয় না।'.........

শচীকান্ত প্রেমিক এবং নির্দোষ। সুতরাং তার দুঃখে এই বইয়ের পাঠকদের দুঃখ হবেই। কিন্তু দুঃখী হও আর যাই হও দ্বিতীয় শচীকান্ত হওয়ার চেষ্টা কোরো না। লেখক 'শ্রী সু' এ ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন। এক ফাঁকে বলেছেন, 'হায় শচীকান্ত! কি কুকর্মই করিয়াছ। কেন পাপ বেশ্যার প্রেমে মজিয়াছিলে? তোমার স্ত্রীর সেই পরম পবিত্র প্রণয়—যাহার পূজা করিলে, যাহার বৃদ্ধি করিলে জীবন সুখে কাটাইতে পারিতে তাহা অনাদরে হারাইয়াছ! বেশ্যালয়গমনের অনেক কুফল আছে, কেহ হৃতসর্বস্ব হইতেছে, কেহ কুৎসিৎ রোগে অমূল্য-জীবন বিসর্জন দিতেছে। কেহ বা.........'

উপন্যাসের শেষে 'সুচতুর গোয়েন্দা পোলিষ' নানা কায়দা করে প্রকৃত হত্যাকারীকে ধরে ফেলে। হত্যাকারীর সাজা হয়। শচীকান্ত বেকসুর মুক্তি পায়। তারপর শেষের দুপাতাজুড়ে শকীকান্তের আর এক-প্রস্থ বিলাপ এবং উপন্যাস শেষ।

'চিঠিতে খুন'-এর সঙ্গে তখনকার আর দশটা ডিটেকটিভ উপন্যাসের প্রকৃতিগত কোনো অমিল নেই। 'সংসারতরু', 'সচিত্র গুপ্তচিঠি', 'গুপ্তপ্রেম পরিণাম', 'প্রেম উন্মাদিনী' এক পরিবারের বই। যে কোনো সমালোচক একমত হবেন যে, এগুলো বাজারে বই।

বাজারে বই তখনো ছিল এখনো আছে। বরং এখন অনেক বেশীই আছে। কিন্তু এই দুই বাজারে একদম মিল নেই। এখনকার বাজারে বইগুলো বড্ড ওঁচা। দুপাতা পড়াই কঠিন। ভাবের ব্যাপার দূরের ব্যাপার। ভাষাটাই এমন যাচ্ছেতাই এবং ভুলে ভর্তি যে দেখলে গা জ্বলে যায়। বানানের তো মা-বাপ নেই।

'চিঠিতে খুন'-এ বঙ্কিম বড্ড বেশী, মধুসূদনও আছেন। কিন্তু সেটা কোনো দোষের নয়। তখনকার দিনে লিখতে বসে একজন সাধারণ লেখকের পক্ষে মধুসূদন, বঙ্কিমের প্রভাব এড়ানো অসম্ভব ছিল। লিখতে গেলে ওঁদের পড়তেই হত। এবং পড়তে গেলে শিক্ষিত হতে হত। আজকাল সেসব বালাই নেই। মধু-বঙ্কিম তো প্রশ্নের বাইরে। রবীন্দ্রনাথই কবেকার!

অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

দুই বন্ধু, যদু ও মধু। এমন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব সচরাচর দেখা যায় না। যদু ঘোষ ও মধু মিত্র দুই বিভিন্ন পাড়ার ছেলে হলেও, দুই বিভিন্ন পিতামাতার পুত্র হলেও, দুই বন্ধুর মধ্যে এ ছাড়া আর কোনো বিভিন্নতা নেই। দু'জনে একই স্কুল থেকে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে, একই কলেজ থেকে একই বছরে দ্বিতীয় বিভাগে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, একই দিনে একই অফিসে কেরানীর চাকরি পেয়ে প্রবেশ করল। এবং ভাগ্য এতই ভাল যে দু'জনে অফিসের এক ডিপার্টমেন্টে বহাল হল : চেয়ার টেবিল পড়ল একই ঘরে। শুধু একটিমাত্র সামান্য আক্ষেপ, দুই বন্ধুর টেবিল পাশাপাশি হল না। যদু ঘোষ বসল দ্বিতীয় সারিতে আর মধু মিত্রের জায়গা হল পঞ্চম সারিতে। তাতে কি। একই দপ্তর, একই সেকশান, দেখা কথাবার্তা রোজ, টিফিনে এক সঙ্গে চা সিঙ্গাড়া, ছুটির পর একসঙ্গে বেরনো। তাদের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্কুল থেকে কলেজে এবং কলেজ থেকে অফিসে এসে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে গাঢ়তম হতে লাগল। দুই বন্ধুর মাইনে এক হওয়াতে ও কেরানী থেকে ওপরে ওঠবার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত হওয়াতে বন্ধুত্বে ভাঙন ধরবার আশঙ্কাও সুদূর পরাহত। কাজে দু'জন সমভাবে বাজে হওয়াতেও প্রাণাধিক বন্ধু দু'জনের আশ্চর্য মিল দেখা গেল।

কিন্তু বিপদ কখন কোথা থেকে আসে মানুষ তা জানতে পারে না, বুঝতেও পারে না। যদু ঘোষ ও মধু মিত্রের শক্তিশালী সুদৃঢ় বন্ধুত্বে বিপদ ঘনিয়ে এল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত দিক থেকে। অফিসে কিছু নতুন কেরানী ভর্তি হল, তার মধ্যে কিছু মেয়ে। মেয়েদের মধ্যে একজন তাদের ডিপার্টমেন্টে নিযুক্ত হল। নবাগতা হেমলতা বসু বয়েসে তরুণী। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, উচ্চতায় বেশ দীর্ঘ, চেহারায় চাকচিক্য, চালচলনে সপ্রতিভ। সব মিলিয়ে-মিশিয়ে হেমলতা বসু বেশ আকর্ষণীয়। চোখ থাকলেই যে কোন পুরুষের চোখে পড়বেই এবং বলা বাহুল্য চিত্তে কমবেশী চাঞ্চল্য আনবেই। দুই বন্ধুর দু'জনেরই বয়েস তিরিশের নীচে। দু'জনেই এখনো যুবক। দু'জনেরই চিত্ত আছে এবং চিত্তে চাঞ্চল্যও আছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক যা, তাই হল। প্রাণাধিক দুই বন্ধু যদু ঘোষ ও মধু মিত্রের একই সঙ্গে হেমলতা বসুকে ভাল লেগে গেল। একজনের ভাল ও অন্য জনের ভাল না লাগলে বন্ধুত্বে ভাঙন ধরবার কোন ভয় ছিল না। কিন্তু একসঙ্গে দু'জনেরই ভাল লাগাতে বিপদ ঘনিয়ে এল।

যদু কোনরকম সময় নষ্ট না ক'রে যত তাড়াতাড়ি পারল হেমলতার সঙ্গে আলাপ করে এল। মধু এ কথা জানতে পেরে হেমলতার কাছে আলাপ জমাতে কালাবিলম্ব করল না।

যদু খবর পেয়ে মনে মনে বলল দাঁড়াও। সোমবার টিফিনে হেমলতাকে ক্যান্টিনে নিয়ে গিয়ে চা সিঙ্গাড়া খাওয়াল।

তার দেখাদেখি মধুও মঙ্গলবার ক্যান্টিনে নিয়ে গিয়ে খাওয়াল চা, কেক। বুধবার যদু সিনেমায় নিয়ে গেল হেমলতাকে মধুকে টেক্কা দিয়ে।

মধু বৃহস্পতিবার পাল্লা দিয়ে সিনেমা নিয়ে গেল। যদু দুই সত্তরের টিকিট কেটেছিল, ও কাটল তিন কুড়ির। যদু বিরতির সময় সল্টেড্ বাদাম খাইয়েছিল, মধু খাওয়াল সল্টেড্ কাজু।

যদু রেগে কাই হয়ে মনে মনে যা তা গালাগাল দিল প্রাণের বন্ধু মধুকে। তারপর শুরু হল টেক্কা দেয়ার প্রবল প্রতিযোগিতা।

যদু একেবারে হেমলতার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে তার মার সঙ্গে মাসিমা মাসিমা করে, মোহিত করল মাকে। মধু তা বলে হটবার ছেলে নয়। পরদিন সেও বাড়ি অবধি ধাওয়া করে হাত করল মার সঙ্গে হেমলতার বাবাকেও। বাবাকে কাকাবাবু কাকাবাবু করে কাৎ করল।

যদু সব শুনে ছটফট করে পরদিনই হেমলতার বাড়ি গিয়ে বশ করল তার দাদুকে।

মধু পরের দিনই পৌঁছে কাৎ করল হেমলতার দিদিমাকে।

প্রাণাধিক প্রিয় দুই বন্ধু যখন শত্রু হয়ে যায়, তখন আর রক্ষে নেই। এরপর একজন অন্যজনের নামে মনের সুখে বদনাম ছড়াতে লাগল হেমলতাগৃহে।

যদু গিয়ে বলল, মধু চোর।
মধু এসে জানাল, যদু ডাকাত।

একই প্রশ্ন : কে এই হরি গুহ!

যদু যোগ করল, মধু অতি হীন।
মধুও আরো বাড়াল, যদু অতি নীচ।

যদু : মধু হারামজাদা।
মধু : যদু পাজির বেহদ্দ।
যদু : ও রাসকেল।
মধু : ও রোগ্।
যদু : চামার।
মধু : পিশাচ।
যদু : ওকে গলা টিপে খুন করব।
মধু : কেটে টুকরো টুকরো করব ওকে।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার এই যে যারা ব্যাপার পুরোপুরি জানে না, তারা অফিসে যদু ঘোষ ও মধু মিত্রকে দেখে বিশ্বাসই করতে পারবে না যে অফিসের নবাগতা মহিলা কেরানী হেমলতা বসুকে কেন্দ্র করে প্রাণাধিক দুই বন্ধুর মধ্যে এত ব্যাপার ঘটেছে ও ঘটছে। একই ডিপার্টমেন্টে যখন, দু'জনের মধ্যে তখন দেখাসাক্ষাৎ তো হবেই। এবং হচ্ছেও। তবে আগের মত কথাবার্তা, গলাগলি ভাব, ক্যান্টিনে বসা একেবারে কমে গেলেও, মুখোমুখি দেখা হলে হাসি বিনিময়, 'কেমন ভাল তো' এখনও চলেছে। এই হাসি বিনিময় দেখে কে ভাবতে পারে যে এই দুই বন্ধুই আবার হেমলতার কাছে গিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে মনের সুখে যাচ্ছেতাই বদনাম ও গালাগালি বিনিময় করে যাচ্ছে। দুই বন্ধুর বন্ধুত্বের শক্ত দুর্গ—রাগে আর আক্রোশে ভেতরে ভেতরে ভেঙে যে টলমল করছে ওদের বাইরের হাসি দেখে বুঝতে পারে কার সাধ্য?

দুই প্রাণাধিক বন্ধুর বন্ধুত্বের সুদৃঢ় দুর্গ ফাটলে ফাটলে ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে, এখন যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়ে মাটিতে মিশে যাবে। ঠিক এমনি যখন অবস্থা, তখন একদিন অফিসে হেমলতা হাসিমুখে যদু ও মধুর টেবিলের কাছে গিয়ে একটা করে 'শুভবিবাহ' ছাপমারা লম্বা খাম এগিয়ে দিয়ে বলল, আগামী বুধবার ১৫ই আমার বিয়ে, অবশ্য আসবেন। যদু বসে দ্বিতীয় সারিতে, সুতরাং চিঠি তার হাতে আগে এল। চিঠি হাতে পেয়ে বুকটা তার ধক্ করে উঠল। ভাবল নিশ্চয়ই বিয়ে মধু হারামজাদার সঙ্গে। মধুর হাতে চিঠি পৌঁছল পরে। সে ভাবল, বিয়ে নিশ্চয়ই যদু রাসকেলের সঙ্গে।

কিন্তু যদু নয়, মধু নয় : বিয়ে হরি গুহর সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে দুই বন্ধুর মনে একই প্রশ্ন উদয় হল, কে এই হরি গুহ?

কোথাকার কে এক হরি এসে হেমলতাকে পাবে এ অসহ্য, অসম্ভব। তাদের এত দিনের অর্থনাশ, সময় নষ্ট, আশাআকাঙ্ক্ষা কি শেষ পর্যন্ত পণ্ডশ্রমে পরিণত হবে? অতএব দুই বন্ধুর মধ্যে আবার ভাব জমে উঠল। বন্ধুত্বের ফাটলে আবার আরম্ভ হল মেরামত। যদু ও মধু বার বার মিলিত হয়ে পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্ত স্থির করল, যে কোন প্রকারেই হক হরিকে হটাতে হবে। বুঝিয়ে সুঝিয়ে, না বুঝাল অবুঝ হরিকে সময় বুঝে হরণ করে এবং প্রয়োজন হলে হরি হত-ভাগাকে হত্যা করতেও তারা দ্বিধা করবে না।

সিদ্ধান্ত পাকা করে তারা বাড়ি ফিরল। তারপর রাতের খাওয়া সেরে ঘুমোতে গেল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে যদু ভাবল, হরিকে না হয় হটালাম, কিন্তু মধু তো রয়েছে। মধু থাকতে আমার আশা নেই।

বিছানায় শুয়ে মধুও ঠিক এই কথাই ভাবল, হরি হটলেও, যদু তো হটছে না।

অতএব যদু ঘোষ মনস্থির করল, বিয়ে করুক হরি গুহ হেমলতাকে। মধু তো পারল না, তা হলেই হল। মধু মিত্রও সিদ্ধান্ত করল, বিয়ে করুক হরি, আমার কি। যদু তো পারল না, তা হলেই হল।

সুতরাং যদু ঘোষ ও মধু মিত্র বুধবার ১৫ই পাশাপাশি খেতে বসে মাংসের হাড় চিবোতে চিবোতে খুসী খুসী চোখে দেখল, হরি গুহর সঙ্গে হেমলতা বসুর শুভবিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হ'ল।

কস্তুরী

কুমার মিত্র

হুমায়ুন বাদশা যখন সিংহাসনচ্যুত হয়ে কয়েকজন মাত্র অনুচর নিয়ে কপর্দকশূন্য অবস্থায় পালিয়ে বেড়াচ্ছেন তখন পথের মধ্যে পুত্র আকবরের জন্ম। বাদশা সে-সময় সম্পূর্ণ নিঃসম্বল। এমন শুভ দিনে অনুচর পারিষদদের মধ্যে অর্থ থেকে শুরু করে রত্নাদি পর্যন্ত পারিতোষিক বিতরণ করার কথা। তিনি কি বিতরণ করেছিলেন? কস্তুরী। এতেই তাঁর সম্মান রক্ষিত হয়েছিল।

ইতিহাসের এই ঘটনাটি শিক্ষিত মানুষ মাত্রেরই জানা। বস্তুত কস্তুরী সুপ্রাচীন কাল থেকে তার অশেষ গুণের জন্য মনুষ্যসমাজে আদর পেয়ে আসছে। আবহমান কাল ধরে বস্তুটি পবিত্রতারও প্রতীক।

কস্তুরীর অপর নাম মৃগনাভি। মৃগের নাভিমূলে এর জন্ম। নাভির কাছে পেটের ভিতর একটি থলিতে কস্তুরী জন্মায়। কস্তুরী থলির মধ্যে কতকগুলো ছোট ছোট গর্ত কস্তুরীর আধার। পরে সেগুলি একত্র হয়ে পূর্ণাঙ্গ কস্তুরীতে পরিণত হয়। প্রাথমিক অবস্থায় এর বর্ণ লোহিত। পরিণত অবস্থায় কৃষ্ণবর্ণ। হরিণ মাত্রেরই কস্তুরী হয় না। কস্তুরীর জন্যে এক বিশেষ জাতের হরিণ আছে; তার নাম কস্তুরী হরিণ। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে পুরুষ হরিণই একমাত্র কস্তুরীর জন্ম দিতে পারে। স্ত্রী-হরিণ এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। সাধারণতঃ তিন চার থেকে ছয় সাত বছর বয়সকালের মধ্যেই পুরুষ হরিণের উদরে কস্তুরী পাওয়া সম্ভব। এর পর মৃগ কস্তুরীহীন। এরা এশিয়ার বিভিন্ন ভূখণ্ডে বাস করে। উত্তর ভারত, উত্তর সাইবেরিয়া এবং উত্তর পূর্ব চীনের বাসিন্দা।

কস্তুরীর মধ্যে জাতিভেদ আছে। কস্তুরী তিন শ্রেণীর। কামরূপী, নেপালী ও কাশ্মীরী। এদের মধ্যে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কামরূপী কস্তুরীই কুলীন, বর্ণশ্রেষ্ঠ। এই কস্তুরীর জন্মস্থান তিব্বত ও চীনদেশ। কেবল কামরূপবাসীরাই এই শ্রেণীর কস্তুরীর ব্যবসা করতেন সম্ভবতঃ এই কারণেই কামরূপী নামটি এসেছে। কাশ্মীরী কস্তুরীর রঙ নীলাভ এবং কৌলীন্য বিচারে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। নেপালী কস্তুরী কস্তুরীকুলে নিতান্তই শূদ্র। সুতরাং ব্যবহারের অনুপযোগী। কস্তুরী মাত্রেই একটি নীল পর্দার থলিতে থাকে। সেজন্য কস্তুরীর চলিত নাম নীলকস্তুরী।

কস্তুরী মৃগের খোঁজ পাওয়া সহজ। সে নিজেই তার সন্ধান বলে দেয়। তার অবস্থানস্থলের চার পাশে সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। চতুর শিকারী এই গন্ধের অনুসরণে মৃগের খোঁজ পায়। তাই বলে এই মৃগ শিকার করা সহজ নয়। এরা ক্ষিপ্র দৌড়বাজ। দৌড়ের পাল্লায় এরা শিকারী কুকুরদেরও সহজে পরাজিত করে। সুতরাং বাসস্থলের চারপাশে বেড়া তৈরী করে ফাঁদ পেতে ধরাই কস্তুরীমৃগ শিকারের প্রচলিত পদ্ধতি। শিকারীরা হরিণকে হত্যা করেই কস্তুরী সংগ্রহ করে। জীবিত অবস্থাতেও মৃগনাভি আহরণ করা অসম্ভব নয়। যদিও এতে অসুবিধেও যথেষ্ট। কস্তুরী হরিণ রৌদ্রপ্রিয়। রোদে শুয়ে এরা যখন বিশ্রাম গ্রহণ করে তখন চামড়ার পাতলা আস্তরণের ভেতর দিয়ে কস্তুরী থলি দেখা যায়। তখন হরিণকে ব্যথা না দিয়ে কস্তুরী সংগ্রহ করা সম্ভব। কিন্তু সংগ্রাহকরা প্রায়ই নিষ্ঠুর ও বিবেচনাশূন্য। ফলে হত্যার সহজতর পথটি তারা বেছে নেয়, আর এক দিক থেকেও এই সংগ্রাহকগণ অবিবেচক। হরিণীর কস্তুরী হয় না। কিন্তু এরা হরিণ-হরিণী বিচার করে না, নির্বিচারে হত্যা করে। একমাত্র যৌবনকালেই হরিণের নাভিতে কস্তুরী মেলে। কৈশোরেও নয়, প্রৌঢ়ত্বে বা বার্ধক্যেও নয়। তথাপি এক্ষেত্রেও সংগ্রাহকরা বিচারশূন্যতার পরিচয় দেয়। এমনিভাবে অকারণ অজস্র হরিণের প্রাণ নাশ ঘটে। অপর দিকে এই জাতীয় মৃগের বংশ বিস্তার ক্ষমতা বেশী নয়। ফলে এই প্রাণীটির অনতিবিলম্বে পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই অবস্থাটি প্রথম উপলব্ধি করেন তিব্বতী ধর্মাচার্যগণ। ফলে একদা তাঁরা কস্তুরী মৃগ হত্যাকারীর কঠোর শাস্তি বিধানের অনুশাসন প্রচার করেছিলেন। অনুশাসনের মধ্যে অপরাধীর হস্তছেদন থেকে লৌহশলাকার সাহায্যে বিদ্ধ করার ব্যবস্থা পর্যন্ত ছিল।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই সুগন্ধী দ্রব্য হিসেবে মৃগনাভির ব্যবহার। সুগন্ধী দ্রব্যরূপে এর ব্যবহার প্রাচ্যেই প্রথম। এককালে ভারত ও চীনে আদরণীয় বস্তু হিসেবে এর একটা উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল। ইউরোপে এর প্রথম প্রচলন করেন আরবগণ। ১১৮৯ খৃষ্টাব্দে সালাদীন রোম সম্রাটকে যেসব জিনিস যৌতুক পাঠিয়েছিলেন তার তালিকায় মৃগনাভি ছিল। বিখ্যাত ইতালীয় পর্যটক মার্কোপোলোর প্রাচ্য ভ্রমণ সংক্রান্ত গ্রন্থে পণ্যদ্রব্য হিসেবে মৃগনাভির প্রচলনের উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিক তাভার্ণিয়ের গ্রন্থেও প্রাচ্যে কস্তুরীর বহুল প্রচলনের কথা উল্লেখিত। তাঁর বিবরণ পাঠে জানা যায় যে প্রাচ্য পর্যটনকালে তিনি প্রায় ৭৬০৫টি কস্তুরী থলি ক্রয় করেছিলেন।

কস্তুরীর রোগনাশক ক্ষমতা বিস্ময়কর। একদা ঔষধরূপে এর বিশেষ ব্যবহার ছিল। এখনও আছে অল্পস্বল্প। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে এর স্থান আদৌ নগণ্য নয়। আভিসেনা দশম শতাব্দীতে একে রোগ বিনাশী মহৌষধরূপে বর্ণনা করেছেন। জ্বর, স্নায়বিক দুর্বলতা এবং বিবিধ রোগে এর ব্যবহার হয়। কস্তুরী অত্যন্ত উত্তেজক। এক সময় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ মৃত্যুমুখী রোগীকে শেষ ঔষধ হিসেবে প্রয়োগ করতেন। ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়াতেও মূল্যবান ভেষজরূপে একে স্থান দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য ঔষধ বা শুধু মধুর সঙ্গে মিশ্রিত করেও কস্তুরী সেবন

করা যায়। বৃটিশ ফার্মাকোপিয়া অনুসারে কস্তুরী অ্যালকোহলের সঙ্গে মিশিয়ে আরক হিসেবে সেব্য। ইনজেকশন রূপেও কস্তুরী প্রয়োগসম্মত।

যেহেতু মৃগনাভি অত্যন্ত দুর্মূল্য বস্তু সেহেতু এতে ভেজাল চলার আশঙ্কা খুবই বেশী। যে থলির ভেতর কস্তুরী থাকে সে। থলিসুদ্ধ বিক্রী করলে ভেজালের সম্ভাবনা অল্প। থলিমুক্ত কস্তুরী ভেজালযুক্ত হবার সম্ভাবনা খুবই বেশী। কিন্তু থলিসমেত কস্তুরী ক্রয় করলেও ভেজালের হাত এড়ানো কঠিন। চতুর ব্যবসায়ীরা অসম্ভবকেও সম্ভব করে তুলেছে। অত্যন্ত কৌশলে তারা থলির মুখ উন্মোচন করে এবং কস্তুরীর সঙ্গে শুকনো রক্ত, অন্যান্য জৈব পদার্থ ও মাটি মিশ্রিত করে। অতঃপর থলির মুখ এভাবে এঁটে দেয়, যে অভিজ্ঞ চোখেও অনেক সময় ধরা পড়ে না তা খোলা হয়েছিল কিনা। ফলে আসল কস্তুরী অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। ভেজাল রোধের নানা প্রকার ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও অসাধু ব্যবসায়ীদের নিবৃত্ত করা গিয়েছে খুব অল্পই। আসল কস্তুরী যাতে পাওয়া যায় তার জন্যে এক সময় সাংহাই গভর্নমেন্ট নিয়ম করেছিলেন যে কস্তুরীর মধ্যে ভেজাল ধরা পড়লে ব্যবসায়ীকে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

সম্প্রতিকালে বিজ্ঞানীরা কস্তুরীর নকল-খাঁটি নির্ধারণের পদ্ধতি আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছেন। অণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় ভেজাল ধরা সম্ভব। কস্তুরীতে রক্ত মেশানো থাকলে অণুবীক্ষণে তা লোহিতবর্ণ ও উজ্জ্বল দেখাবে। বাইক্লোরাইড অব মার্কারির সাহায্যেও তার খাঁটিত্ব নির্ণয় করা সম্ভব। শুষ্ক মহিষ রক্তের সঙ্গে অ্যামোনিয়া মিশিয়ে তা কস্তুরীর সঙ্গে মিশ্রিত করে বাজারে বিক্রয় করা হয়। সুতরাং কস্তুরীর মধ্যে অ্যামোনিয়ার গন্ধ সন্দেহজনক। তবে যেহেতু পুরোনো কস্তুরীর গন্ধ পুনরুদ্ধার করার ব্যাপারে অ্যামোনিয়ার ব্যবহার হয়ে থাকে সেহেতু অ্যামোনিয়া থাকলেই কস্তুরী ভেজাল প্রমাণিত হয় না।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে পৃথিবী থেকে ক্রমশঃ প্রাণী ও উদ্ভিদ হ্রাস পাচ্ছে। ফলে বহু প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ বস্তু ক্রম-লুপ্তির পথে। ফলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই সব বস্তু উৎপাদনের চেষ্টা চলছে। কস্তুরী জৈব পদার্থ। এটিও ক্রমশঃ দুর্লভ হয়ে পড়ছে। সেই জন্যে বিজ্ঞানীগণ রাসায়ণিক উপায়ে অজৈব কস্তুরী উৎপাদনের চেষ্টা করছেন। এবং চেষ্টায় সফলকামও হয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় গন্ধ বা গুণ কোন দিক থেকেই সেই নকল কস্তুরী আসলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না।

দুঃখের বিষয় আরো আছে। এটা কৃত্রিমতার যুগ। আসলের থেকে নকলের আদর বেশী। অপরদিকে রসায়নবিজ্ঞান বিস্ময়কর উন্নতিলাভ করেছে। তার ফলে বহু অসার ও স্বল্পমূল্য দ্রব্যের সমবায়ে প্রস্তুত গন্ধদ্রব্য এবং ঔষধ বাজারে চড়া দামে বিক্রী করা হচ্ছে। এই প্রতিযোগিতার ডামাডোলে কস্তুরীর মতো দ্রব্যও আস্তে আস্তে অপাঙক্তেয় হয়ে পড়ছে। স্বয়ং বিজ্ঞানই ঔষধ ও গন্ধদ্রব্য হিসেবে এর উপযোগিতা এবং মূল্য স্বীকার করে নিয়েছে।

দিল্লীর পাঁচটি মেয়ের হিমালয় শিখরে আরোহন

“ওই শীতে গ্ল্যাক্সোজ-ডি আমাদের শরীর গরম রেখেছে আর শক্তি জুগিয়েছে”,
বলেন এই দলের অধিনায়িকা

এই পাঁচটি মেয়ে এক দুঃসাহসিক অভিযানের শেষে শীত, ঝড় আর বরফের দারুণ বাধা ডিঙিয়ে হিমালয় শিখর হনুমান টিব্বায় গিয়ে পৌঁছেছে। (এই শিখরের উচ্চতা ৬৪৫০ মিটার)।
এই অভিযানের নায়িকা মিস এস. সি. উষা বলেন, “অত ঠাণ্ডায় শরীর খুব তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে আর কনকনে শীতে শক্তি নিঃশেষে ফুরিয়ে যায়। আমরা সবাই দিনে চার পাঁচ বার করে গ্ল্যাক্সোজ-ডি খেয়ে শরীরের ক্লান্তি ও শীত দূর করেছিলাম। ভেবে দেখলে বলতে হয়, আমাদের সাফল্যের জন্য গ্ল্যাক্সোজ-ডি বেশ কিছুটা দায়ী।” শুধু এই নয়, হিমালয়ের সুউচ্চ শিখরের শেষ বরফাবৃত ধাপ পর্যন্ত গ্ল্যাক্সোজ-ডি এদের সংগে ছিল।

দলের অধিনায়িকা মিস এস.সি. উষা বলেন, “গ্ল্যাক্সোজ-ডি আমাদের ওই শিখরে পৌঁছতে সাহায্য করেছে।”

এই দুঃসাহসিক সাফল্যমণ্ডিত দলে ছিলেন মিস্ এস. সি. উষা, লাইব্রেরী এসিস্টেন্ট; ভারতী ব্যানার্জি, স্কুল শিক্ষিকা; শোভা কাপুর, কমার্শিয়াল আর্টিস্ট; রাণী পুরী, স্টেনোগ্রাফার; ও সুধা তালওয়ার, ইলেক্ট্রনিকস্ এঞ্জিনিয়ার।
অভিযানের পৃষ্টপোষকতা করেন দিল্লী মাউনটেনিয়ারিং এসোসিয়েশন। এই বিজ্ঞাপনের ছবিগুলি এই এসোসিয়েশনের সৌজন্যে প্রাপ্ত। গ্ল্যাক্সো ল্যাবরেটরিজ, যাঁরা গ্ল্যাক্সোজ-ডির নির্মাতা তাঁরা এই দুঃসাহসিক মহিলা অভিযাত্রীদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন।

এই মহিলা দলের তিনজনের সংগে একজন শেরপা। শেরপারাও গ্ল্যাক্সোজ-ডির শরীর গরম-রাখা শক্তি পেয়ে খুশী হয়েছে।

হনুমান টিব্বার চারদিকে ভয়ংকর বরফের পাহাড়, অস্বাভাবিক বড় লিজার্ড আর উঁচু পাথরের ছড়াছড়ি।

ঝড় আর বরফের মধ্যে, দলের সবাই গ্ল্যাক্সোজ-ডি খেয়ে নিয়েছে বাড়তি শক্তি পেয়েছে এই দারুণ কন্‌কনে ঠাণ্ডায়।

এই শীতে আপনিও গ্ল্যাক্সোজ-ডি থেকে অভ্যন্তরীণ উত্তাপ পেতে পারেন। চা, কফি, দুধ বা আপনার প্রিয় যে-কোনো পানীয়ের সংগে গ্ল্যাক্সোজ-ডি মিশিয়ে নিন।

গ্ল্যাক্সোজ-ডি
শীতে অভ্যন্তরীণ উত্তাপের জন্য

আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার